কল্কিপুরাণ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত

মূল সংস্কৃত হইতে

রামায়ণ ও মহাভারতের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদক, ভারতকোষসংগ্রহকার,
বিবিধ কাব্য, নাটক, অপেরা, কমিক্ অপেরা, প্রহসন,
উপন্যাস, খোস্‌গল্প, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বাদিগ্রন্থপ্রণেতা
এবং
গ্রেট্ ট্র্যাজিও-কমিডিয়ান্—(ইণ্ডিয়ান্ মিরার)

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক

সরল বাঙ্গালা পদ্যে অবিকল অনুবাদিত ও নানাবিধ
অতিপ্রয়োজনীয় টীকা সন্নিবেশিত।

বীণাযন্ত্র।
৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,—ঠনঠনিয়া—কলিকাতা।
শ্রীবিহারিলাল রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৯

উপহার।

আমার পরমহিতৈষী সহৃদয় সুহৃদ্

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ

মহাশয় সমীপেষু—

সাং পাথুরিয়াঘাটা—কলিকাতা।

মহামরুভূমি যেরূপ পথিকের প্রাণনাশক উত্তপ্ত বালুকারাশিতে পরিপূর্ণ, সেইরূপ সরল জনের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য, এই পৃথিবী স্বার্থপর কপট বন্ধুগণের "মুখোসে" আচ্ছাদিত। তথাপি ভগবানের কৃপায় এ হেন পৃথিবীতে দুই একটি নিঃস্বার্থ অকপট বন্ধুরও শুভদর্শন পাওয়া যায়, তার সাক্ষী আপনি।

আপনি, সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে আমার পরম সহায়। বিশেষতঃ আপনিই আমার সাহিত্য-জগৎ-প্রবেশের প্রধান পথপ্রদর্শক। বহুকালের কথা, কি শুভক্ষণেই আমি আপনার "আল্‌বার্ট যন্ত্রে" আমার "অবসর-সরোজিনী কাব্য" ছাপিতে দিয়াছিলাম। আপনি সেই পুস্তকপাঠে পুলকিত হইয়া, আমার হস্তে আপনার আল্‌বার্ট প্রেসের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া, উত্তরোত্তর নানাবিধ গ্রন্থরচনার উৎসাহ দিয়াছিলেন। আমি সানন্দে মুক্তকণ্ঠে আমার সমস্ত গ্রন্থের পাঠক ও পাঠিকাগণকে জানাইতেছি, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার যে সকল গ্রন্থ পাঠ করেন এবং ভবিষ্যতে যাঁহারা পাঠ করিবেন, তাঁহারা এত দিন জানিতেন না, এক্ষণে জানুন, আমার এই সকল গ্রন্থরচনার সর্ব্বপ্রধান উৎসাহদাতা আপনি।

অদ্য আমি বহুকালের আনন্দপূর্ণ কৃতজ্ঞতার সহিত আমার "কল্কিপুরাণ" আপনার করে অর্পণ করিলাম। আপনার পক্ষে ইহা অতি ক্ষুদ্র উপহার, কিন্তু আপনি পরম ধার্ম্মিক, কল্কিপুরাণও হরিভক্তি-পূর্ণ গ্রন্থ; অতএব আশা করি, এ ক্ষুদ্র উপহার আপনি সাদরে গ্রহণ করিয়া, আমাকে পূর্ব্ববৎ উৎসাহ দান করিবেন।

বশংবদ

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

বীণাযন্ত্র।

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

১০ই ভাদ্র, ১২৯৯ সাল।

কল্কিপুরাণের সূচিপত্র ।

প্রথম অংশ ।

দ্বিতীয় অংশ ।

তৃতীয় অংশ।

সূচিপত্র সমাপ্ত।

কল্কিপুরাণ।

প্রথম অংশ।

প্রথম অধ্যায়।

গণেশবন্দনা।

ইন্দ্র আদি সর্ব্ব দেব সাধু ঋষিগণ।
আর লোকপালগণ সহ সর্ব্বজন॥
নিজ নিজ কার্য্যসিদ্ধি করিবার তরে।
প্রত্যহ ভক্তিতে যাঁর আরাধনা করে॥
কি তান্ত্রিক কি বৈদিক সর্ব্বশাস্ত্র মাঝ।
প্রথমে বন্দনা যাঁর আছয়ে বিরাজ॥
সবার আশ্রয় রূপ সর্ব্বজ্ঞ যে জন।
অজ আর অচ্যুত নামেতে খ্যাত হন॥
সেই বিঘ্নবিনাশন অনন্ত মহানে।
নমস্কার করি আমি ভক্তির বিধানে॥

কল্কিবন্দনা।

নারায়ণ নরোত্তম নর ভারতীরে।
নমস্কার করি জয় উচ্চারিবে পরে॥
ধরণীপীড়ক যত ধরাপতিগণ।
যাঁর সর্পমুখ সম করে অনুক্ষণ॥
কবলিত হয়ে হৈল ভস্ম অবশেষ।
তীক্ষ্ণধার তরবালে বিদীর্ণ বিশেষ॥
অশ্ব-আরোহণে যাঁর নিয়ত গমন।
সত্য আদি চারি যুগ যাঁহার সৃজন॥
ধর্ম্মপ্রবৃত্তিতে সদা প্রবৃত্তি যাঁহার।
দ্বিজকুলসমুদ্ভূত ধর্ম্ম-অবতার॥
কল্কিনামধারী পরমাত্মা মহাকায়।
সেই ভগবান হরি রক্ষুন সবায়॥

সূতপ্রতি শৌনকাদির প্রশ্ন।

নৈমিষ অরণ্যবাসী শৌনকাদি মুনি।
জ্ঞানিবর সূতমুখে হেন কথা শুনি॥
জিজ্ঞাসিলা তাঁরে লোমহর্ষণ-তনয়।
ধর্ম্মজ্ঞ ত্রিকালবিজ্ঞ তুমি হে নিশ্চয়॥
নিখিল পুরাণ নাহি অজ্ঞাত তোমার।
জগৎপ্রভু হরি কেবা কহ সবিস্তার॥
কোথায় জন্মিলা তিনি আর কি কারণ।
করিলেন নিত্যধর্ম্ম বিনাশ সাধন॥
এ সমস্ত ভগবদ্বিষয়িণী কথা।
আমাসবা পাশে তুমি কহ যথা যথা॥
ঋষিগণমুখে শুনি এ হেন বচন।
হর্ষপুলকিত লোমহর্ষণ-নন্দন॥
জগন্নাথ শ্রীহরিরে স্মরণ করিয়া।
কহিতে লাগিলা স্তবে তত্ত্ব বিবরিয়া॥

কল্কিচরিত আরম্ভ।

সূত কহিলেন শুন পূজ্য মুনিগণ।
সেই ভবিষ্যৎ কথা করিব কীর্ত্তন॥
বড়ই আশ্চর্য্য সেই মধুর আখ্যান।
শ্রবণ করহ করি চিত্ত সমাধান॥
দেবর্ষি নারদ পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করাতে।
ব্রহ্মা বলিলেন তাহা তাঁহার সাক্ষাতে॥
তৎপরে নারদ মুনি মহামুনি ব্যাসে।
শুনাইলা সে আখ্যান সুমধুর ভাষে॥

পরে ব্যাস ব্রহ্মবাদী ধার্ম্মিক ধীমান।
নিজ পুত্র শুকদেবে করিলা ব্যাখ্যান॥
পরম বৈষ্ণব অভিমন্যুর তনয়।
পরীক্ষিতে শুনাইলা শুক মহাশয়॥
পরীক্ষিৎ-সভাতলে সপ্ত দিন ধরি।
সে আখ্যান সমাপিলা শ্রীশুক বিবরি॥
মহারাজ পরীক্ষিৎ সে কথা শ্রবণে।
প্রাণত্যাগ করিলেন শ্রীহরি স্মরণে॥
পরীক্ষিৎ ভূপতির পরলোক পরে।
পূজ্য মুনিগণ পুণ্যাশ্রমের ভিতরে॥
মার্কণ্ডেয় আদি করি জ্ঞানী মুনিগণ।
শুকদেবে জিজ্ঞাসিলা সে তত্ত্বকথন॥
শুকদেব তাঁসবার পাশে পুনরায়।
সে আখ্যান কীর্ত্তনিলা মধুর কথায়॥
পূজনীয় মুনিগণ সেই পুণ্যাশ্রমে।
শুকমুখে শুনিলাম যাহা ক্রমে ক্রমে॥
সেই ভাগবত পূত মঙ্গল আখ্যান।
কীর্ত্তন করিব চিত্ত কর সমাধান॥
কৃষ্ণের বৈকুণ্ঠপুরে গমনের পর।
যেরূপে পশিল কলি পৃথিবী ভিতর॥
শুকদেব কথামতে তাহা সবিস্তরে।
কীর্ত্তন করিব তোমা সবার গোচরে॥

পাতক বা অধর্ম্ম, কলি প্রভৃতির উৎপত্তি।

প্রলয়ের পরে প্রভু ব্রহ্মা প্রজাপতি।
নিজ পৃষ্ঠদেশ হৈতে সৃজিলা ঝটিতি॥
ঘোরমূর্ত্তি কৃষ্ণকায় পাতক দুর্জ্জয়।
অধর্ম্ম নামেতে খ্যাত সে পাতক হয়॥
সেই পাতকের বংশ করিলে কীর্ত্তন।
অথবা শ্রবণ কিম্বা করিলে স্মরণ॥
সর্ব্ব পাপ হৈতে মুক্ত হয় নরগণ।
ব্যাসের ভারতী ইহা শুন মুনিগণ॥
রমণীয়রূপা আর মার্জ্জারনয়না।
মিথ্যা হয় অধর্ম্মের ভার্য্যা প্রিয়তমা॥
কোপনস্বভাব আর মহাতেজোবান।
দম্ভ অধর্ম্মের পুত্র সুকঠিনপ্রাণ॥
দম্ভ নিজ ভগ্নীগর্ভে লোভ নামে সুত।
নিকৃতি নামেতে কন্যা কৈল উৎপাদিত॥
লোভ নিজ ভগ্নীগর্ভে ক্রোধ নামে সুত।
হিংসা নাম্নী কন্যা এক কৈল উৎপাদিত॥
ক্রোধ আপনার ভগ্নী হিংসার উদরে।
উৎপাদন করিয়াছে কলি দুরাচারে॥
সেই ক্রোধসুত দুষ্ট কলি অনুক্ষণ।
বাম হস্তে করি থাকে উপস্থ ধারণ॥
বর্ণ তার তৈলসিক্ত অঞ্জন মতন।
কাকোদর লোল জিহ্বা করাল বদন॥
ভীষণ আকার অতি গাত্র হৈতে তার।
পূতিগন্ধ বহির্গত হয় অনিবার॥
দ্যূত মদ্য নারী স্বর্ণ উহার আশ্রয়।
বড়ই বিকট সেই কলি দুরাশয়॥
সেই কলি নিজ ভগ্নী দুরুক্তি-উদরে।
ভয় নামে এক পুত্র উৎপাদন করে।
মৃত্যুনাম্নী কন্যা পরে করে উৎপাদন।
বড়ই করাল সেই কন্যার বদন॥
ভয়মৃত্যুসমাগমে জন্মিল তনয়।
নিরয় নামেতে খ্যাত সেই পুত্র হয়॥
যাতনা নামেতে কন্যা উৎপন্ন হইল।
নিরয় যাতনা-গর্ভে পুত্র উৎপাদিল॥
বহুসংখ্য পুত্র হৈল যাতনা-উদরে।
ধর্ম্মের নিন্দক সবে মহাপাপ করে॥
এইরূপে কলি-বংশে অসংখ্য গণনে।
ধর্ম্মের নিন্দক জন্মে নিখিল ভুবনে॥
যজ্ঞ অধ্যয়ন দান বেদ তন্ত্র আদি।
এ সবার নাশী তারা আর মহাবাদী॥
আধি ব্যাধি জরা গ্লানি দুঃখ শোক ভয়।
সেই সব নিন্দকের নিয়ত আশ্রয়॥

কলির অত্যাচার ও কলিযুগের মানবচরিত।

কলি-অনুচরগণ লোকনাশ-আশে।
সর্ব্বদাই দল বান্ধি ভ্রমে আশে পাশে॥

কাজে কাজে যত লোক ভ্রষ্টাচার হয়।
ক্ষণস্থায়ী হয় আর কামুক নিশ্চয় ॥
কলির প্রারম্ভকালে সর্ব্বলোকগণ।
পিতৃমাতৃদ্বেষী দুষ্ট দাম্ভিক দুর্জ্জন ॥
ব্রাহ্মণেরা অতিদীন কুতর্কনিপুণ।
শূদ্রসেবারত বেদবিক্রয়ী নির্গুণ ॥
ধরমবিক্রয়ী নীচপ্রকৃতি অসার।
রসমাংসবিক্রয়ী নিষ্ঠুর দুরাচার ॥
শিশ্নোদরপরায়ণ পরদাররত।
বরণসঙ্করকারী মত্ত হীনব্রত ॥
শঠ আর মঠবাসী কপট পাতকী।
হ্রস্বাকার পাপাচার সাক্ষাৎ নারকী ॥
এ কালে লোকের আয়ু ষোড়শ বৎসর।
শ্যালক পরম বন্ধু তাদের গোচর ॥
কুসংসর্গে সবে রত কলহকুশল।
কেশবেশবিন্যাসেতে তৎপর কেবল ॥
ধনীরা কুলীন বলি গণ্য কলিকালে।
বার্দ্ধুষিক বিপ্রগণ পূজ্য সর্ব্বস্থলে ॥*
সন্ন্যাসীরা গৃহাসক্ত গৃহস্থনিকর।
অবিবেকী মিথ্যাচারী পাপিষ্ঠ পামর ॥
ধর্ম্মধ্বজিগণ সদা গুরুনিন্দারত ॥†
সাধুর বঞ্চনাকারী হীনপূজাব্রত ॥
শূদ্রেরা পরস্বহারী প্রতিগ্রহকারী।
দ্বিজসেবাহীন আর কপট-আচারী ॥
স্ত্রীপুরুষে পরস্পর স্বীকারের নাম।
বিবাহ-সে কলিযুগে গণ্য অবিরাম ॥
কলিকালে শঠজন সহিত বন্ধুতা।
কলিকালে প্রতিদানে বড় বদান্যতা ॥
শক্তির অভাবে ক্ষমা ইন্দ্রিয় বিকল।
হলেই বিরাগ হয় নতুবা বিফল ॥
পাণ্ডিত্যপ্রকাশকালে বাচালের ভাব।
যশোহেতু ধর্ম্মসেবা নতুবা অভাব ॥

ধনাঢ্য হৈলেই সৎ ভদ্রলোক হয়।
দূরগত জলমগ্ন তীর্থ সমুচয় ॥
যার গলদেশে সূত্র সে হয় ব্রাহ্মণ।
যার করে দণ্ড সেই দণ্ডী মহাজন ॥
নদীতীরে হয় সর্ব্বশস্যের রোপণ।
অল্প পরিমাণে শস্য হয় উৎপাদন ॥
নিজ নিজ পতি প্রতি হইয়া বিরত।
রমণীরা ভ্রষ্টালাপে হয় যে নিরত ॥
কলিতে পরান্নলোভী যতেক ব্রাহ্মণ।
চণ্ডালগৃহেও করে যাগাদি যাজন ॥
কলিকালে স্বেচ্ছাচারা যতেক অঙ্গনা।
কাজেই না ভুঞ্জে কেহ বৈধব্যযাতনা ॥
মেঘদল অনিয়মে বারি বরিষয়।
কাজেই পৃথিবী অল্পশস্যময়ী হয় ॥
প্রজার পীড়ক হয় নরপতিগণ।
প্রজাগণ করভারে বড় জ্বালাতন ॥
ক্ষুণ্ণমনে স্কন্ধে ভার গ্রহণ করিয়া।
গিরিদুর্গ বনে পশে পুত্রেরে লইয়া ॥
মধু মাংস ফল মূলে বাঁচে সেথা সবে।
কলিকালে দ্বেষ করে সকলে কেশবে ॥
কলির প্রথম পাদে এ সব ঘটনা।
দ্বিতীয়ে কৃষ্ণের নাম গ্রহণ করে না ॥
তৃতীয় পাদেতে বর্ণসঙ্কর উদয়।
চতুর্থ পাদেতে ধরা একমার্গ হয় ॥
সেই কালে কৃষ্ণসেবা সকলে বিস্মৃত।
স্বাধ্যায় বষট্ স্বাহা ওঁকার বর্জ্জিত ॥
দেবতা সবার আর না মিলে আহার।
যাগযজ্ঞহীন ধরা ঘোর হাহাকার ॥

দেবগণের ব্রহ্মলোকে গমন।

অনন্তর সুরগণ সুদীনা ধরায়।
অগ্রে করি ব্রহ্মার গোচরে চলি চায় ॥
তাঁহারা তথায় গিয়া করেন দর্শন।
ব্রহ্মলোক বেদশাস্ত্র নিনাদে মগন ॥
সমাকীর্ণ যজ্ঞধূমে ব্রহ্মনিকেতন।
মুনিগণ ব্রহ্মস্তব করে অনুক্ষণ ॥

* বার্দ্ধুষিক—কুসীদজীবী, সুদখোর।
† ধর্ম্মধ্বজিগণ—ভণ্ড সন্ন্যাসিগণ।

তথা হৈম-বেদি যূপোদ্যানের মাঝারে।
জ্বলিত দক্ষিণাবর্ত্ত অগ্নি জ্যোতির্দ্ধারে॥
ফল পুষ্প চারি ধারে সেথা সুবেষ্টিত।
মাঝারে দক্ষিণাবর্ত্ত অগ্নি প্রজ্বলিত॥
সরোবর যেন হংস সারসের ডাকে।
ডাকিতেছে সুমধুর অতিথি সবাকে॥
লতারা সমীরভরে অবনত হয়ে।
প্রণাম করিছে যেন প্রফুল্ল হৃদয়ে॥
ফুলবাসী অলিকুল মধুর গুঞ্জনে।
অতিথিগণেরে যেন ডাকে ঘনে ঘনে॥

সুদুঃখিত দেবগণ, অভিপ্রায় নিবেদন,
করিবার তরে আজ্ঞা পেয়ে।
ব্রহ্মার ভবনে পশি, দেখিলেন শতশশী,
সম ব্রহ্মা আসনে বসিয়ে॥
সনক সনন্দ মুনি, সনৎকুমার জ্ঞানী,
সনাতন আর সিদ্ধগণ।
পদসেবা করে তাঁর, দেবগণ আগুসার,
হয়ে শির করিলা নমন॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রহ্মাদি দেবগণের বিষ্ণুলোকে গমন ও বিষ্ণুর কলিসংহারপ্রতিজ্ঞা।

সূত কহে দেবগণ ব্রহ্মার বচনে।
বসিলা সম্মুখে তাঁর সুবর্ণ আসনে॥
কলির সমস্ত দোষ আর ধর্ম্মহানি।
কহিলেন দেবগণ, শুনে পদ্মযোনি॥
ব্রহ্মা কহে বিষ্ণু তুষি তোমাসবাকার।
অভিলাষ পুরাইব কহিলাম সার॥
এতেক কহিয়া ব্রহ্মা দেবগনসনে।
বিষ্ণুর গোচরে গেলা গোলোকভুবনে॥
স্তব করি দেবতাগণের অভিপ্রায়।
নিবেদন কৈলা ব্রহ্মা মধুর কথায়॥
পঙ্কজলোচন বিষ্ণু কহিলা তখন।
পদ্মযোনি ইচ্ছা তব করিব পূরণ॥
শম্ভল গ্রামেতে বিপ্র বিষ্ণুযশা নাম।
সুমতি নামেতে তাঁর পত্নী অনুপাম॥
তাঁহার গর্ভেতে জন্ম গ্রহণ করিব।
চারি ভ্রাতা সনে মিলি কলিরে নাশিব॥
মম অংশস্বরূপ দেবতাগণ সবে।
আমার বান্ধবরূপে অবতীর্ণ হবে॥
আর মম কমললোচনা প্রিয়তমা।
রমণীললাম পত্নী লক্ষ্মী মনোরমা॥
পদ্মা নাম ধরি মর্ত্ত্যে সিংহল দেশেতে।
জন্মিবেন বৃহদ্রথ-জায়ার গর্ভেতে॥
মহারাজ বৃহদ্রথ ভূপশিরোমণি।
কৌমুদী তাঁহার পত্নী ধার্ম্মিকা রমণী॥
আমার বচনমতে এবে দেবগণ।
সবে মিলি ভূমণ্ডলে করহ গমন॥
মেরু আর দেবাপি নামক ভূপদ্বয়ে।
স্থাপিব পৃথিবীরাজ্যে প্রফুল্ল হৃদয়ে॥
নিষ্ঠুর কলিরে আমি করিয়া সংহার।
শুভময় সত্যযুগ স্থাপিব আবার॥
পূর্ব্বের মতন ধর্ম্ম করিয়া স্থাপন।
আপন আলয়ে পুন কৈব আগমন॥*

* ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনকে বলিয়া-ছিলেন—"
"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥ ৭॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৮॥"

অস্যার্থঃ—হে ভারত, যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি অর্থাৎ বিপ্লব হয় ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান অর্থাৎ প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি আত্মাকে (নিজেকে) সৃজন করি। (৭) আমি যুগধর্ম্মের অর্থাৎ স্বধর্ম্মানুষ্ঠায়ী লোকদিগের পরিত্রাণ, অসাধুগণের অর্থাৎ পাপী লোকদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্মের সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকি। (৮)—(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪র্থ অধ্যায়।)

মহাকবি তুলসিদাস তদীয় সুপ্রসিদ্ধ অতি মধুর হিন্দী রামায়ণে এই শ্লোকদ্বয়ের সুন্দর ভাব রক্ষা করিয়াছেন—

বিষ্ণুর কল্কিরূপে জন্মগ্রহণ।

বিষ্ণুবাণী শুনি ব্রহ্মা দেবগণ সনে।
আনন্দে গমন কৈলা আপন ভবনে।।
দেবগণ স্বর্গরাজ্যে করিলা প্রস্থান।
বিষ্ণুর বচনে সবে পুলকিতপ্রাণ।।
এ দিকে লভিতে জন্ম বিষ্ণু দয়াময়।
ভূতলে শম্ভল গ্রামে হইলা উদয়।।
যাঁর পদ সেবে গ্রহ তারা অগণন।
সেই বিষ্ণুময় গর্ভ কলি-বিনাশন।।
স্থাপিলেন বিষ্ণুযশা গর্ভে সুমতির।
অলক্ষ্যে চমকি উঠে কলির শরীর।।
জগন্নাথ বিষ্ণু জন্ম করিলা গ্রহণ।
প্রশান্ত হইল সিন্ধু গিরি নদীগণ।।
দেবঋষি নরগণ প্রফুল্ল হইল।
আর আর প্রাণিগণ আনন্দে মাতিল।।
পিতৃগণ নৃত্য করে পরম আহ্লাদে।
দেবগণ যশোগান করে উচ্চ নাদে।।
গন্ধর্ব্ব বাজায় বাদ্য নানাবিধ তালে।
ন্যাচিল অপ্সরাগণ বাদ্যের মিশালে।।
অনন্তর বিষ্ণুদেব জীবেরে তারিতে।
বৈশাখের শুক্লপক্ষ শুভ দ্বাদশীতে।।
ভূমিষ্ঠ হইলা শুভ লগ্ন শুভক্ষণে।
পিতা মাতা পুত্র লভি তুষ্ট হৈল মনে।।

"জব জব হোই ধর্ম্ম কী হানী।
বাঢ়হি অসুর অধম অভিমানী।।
করহি অনীতি জায়ি নহি বরণী।
সীদহি বিপ্র ধেনু সুর ধরণী।।
তব তব প্রভু ধরি বিবিধ শরীরা।
হরহি কৃপানিধি সজ্জনপীরা।।"
(বালকাণ্ড)

যে যে সময়ে ধর্ম্মের হানি হয় এবং অধম অভিমানী অসুরেরা বাড়িয়া উঠিয়া, অবর্ণনীয় অন্যায় কার্য্য করিয়া, বিপ্র, ধেনু, সুর ও ধরণীকে পীড়ন করে, সেই সেই সময়ে কৃপানিধি প্রভু বিবিধ শরীর ধারণ করিয়া, সজ্জনগণের পীড়া হরণ করেন।

স্নেহভরে দুই জনে পুত্র পানে চায়।
অপার স্নেহের ধারা উথলিয়া ধায়।।
মহাষষ্ঠী ধাত্রী-মার কার্য্য সম্পাদিলা।
অম্বিকাদেবীই নাভিচ্ছেদন করিলা।।
ভগবতী ভাগীরথী সুপবিত্র জলে।
ক্লেদমুক্তি করিলেন সুখে কুতূহলে।।
ভগবতী বসুমতী সুধার সমান।
দুগ্ধ দান করিলেন যত্নে সবিধান।।
বিষ্ণুর জনম দিনে মাতৃকাসকল।
উচ্চারিতে লাগিলেন বচন মঙ্গল।।

কল্কির নিকটে বায়ুর গমন।

তখন কমলযোনি ব্রহ্মা ভগবান।
বিষ্ণুজন্ম জানি কৈলা বায়ুরে আহ্বান।।
প্রিয় শিষ্য বায়ু আসি হৈলা উপস্থিত।
ব্রহ্মা কহে বিষ্ণুপাশে যাহ ত্বরান্বিত।।
পশিয়া সূতিকাগারে প্রবোধিয়া তাঁরে।
নিবেদহ এই কথা বিশেষ বিচারে।।
ওহে হরি চতুর্ভুজ মূর্ত্তি যে তোমার।
দেবতারো সুদুর্লভ মানব তো ছার।।
হেন রূপ পরিহরি মানুষ সমান।
রূপ ধর মুরহর বিষ্ণু ভগবান।।
ব্রহ্মার বচনে বায়ু যাইয়া তথায়।
নিবেদিলা সর্ব্ব কথা হরিরে ত্বরায়।।
কমললোচন বিষ্ণু পবন-বচনে।
চতুর্ভুজ ত্যজি হৈলা দ্বিভুজ সেক্ষণে।।
জনক জননী তাঁর হেরি সে ব্যাপার।
মনে মনে ভাবিতে লাগিলা চমৎকার।
বিষ্ণুর মায়ায় কিন্তু তখনি আবার।
মনে ভাবিলেন ইহা ভ্রম-সংস্কার।।

পরশুরামাদি মুনিগণকর্ত্তৃক কল্কির নামকরণ।

পাপতাপহীন হয়ে জীবেরা তখন।
শম্ভলগ্রামেতে কৈল মঙ্গলাচরণ।।
বহুবিধ উৎসবেতে নিমগ্ন হইল।
সমস্ত শম্ভল গ্রাম আনন্দে পূরিল।।

বিষ্ণুরে লভিয়া পুত্র সুমতি ব্রাহ্মণী।
পূর্ণমনোরথ হয়ে করে হুলুধ্বনি॥
প্রধান প্রধান বিপ্রে করিয়া আহ্বান।
করিলেন এক শত গোধন প্রদান॥
শ্রীহরির নাম-ক্রিয়া সাধন করিতে।
বিষ্ণুযশা যুক্তি করে ব্রাহ্মণ সহিতে॥
সেইকালে রাম কৃপ ব্যাস দ্রৌণি আদি।
মুনিরা আইলা সেথা হেরিতে অনাদি॥*

* রাম—ইহাঁর পিতার নাম জমদগ্নি, এই জন্য ইহাঁর অপর নাম জামদগ্ন্য। ভৃগুবংশীয় বলিয়া অপর নাম ভৃগুরাম বা ভার্গব, এবং পিতার আদেশে পরশুদ্বারা স্বীয় জননী রেণুকার মস্তকচ্ছেদ ও স্বীয় পিতৃঘাতক ক্ষত্রিয়গণকে একবিংশ বার বিনাশ করিয়াছিলেন বলিয়া আর একটি নাম পরশুরাম। জমদগ্নি মুনির সর্ব্বসমেত পাঁচ পুত্র, যথা—রুমন্বান্, সুষেণ, বসু, বিশ্বাবসু ও রাম।—(মহাভারত, বিষ্ণু-পুরাণ) পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা গ্রীকদের বেকস্ ও হিন্দুদের ভৃগুঃ (ভৃগুস্) একই ব্যক্তি বলেন।

কৃপ—কৃপাচার্য্য। ইনি শরদ্বান্ গৌতমের পুত্র। দ্রোণাচার্য্য ইহাঁর ভগিনী কৃপীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইনি রাজা দুর্য্যোধনের পক্ষ হইয়া পাণ্ডবগণের সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিয়াছিলেন।—(মহাভারত)

ব্যাস—মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। মৎকর্তৃক পদ্যানুবাদিত মহাভারত আদিপর্ব্ব ৬০ ও ৬৩ অধ্যায়ে ইহাঁর বিস্তৃত বিবরণ আছে। অপরাপর বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল। শক্তিমুনির পুত্র পরাশর মুনি ইহাঁর পিতা। ইহাঁর মাতা দাসরাজ-কন্যা গন্ধকালী, মৎস্যগন্ধা, যোজনগন্ধা বা সত্যবতী। ব্যাসের ঔরসে অরণীর গর্ভে শুকদেব জন্মগ্রহণ করেন। শুকদেব বৈভ্রাজলোকনিবাসী বর্হিষদ নামক পিতৃগণের মানসী কন্যা পীবরীর পাণিগ্রহণ করেন। শুকদেব হইতে পীবরীর গর্ভে কৃষ্ণ, গৌর, প্রভু ও শম্ভু নামে চারিটি পুত্র ও কৃত্বী নাম্নী একটি কন্যা হয়। কাম্পিল্যনগরের রাজা অণুহের সহিত কৃত্বীর বিবাহ হয়। অণুহের ঔরসে কৃত্বীর গর্ভে রাজা ব্রহ্মদত্ত জন্মলাভ করেন।—(হরিবংশ ১৮ ও ২০ অধ্যায়)

দ্রৌণি—দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামা। ইনিও দুর্য্যোধনপক্ষ হইয়া পাণ্ডবগণের সহিত কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।—(মহাভারত)

আর আর লোক যত মিলিয়া সকলে।
দেখিতে বালক হরি এল কুতূহলে॥
বিষ্ণুযশা রাম আদি মুনি চারি জনে।
নিরখিয়া কৈলা পূজা পুলকিত মনে॥
আসনে আসীন হয়ে মুনীশ্বরগণ।
অঙ্কস্থিত শ্রীহরিরে করিলা দর্শন॥
নররূপধর সেই বালক হরিরে।
নিরখিয়া ভাসে সবে আনন্দের নীরে॥
মনে মনে ভাবে সবে কলিরে নাশিতে।
কল্কিরূপে অবতীর্ণ শ্রীহরি মহীতে॥
এত ভাবি তাঁরা সবে শ্রীহরির স্তবে।
কল্কি নাম রাখি যথাস্থানে গেলা সবে॥

কল্কির উপনয়ন

অনন্তর ভগবান কৃষ্ণ কংসহর।
বাড়িতে লাগিলা শুক্লপক্ষ-শশধর॥
কবি প্রাজ্ঞ সুমন্ত্রক আদি ভ্রাতৃগণ।
কল্কির অগ্রজ ভ্রাতা বশী সর্ব্বজন॥
কল্কির অংশেই পূর্ব্বে তাঁহারা সকলে।
লইয়াছিলেন জন্ম পৃথিবীমণ্ডলে॥
গার্গ্য ভর্গ্য বিশালাদি যত জ্ঞাতিগণ।
তাঁসবার অনুবর্ত্তী হইলা তখন॥
ভূপতি বিশাখযূপ ধর্ম্মশীল অতি।
তাঁহার পালিত যত ব্রাহ্মণ সুমতি॥
ভগবান শ্রীকল্কিরে করি দরশন।
অতি প্রীতি লভি সবে আনন্দে মগন॥
সর্ব্বগুণাকর ধীর কমললোচন।
কল্কি সুতে পাঠোদ্যত হেরিয়া তখন॥
কহিলেন বিষ্ণুযশা শুন বাছাধন।
অগ্রে ব্রহ্মসংস্কার পৈতার ধারণ॥

জামদগ্ন্য রাম, কৃপাচার্য্য, ব্যাসদেব ও দ্রৌণি অমর। তাই ইহাঁরা কলির শেষ কালে কল্কিদেবকে দেখিতে আসিলেন। দৈত্যরাজ বলি, রামকিঙ্কর হনুমান ও রাবণভ্রাতা বি[illegible]ভীষণও অমর বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়া[illegible]ছেন।

করাইয়া তার পর সাবিত্রী পড়াব।
অনন্তর বেদপাঠ তোমারে করাব ॥
কল্কি কহিলেন কহ পিতা পূজ্যবর।
বেদ কি সাবিত্রী কি বা আমার গোচর ॥
কি প্রকার সূত্রে লোকে সংস্কৃত হয়ে।
ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত হয় ধরালয়ে ॥
পিতা কহে হরিবাক্য খ্যাত বেদ নামে।*
সাবিত্রী সে বেদমাতা ত্রিভুবনধামে ॥†
ত্রিরাবৃত্ত ত্রিগুণ সূত্রেতে বাছাধন।
ব্রাহ্মণেরা প্রতিষ্ঠিত আছে অনুক্ষণ ॥
যে ব্রাহ্মণগণ দশযজ্ঞসংস্কৃত।*
ব্রহ্মবাদী তাঁসবেই বেদ সংস্থাপিত ॥

* বেদ—ব্রহ্মার মুখনির্গত হরিবাক্যময় প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই বেদকে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি ভাগে বিভক্ত করেন, এই জন্য উক্ত ঋষির অপর নাম বেদব্যাস। বেদ অবলম্বন করিয়া, মুনিগণ কঠোপনিষৎ প্রভৃতি ব্রহ্মপ্রতিপাদ্য নানাবিধ উপনিষৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

† সাবিত্রী—দেবী বিশেষ, ব্রহ্মার পত্নী ও বেদমাতা।

"ত্রিদশৈরর্চ্চিতা দেবী বেদযাগেষু পূজিতা।
ভাবশুদ্ধস্বরূপা তু সাবিত্রী তেন সা স্মৃতা ॥"
(দেবীপুরাণ, ৪৪ অধ্যায়)

"সর্ব্বলোকপ্রসবনাৎ সবিতা স তু কীর্ত্ত্যতে।
যতস্তদ্দেবতা দেবী সাবিত্রীত্যু চ্যতে ততঃ।
বেদপ্রসবনাচ্চাপি সাবিত্রী প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥"
(অগ্নিপুরাণ)

সাবিত্রীর নামাবলী, যথা—
"ততঃ সংজপতস্তস্য ভিত্বা দেহমকল্মষং।
স্ত্রীরূপমর্দ্ধমকরোদর্দ্ধং পুরুষরূপবৎ ॥
শতরূপা চ সা খ্যাতা সাবিত্রী চ নিগদ্যতে।
সরস্বত্যথ গায়ত্রী ব্রহ্মাণী চ পরন্তপ ॥"
(মৎস্যপুরাণ ৩ অধ্যায়)

পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ১৭ অধ্যায়ে সাবিত্রীর এক শত অষ্ট নাম আছে।

"নারদ উবাচ।
তুলস্যুপাখ্যানমিদং শ্রুতমীশ সুধোপমম্।
তত্তু সাবিত্র্যুপাখ্যানং তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥
পুরা যেন সমুদ্ভূতা সা শ্রুতা চ শ্রুতিপ্রসূঃ।
কেন বা পূজিতা দেবী প্রথমে কৈশ্চ বা পরে ॥
নারায়ণ উবাচ।
ব্রহ্মণা বেদজননী পূজিতা প্রথমে মুনে।
দ্বিতীয়ে চ বেদগণৈস্তৎপশ্চাদ্বিদুষাং গণৈঃ ॥
তদা চাশ্বপতিঃ পূর্ব্বং পূজয়ামাস ভারতে।
তৎপশ্চাৎ পূজয়ামাসুর্ব্বর্ণাশ্চত্বার এব চ ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ২১ অধ্যায়)

মহাভারত বনপর্ব্বেও লিখিত আছে, মদ্রদেশের রাজা অশ্বপতি এই সাবিত্রীদেবীর পূজা ও ব্রত করিয়া, একটি পরমা সুন্দরী কন্যা লাভ করিয়াছিলেন। সাবিত্রীর কৃপায় সেই কন্যার জন্ম হওয়াতে, তাঁহারও নাম সাবিত্রী রাখিয়া অশ্বপতি সাবিত্রীদেবীর নিকট কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিলেন। শাল্বদেশের বনবাসী অন্ধ নৃপতি দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানের সহিত অশ্বপতি দুহিতা সাবিত্রীর বিবাহ হইয়াছিল। রাজকুমারী সাবিত্রী স্বীয় পাতিব্রত্য-বলে মৃত পতি সত্যবানকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন।

জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে সাবিত্রীব্রত করা উচিত। ঐ ব্রত চতুর্দ্দশবৎসর পর্য্যন্ত করিয়া উদ্যাপন করিতে হয়।

"জ্যৈষ্ঠকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং সাবিত্রীমর্চ্চয়ন্তি যাঃ।
বটমূলে সোপবাসা ন তা বৈধব্যমাপ্নুয়ুঃ ॥"
(রাজমার্ত্তণ্ডকৃত্যচিন্তামণি)

যজ্ঞোপবীত অর্থাৎ পৈতার নাম সাবিত্র ও সাবিত্রীসূত্র।—(শব্দরত্নাবলী)

* দশ যজ্ঞ অর্থাৎ দশবিধ যজ্ঞ। গরুড়পুরাণে পঞ্চবিধ যজ্ঞের উল্লেখ আছে, যথা—
"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমোদৈবোবলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্ ॥"
(গরুড়পুরাণ ১১৯ অধ্যায়)

অস্যার্থঃ—১ অধ্যাপন বা ব্রহ্মযজ্ঞ, ২ পিতৃযজ্ঞ বা তর্পণ, ৩ দৈববলি হোম, ৪ ভূতবলি হোম ও ৫ নৃযজ্ঞ বা অতিথিসেবা।

অবশিষ্ট পঞ্চ যজ্ঞের উল্লেখ ভগবদ্গীতা ৪র্থ অধ্যায় ২৮শ শ্লোকে আছে, যথা—
"দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥"

অস্যার্থঃ—সংশিতব্রত যতিগণ ১ দ্রব্যদান, ২ তপঃ অর্থাৎ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি, ৩ যোগ অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিনিরোধ দ্বারা সমাধি, ৪ স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন এবং ৫ জ্ঞান অর্থাৎ বেদার্থজ্ঞান রূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

ভক্তগণ বেদতন্ত্রবিধানানুসারে।
যজ্ঞ দান তপ আর ভক্তি সহকারে॥
আর অধ্যয়ন চিত্তসংযম স্বাধ্যায়ে।
হরিরে করেন প্রীত পবিত্র হৃদয়ে॥
এ হেতু বান্ধব আর বন্ধুগণ সনে।
পবিত্র করিব তোমা পৈতা অরপণে॥
পুত্র কহে ব্রাহ্মণেতে দশ সংস্কার।
প্রতিষ্ঠিত আছে কর বর্ণন তাহার॥
কেন বা ব্রাহ্মণগণ বিধানানুসারে।
বিষ্ণুরে পূজিয়া থাকে ভক্তি সহকারে॥
পিতা কহে ব্রাহ্মণ হইতে বাছাধন।
ব্রহ্মতেজ সমুৎপন্ন জপপরায়ণ॥
গর্ভাধান আদি দশবিধ সংস্কারে।*
সংস্কৃত সন্ধ্যাত্রয়যুক্ত সবিচারে॥
সাবিত্রীপূজনরত সত্যবাদী ধীর।
তপঃশীল ধর্ম্মশীল আনন্দী গভীর॥
ব্রাহ্মণেরা বিষ্ণুপূজা করিয়া যতনে।
সংসারেরে পরিত্রাণ করে সর্ব্বক্ষণে॥
পুত্র কহিলেন পিতা বেই দ্বিজবর।
সমস্ত জগৎ রক্ষা করে নিরন্তর॥
হরিরে করিয়া প্রীত নিজে কামদাতা।
যে ব্রাহ্মণ বসবাস করিছেন কোথা॥
পিতা কহিলেন বৎস সে সব ব্রাহ্মণ।
হেথা হৈতে বর্ষান্তরে করিলা গমন॥
দ্বিজঘাতী ধর্ম্মঘাতী বলবান কলি।
তাড়ায়ে দিয়াছে সেই ব্রাহ্মণমণ্ডলী॥
কলিযুগে অল্পতপা যে সব ব্রাহ্মণ।
বিদ্যমান আছে তারা অতি অভাজন॥
অধর্ম্মনিরত শিশ্নোদরপরায়ণ।
ক্রিয়াহীন হয়ে করে সময় যাপন॥

* দশ সংস্কার অর্থাৎ দশ বিধ সংস্কার, যথা— ১ বিবাহ, ২ গর্ভাধান, ৩ পুংসবন, ৪ সীমন্তোন্নয়ন, ৫ জাতকর্ম্ম, ৬ নামকরণ, ৭ অন্নপ্রাশন, ৮ চূড়াকরণ, ৯ উপনয়ন ও ১০ সমাবর্ত্তন।—(হারীত, সংস্কারতত্ত্ব, মলমাসতত্ত্ব, ও গরুড়পুরাণ ৯৩।৯৪।৯৫ অধ্যায়)

তেজোহীন দুরাচারী পাপী বিপ্রগণ।
কলিযুগে শূদ্রসেবারত অনুক্ষণ॥
আর তারা আপনারে না পারে রক্ষিতে।
দিন দিন তেজোহীন হতেছে মহীতে॥
সাধুনাথ ভগবান, কল্কিদেব মহাপ্রাণ,
কলিকুল বিনাশের তরে।
জনমিলা অবনী ভিতরে॥
এক্ষণে পিতার পাশ, কর্ণে শুনি হেন ভাষ,
কলিনাশ চিন্তিলা অন্তরে।
যজ্ঞসূত্র ধরিলা সাদরে॥
অনন্তর গুরুকুলে করিয়া গমন।*
বাস কৈলা কল্কিদেব বিষ্ণু সনাতন॥

তৃতীয় অধ্যায়।

পরশুরামের নিকট কল্কির বেদ ও ধনুর্ব্বেদাদি শিক্ষা।

সূত কহিলেন শুন পূজ্য মুনিগণ।
গুরুকুলে কল্কি যবে করিলা গমন॥
সে কালে মহেন্দ্রশৈলবাসী ভৃগুরাম।†
কল্কিরে লইয়া গেলা আপনার ধাম॥
নিজাশ্রমে প্রবেশিয়া কহিলা তাঁহারে।
বিপ্রসুত শুন শুন যে কহি তোমারে॥

* গুরুকুলে—গুরুগৃহে।

† মহেন্দ্রশৈল—মহেন্দ্র নামক পর্ব্বত। এই পর্ব্বত ভারতবর্ষের সপ্ত কুলাচলের মধ্যে একটি, যথা—

"মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমান্ ঋক্ষপর্ব্বতঃ।
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ সপ্তৈতে কুলপর্ব্বতাঃ॥"
(বিষ্ণুপুরাণ, ২য় অংশ, ৩য় অধ্যায়)

"মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষবানপি।
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ সপ্তৈতে কুলপর্ব্বতাঃ॥"
(মহাভারত, ভীষ্মপর্ব্ব ৯ অধ্যায়)

মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে ত্রিসামা, ঋষিকুল্যা প্রভৃতি নদী উৎপন্ন হইয়াছে, যথা—

"ত্রিসামা ঋষিকুল্যাদ্যা মহেন্দ্রপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ।"
(বিষ্ণু পুরাণ ২ অংশ, ৩ অধ্যায়)

ভৃগুবংশে জন্ম মোর জমদগ্নি মুনি।*
পূজনীয় পিতা মোর বিখ্যাত ধরণী॥
বেদবেদাঙ্গাদি তত্ত্ব মম অবগত।
ধনুর্ব্বিদ্যাস্থনিপুণ আমি অবিরত॥

ক্ষত্রশূন্য করি ধরা বিপ্রগণে দিয়া।
মহেন্দ্র ভূধরে এনু তপস্যা লাগিয়া॥
আমিই তোমারে এবে কৈব শিক্ষাদান।
ধর্ম্মমতে মোরে তুমি কর গুরুজ্ঞান॥
হেথা থাকি নিজ বেদ শাস্ত্র আর আর।
পাঠ কর মোর ঠাঁই ব্রাহ্মণকুমার॥
রামের বচনে কল্কি পুলকিত মনে।
নমি তাঁরে পড়ে বেদ তাঁহার সদনে॥
পরশুরামের পাশে কল্কি গুণধর।
সাঙ্গ বেদ চতুঃষষ্টিকলা অনন্তর॥*

পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ঋষিকুল্যা নামে এক নদী আছে। ঐ নদী গোন্দবন প্রদেশের পর্ব্বতমালা হইতে উৎপন্না। ঐ স্থানে মহেন্দ্রমালী নামে যে পর্ব্বতরাজি বিখ্যাত, উহাই পৌরাণিক মহেন্দ্র পর্ব্বত। এই পর্ব্বতমালা উড়িষ্যার উত্তর সরকারের গঞ্জাম হইতে গোন্দবন পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

পুরাণে কথিত আছে, জামদগ্ন্য রাম মহর্ষি কশ্যপকে সমস্ত পৃথিবী যজ্ঞদক্ষিণাস্বরূপ দান করিয়া, মহেন্দ্র পর্ব্বতে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। দাশরথি রাম (জামদগ্ন্য রামের উত্তরাবতার) ইহাঁর দর্পচূর্ণ করিয়া স্বর্গগতি রোধ করিয়াছিলেন। জামদগ্ন্য রামের প্রধান শিষ্যের নাম অকৃতব্রণ। স্বীয় শিষ্য মহাবীর ভীষ্মের সহিত কাশিরাজদুহিতা অম্বার অনুরোধে ইহাঁর বহুদিনব্যাপী ভয়ঙ্কর দ্বৈরথ যুদ্ধ হইয়াছিল। শিষ্য ভীষ্ম জয়ী হইয়াছিলেন। কর্ণ ছদ্মবেশে পরশুরামের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিয়া, শেষে অভিশপ্ত হইয়াছিলেন।—(মহাভারত)

* জমদগ্নি—মহর্ষি ঋচীকের পুত্র ও ঔর্ব্বের পৌত্র। কান্যকুব্জের গাধিরাজকুমারী সত্যবতী ইহাঁর মাতা। প্রসেনজিৎ রাজার কন্যা রেণুকা ইহাঁর পত্নী। ইহাঁর ঔরসে রেণুকার গর্ভে রুমন্বান্, সুষেণ, বসু, বিশ্বাবসু ও রাম (পরশুরাম) জন্ম গ্রহণ করেন। ঋচীকের বাক্যানুসারে রাম উগ্রকর্ম্মা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াছিলেন। একদা রেণুকা স্নানার্থ গমন করিয়া, মৃত্তিকাবতীর রাজা চিত্ররথকে সস্ত্রীক জলক্রীড়া করিতে দেখিয়া, অনঙ্গশরে মোহিতা হন; এবং অস্নাত অবস্থাতেই সিক্তবস্ত্রে আশ্রমে প্রত্যাগত হন। জমদগ্নি তাঁহার মনোবিকার বুঝিতে পারিয়া, তাঁহ'কে ব্যভিচার-দোষে দূষিতা ও ব্রাহ্মীলক্ষ্মী হইতে পরিভ্রষ্টা বোধে ক্রুদ্ধ হইলেন। এই সময়ে জ্যেষ্ঠ পুত্র রুমন্বান্ অরণ্য হইতে প্রত্যাগত হইলেন। ইনি তাঁহাকে মাতৃবধ করিতে বলিলেন। কিন্তু তিনি মাতৃস্নেহ-বশে তৎকার্য্যে অসমর্থ হইলে, পিতৃশাপে জড়ত্ব প্রাপ্ত হন। ঐরূপে সুষেণ, বসু ও বিশ্বাবসুও জড়ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এমন সময়ে রাম কুঠার স্কন্ধে অরণ্য হইতে আশ্রমে আসিলেন। জমদগ্নি তৎক্ষণাৎ রামকে বলিলেন, "রাম! তোমার মাতা পাপাচরণ করিয়াছে, অতএব ইহাকে এখনই বিনাশ কর।" রাম পিতৃ-আজ্ঞা পাইয়াই স্বীয় স্কন্ধস্থ কুঠারাঘাতে মাতার প্রাণ বিনাশ করিলেন। তদ্দর্শনে জমদগ্নির ক্রোধ প্রশমিত হইল। তখন জমদগ্নি রামকে বলিলেন, "বৎস! এই তোমার ভ্রাতৃগণ আমার আদেশ লঙ্ঘন করাতে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি তোমার পিতৃভক্তিগুণে সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" রাম বলিলেন, "পিতঃ! যদি প্রসন্ন হইয়াছেন, তবে এই বর প্রদান করুন, যে, জননী পাপনির্ম্মুক্তা হইয়া পুনর্জ্জীবিতা হউন, ভ্রাতৃগণের জড়ত্ব দূর হউক, আর আমি যেন অন্যের অজেয় হই।" জমদগ্নি তথাস্তু বলিয়া বরদান করিলেন। রেণুকা তৎক্ষণাৎ পুনর্জ্জীবিতা হইলেন এবং রুমন্বান্ প্রভৃতির জড়ত্ব বিদূরিত হইল।

কোন সময়, যখন জমদগ্নির পুত্রেরা আশ্রমে ছিলেন না, তখন হৈহয়বংশীয় রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ইহাঁর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। জমদগ্নি বিশেষ সমাদরসহ রাজার আতিথ্যসৎকার করিলেন; কিন্তু রাজা ইহাঁর গো-হরণ করিয়া লইয়া গেলেন। পরে রাম প্রত্যাগত হইয়া, পিতার প্রমুখাৎ সমস্ত শ্রবণ করিয়া, ক্রোধে স্বীয় কুঠারে হৈহয়রাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহস্র বাহুর সহিত মুণ্ডচ্ছেদ করেন। কার্ত্তবীর্য্যপুত্রগণ, প্রতিশোধের জন্য, যখন রাম আশ্রমে ছিলেন না, সেই সময়ে মহর্ষি জমদগ্নিকে হত্যা করে। পিতৃহত্যা দর্শনে রাম অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া, একুশ বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন।—(মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ)

* সাঙ্গ বেদ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ, এই ছয়টি বেদাঙ্গ। এই ছয়টির সহিত বেদচতুষ্টয় যুক্ত হইয়া সাঙ্গ বেদ বলিয়া

ধনুর্ব্বিদ্যা আদি শাস্ত্র নিয়মবিধানে।
শিক্ষা করি কহিলেন বিনীত বচনে ॥*
গুরুদেব যে দক্ষিণালাভে হবে প্রীত।
যাহাতে আমার কার্য্য হইবে সাধিত ॥
এবে তাহা মোর পাশে করহ প্রার্থনা।
প্রদান করিয়া তব পুরাব কামনা ॥
কহিলা পরশুরাম ওহে সর্ব্বাত্মন।
কলির নিগ্রহে তব জনমগ্রহণ ॥
আমার নিকটে তব বিদ্যার অভ্যাস
অস্ত্র বেদময় শুক পাবে শিব পাশ ॥

অভিহিত হয়। পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্ম্ম-শাস্ত্র এই চারিটি উপাঙ্গ। এই চারিটির সহিত যুক্ত হইয়া চারি বেদ উপাঙ্গ বেদ, ও উল্লিখিত দশটির সহিত যুক্ত হইয়া সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ নামে অভিহিত হয়।—(প্রস্থানভেদ)

চতুঃষষ্টিকলা—চৌষট্টি কলা, যথা—১ গীত, ২ বাদ্য, ৩ নৃত্য, ৪ নাট্য, ৫ আলেখ্য, ৬ বিশেষকচ্ছেদ্য, ৭ তণ্ডুলকুসুমাবলিবিকার, ৮ পুষ্পাস্তরণ, ৯ দশনবসনাঙ্গরাগ, ১০ মণিভূমিকাকর্ম্ম, ১১ শয়ন রচন, ১২ উদকবাদ্য, ১৩ উদকঘাত, ১৪ চিত্রাযোগ, ১৫ মাল্যগ্রন্থনবিকল্প, ১৬ শেখরাপীড়যোজন, ১৭ নেপথ্যযোগ, ১৮ কর্ণপত্রভঙ্গ, ১৯ গন্ধযুক্তি, ২০ ভূষণযোজন, ২১ ঐন্দ্রজাল, ২২ কৌমারযোগ, ২৩ হস্তলাঘব, ২৪ চিত্রশাকপূপভক্ষ্যবিকারক্রিয়া, ২৫ পানকরসরাগাসবযোজন, ২৬ সূচিবাপকর্ম্মাদি, ২৭ সূত্রক্রীড়া, ২৮ প্রহেলিকা, ২৯ প্রতিমালা, ৩০ দুর্ব্বচকযোগ, ৩১ পুস্তকবাচন, ৩২ নাটিকাখ্যায়িকা দর্শন, ৩৩ কাব্যসমস্যাপূরণ, ৩৪ পট্টিকাবেত্রবাণবিকল্প, ৩৫ তর্ক্কুকর্ম্মাদি, ৩৬ তক্ষণ, ৩৭ বাস্তুবিদ্যা, ৩৮ রূপ্যরত্নপরীক্ষা, ৩৯ ধাতুবাদ, ৪০ মণিরাগজ্ঞান, ৪১ আকরজ্ঞান, ৪২ বৃক্ষায়ুর্ব্বেদযোগ, ৪৩ মেষকুক্কুটলাবকযুদ্ধবিধি, ৪৪ শুকসারিকাপ্রলাপন, ৪৫ উৎসাদন, ৪৬ কেশমার্জ্জনকৌশল, ৪৭ অক্ষরমুষ্টিকাকথন, ৪৮ ম্লেচ্ছিত কবিকল্প, ৪৯ দেশভাষাজ্ঞান, ৫০ পুষ্পশকটিকা নিমিত্ত জ্ঞান, ৫১ যন্ত্রমাতৃকা, ৫২ ধারণমাতৃকা, ৫৩ সংপাট্য, ৫৪ মানসী কাব্যক্রিয়া, ৫৫ ক্রিয়াবিকল্প, ৫৬ ছলিতকযোগ, ৫৭ কোষচ্ছন্দোজ্ঞান, ৫৮ বস্ত্রগোপনাদি, ৫৯ দ্যূত, ৬০ আকর্ষক্রীড়া, ৬১ বালকক্রীড়নক, ৬২ বৈনায়িকী বিদ্যা, ৬৩ বৈজয়িকী বিদ্যা এবং ৬৪ বেতালিকী বিদ্যা।—(শৈবতন্ত্র)

* ধনুর্ব্বিদ্যা—ধনুর্ব্বেদ। চারিটি বেদের ন্যায় চারিটি উপবেদ আছে। যথা—১ আয়ুর্ব্বেদ, (চিকিৎসাশাস্ত্র), ২ ধনুর্ব্বেদ (যুদ্ধশাস্ত্র), ৩ গান্ধর্ব্ববেদ (সঙ্গীতশাস্ত্র), ও ৪ অর্থশাস্ত্র (ব্যবহারশাস্ত্র)। ভগবান বিশ্বামিত্র ঋষি ধনুর্ব্বেদ নামক উপবেদের প্রণেতা। এই উপবেদ চারি ভাগে বিভক্ত। তাহাদিগের মধ্যে প্রথম পাদের নাম দীক্ষাপাদ, দ্বিতীয়ের নাম সংগ্রহপাদ, তৃতীয়ের নাম সিদ্ধিপাদ এবং চতুর্থের নাম প্রয়োগপাদ। দীক্ষাপাদে আয়ুধের লক্ষণ এবং অধিকার নিরূপণ। ঐ আয়ুধ চারিভাগে বিভক্ত। যথা—মুক্ত, অমুক্ত, মুক্তামুক্ত ও যন্ত্রমুক্ত। চক্রাদির নাম মুক্ত, খড়্গাদি অমুক্ত, শল্য প্রভৃতি মুক্তামুক্ত ও শরাদির নাম যন্ত্রমুক্ত। যাহা মুক্তশ্রেণীতে নিবিষ্ট, তাহার নাম অস্ত্র; যাহা অমুক্ত, তাহার নাম শস্ত্র। দ্বিতীয় পাদে সর্ব্বপ্রকার শস্ত্র, তদ্বিদ্যায় পারদর্শী গুরুর লক্ষণ ও শস্ত্রগ্রহণের প্রকার দর্শিত হইয়াছে। তৃতীয় পাদে শস্ত্র গ্রহণানন্তর তত্তাবতের বারম্বার অভ্যাস প্রভৃতি কতিপয় কার্য্য নিরূপিত হইয়াছে। চতুর্থ পাদে দেবপ্রসাদলব্ধ সিদ্ধাস্ত্রের প্রয়োগ বিবরণ।

"আয়ুর্ব্বেদোধনুর্ব্বেদোগন্ধর্ব্ববেদোঽর্থশাস্ত্রঞ্চেতি চত্বার উপবেদাঃ। ধনুর্ব্বেদঃ পাদচতুষ্টয়াত্মকো বিশ্বামিত্রপ্রণীতঃ। তত্র প্রথমো দীক্ষাপাদঃ, দ্বিতীয়ঃ সংগ্রহপাদঃ, তৃতীয়ঃ সিদ্ধিপাদঃ, চতুর্থঃ প্রয়োগপাদঃ। প্রথমে পাদে ধনুর্লক্ষণমধিকারিনিরূপণঞ্চ কৃতং। অত্র ধনুঃশব্দশ্চাপে রূঢ়োঽপি ধনুর্ব্বিদ্যায়ুধে প্রবর্ত্ততে। তচ্চতুর্ব্বিধং মুক্তমমুক্তং, মুক্তামুক্তং, যন্ত্রমুক্তঞ্চ। মুক্তং চক্রাদি, অমুক্তং খড়্গাদি, মুক্তামুক্তং শল্যাবান্তরভেদাদি, যন্ত্রমুক্তং শরাদি। তত্র মুক্তমস্ত্রমুচ্যতে, অমুক্তং শস্ত্রমিত্যুচ্যতে। তদপি ব্রাহ্মবৈষ্ণবপাশুপতপ্রাজাপত্যাগ্নেয়াদিভেদাদনেকবিধং। এবং সাধিদৈবতেষু সমন্ত্রকেষু চতুর্ব্বিধায়ুধেষু যেষামধিকারং ক্ষত্রিয়কুমারাণাং তদনুযায়িনাঞ্চ তে সর্ব্বে চতুর্ব্বিধাঃ পদাতিরথগজতুরগারূঢ়াঃ। দীক্ষাভিষেকশকুনমঙ্গলকরণাদিকঞ্চ সর্ব্বমপি প্রথমে পাদে নিরূপিতং। সর্ব্বেষাং শস্ত্রবিশেষাণামাচার্য্যস্য চ লক্ষণপূর্ব্বকং সংগ্রহণপ্রকারো দর্শিতঃ দ্বিতীয়পাদে। গুরুসম্প্রদায়সিদ্ধানাং শস্ত্রবিশেষাণাং পুনঃপুনরভ্যাসো মন্ত্রদেবতাসিদ্ধিকরণমপি নিরূপিতং তৃতীয়পাদে। এবং দেবতার্চ্চনাভ্যাসাদিভিঃ সিদ্ধানামস্ত্রসিদ্ধানামস্ত্রবিশেষাণাং প্রয়োগশ্চতুর্থপাদে নিরূপিতঃ।"—(মধুসূদনসরস্বতিবিরচিত প্রস্থানভেদ)

পদ্মারে বিবাহ করি সিংহলের দেশে।
ধর্ম্মসংস্থাপন তুমি করিবে বিশেষে ॥
পরে তুমি দিগ্বিজয়ে ধর্ম্মশূন্য যত।
নিগ্রহিয়া বৌদ্ধ ভূপগণে বিধিমত ॥
ধার্ম্মিক দেবাপি আর ধার্ম্মিক মরুরে।
স্থাপন করিবে প্রভু এ ধরণীপুরে ॥
সে সৎকার্য্যে হবে মোর সন্তোষ অপার।
যথেষ্ট দক্ষিণা ইহা হইবে আমার ॥
এ কার্য্য সাধিত হৈলে নিয়মানুসারে।
যজ্ঞ দান তপস্যা করিব অনিবারে ॥

কল্কির শিবস্তব।

মুনিবর ভার্গবের বচন শুনিয়া।
হরে তুষিবারে গেলা তাঁরে প্রণমিয়া ॥
বিধিমতে হৃদিস্থিত মঙ্গলনিধান।
শান্তমূর্ত্তি শিবপূজা করি সমাধান ॥
মনে মনে ধ্যান আর করিয়া প্রণতি।
কহিলেন ভক্তিভরে এই সে ভারতী ॥
হে গৌরীবল্লভ তুমি শিব বিশ্বনাথ।
শরণ্য ত্রিনেত্র বিভু জীবকুলতাত ॥*
সর্ব্বভূতগণাশ্রয় যোগী পঞ্চানন।
সর্পেশ বাসুকি তব কণ্ঠের ভূষণ ॥
দেবদেব আদিদেব মহাদেব হর।
আনন্দসন্দোহদাতা শূলী দিগম্বর ॥
পুরাণপুরুষ তুমি সর্ব্বগুণধাম।†
বন্দিয়া করি হে তব চরণে প্রণাম ॥
কাম্যকর্ম্মনাশী তুমি যোগ-অধীশ্বর।‡
ভয়াল করাল তুমি বীর বিশ্বম্ভর ॥
সবার ঈশ্বর তুমি গঙ্গা-পরশনে।
সিক্ত তব পঞ্চ শির হয় অনুক্ষণে ॥§

জটাজূটধারী তুমি ভীম মহাকাল।*
নমস্কার করি তোমা প্রভু চন্দ্রভাল ॥†
শ্মশাননিবাসী তুমি তীক্ষ্ণ-অসিধর।‡
তব সনে ভ্রমে ভূত বেতালনিকর ॥
প্রলয়ের কালে এই লোক সমুদয়।
তব ক্রোধানলে ভস্ম হইবে নিশ্চয় ॥
ভূতগণ-আদি তুমি পঞ্চভূত দিয়া।§
সৃষ্টি কর মহেশ্বর কি কব বর্ণিয়া ॥
জীবত্ব পাইয়া তুমি সর্ব্ব পরিহরি।
ব্রহ্মানন্দে রত হও তোমা নতি করি ॥
বিশ্ব সংসারের তুমি রক্ষণ কারণ।
সর্ব্বজয়ী বিশ্বরূপ করিয়া ধারণ ॥
পাল ধর্ম্মসেতুরূপ সর্ব্ব সাধুগণে।
গুণাত্মা হয়েও পূর্ণ ব্রহ্ম অভিমানে ॥
তোমার আদেশে বায়ু প্রবাহিত হয়।
অগ্নি প্রজ্বলিত হয় দীপ্তির উদয় ॥
দিবাকর সমুজ্জ্বল কিরণ বিস্তারে।
গ্রহ তারা সনে শশী উদিত অম্বরে ॥
এই সে কারণে আমি তোমার শরণ।
লইতেছি মনোবাঞ্ছা পূর পঞ্চানন ॥
তোমার আদেশে বিশ্বপালিনী ধরণী।
সকলেরে ধরিতেছে দিবস রজনী ॥

* ত্রিনেত্র—বিবেক বৈরাগ্য ও জ্ঞান অথবা চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি শিবের এই তিনটি নেত্র।

† পুরাণপুরুষ—আদিপুরুষ, যিনি পুরে অর্থাৎ দেহমধ্যে বাস করেন, তিনি পুরুষ।

‡ কাম্যকর্ম্মনাশী—নিষ্কাম।

§ পঞ্চশির—পঞ্চ মস্তক। চারি দিক্‌ ও ঊর্দ্ধাকাশ এই পাঁচটি শিবের মস্তক। ইহাতে বুঝাইতেছে শিব সর্ব্বব্যাপী।

* মহাকাল—কালের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা।

† চন্দ্রভাল—চন্দ্র যাঁর কপালে সংলগ্ন অর্থাৎ শিবের মস্তক এত উন্নত যে, ঊর্দ্ধাকাশের চন্দ্র ইহাঁর কপালে সংযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু আরও উপরে গিয়া ব্রহ্মতালু স্পর্শ করিতে সক্ষম হন নাই।

‡ শ্মশাননিবাসী—যিনি শ্মশানে বাস করেন। এখানে শ্মশানের অর্থ তমোগুণময় পাপপূর্ণ ভবসংসার। সেই ভবসংসাররূপ শ্মশানে আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক ত্রিতাপতপ্ত জীবগণকে উদ্ধার করেন বলিয়া শিব শ্মশানবাসী।

§ পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম।

দেবগণ করিছেন বারি বরিষণ।
সময় বিভাগ করে কাল মহাজন ॥
মধ্যেতে সুমেরু শৈল অবস্থান করি।
তোমার আদেশে সদা আছে ধরা ধরি ॥
তেঁই ওহে বিশ্বরূপ মহেশ ঈশান।
নমস্কার করি তোমা হয়ে ভক্তিমান ॥

শিবের নিকট কল্কির অশ্ব, শুকপক্ষী ও অসিলাভ।

কল্কির এ হেন স্তব করিয়া শ্রবণ।
প্রিয়তমা পার্ব্বতীর সনে পঞ্চানন ॥
আবির্ভূত হৈলা আসি তাঁহার সম্মুখে।
করে অঙ্গ পর্শি তাঁর কহে হাস্যমুখে ॥
মহাত্মন কিবা বর করহ প্রার্থনা।
প্রকাশিয়া বল পূর্ণ করিব কামনা ॥
তব কৃত এই স্তোত্র ভূমণ্ডল মাঝ।
পড়িবে যাহারা সিদ্ধ তাসবার কাজ ॥
তব কৃত স্তব পাঠ অথবা শ্রবণ।
কৈলে বিদ্যার্থীর বিদ্যা হইবে সাধন ॥
ধর্ম্মার্থীর ধর্ম্মলাভ ভোগবিলাসীর।
ভোগ্যবস্তু লাভ হবে কহিলাম স্থির ॥
আরো শুন মহাভাগ আমার বচন।
এই অশ্বরত্ন করি তোমারে অর্পণ ॥
কামচারী বহুরূপী হয় এই হয়।
পক্ষিরাজ গরুড়ের অংশেতে উদয় ॥
আর এই শুকপক্ষী দিতেছি তোমারে।
সর্ব্বজ্ঞ এ পক্ষিবর ভুবন মাঝারে ॥
তোমারে মানবগণ ইহার প্রভাবে।
সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ভাবিবে সুভাবে ॥
সর্ব্বশস্ত্র-সর্ব্বশাস্ত্র-সর্ব্ববেদজ্ঞানী।
সর্ব্বভূতজয়ী তোমা ভাবিবেক প্রাণী ॥
আর তুমি পৃথিবীর ভারনাশ তরে।
এই করাল করবাল ধর নিজ করে ॥

প্রজাগণের সহিত বিশাখযূপের সনাতনধর্ম্মাচরণ।

হরবাণী শুনি কল্কি তুষিয়া প্রণামে।
অশ্বে চড়ি গেলা চলি শম্ভলের গ্রামে ॥
পিতা মাতা ভ্রাতৃগণে প্রণাম করিয়া।
ভৃগুরাম যে কহিলা কহিলা বর্ণিয়া ॥
পরম তেজস্বী কল্কি হৃষ্টচিতে তবে।
বরলাভ-কথা কৈলা জ্ঞাতিগণ সবে ॥
গার্গ্য ভর্গ্য বিশাল প্রভৃতি জ্ঞাতিগণ।
আহ্লাদিত হৈলা তাহা করিয়া শ্রবণ ॥
শম্ভলগ্রামের লোকে সেই কথা ভনে।
শুনিলা বিশাখযূপ লোকের বদনে ॥
ভূপতি বিশাখযূপ ভাবিলেন মনে।
হরি অবতীর্ণ কলিনিগ্রহকারণে ॥
সে কালে দেখিলা সেই বীরেন্দ্র ভূপতি।
নিজ মাহিষ্মতী নগরীতে যথি তথি। *
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর শূদ্রগণ।
সকলে হয়েছে হরিভক্তিপরায়ণ ॥
যাগ যজ্ঞ তপ দান ব্রত আচরণ।
করিতেছে সর্ব্বজন স্মরি নারায়ণ ॥
লক্ষ্মীপতি শ্রীবিষ্ণুর আবির্ভাব তরে।
নিজ নিজ ধর্ম্মাচরে প্রজা ঘরে ঘরে ॥
হেন হেরি ভূপতিও ধর্ম্মকর্ম্মে অতি ॥
অনুরক্ত হইলেন হয়ে ভক্তিমতি ॥
পবিত্র মনেতে প্রজা লাগিলা পালিতে।
রাজা প্রজা ধর্ম্মাচরে সুপবিত্র চিতে ॥
লোভ মিথ্যা আদি কলিবংশীয় সকল।
হেরিল স্বধর্ম্মে রক্ত অধার্ম্মিকদল ॥
হেন হেরি ক্ষুব্ধ মনে সে দেশ ছাড়িয়া।
পলাতে লাগিল সবে আকুল হইয়া ॥

* মাহিষ্মতী নগরী—নর্ম্মদানদীতীরস্থ নগরী বিশেষ। ইহার বর্ত্তমান নাম চুলীমহেশ্বর। ইহা মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের রাজধানী ছিল। (হরিবংশ)

কল্কির বীরসজ্জা ও তাঁহার নিকট বিশাখযূপের আগমন।

তখন বীরেশ কল্কি করিলা সাজন।
শরীরে শোভিল বর্ম্ম উজ্জ্বল কিরণ॥
শর শরাসন খড়্গ ধারণ করিয়া।
দ্রুতগামী জয়শীল অশ্বে আরোহিয়া॥
বিনির্গত হইলেন নগর হইতে।
সুঘোর বিজয়ধ্বনি উঠিল চৌভিতে॥
শম্ভলেতে অবতীর্ণ কল্কিরূপে হরি।
শুনিলা বিশাখযূপ নৃপেন্দ্রকেশরী॥
দেখিতে তাঁহারে সেথা কৈলা আগমন।
দেখিলেন অশ্বোপরি কল্কিরে তখন॥
দেবগণপরিবৃত ইন্দ্রের স্বরূপ।
তারাগণপরিবৃত শশাঙ্ক সুরূপ॥
কবি প্রাজ্ঞ গার্গ্য ভর্গ্য সুমন্ত্র বিশাল।
আদি জ্ঞাতিগণে শোভে কল্কি জীবপাল॥
হেরিয়া বিশাখযূপ ভাসি সুখনীরে।
কল্কিরে প্রণাম কৈলা অবনতশিরে॥
সম্পূর্ণ বৈষ্ণব ভাব কল্কির কৃপায়।
লভিলা বিশাখযূপ জ্ঞানী নররায়॥

বিশাখযূপের নিকট কল্কির আত্মতত্ত্বকথন।

বিশাখযূপের সনে কিছু দিন তরে।
একত্রে রহিলা কল্কি হরিষ অন্তরে॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আর বৈশ্য সবাকার।
আশ্রমধর্ম্মের কথা কহে সবিস্তার॥
কল্কি কহে দেখ রাজা আমার অংশেতে।
জন্মেছে ধার্ম্মিকগণ মানববংশেতে॥
ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়েছিল কালসহকার।
আমার প্রভাবে সবে মিলিত আবার॥
তুমি এবে সমাহিত মনে নররায়।
রাজসূয় অশ্বমেধে পূজহ আমায়॥
আমিই উৎকৃষ্ট লোক ধর্ম্ম সনাতন।
কালভাবে সংস্কার যে কিছু রাজন॥
হয়ে আছে অনুগামী কর্ম্মের আমার।
নিশ্চয় জানিও নাহি সন্দেহ তাহার॥
চন্দ্রবংশে সমুদ্ভূত দেবাপি ভূপতি।
সূর্য্যবংশে মরুরাজা ধর্ম্মশীল অতি॥
সে দুই ভূপালে এবে রাজ্যের শাসনে।
নিযুক্ত করিব আমি আনন্দিত মনে॥
পুনর্ব্বার করি সত্যযুগের স্থাপন।
করিব বৈকুণ্ঠধামে আনন্দে গমন॥

কল্কির বচন, করিয়া শ্রবণ,
ভূপতি বিশাখযূপ।
আনন্দিত মনে, নমিলা চরণে,
উথলে ভকতি-কূপ॥
পবিত্র পরম, বৈষ্ণব চরম,
সে ধর্ম্মের তত্ত্ব যত।
কল্কিরে জিজ্ঞাসে, সুবিনীত ভাষে,
শির করি অবনত॥
কলিকুলনাশী, জীবের হিতাশী,
প্রভু কল্কি নারায়ণ।
পবিত্র পরম, বৈষ্ণব ধরম,
করিলেন বরণন।

চতুর্থ অধ্যায়।

রাজগণের নিকট কল্কির আত্মতত্ত্বকথন।

সূত কহে অনন্তর সূর্য্যের সমান।
প্রদীপ্ত প্রতাপী কল্কি পূজ্য ভগবান॥
সভায় বিশাখযূপ ভূপের গোচরে।
আরম্ভিলা ধর্ম্মকথা বলিতে বিস্তরে॥
কল্কি কহে শুন রাজা শুন সর্ব্বজন।
যখন হইবে মহাপ্রলয় ঘটন॥
তখন কেবল আমি বিদ্যমান রব।
আমাতে সন্নত হয়ে রবে বিশ্ব সব॥
পূর্ব্বে জগতের কিছু না ছিল রাজন।
কেবল আমিই ছিনু নহে অন্য জন॥

পৃথিবীর সর্ব্ববস্তু প্রভাবে আমার।
সমুৎপন্ন হইয়াছে শুন গুণাধার॥
সমস্ত জগৎ যবে নিদ্রার দশায়।
সময় ক্ষেপিতেছিল শুন নররায়॥
এক মাত্র পরমাত্মা ভিন্ন যবে আর।
না ছিল কিছুই বর্ত্তমান ধর্ম্মাধার॥
সে মহানিশার শেষ ভাগে আমি ভূপ।
আবির্ভূত হৈনু ধরি বিরাটের রূপ॥
সহস্রমস্তক মূর্ত্তি সহস্র লোচন।
বড়ই বিশাল বপু সহস্র চরণ॥
সেই সে বিরাটমূর্ত্তি হইতে তখন।
বেদমুখ ব্রহ্মা কৈলা জনম গ্রহণ॥
ব্রহ্মা নামে সুবিদিত সে পুরুষবর।
মম বাক্যরূপ বেদে করিয়া নির্ভর॥
আমার পুরুষোপাধি অংশ হৈতে ভূপ।
মায়া প্রকৃতির যোগে মোর কালরূপ॥
অংশযোগে সৃজিতে লাগিলা জীবগণে।
যেরূপে হইল সৃষ্টি কহি তা একণে॥

সৃষ্ট্যাদি ও ব্রাহ্মণমাহাত্ম্যকীর্ত্তন।

সর্ব্বাগ্রে সৃজিলা ব্রহ্মা প্রজাপতিগণ।
দেবগণ মন্বাদির করিলা সৃজন॥
যদিও তাঁহারা মোর অংশেতে সম্ভূত।
সত্ত্ব রজ তম গুণে মায়োপাধিযুত॥
এই হেতু দেবগণ মন্বাদিনিকর।
স্থাবর জঙ্গম ধরে উপাধি বিস্তর॥
মায়ার প্রভাবে সৃষ্ট সেই লোক সব।
আমারি অংশেতে তারা হয়েছে উদ্ভব॥
আবার প্রলয়কালে সেই লোক যত।
আমাতে পাইবে লয় শুন মহারথ॥
যে সব ব্রাহ্মণ যজ্ঞ সাধু অনুষ্ঠান।
অধ্যয়ন করি করে মোরে মুক্তি দান॥
তপোদান আদি যাঁরা করি এ সংসারে।
উচ্চারে আমার নাম ভক্তিসহকারে॥
নিযুক্ত থাকেন যাঁরা আমার সেবায়।
দেহাত্মা আমার সেই বিপ্র সমুদায়॥
বেদবক্তা ব্রাহ্মণেরা আমারে যেরূপ।
ধ্যান করে তুষ্ট করে কে পারে সেরূপ॥
যে হেতু প্রধান অঙ্গ বেদ হয় মম।
প্রকাশিলা ব্রাহ্মণেরা বেদ মহোত্তম॥
জগতের সর্ব্বলোক বেদের কৃপায়।
রক্ষিত হতেছে সদা শুন নররায়॥
সমস্ত জগৎ হয় শরীর আমার।
শ্রেষ্ঠ বিপ্রগণ ধরে মম দেহভার॥
তেঁই আমি এবে সত্ত্ব গুণের আশ্রয়ে।
নমস্কার করি সেই ব্রাহ্মণ নিচয়ে॥
জগত-আশ্রয়ভূত যতেক ব্রাহ্মণ।
সেবে মোরে ভাবি জগন্ময় সনাতন॥

যজ্ঞসূত্র, তিলক ও ব্রাহ্মণমাহাত্ম্য কীর্ত্তন।

তখন বিশাখযূপ কহিলা কল্কিরে।
কি লক্ষণ ব্রাহ্মণের কহ প্রভু মোরে॥
আর সে ব্রাহ্মণগণ কি হেন তোমার।
করিয়া থাকেন যাহে বাক্য তাঁসবার॥
হইয়াছে খরশাণ বাণের সমান।
কৃপা করি কহ তাহা মোর সন্নিধান॥
কল্কি কহিলেন সর্ব্ববেদের ভিতরে।
ঈশ্বর বলিয়া মোরে বরণন করে॥
ব্যক্ত বা অব্যক্ত বস্তু যত কিছু আছে।
সকলি নিকৃষ্ট হয় ঈশ্বরের কাছে॥
ব্রাহ্মণের মুখে সেই বেদ বিরাজয়।
বহুবিধ ধর্ম্মকর্ম্মে প্রকাশিত হয়॥
ব্রাহ্মণগণের যাহা পবিত্র ধরম।
মোর পক্ষে ভক্তি তাহা পরম উত্তম॥
সেই সে ভক্তিতে আমি হয়ে হর্ষযুত।
প্রিয়া সনে যুগে যুগে হই আবির্ভূত॥
সধবা ব্রাহ্মণসুতা ত্রিগুণিত করি।
সে সূত্র নির্ম্মাণ করে পূতভাব ধরি॥
ত্রিরাবৃত করি গ্রন্থি দিলে সে সূতায়।
যজ্ঞ-উপবীত বলি গণ্য নররায়॥

যজুর্ব্বেদী বিপ্রগণ বেদ ও প্রবর।
বিধানে গ্রন্থিতে যুক্ত সেই সূত্রবর ॥
ধরিবে এ হেন যেন গলদেশ হ'তে।
নাভি লম্বি ভাগ করে পৃষ্ঠ বিভাগেতে ॥
সামবেদী বিপ্রদের এরূপ বিধান।
প্রভেদ লম্বিয়া নাভি পৈতা লম্বমান ॥
বামস্কন্ধে যজ্ঞসূত্র করিলে ধারণ।
বলপ্রদ হয় রাজা করহ শ্রবণ ॥
মৃত্তিকা চন্দন ভস্মে তিলক ধরিবে।
ললাট হইতে কেশে ত্রিপুণ্ড্র অঙ্কিবে ॥
অঙ্গুলিপ্রমাণ ফোঁটা কৈলে তিন ভাগ।
তারেই ত্রিপুণ্ড্র বলে শুন মহাভাগ ॥
সে ত্রিপুণ্ড্র ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের আবাস।
দর্শন কৈলেও তাহা পাপের বিনাশ ॥
ব্রাহ্মণগণের হস্তে স্বর্গ অবস্থিত।
তাঁসবার বাক্যে বেদ আছে প্রতিষ্ঠিত ॥
তাঁসবার হস্তে হব্য গাত্রে ধর্ম্ম রয়।
আর যথা আছে যত পূত তীর্থচয় ॥
নাভিতে ত্রিগুণযুতা প্রকৃতি বিরাজে।
সাবিত্রী কণ্ঠের হার ব্রাহ্মণসমাজে।
বিপ্রের হৃদয় ব্রহ্ম-সংজ্ঞারে ধরয়।
বক্ষোদেশে ধর্ম্ম পৃষ্ঠে অধর্ম্ম রাজয় ॥
হে রাজন বিপ্রগণ ভূদেব ভূতলে।
মম ধর্ম্ম প্রচারেন ব্রাহ্মণ সকলে ॥
গার্হস্থ্য প্রভৃতি চারি আশ্রমে থাকিয়া।
মম ধর্ম্ম প্রচারিছে বিপ্রেরা মিলিয়া ॥
এ হেতু সদ্ভক্তি যোগে বিপ্র সবাকার।
পূজা বন্দনাদি করা উচিত সবার ॥
ব্রাহ্মণগণের মাঝে বালক যাঁহারা।
জ্ঞানবৃদ্ধ তপোবৃদ্ধ প্রিয় মোর তাঁরা ॥
ব্রাহ্মণগণের বাক্য করিতে পালন।
অবতারে অবতীর্ণ হই হে রাজন ॥
ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বপাপবিনাশন।
বিশেষত কলিদোষনাশের কারণ ॥
এ মহাভাগ্যের কথা যেই জন শুনে।
ভয়ের কারণ তার নাহি থাকে মনে ॥

ভূপতি বিশাখযূপ বৈষ্ণবপ্রধান।
শুনি কল্কি-মুখে হেন বচন-বিধান ॥
পবিত্র অন্তরে তাঁরে প্রণাম করিয়া।
আপনার স্থানে তবে গেলেন চলিয়া ॥

শুকপক্ষিকর্ত্তৃক সিংহলদ্বীপ ও পদ্মাবতী বর্ণন।

অনন্তর শিব-দত্ত শুক পক্ষিবর।
যেথা সেথা সারাদিন ভ্রমি নিরন্তর ॥
সন্ধ্যাকালে ভগবান কল্কির গোচরে।
আসি দাঁড়াইয়া স্তব কৈল মিষ্টস্বরে ॥
হাসি কল্কি কহে শুক কুশল ত তব।
কোথা হইতে কি দেখিয়া এলে কহ সব ॥

কল্কির বচন শুনি, করিয়া মধুর ধ্বনি,
শিব-দত্ত শুক পক্ষী কয়।
শুন প্রভু মোর কথা, বরণিব যথা যথা,
কৌতূহলী হইবে নিশ্চয় ॥
হইয়া পবনগামী, সিংহল দ্বীপেতে আমি,
গিয়াছিনু কোন কার্য্য হেতু।*

* সিংহল দ্বীপ—পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বর্ত্তমান সিংহল দ্বীপকে লঙ্কা বলেন, কিন্তু তাহা কতদূর সঙ্গত বলা যায় না। কারণ, বাল্মীকীয় রামায়ণে দেখা যায়, মহাবীর হনুমান সমুদ্রতীরস্থিত মহেন্দ্র পর্ব্বতে উঠিয়া, লম্ফ দিয়া, শতযোজন সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া, লঙ্কাদ্বীপস্থ সুবেলপর্ব্বতে আপতিত হইয়াছিলেন। মহেন্দ্র পর্ব্বত কিন্তু মান্দ্রাজের বহু উত্তর দিকে অবস্থিত, অথচ সিংহল দ্বীপ ভারতবর্ষের সর্ব্বদক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে সমুদ্রগর্ভে অবস্থিত। ইহাতে বোধ হয়, বর্ত্তমান সিংহলদ্বীপ রামায়ণের প্রাচীন লঙ্কাদ্বীপ নহে।

বঙ্গদেশের অধীশ্বর সিংহ বাহু রাজার পুত্র বিজয়সিংহ এই দ্বীপ অধিকার করিয়া, আপনার পিতার নামানুসারে ইহার নাম সিংহল রাখেন। সিংহল দ্বীপ রত্নাবলীর পিতৃরাজ্য। সিংহলদ্বীপের অন্যতম ভূপতি শালিবানের কন্যা সুশীলাকে গৌড়ের ধনপতি সদাগরের পুত্র শ্রীমন্ত বিবাহ করিয়াছিলেন।—(কবিবর মুকুন্দরামবিরচিত চণ্ডী-মঙ্গলকাব্য দ্রষ্টব্য)

সেই দ্বীপ সিন্ধুমাঝে, অবিরত সুবিরাজে,
নীল জলে যেন স্বর্ণ-কেতু ॥
সে দ্বীপ সুন্দর অতি, নানা শোভা ইতি উতি,
বৃত্তান্ত তাহার চমৎকার ।
রাজা বৃহদ্রথ নামে, বসে সেই দ্বীপ-ধামে,
একটি নন্দিনী আছে তাঁর ॥
বৃহদ্রথ ভূপ-জায়া, কৌমুদী সাক্ষাৎ মায়া,
তাঁর গর্ভে সে কন্যা জন্মিল ।*
তাঁহার চরিতামৃত, বড়ই মাধুর্য্যযুত,
হেন কন্যা কারো না হইল ॥
সেই দ্বীপে বাস করে, চতুর্ব্বর্ণ নারী নরে,
পরম আনন্দে অবিরল ।
সুন্দর প্রাসাদ গেহ, নগর বিচিত্র দেহ,
সেই দ্বীপে করে ঝলমল ॥
কোন খানে রত্নময়, ভিত্তি যত সুশোভয়,
স্ফটিকের ভিত্তি শোভে কোথা ।
কোথাও ফুটায়ে ফুল, মাতায়ে ভ্রমরকুল,
বায়ু-কোলে দোলে চারু লতা ॥
সুলক্ষণা নারীগণ, করে সুখে বিচরণ,
স্থানে স্থানে শোভে সরোবর ।
তার উপকূল-জলে, জল-পক্ষী দলে দলে,
বিহার করিছে নিরন্তর ॥
চৌদিকে সুগন্ধময়, প্রফুল্ল কমলচয়,
লতাজাল বন উপবন ।
কহ্লার কমল কুন্দ, লয়ে খেলে অলিবৃন্দ,
নিরখিলে জুড়ায় নয়ন ॥
সেই দ্বীপ মনোহরে, বৃহদ্রথ বাস করে,
মহাবল পরাক্রান্ত ভূপ ।
তাঁহার কন্যার নাম, পদ্মাবতী গুণ-ধাম,
তাঁর সম নাহি কারো রূপ ॥
অতি যশস্বিনী কন্যা, ধরা-নিকেতনে ধন্যা,
হেন কন্যা ত্রিভুবনে নাই ।
তাঁহার মূর্ত্তির সম, মনোহর অনুপম,
আর কোথা দেখিতে না পাই ।
তাঁহার চরিত্র অতি, স্পৃহণীয়, মহামতি,
সাক্ষাৎ কমলা যেন সাজে ।
বড়ই কৌশলে বিধি, হেন কন্যা রূপ-নিধি,
নির্ম্মিলেন মানব-সমাজে ॥

জ্যোতিস্তত্ত্ব গ্রন্থে লিখিত আছে—
"দক্ষিণেঽবন্তি মাহেন্দ্রমলয়া ঋষ্যমূককাঃ ।
চিত্রকূটমহারণ্যকাঞ্চীসিংহলকোঙ্কণাঃ ॥"
অস্যার্থঃ—দক্ষিণে অবন্তি, মাহেন্দ্র, মলয়, ঋষ্যমূকক, চিত্রকূট, মহারণ্য (দণ্ডকারণ্য বা জন-স্থান), কাঞ্চী, সিংহল ও কোঙ্কণ দেশ ।

মাক্‌ক্রিণ্ড্‌ল্ সাহেব বলেন, প্রথমে সিংহল-দ্বীপের নাম লঙ্কা ছিল, পরে তাপ্রোবেণী (সংস্কৃত তাম্রপর্ণী) হয় । উক্ত সাহেব বলেন, গ্রীক ভৌগোলিক প্লিনি এই দ্বীপকে অন্তিচ্‌থোনোস্ (Antichthonos) বলিয়াছেন । গ্রীক অন্তিচ্-থোনোস্ সংস্কৃত অন্তস্থান হইতে পারে । কারণ প্লিনি এই দ্বীপের স্থিতিসম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ইহা পৃথিবীর বিপরীত অংশে অর্থাৎ শেষ অংশে অবস্থিত । গ্রীকবীর আলেক্‌জেণ্ডারের সময় এই দ্বীপের স্থিতির বিষয় বেশ পরিস্ফুট হইয়াছিল । তখন এই দ্বীপের নাম তাপ্রোবেণী । মেগাস্থি-নিসের মতেও ইহার নাম তাপ্রোবেণী ও একটি নদীদ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত । তিনি এই দ্বীপের লোকদিগকে পলয়িগোনি (Palaegoni) বলিয়া-ছেন । তাঁহার মতে এই দ্বীপে ভারতবর্ষ অপেক্ষা অধিক স্বর্ণ ও বড় বড় মুক্তা উৎপন্ন হইয়া থাকে । মিশর দেশীয় ভৌগোলিক টলেমীর মতে এই দ্বীপের প্রাচীন নাম সিমৌন্দন (Simoundon), এবং পরবর্ত্তী নাম তাপ্রোবেণী । আবার পেরি-প্লস্ নামক গ্রন্থকারের মতে ইহার পুরাতন নাম তাপ্রোবেণী । তাঁহার সময়ে ইহার নাম ছিল পলাই সিমৌন্দন (Palai Simoundon), কিন্তু প্লিনির মতে এই দ্বীপের রাজধানীর নাম ও যে নদীতটে ঐ রাজধানী ছিল, তাহার নাম ছিল পলয়িসিমুন্দস্ (Palaesimundus), সুতরাং পেরি-প্লস্‌রচয়িতার সিদ্ধান্ত ভ্রমপূর্ণ । ক্রমে ক্রমে এই দ্বীপ সালিকী, সিরেন্দীবস্, সিরলেদীব, সিরেন্দীব্, জীলন, সইলন, পরে সইলন হইতে বর্ত্তমান সিলোন (Ceylon) হইয়াছে ।—(Ptolemy's Ancient India, pp. 251-252)

* বৃহদ্রথ—বৃহৎ+রথ=বৃহদ্রথ । যাঁহার রথ বৃহৎ ।

শিব-সেবাপরায়ণা, পার্ব্বতী হসিতাননা,
কন্যাকালে যেরূপ সবার।
আছিলেন পূজ্যা মান্যা, তথা পদ্মাবতী কন্যা,
মিলে সখীগণে আপনার।
জপধ্যানে রত অনিবার॥

শিবের নিকট পদ্মাবতীর বরলাভ।

জানিলা যখন শিব সেই বরাননা।
পদ্মাবতী কেশবের লক্ষ্মী প্রিয়তমা॥
তখন প্রশান্ত মনে পার্ব্বতীর সনে।
উপনীতা হৈলা পদ্মাবতীর সদনে॥
পদ্মাবতী নিরখিয়া হরপার্ব্বতীরে।
দাঁড়াইলা সন্নিধানে লজ্জানতশিরে॥
বরদানে সমুদ্যত করি নিরীক্ষণ।
করিতে নারিলা কোন কথা উচ্চারণ॥
শশাঙ্কশেখর তবে সম্বোধিয়া তাঁয়।
কহিলেন সুগভীর মধুর কথায়॥
ভগবতি কোন ভূপকুমার তোমার।
যোগ্যপাত্র নহে শুন বচন আমার॥
বিষ্ণুই তোমার শুধু উপযুক্ত পতি।
তব পাণি গ্রহিবেন সেই মহামতি॥
তোমারে কামের ভাবে যারা নিরখিবে।
যখনি দেখিবে নারী তখনি হইবে॥
সুরাসুর গন্ধর্ব্ব চারণ নাগ নর।
নারীভাব সবে পাবে হইবে কাতর॥
হে কমলে তুমি এবে তপস্যা ছাড়িয়া।
আপনার গৃহে পুন যাও বাহুড়িয়া॥
সুখসম্ভোগের গেহ এ দেহ তোমার।
ক্ষুন্ন না করিও ধর বচন আমার॥
হরিপ্রিয়ে এবে যাহে তোমার শরীর।
নিয়ত বিমল রহে কর তা অচির॥
শঙ্কর মতিমান, এ হেন বরদান,
করিয়া হইলা অন্তর্হিত।
তবে সে ভগবতী, কমলা পদ্মাবতী,
হইলা বড়ই তিরপিত॥

শিবের বরদানে, হরিষভরা প্রাণে,
প্রণাম করিয়া শিব-পায়।
পিতার নিকেতনে, চলিল সেইক্ষণে,
চঞ্চল কমলা যেন ধায়॥

পঞ্চম অধ্যায়।

পদ্মাবতী-স্বয়ম্বর।

শুক কহে এইরূপে কিছু দিন যায়।
কন্যারে হেরিলা রাজা যৌবনদশায়॥
বহুবিধ পাপাশঙ্কা করি মনে মনে।
কহিলেন বৃহদ্রথ কৌমুদী সদনে॥
পদ্মার বিবাহকাল হতেছে অতীত।
বিবাহ দেওয়াই তার এক্ষণে উচিত॥
কোন্ কুলশীলযুক্ত রাজপুত্র-করে।
সম্প্রদান করি কন্যা বলহ সত্বরে॥
কৌমুদী কহিলা নাথ কহিলেন হর।
ভগবান বিষ্ণু হবে পদ্মাবতী-বর॥
বৃহদ্রথ কহে প্রিয়ে কত দিন পরে।
পারিব করিতে দান কন্যা হরি-করে॥
কি হেন সৌভাগ্য মোর বিষ্ণু ভগবানে।
জামাতৃত্বে বরণ করিব হৃষ্টমনে॥
স্বয়ম্বরে মুনিকন্যা বেদবতী সতী।*
সমুদ্রমন্থনকালে পদ্মা গুণবতী॥

* বেদবতী—ইনি মহর্ষি বৃহস্পতির পৌত্রী ও রাজর্ষি কুশধ্বজের কন্যা। বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি (সরস্বতী-মূর্ত্তি) পরিগ্রহ করিয়া ইনি জন্মিয়াছিলেন বলিয়া ইহাঁর নাম 'বেদবতী' হয়। ইহাঁর পিতা, ইহাঁকে বিষ্ণুকরে সম্প্রদান করিবেন বলিয়া স্থির করেন, তজ্জন্য যক্ষ, রক্ষ, দিক্‌পাল, দানব, দৈত্যগণ অত্যন্ত রুষ্ট হয়। শেষে এক দিন শুম্ভ দৈত্য ইহাঁর পিতাকে সংহার করে। ইহাঁর মাতা চিতানলে পতির সহগমন করেন। অনন্তর বেদবতী পিতার সংকল্প পূর্ণ করিবার জন্য, অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণুকে পতিরূপে পাইবার জন্য, কঠোর তপস্যা করিতে থাকেন। তপস্যার সময় লঙ্কাপতি রাবণ, কামাতুর

যেরূপে বিষ্ণুর হৈলা সেইরূপে কবে।
আমার কুমারী পদ্মা শ্রীহরির হবে॥
স্বয়ম্বরপ্রথা বিনা না পাব বিষ্ণুরে।
ঘোষিলেন স্বয়ম্বর মাহিষ্মতীপুরে॥*

যেখানে যতেক রাজা কৈলা নিমন্ত্রণ।
স্বয়ম্বর-সভায় আসিলা ভূপগণ॥
তাঁসবার বাসযোগ্য ভবননিচয়।
নির্দ্ধারিলা বৃহদ্রথ রাজা মহাশয়॥
বিবিধ মঙ্গলকার্য্য সিংহলেতে হয়।
বিবাহ উৎসবে সবে প্রফুল্লহৃদয়॥
রাজারা বিবাহে কৃতনিশ্চয় হইয়া।
নানা বহুমূল্য ভূষা শরীরে ধরিয়া॥
আপন আপন সৈন্য সামন্ত সহিত।
স্বয়ম্বর-সভাতলে হৈলা উপস্থিত॥
কেহ রথে কেহ গজে অশ্বে কেহ চড়ি।
পত্নীলাভে সভাতলে আসে দড়বড়ি॥
সূর্য্যতাপ নিবারিতে শ্বেত-ছত্র শিরে।
গ্রীষ্ম নিবারিতে দোলে চামর সুধীরে॥
অস্ত্রশস্ত্রে শোভি রাজকুমারনিকর।
ইন্দ্র সম শোভে সভ্যগণের ভিতর॥
রুচিরাশ্ব মদিরাক্ষ সুকর্ম্মা সঞ্জয়।
দৃঢ়াশুগ কৃষ্ণসার জীমূত সৃঞ্জয়॥
গুরুমিত্র কঙ্ক কাশ ক্রূরবিমর্দ্দন।
পারদ কুশাম্বু আর প্রমাথী ক্রথন॥
বিজৃম্ভ অক্ষম আর রাজা বসুমান।
ক্রমে ক্রমে উপনীত হৈলা সভাস্থান॥
আর আর কত রাজা আসিলা সেথায়।
সংকৃত হইয়া বসে আসনে শোভায়॥
ভূপ সবাকার মনোরঞ্জনের তরে।
নৃত্যগীত আরম্ভিল সভার ভিতরে॥

পদ্মাবতীর স্বয়ম্বরসভাপ্রবেশ।

অনন্তর বৃহদ্রথ আপন কন্যারে।
পাঠাইলা স্বয়ম্বর-সভার মাঝারে॥
অন্তঃপুর হৈতে কন্যা হৈল বহির্গত।
সঙ্গে সঙ্গে দাসীগণ চলে শত শত॥

হইয়া, ইহাঁকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে চেষ্টা করাতে ইনি রোষে তাহাকে এই অভিশাপ দিয়াছিলেন ;—

'অপমান ঘোর, কৈলি তুই মোর,
ওরে দুষ্ট দুরাশয়!
এ প্রাণ রাখিতে ইচ্ছা নাহি চিতে,
তোর পাপে মোর পাপ ;
তোরি সন্নিহিতে, চিতার অগ্নিতে,
মরিবারে দিব ঝাঁপ।
তুই রে যে কালে, ধরি' কেশজালে,
কৈলি মোর অপমান,
সে কালে নিশ্চয়, ওরে দুরাশয়!
নাহি তোর পরিত্রাণ।
তোর নাশ তরে, ধরণী ভিতরে
জনমিব পুনর্ব্বার ;
এ পাপের ফলে যাবি রসাতলে,
সমূলে, রে দুরাচার!
পাপাশয় জনে বধিব কেমনে,
স্ত্রীলোকের সাধ্য নয় ;
শাপ দিয়া যদি ফেলি তোরে বধি',
তপস্যা হইবে ক্ষয়।
এবে যদি মোর রহে পুণ্যজোর,
তপোবল যদি রয় ;
তবে তার ফলে তোরে রে সমূলে,
নাশিব, রে দুরাশয়।
শোন্ বলি ফের, কোন ধার্ম্মিকের
অযোনিজা কন্যা হ'য়ে,
জন্মিব নিশ্চয়, যা'বি যমালয়,
পুত্র পৌত্রগণে ল'য়ে।'

(মৎকর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত বাল্মীকীয় রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ১৭ সর্গ)

অনন্তর বেদবতী চিতানলে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া রাবণ-বিনাশের জন্য রাজর্ষি সীরধ্বজ জনকের সীতা নাম্নী কন্যা রূপে ভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

৬ পদ্মা—সমুদ্রমন্থনকালে পদ্মা (লক্ষ্মী) উত্থিত হইয়াছিলেন।

* বিশাখযূপ যে মাহিষ্মতীপুরে থাকিতেন, উহা ভারতবর্ষের অন্তর্গত নর্ম্মদা নদীতটে অবস্থিত। এই মাহিষ্মতীপুর সিংহল দ্বীপের রাজধানী।

বেত্রহস্তে দ্বারিগণ ঘেরিয়া তাঁহারে।
গম্ভীর ভাবেতে চলে সভার মাঝারে॥
অগ্রে চলে বন্দিগণ পাছু দাসীগণ।
হেরিতে লাগিনু আমি কৌতুহলী মন॥
হেরিয়া তাঁহারে হেন হৈল মোর মনে।
মূর্ত্তিমতী মোহ-মাতা মায়া এ ভুবনে॥
অথবা ভূতলে রতি কন্দর্পমোহিনী।
হেন অপরূপ রূপ আর তো দেখিনি॥
ত্রিভুবনে সর্ব্বস্থানে করেছি ভ্রমণ।
সে রূপলাবণ্য আর করিনি দর্শন॥
স্বয়ম্বর-সভাতলে ক্রমে পদ্মাবতী।
উপনীত হইলেন ঝলমলে জ্যোতি॥
নূপুরকিঙ্কিণীরবে পূরিল সে সভা।
চারি ধারে খেলে শোভা প্রাণমনোলোভা॥
প্রবেশিয়া সভাতলে রত্নমালা-করে।
রাজগণে কটাক্ষেতে নিরীক্ষণ করে॥
তাঁসবার কুলশীল গুণের বিষয়।
শুনিলেন রাজকন্যা শুন মহাশয়॥
লাগিল সুন্দর কর্ণে কুণ্ডল দুলিতে।
লাগিল সুন্দর চূর্ণ কুন্তল নাচিতে॥
তাহে তাঁর গণ্ডদেশ আরো শোভা পায়।
ঈষৎ হাসনি মুখকমল বিলায়॥
তাহাতে দশনকান্তি হইল উজ্জ্বল।
ডমরু সমান তাঁর কটিমধ্যস্থল॥
অরুণ কৌশেয় বাস পরিধানে তাঁর।
কণ্ঠরব কোকিলের সমান সুধার॥
তাঁহারে হেরিয়া হেন বোধ হৈল মম।
ত্রিলোক কিনিতে রূপে কৈলা উপক্রম॥

কামোন্মত্ত রাজগণের নারীভাবপ্রাপ্তি।

তখন রাজন্যগণ হেরিয়া তাঁহারে।
কামোন্মত্ত হয়ে পড়ে ভূতল মাঝারে॥
কামভাবে দৃষ্টিপাত করি তাঁর প্রতি।
নারীভাব প্রাপ্ত হৈল সমস্ত ভূপতি॥
তাঁদের শরীর হৈল রমণীর মত।
নিবিড় নিতম্ব স্তনে দেহ অবনত॥
মনোহর হৈল মুখ রমণী মতন।
লোচনযুগল ফুল্ল কমল যেমন॥
নৃত্যগীত হাব ভাব হাস্য সে বিলাস।
রমণীগণের সম হইল প্রকাশ॥
নারীভাবে পরিণত হয়ে ভূপগণ।
পদ্মাবতী-সহচরী হইল তখন॥
নৃপগণ নারীভাব প্রাপ্ত হৈলে পর।
দুঃখিত হইল পদ্মাবতীর অন্তর॥
পদ্মাবতী কিবা বলে শুনিবার তরে।
বসিয়াছিলাম সেথা কৌতুক অন্তরে॥
ওহে জগদীশ কল্কি কলিবিনাশন।
শুভ বিবাহের কাজে ঘটিলে এমন॥
পদ্মাবতী মনে মনে শিবে ধ্যান করি।
যেরূপ বিলাপ কৈলা কহি তা বিবরি॥

অশ্বগজরথহীন, হয়ে রাজগণ দীন,
সখীভাব প্রাপ্ত হৈল সবে।
হেন হেরি পদ্মাবতী, হৈলা বিষাদিতা অতি,
ম্লানমুখ বিবাহ-উৎসবে॥
ভূষণাদি পরিহরি, পদাঙ্গুষ্ঠে ভর করি,
ভূমিতল কৈলা বিলিখন।
তবে ক্ষণকাল পরে, শিব-বাক্য সত্য তরে,
স্মরিলেন পতি নারায়ণ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পদ্মাবতীর বিলাপ।

শুক কহে ভগবান করহ শ্রবণ।
সখীগণ মাঝে পদ্মা বিস্মিতবদন॥
নিজ পতি শ্রীহরিরে ভাবিতে ভাবিতে।
বিমলা সখীরে ডাকি লাগিলা কহিতে॥
বিমলে বিধি কি ভাগ্যে করিলা লিখন।
দেখিলেই মোরে নারী হবে নরগণ॥
বড়ই পাপিনী আমি হতভাগ্যা অতি।
বিফলে পূজিনু সেই দেব পশুপতি॥
ঊষর ক্ষেত্রেতে কিম্বা বীজের সমান।
হরপূজা বৃথা হৈল, বৃথা হরধ্যান॥

ত্রিলোকের অধিপতি ভগবান হরি।
গ্রহণ কি করিবেন মোরে কৃপা করি॥
যদ্যপি শিবের বাক্য সফল না হয়।
যদ্যপি না স্মরে মোরে হরি দয়াময়॥
তা হইলে হরিচিন্তা করিতে করিতে।
এ দেহ করিব নাশ প্রচণ্ড অগ্নিতে॥
সামান্যা মানবী আমি, বিষ্ণু ভগবান।
বামনের পক্ষে লাভ চন্দ্রের সমান॥
বিধির নিগ্রহ মোরে, তা যদি না হবে।
শশাঙ্কশেখর কেন বঞ্চিলেন তবে॥
কোন্ নারী মোর দশা পাইয়া এমন।
বিষ্ণু বিনা ধরিবারে পারয়ে জীবন॥
হে দেব পদ্মার হেন শুনি শোক-ভাষ।
আসিলাম তাড়াতাড়ি আপনার পাশ॥

পদ্মাবতীর নিকট শুকের পুনর্গমন।

শুকের বচন শুনি কল্কি ভগবান।
চমৎকৃত হয়ে কহে বিহঙ্গপ্রধান॥
পদ্মারে আশ্বাস দিতে যাহ পুন তথা।
বল গিয়া তাঁরে মোর রূপগুণ-কথা॥
আশ্বাসিত করি তাঁরে আইস আবার।
পদ্মা মোর প্রণয়িনী আমি পতি তাঁর॥
বিধাতার লিপি ইহা খণ্ডন কে করে।
মধ্যস্থ হইবে তুমি বিবাহের তরে॥

কল্কির বচন শুনি, শুক বিহঙ্গমণি,
অবিলম্বে চলিল সিংহলে।
হয়ে সেথা উপনীত, হৈল পাখী হরষিত,
খাইয়া সে বীজপূর ফলে॥*
পদ্মাবতী-অন্তঃপুরে, প্রবেশ করিয়া পরে,
নাগকেশরের বৃক্ষে বসে॥†
পদ্মারে হেরিয়া তবে, কহে মানুষের রবে,
দেবি আমি এনু তব পাশে॥

আছ তো কুশলে তুমি, তোমার হিতৈষী আমি,
হেরি তব কমল বদন।
কমল নয়ন দুটি, যেন সুধা-সরে ফুটি,
ভুজযুগ কমল মতন॥
কমল দেহের তব, কমলের সুসৌরভ,
দ্বিতীয়া কমলা তেঁই তুমি।
ত্রিলোকের রূপরাশি, একসঙ্গে পরকাশি,
নির্ম্মিলা তোমারে পদ্মযোনি॥

শুকপদ্মাবতীসংবাদ।

পদ্মমালাবিভূষিতা দেবী পদ্মাবতী।
শুক-মুখে শুনি হেন অদ্ভুত ভারতী॥
হাসি কহে কহ তুমি কেবা মহাজন।
কোথা হৈতে এইখানে কৈলে আগমন॥
দেব কি দানব তুমি বল দয়া করি।
আসিয়াছ মোর পাশে শুক-রূপ ধরি॥
শুক কহে শুন দেবি আমি কামচারী।
সর্ব্বগ সকল-শাস্ত্র-তত্ত্ব-অধিকারী॥
অমর গন্ধর্ব্ব ভূপগণের সভায়।
অতি সমাদর সবে করে যে আমায়॥
স্বেচ্ছা অনুসারে আমি বিচরি গগনে।
আসিয়াছি হেথা আজি তোমা দরশনে॥
বড়ই প্রশস্ত দেবি অন্তর তোমার।
তবু আজি ভোগসুখ করি পরিহার॥
অতীব বিষণ্ণ মনে যাপিছ সময়।
হাস্য পরিহাস তব এবে বিষময়॥
আমোদ প্রমোদ নাহি কর সখী সনে।
শোভিত না কর অঙ্গ চারু আভরণে॥
হেন ভাব হেরি তব হইনু দুঃখিত।
এবে কিছু জিজ্ঞাসিতে ইচ্ছে মোর চিত॥
মধুর কোমল তব কণ্ঠের নিনাদ।
পিককুলকূজন যে মানয়ে বিষাদ॥
তব দন্ত ওষ্ঠ আর জিহ্বাগ্রগঠিত।
বচন যাহার কর্ণে হয় প্রবেশিত॥
তাহার তপের কথা কি বলিব আর।
বিনা তপে শুনে সেই বীণার ঝঙ্কার॥

---

* বীজপূর—বীজপূরক, বীজফলক, দাড়িম্ব, দাড়িম, ডালিম।
† নাগকেশর—পুষ্পবৃক্ষবিশেষ।

কিবা কোমলতা ধরে শিরীষের ফুল।
চন্দ্রকান্তি হারে হেরি এ কান্তি অতুল॥
পণ্ডিতেরা ব্রহ্মানন্দ আর সে অমৃত।
উৎকৃষ্ট বস্তুর মাঝে করয়ে গণিত॥
তাহারো সহিত কিন্তু বাক্যের তোমার।
না হয় তুলনা দেবি কহিলাম সার॥
যিনি হয়ে তব বাহু-লতা-আলিঙ্গিত।
পারিবেন পিয়িবারে তব মুখামৃত॥
জপ তপ দান আদি শুভফলে তাঁর।
কিছুমাত্র প্রয়োজন না থাকিবে আর॥
তিলকশোভিত চারু অলকামণ্ডিত।
উজ্জ্বল চঞ্চল চারু কুণ্ডলরাজিত॥
সুচঞ্চল দৃষ্টিমাখা ফুল্ল মুখখানি।
হেরিবেন যাঁরা, তাঁরা ধন্য বলি মানি॥
তাঁসবার জন্ম আর না হবে ধরায়।
তোমার দর্শন ঘটে বহু তপস্যায়॥
হে ভামিনি হেন দুঃখ কি হেতু তোমার।
প্রকাশিয়া বল মোরে, মিনতি আমার॥
শারীরিক পীড়া তব কিছুই তো নাই।
তবু হেন কৃশ কেন দেখিবারে পাই॥
সোণার প্রতিমা যেন ভস্মে আচ্ছাদিত।
নিতান্ত মলিন দেহ চিত্ত বিষাদিত॥
তখন কহেন পদ্মা শুন শুকরাজ।
হরি যারে বাম তার রূপে কিবা কাজ॥
ধনে আর কুলে তার কিবা প্রয়োজন।
বংশমর্য্যাদার কিবা গৌরবলক্ষণ॥
তার পক্ষে শুক পক্ষী বিফল সকলি।
শুনহ বৃত্তান্ত মম প্রকাশিয়া বলি॥
পৌগণ্ড কৈশোর আর শৈশব দশায়।*
শিবেরে সন্তুষ্ট কৈনু ভক্তির পূজায়॥
শিবা সনে সদাশিব আসি মোর পাশে।
কহিলেন পরম সন্তোষে মিষ্টভাষে॥
হে পদ্মে আমার পাশে মাগি লহ বর।
অধোমুখে রহিলাম লাজুক অন্তর॥
হেন হেরি হর কহে শুন পদ্মাবতি।
হইবেন ভগবান বিষ্ণু তব পতি॥
কিবা দেব কি দানব গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
আর যত জীব ত্রিভুবনের ভিতর॥
কামভাবে তারা যদি নেহারে তোমায়।
তাহা হৈলে নারীভাব পাবে অচিরায়॥
হে শুক এ বর দিয়া শিব ভগবান।
কহিলেন বিষ্ণুপূজা-পদ্ধতি বিধান॥
এই যে হেরিছ মোর যত সখীগণ।
ইহাঁরা ছিলেন পূর্ব্বে ভূপতিনন্দন॥
ধর্ম্মাত্মা জনক মোর ইহাঁসবাকারে।
এনেছিলা স্বয়ম্বর-সভার মাঝারে॥
রূপবান ধনবান গুণবান যুবা।
এই সব ভূপদল সুশোভিলা সভা॥
রত্নমালা করে ধরি আমি সে যখন।
স্বয়ম্বর-সভাস্থলে করিনু গমন॥
এই সব ভূপগণ নিরখি আমায়।
কামমুগ্ধ হয়ে হৈলা পতিত ধরায়॥
ক্ষণ পরে উঠি সবে করিলা দর্শন।
পুরুষের পরিবর্ত্তে ললনা-লক্ষণ॥
শরীরে নিতম্ব গুরু পীন পয়োধর।
নারী-চিহ্ন ফুটি উঠে, রাজারা কাতর॥
অরিগণ-ভয়ে বন্ধু-বান্ধব-শরমে।
ভীত সঙ্কুচিত সবে হইলা মরমে॥
মোর অনুগামী হৈলা না দেখি উপায়।
মোর সনে রত এবে বিষ্ণুর পূজায়॥

* পৌগণ্ড—কেহ কেহ বলেন, পঞ্চম বৎসর হইতে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়স। কৈশোর—একাদশ বর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়স। শৈশব—ভূমিষ্ঠ হওয়া হইতে পঞ্চম বৎসর পর্য্যন্ত বয়স। বাল্য—ষষ্ঠ বর্ষ হইতে দশম বর্ষ পর্য্যন্ত বয়স। যৌবন—সপ্তদশ হইতে পঞ্চত্রিংশ, প্রৌঢ় দশা—ষট্‌ত্রিংশ হইতে পঞ্চাশৎ, বৃদ্ধদশা—একপঞ্চাশৎ হইতে সপ্তত্তি, অতি বৃদ্ধদশা—একসপ্তত্তি হইতে শেষায়ু পর্য্যন্ত।

পদ্মার বচন, করিয়া শ্রবণ,
শুক হৈল পুলকিত।
কহিলা তাঁহারে, পূজা করিবারে,
কেশবের যথোচিত॥

সপ্তম অধ্যায়।

বিষ্ণুপূজাবিধি।

শুক কহে অয়ি শুভে শিবের যখন।
হইয়াছ শিষ্যা তুমি ধন্যা সে তখন॥
পুণ্যবতী যথার্থই তুমি ধরাধামে।
পাপ তাপ ঘুচি যায় স্মরি তব নামে॥
এক্ষণে শ্রবণ যাহা কৈলে পদ্মাবতি।
শুকের আকার হৈতে পাই অব্যাহতি॥
যা শুনিলে ভগবানে ভক্তির উদয়।
যা শুনিলে জীবের আনন্দ বহু হয়॥
ব্যক্ত করিলেন যাহা নিজে মহেশ্বর।
সেই বিষ্ণুপূজা কহ শ্রুতিসুখকর॥
জপ-ধ্যান-সম্বলিত বিষ্ণু পূজা-বিধি।*
শুনিবারে অভিলাষী আমি নিরবধি॥
যদি তব মুখে তাহা শুনিবারে পাই।
মোর মত ভাগ্যবান কেহ আর নাই॥
পদ্মা কহে বিষ্ণুপূজাপদ্ধতির কথা।
শিব যা কহিলা তাহা পবিত্র সর্ব্বথা॥
শ্রদ্ধা সনে সেইরূপ কৈলে অনুষ্ঠান।
শ্রবণ কীর্ত্তন কিম্বা করিলে ধেয়ান॥
গুরুহত্যা-ব্রহ্মহত্যা-পাপে মুক্ত হয়।
গোহত্যার পাপ ঘুচে শুন মহাশয়॥

* জপ-ধ্যান-সম্বলিত ইত্যাদি—জপ—যথাবিধানে মন্ত্রোচ্চারণের নাম জপ। জপের বিধি—"উচ্চৈঃস্বরে জপ করিবে না, অতন্দ্রিত হইয়া জপ করিবে। সমাহিত মনে তুষ্ণীম্ভাবে অবলম্বনে অসংখ্য জপ নিষ্ফল। মুক্তাফল, বিদ্রুম, রুদ্রাক্ষ, স্ফটিক অথবা অঙ্গুলিপর্ব্বের দ্বারা জপ করিবে।"—(অগ্নিপুরাণ) জপ করিবার জন্য যে শ্রেণীক্রমে করপর্ব্ব ব্যবহৃত হয়, তাহাকে করমালা বলে। শক্তি-উপাসকগণ অনামিকার প্রথম পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মূলপর্ব্ব, পরে কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্র, পরে অনামিকার অগ্র, মধ্য ও মূল এবং তর্জ্জনীর মূল এই দশ পর্ব্বে জপ করিবে। এইরূপ দশ বার জপে এক শত হইবে। অষ্ট বার জপ সময়ে অনামিকার মূলপর্ব্ব হইতে পূর্ব্ব প্রণালীতে তর্জ্জনীর মূল পর্য্যন্ত জপ করিবে। তর্জ্জনীর অগ্র ও মধ্য পর্ব্বে জপ নিষিদ্ধ, এবং অষ্ট বার জপ সময়ে অনামিকার মধ্য ও তর্জ্জনীর মূল নিষিদ্ধ।—(মুণ্ডমালা তন্ত্র, শ্যামারহস্য) শক্তি ভিন্ন বিষয়ে দশ বার জপক্রম,—অনামিকার মধ্য, মূল; কনিষ্ঠার মূল, মধ্য, অগ্র; অনামিকা এবং মধ্যমার অগ্র এবং তর্জ্জনীর অগ্র, মধ্য ও মূল। মধ্যমার মধ্য ও মূল জপে নিষিদ্ধ।—(শিবরহস্য) অষ্ট বার জপক্রম,—অনামিকার মূল, কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্র, অনামিকা ও মধ্যমার অগ্র এবং তর্জ্জনীর অগ্র ও মধ্য।—(সনৎকুমারসংহিতা) বিষ্ণুর জপমন্ত্র,—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং।" এই জপমন্ত্র এক শত আট বার জপ করিতে হয়।

জপক্রম—

"অনামামধ্যমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এব চ।
তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তং দশপর্ব্বসু সংজপেৎ॥
অনামামূলমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এব চ।
তর্জ্জনীমধ্যপর্য্যন্তমষ্টপর্ব্বসু সংজপেৎ॥"

(তন্ত্রসার)

অঙ্গুলির অগ্রাদি দ্বারা জপ নিষেধ,—

"অঙ্গুলীর্ন বিযুঞ্জীত কিঞ্চিদাকুঞ্চিতে তলে।
অঙ্গুলীনাং বিয়োগাচ্চ ছিদ্রে চ স্রবতে জপঃ॥
অঙ্গুল্যগ্রেষু যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরুলঙ্ঘনে।
পর্ব্বসন্ধিষু যজ্জপ্তং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ॥"

(তন্ত্রসার)

ধ্যান—দেবতার রূপচিন্তার নাম ধ্যান। "ব্রহ্মাত্মচিন্তা ধ্যানং স্যাৎ ধারণা মনসো ধৃতিঃ।"—(গরুড়পুরাণ ৪৯ অধ্যায়)। বিষ্ণুধ্যানমন্ত্র,—

"ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী
হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥"

ধ্যানের রূপবর্ণনানুসারে দেবদেবীগণের প্রতিমা গঠিত হইয়া থাকে।

এবে আমি কহি বিষ্ণু-পূজা-বিবরণ।
মন দিয়া শুকবর করহ শ্রবণ॥
মানব পূর্ব্বাহ্ণে সারি স্নানাহ্নিক ক্রিয়া।
হস্তপদ প্রক্ষালিয়া জল পরশিয়া॥*
শুচি হয়ে বসিবেক নির্দ্দিষ্ট আসনে।
পূর্ব্বমুখে বসি পরে শাস্ত্রের বিধানে॥
অঙ্গন্যাস ভূতশুদ্ধি অর্ঘ্যের সংস্থান।
করিবেক ক্রমে ক্রমে শুন মতিমান॥†
কেশবকৃত্যাদিন্যাসে তন্ময় হইবে।
অনন্তর বিষ্ণুময় আত্মারে চিন্তিবে॥
হৃদিস্থিত বিষ্ণুদেবে করিবে স্থাপন।
সঙ্কল্পিত আসনেতে ভক্তিময় মন॥

* জল পরশিয়া—জলস্পর্শ করিয়া। ইহাতে বুঝাইতেছে জলে স্নান করিয়া বা মস্তকাদি, অঙ্গে জলের ছিটা দিয়া, শুচি হইয়া, আসনে বসিবে। পাদপ্রক্ষালনে দিক্‌নিরূপণ, যথা—

"প্রথমং প্রাঙ্মুখঃ স্থিত্বা পাদৌ প্রক্ষালয়েৎ শনৈঃ।
উদঙ্মুখো বা দৈবত্যে পৈতৃকে দক্ষিণামুখঃ॥"
(আহ্নিকতত্ত্ব)

† আসন—পূজার্থ বসিবার স্থান। আসন নিরূপণ, যথা—

"ধরণ্যাং দুঃখসম্ভূতির্দৌর্ভাগ্যং দারুজাসনে।
আম্রনিম্বকদম্বানামাসনে সর্ব্বনাশনং॥
উপবিশ্যাসনে রম্যে কৃষ্ণাজিনকুশোত্তরে।
রাঙ্কবে কম্বলে বাপি কাশাদৌ ব্যাঘ্রচর্ম্মণি॥
ন কুর্য্যাদর্চ্চনং বিষ্ণোঃ শিবে কাষ্ঠাসনাদিষু।
কাষ্ঠাসনে বৃথাপূজা পাষাণে রোগসম্ভবঃ॥
ভূম্যাসনে গতির্নাস্তি বস্ত্রাসনে দরিদ্রতা।
কুশাসনে জ্ঞানবৃদ্ধিঃ কম্বলে সিদ্ধিরুত্তমা॥
কৃষ্ণাজিনে ধনী পুত্রী মোক্ষঃ স্যাদ্ব্যাঘ্রচর্ম্মণি।
মন্ত্রযোগং প্রকুর্ব্বীত ভোগার্থং সুখমাসনে॥"
(মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

আসনপরিমাণ, যথা—

"নৈতদ্দ্বিহস্ততো দীর্ঘং সার্দ্ধহস্তায় বিস্তৃতং।
ন ত্র্যঙ্গুলাৎ সমুচ্ছ্রায়ং পূজাকর্ম্মণি সংগ্রহে।
আসনঞ্চ ততঃ কুর্য্যান্নাতিনীচং নচোচ্ছ্রিতং॥"
(মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

আসনে পাদক্ষেপণপ্রথা, যথা—

"কিঞ্চিৎ স্পৃশন্ বামশাখাং বামপাদপুরঃসরম্।
স্মরন দেব্যাঃ পদাম্ভোজং মণ্ডপং প্রবিশেৎ সুধীঃ॥"
(মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

আসনে উপবেশনবিধি, যথা—

"আসনেভ্যঃ সমস্তেভ্যঃ সাম্প্রতং দ্বয়মুচ্যতে।
একং সিদ্ধাসনং নাম দ্বিতীয়ং কমলাসনং॥"
(মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্মে প্রায় স্বস্তিকাসন প্রচলিত। স্বস্তিকাসন,—

"জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ ধৃত্বা পাদতলে উভে।
সমকায়ঃ সুখাসীনঃ স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষ্যতে॥"
(শিবসংহিতা)

আসনে উপবেশন করিবার দিঙ্‌ নিরূপণ,—

"অন্তর্জানু শুচৌ দেশে উপবিষ্ট উদঙ্মুখঃ।
প্রাগ্বা ব্রাহ্মেণ তীর্থেন দ্বিজো নিত্যমুপস্পৃশেৎ॥
স্নাতঃ শুক্লাম্বরধরঃ স্বাচান্তঃ পূর্ব্বদিঙ্মুখঃ।
প্রৌঢ়পাদো ন কুর্ব্বীত স্বাধ্যায়ং পিতৃতর্পণং॥"
(শিবসংহিতা)

আসনশুদ্ধির মন্ত্র,—

"ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনং॥"

আসন-পূজার মন্ত্র,—

"ওঁ আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ।"

অঙ্গন্যাস—পূজা, জপ প্রভৃতির প্রথমে বিঘ্ন-নাশ হেতু বিবিধ কর্ত্তব্য বিশেষ। ইহাকে ন্যাসও বলে। ইহা মাতৃকান্যাস, ষড়ঙ্গন্যাস প্রভৃতি নানা-প্রকার।—(তন্ত্রসার) সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত ন্যাস. অর্থে রাগরাগিণীর স্বর বুঝায়। যথা—

"ন্যাসঃ স্বরস্তু বিজ্ঞেয়ো যস্তু গীতসমাপকঃ।"
(সঙ্গীতসারসংগ্রহ)

ভূতশুদ্ধি—পূজাদি কার্য্যে বীজমন্ত্রবিশেষ দ্বারা বামকুক্ষিস্থিত পাপপুরুষের দহন পূর্ব্বক শরীর-শোধনকার্য্য।—(তন্ত্র)

অর্ঘ্য—পূজার উপহার। দূর্ব্বা, আতপতণ্ডুল, চন্দন, পুষ্প ও জল একত্র করিলে পঞ্চাঙ্গ অর্ঘ্য, এবং দূর্ব্বা, আতপতণ্ডুল, চন্দন, পুষ্প, জল, লবঙ্গ, জায়ফল ও কুশ অথবা জল, ক্ষীর, কুশাগ্র, দধি, ঘৃত, তণ্ডুল, তিল ও যব একত্র করিলে অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য হয়। পূর্ব্বে যজ্ঞাদিতে সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তিকে (আধুনিক মাল্যদানপদ্ধতিবৎ) অর্ঘ্যপ্রদান রীতি ছিল।—(সম্মোহনীতন্ত্র) মহাভারত সভাপর্ব্বে দেখা যায়, রাজসূয়যজ্ঞে মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মাদির আদেশে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া যজ্ঞে

অনন্তর মূলমন্ত্র করি উচ্চারণ।
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন্য স্নানীয় বসন ॥*
ভূষণ প্রভৃতি নানাবিধ উপচারে।
অর্চ্চনা করিবে বিষ্ণু বিশ্ববিধাতারে ॥
পরে হৃদিপদ্মমধ্যগত নারায়ণে।
আপাদমস্তক ধ্যান করিবে যতনে ॥
"ওঁ নমো নারায়ণায় স্বাহা" মন্ত্রে পরে।
স্তুতিপাঠ করিবেক সভক্তি অন্তরে ॥

বিষ্ণুধ্যান।

যোগসিদ্ধ পণ্ডিতেরা সদা চিন্তে যাঁয়।
কমলা-আলয় যিনি পীতবাস-কায় ॥
তুলসীতে ব্যাপ্ত যাঁর ভক্তবৃন্দগণ।
গঙ্গাজলে চিত্র যাঁর অঙ্গুলি শোভন ॥
সেই বিষ্ণু-পাদপদ্মে লইনু আশ্রয়।
বিষ্ণুর চরণ-পদ্ম মঙ্গল-আলয় ॥
নানা মণিজালে শোভে সে চারু চরণ।
রাজহংস সম বাজে নূপুর ভূষণ ॥
সচঞ্চল চারু পীত বসন-অঞ্চল।
চলিত পতাকা সম করে ঝলমল ॥
যে চরণে স্বর্ণময় ত্রিমুখ-বলয় †
শোভা পায়, স্মরি আমি সে চরণদ্বয় ॥
ভগবান শ্রীবিষ্ণুর যুগল জঘন।
গরুড়ের গলস্থিত সুনীল রতন ॥
যার মধ্যদেশে রক্তবর্ণ মণিসম।
গরুড়ের চঞ্চু দুটি শোভে অনুপম ॥
আরক্ত চরণ দুটি নিম্নে শোভে যার।
যাহা নেত্রানন্দকর ভক্ত সবাকার ॥

প্রদান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য চেদীপতি রাজা দমঘোষের পুত্র শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের শতাধিক বার নিন্দা করাতে, তাঁহার সুদর্শনচক্রে সভাস্থলে নিহত হইয়াছিল।

* পাদ্য—পদপ্রক্ষালনার্থ জল। আচমন্য—আচমনার্থ জল। স্নানীয়—স্নানার্থ জল।

† ত্রিমুখ বলয়—তিনমুখা বালা।

আমি সে চরণযুগ করি যে স্মরণ।
জয় জয় ভগবান বিষ্ণু নারায়ণ ॥
যে জানুযুগলে পীত বসন শোভিত।
গরুড়ের মুখে যার গুণ প্রকাশিত ॥
বিষ্ণুর সে জানুযুগ করি যে স্মরণ।
জয় জয় ভগবান বিষ্ণু নারায়ণ ॥
পীতবাসরূপে যথা ত্রিগুণা প্রকৃতি।*
প্রকাশি বিচিত্র শোভা করে অবস্থিতি ॥
যে স্থান কন্দর্প-যম-ধাতার আধার।
যে স্থলে দুকূলাবৃত জীবের আগার ॥†
আমি সেই শ্রীবিষ্ণুর কটি চিন্তা করি।
জয় জয় ভগবান নারায়ণ হরি ॥
যাহাতে ত্রিবলী সদা আছে সুশোভিত।
যথা নাড়ীনদীরসম্বার উল্লসিত ॥
যেখানে আবর্ত্ত সম নাভি-সরোবরে।
ব্রহ্মার জনম-পদ্ম ফুটি শোভা ধরে ॥
যেই স্থান সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ড-আধার।
যাহে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোম শোভে অনিবার ॥
শ্রীবিষ্ণুর সে উদর করি যে স্মরণ।
জয় জয় ভগবান বিষ্ণু নারায়ণ ॥
শ্রীবিষ্ণুর হৃদিপদ্মে কমলার বাস।
কৌস্তুভ-প্রভায় যার সুষমা প্রকাশ ॥‡

* ত্রিগুণা প্রকৃতি—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ বিশিষ্টা প্রকৃতি। প্রকৃতি—ঈশ্বরের মায়া। ঈশ্বরেচ্ছায় এই মায়াই ব্রহ্মারূপে সৃজন, বিষ্ণুরূপে পালন ও শিবরূপে সংহার করিয়া থাকেন।

† যে স্থান কন্দর্প-যম-ধাতার আগার—বিষ্ণুর যে কটিদেশ কন্দর্প (কাম), যম (মৃত্যুপতি), ধাতা (ব্রহ্মা) এই তিন দেবতার আধার (আশ্রয়, বাসস্থান)। ইহার বৈজ্ঞানিক ভাব এই যে, কটিদেশই বীর্য্যাধার। ঐ আধারে প্রথমে কামোদ্রেক হয়, পরে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সেই বীর্য্যে জীবসৃষ্টির বীজ উৎপন্ন হইয়া নারীগর্ভে নিষিক্ত হইবার পর জীবের উৎপত্তি হয়, শেষে যম অর্থাৎ মৃত্যুপতি বা মৃত্যুকর্ত্তৃক সেই জীব বিনষ্ট হয়। জীবের আগার—বীর্য্যপূর্ণ কটিদেশ জীবের আদিবাসস্থান।

‡ কৌস্তুভ—বিষ্ণুর বক্ষঃস্থিত মণি। বিষ্ণুর গদার নাম কৌমুদকী, খড়্গের নাম নন্দক, ধনুর

শ্রীবৎসলাঞ্ছিত যাহা দেখিতে সুন্দর।
যাহাতে কুসুম-মালা দোলে নিরন্তর ॥
আমি সেই হৃদিপদ্ম করি যে স্মরণ।
জয় জয় ভগবান বিষ্ণু নারায়ণ ॥
সুবেশের শোভাস্থল যে বাহুযুগল।
অঙ্গদ বলয় ভূষা যাহে ঝলমল ॥*
যে বাহুযুগল দর্পী দৈত্য সবাকার।
সাধিল বিনাশ ধরি চক্র খরধার ॥
যে বাহুযুগল সদা সুদর্শন ধরি।
অরিকুল জিনিতেছে দিবস শর্ব্বরী ॥
শ্রীবিষ্ণুর সে দক্ষিণ সুবাহুযুগল।
ভক্তিভরে মনে মনে স্মরি অবিরল ॥
মুররিপু বিষ্ণুর যে বাম ভুজদ্বয়।†
করিকরোপম শঙ্খ পদ্ম শোভাময় ॥
যেই ভুজদ্বয় মণিভূষণে ভূষিত।
লোহিত অঙ্গুলি যার জানুপরশিত ॥
প্রীতিপ্রদ যাহা পদ্মালয়া কমলার।
সে করযুগল আমি স্মরি অনিবার ॥
অমল মৃণাল সম তিনটি রেখায়।
কণ্ঠদেশ শোভে বনমালার শোভায় ॥
যেই কণ্ঠ মুক্তিমন্ত্রফলবৃন্তরূপ।
মুখপদ্ম যার'পরে প্রকাশে স্বরূপ ॥

শ্রীবিষ্ণুর সেই কণ্ঠ স্মরি অনুক্ষণ
জয় জয় ভগবান বিষ্ণু নারায়ণ ॥
যে শ্রীমুখপদ্ম শোভে রক্ত ওষ্ঠাধরে।
কুন্দবিনিন্দিত দন্তে হাস্যরাশি ঝরে ॥
অবিরত সিক্ত যাহা বচন-সুধায়।
চঞ্চল নয়ন-পত্রে যাহা শোভা পায় ॥
মনঃপ্রীতিকর যাহা লোকসুরঞ্জন।
শ্রীবিষ্ণুর সেই রূপ করি যে স্মরণ ॥
মদনের মহোৎসব স্থষ্ট হৈল যায়।
যা হেরি রমার হৃদিপদ্ম ফুটি যায় ॥
বিষ্ণুর সে মুখপদ্মস্থিত ভ্রূযুগল।
ভক্তিভরে স্মরি আমি মনে অবিরল ॥
কপোলচুম্বিত চারু আকার কুণ্ডল।
সুশোভিত যেই চারু শ্রবণযুগল ॥
দিক্-নভঃপ্রকাশক যে শ্রুতিযুগল।
অলকচুম্বনে আকুঞ্চিত অবিরল ॥
মণিময় কিরীটের প্রান্তে সংযোজিত।
বিষ্ণুর সে শ্রুতি স্মরি ভক্তির সহিত ॥
শ্রীবিষ্ণুর মনোহর বিশাল ললাট।
যাহে শোভে মণিময় কিরীট বিরাট ॥
সর্ব্বজন মনপ্রাণনয়নরঞ্জন।
যে ললাটে শোভা পায় ত্রিলোকভূষণ ॥
কমনীয় কামিনীর লোচন মতন।
সুরভিত গোরোচনা-অলকাঞ্জন ॥*
একমাত্র হয় যাহা ব্রহ্মের আশ্রয়।
সে ললাট স্মরি আমি জয় হরি জয় ॥†
নানাবিধ সুগন্ধি কুসুমসুশোভিত
কমলার প্রীতিপ্রদ পবনকম্পিত ॥
কৃষ্ণমেঘ সম বর্ণ কুটিল দীঘল।
বিষ্ণুর এ হেন কেশ স্মরি অবিরল ॥

নাম শার্ঙ্গ, শঙ্খের নাম পাঞ্চজন্য (প্রভাসতীর্থের তটবর্ত্তী সমুদ্রজলে বিষ্ণু মগ্ন হইয়া পঞ্চজন নামক দৈত্যকে বধ করিয়া, তাহার শঙ্খ লইয়াছিলেন, পঞ্চজন দৈত্যের অপর নাম শঙ্খাসুর), চক্রের নাম সুদর্শন, মণির নাম কৌস্তুভ, বাহনের নাম গরুড়, রথের নাম গরুড়ধ্বজ এবং অশ্বচতুষ্টয়ের নাম শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘবাহন ও পুষ্কর।—(শ্রীমদ্ভাগবত)

* অঙ্গদ—কেয়ূর, কড়, বাজু বা বাজুবন্দ। বাজু শব্দ ফার্সি, ইহার অর্থ স্কন্ধমূল হইতে কফোণি (কনুই) পর্য্যন্ত হস্তাংশ। সংস্কৃত ভুজ।

† মুররিপু—মুরনামক দৈত্যের শত্রু। ভগবান্ বিষ্ণু মুর দৈত্যকে বধ করিয়া মুরারি, মুররিপু, মুরমর্দ্দন, মুরঘাতী, মুরহর ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছেন। মুর দৈত্য নরকাসুরের প্রধান সেনাপতি।—(হরিবংশ)

* গোরোচনা—স্বনামখ্যাত পীতবর্ণ দ্রব্যবিশেষ। এই দ্রব্য দেবপূজায় ও ঔষধে ব্যবহৃত হয়। গো-মস্তকস্থিত শুষ্ক পিত্তকেও গোরোচনা বলে। ইহাও ঔষধবিশেষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

† হরি—জীবের সমস্ত পাপ হরণ করেন বলিয়া ঈশ্বরের নাম হরি।

শ্রীবিষ্ণুর যেই মূর্ত্তি জলদবরণ।
অথচ রবীন্দু সম দীপ্ত অনুক্ষণ ॥*
যেই মূর্ত্তি শোভিত সুচারু নাসিকায়।
সুরধনু সম ভুরু যাহে শোভা পায় ॥
পীতবাস শোভে যাহে বিদ্যুৎ সমান।
লোকাতীত মোহন মুরতি রূপস্থান ॥
এ হেন মূর্ত্তির আমি লইনু স্মরণ।
জয় জয় ভগবান বিষ্ণু নারায়ণ ॥†

আমি অতি দীন হীন বেদাদিবিহিত।
সেবাদিবিহীন পাপে পূর্ণ মোর চিত্ত ॥
পাপতাপে পরিপূর্ণ শরীর আমার।
লোভের অধীন আমি ক্রোধের আধার ॥
শোক মোহ আদি মনোবেদনাপীড়িত।
ধর্ম্মকর্ম্মবিবর্জ্জিত অধর্ম্মনির্জ্জিত ॥
ওহে বাসুদেব হরি করুণা করিয়া।*
পরিত্রাণ কর মোরে কাণ্ডারী হইয়া ॥

* রবীন্দু—রবি+ইন্দু—সূর্য্য ও চন্দ্র।

† বিষ্ণু—ব্রহ্মের রূপ বিশেষ। বিষ্ণু শব্দের ব্যুৎপত্তি,—যিনি সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন, অথবা যিনি বিশ্বকে সিক্ত করেন, অথবা যিনি সংসার হইতে ভক্তগণকে মায়াপসারিত করেন, অথবা যিনি সর্ব্বভূতে প্রবেশ করেন, তিনি বিষ্ণু।

"যস্মাদ্বিশ্বমিদং সর্ব্বং তস্য শক্ত্যা মহাত্মনঃ।
তস্মাদেবোচ্যতে বিষ্ণুর্বিশধাতোঃ প্রবেশনাৎ।"
(বিষ্ণুপুরাণ)

অগ্নির নামও বিষ্ণু। ধর্ম্মশাস্ত্রকার মুনিবিশেষ। যথা—

"মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগোতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ ॥"
(যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা)

অস্যার্থঃ—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত (ইঁহারা দুই সহোদর, শঙ্খ জ্যেষ্ঠ, লিখিত কনিষ্ঠ।—মহাভারত শান্তিপর্ব্ব দ্রষ্টব্য), দক্ষ, গোতম, শাতাতপ (সাতাতপ) ও বশিষ্ঠ, এই বিংশ জন ঋষি ধর্ম্মশাস্ত্র (ধর্ম্মসংহিতা) প্রযোজক।

নারায়ণ—ব্রহ্মের নামান্তর। এই শব্দ নার+অয়ন—নারায়ণ এইরূপে উৎপন্ন। ইহা হইতে নারায়ণের ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে।

যখন ব্রহ্মাণ্ড জলপূর্ণ ছিল, আর কিছুই ছিল না, পরমব্রহ্ম বিষ্ণু সেই কারণ-জলে বটপত্র আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই জন্য এই নাম। যথা—

"আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপোবৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥"
(বিষ্ণুপুরাণ)

নারায়ণের (নার=জল+অয়ন=আশ্রয়) এই ব্যাখ্যাই অধিক প্রসিদ্ধ। কিন্তু অন্যান্য পুরাণে অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা আছে। যথা—

"সারূপ্যমুক্তিবচনে নারেতি চ বিদুর্ব্বুধাঃ।
যোদেবোঽপ্যয়নং তস্য স চ নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥"

অপিচ—

"নারাশ্চ কৃতপাপাশ্চাপ্যয়নং গমনং স্মৃতং।
যতোহি গমনং তেষাং সোঽয়ং নারায়ণঃ স্মৃতঃ।"

অপিচ—

"নারঞ্চ মোক্ষণং পুণ্যং অয়নং জ্ঞানমীপ্সিতং।
তয়োর্জ্ঞানং ভবেদ্‌যস্মাৎ সোঽয়ং নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১০৯ অধ্যায়)

অন্যত্র—

"নারা জাতানি তত্ত্বানি নারানীতি বিদুর্ব্বুধাঃ।
তান্যেব চায়নং তস্য তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥"

অপিচ—

"প্রকৃতেঃ পর এবান্য স নরঃ পঞ্চবিংশকঃ।
তস্যেমানি চ ভূতানি নারানীতিঃ প্রচক্ষ্যতে।
তেষামপ্যয়নং যস্মাৎ তস্মাৎ নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥"

* বাসুদেব—বিষ্ণু। বাসুদেব শব্দের ব্যুৎপত্তি,—

"সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ।
ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপদ্যতে ॥"
(বিষ্ণুপুরাণ, ১ অংশ ২ অধ্যায়)

অপিচ—

"সর্ব্বাণি তত্র ভূতানি বসন্তি পরমাত্মনি।
ভূতেষপি চ সর্ব্বাত্মা বাসুদেবস্ততঃ স্মৃতঃ ॥"
(বিষ্ণুপুরাণ, ৬ অংশ ৫ অধ্যায়)

অপিচ—

"বাসঃ সর্ব্বনিবাসশ্চ বিশ্বানি যস্য লোমসু।
তস্য দেবঃ পরং ব্রহ্ম বাসুদেব ইতীরিতঃ ॥
বাসুদেবেতি তন্নাম বেদেষু চ চতুর্ষু চ।
পুরাণেষ্বিতিহাসেষু যাত্রাদিষু চ দৃশ্যতে ॥

যে সব মানব সদা ভক্তির সংহতি।
বিষ্ণুর এ আদ্য আর মনোজ্ঞ মুরতি॥
ষোড়শ শ্লোকের রূপ পুষ্পেতে পুজিবে।
ধ্যান করি স্তব আর প্রণাম করিবে॥
শুদ্ধ আর মুক্ত হয়ে সেই নরগণ।
ব্রহ্মানন্দ উপভোগ কৈবে অনুক্ষণ॥
পদ্মাবতী-সুকথিত, শিবপ্রোক্ত সুপবিত,
এই স্তব ধন্য যশস্কর।
আয়ুকর শুভমূল, শান্তিপ্রদ অনুকূল,
সর্ব্বফলপ্রদ নিরন্তর॥
এই স্তব মনোমদ, চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদ,
ইহলোকে আর পরলোকে।*
এ সব পড়িবে যারা, সর্ব্বপাপে মুক্ত তারা,
কভু না মজিবে দুঃখশোকে॥

রক্তবীর্য্যাশ্রিতো দেহঃ কৃতে বেদে নিরূপিতঃ।
সাক্ষিণো মুনয়শ্চাত্র ধর্ম্মঃ সর্ব্বত্র এব হি।
সাক্ষিণো মম বেদাশ্চ রবিচন্দ্রৌ চ সাম্প্রতং॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৮৭ অধ্যায়)

ভগবান্ বিষ্ণু দ্বাপরযুগে কৃষ্ণাবতারে যদুবংশীয় বাসুদেবের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বাসুদেব নামে অভিহিত হন

* চতুর্ব্বর্গ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ

প্রথমাংশ সম্পূর্ণ।

দ্বিতীয়াংশ।

প্রথম অধ্যায়।

বিষ্ণুর সর্ব্বাঙ্গপূজাকথন।

সুত কহিলেন শুন পূজ্য মুনিগণ।
বুদ্ধিমান শুক শুনি পদ্মার বচন॥
কহিল হে দেবি পদ্মে করুণা করিয়া।
বিষ্ণুর সর্ব্বাঙ্গ-পূজা কহ বিবরিয়া॥
সবিধানে সে পূজার অনুষ্ঠান করি।
বিচরিব আমি ত্রিভুবনের ভিতরি॥
পদ্মা কহে মন্ত্রবিৎ উপাসকগণ
বিষ্ণুরে পূর্ণাত্মা জ্ঞানে করিয়া চিন্তন॥*
চরণ হইতে কেশ পর্য্যন্ত তাঁহার।
ধ্যান করি জপিবেক মূলমন্ত্র সার॥
দণ্ডবতে প্রণমিবে জপ অবসানে।
নিবেদিবে পাদ্য অর্ঘ্য বস্ত্র সবিধানে॥
বিশ্বক্সেনাদিগণে করিবে প্রদান।*
বিষ্ণুরে স্মরিয়া উচ্চারিবে হরিনাম॥

* পূর্ণাত্মা—পরব্রহ্ম, পরমাত্মা।

* বিশ্বক্শেন বা বিশ্বক্সেন—বিষ্ণুর নির্ম্মাল্যধারী দেবতা। যথা—
"নির্ম্মাল্যধারী বিজ্ঞোক্ত বিশ্বক্শেনশ্চতুর্ভুজঃ।
শঙ্খচক্রগদাপাণির্দীর্ঘশ্মশ্রুর্জটাধরঃ।
রক্তপিঙ্গলবর্ণস্তু সিতপদ্মোপরি স্থিতঃ॥"
(কালিকাপুরাণ ৮২ অধ্যায়)
বিষ্ণুরও অন্যতম নাম বিশ্বক্সেন। ত্রয়োদশ মনুর নাম, যথা—
"ঋতুশ্চ ঋতুধামা চ বিশ্বক্সেনো মনুস্তথা।"
(মৎস্যপুরাণ, ৯ অধ্যায়)

হরি বলি নৃত্যগীতে প্রবৃত্ত হইবে।
নির্ম্মাল্যের ঘট শেষে মস্তকে ধরিবে॥*
পরে নিবেদিত দ্রব্য করিবে ভোজন।
বিষ্ণুপূজা-বিধি এই করিনু বর্ণন॥
এরূপ বিধানে কৈলে হরির অর্চ্চনা।
সকাম ব্যক্তির পূরে মনের কামনা॥
সাধক কামনাশূন্য মুক্তিমার্গ পায়।†
সুর নর গন্ধর্ব্বের আনন্দ ইহায়॥

পদ্মার নিকট শুককর্ত্তৃক কল্কির পরিচয়প্রদান।

শুক কহে বিষ্ণুপূজা শুনি তব পাশ।
পরিতুষ্ট হৈনু আমি অন্তরে উল্লাস॥
পাপাত্মা বিহঙ্গ আমি, আমিও এখন।
ইথে মুক্তিমার্গ পাব, না হবে লঙ্ঘন॥
সচেতনা স্বর্ণময়ী প্রতিমার মত।
রত্নবিভূষণে তুমি ভূষিত নিয়ত॥
তব সম রূপময়ী মূর্ত্তি অতুলন।
ত্রিভুবনে আর আমি করিনি দর্শন॥
সাক্ষাৎ কমলা তুমি হেন বোধ হয়।
রূপে গুণে কোন নারী তব সম নয়॥
তব পাণিগ্রহণের পাত্রও এমন।
ত্রিভুবনে কাহারেও না করি দর্শন॥
তবে এক অলোকসামান্য পুরুষেরে।
দেখিয়াছি আমি দেবি সাগরের পারে॥
তব উপযুক্ত পাত্র সেই মহাজন।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তিনি রূপে অতুলন॥
ভুবনমোহন রূপ সেই জন ধরে।
সে রূপ নির্ম্মিত নহে বিধাতার করে॥‡
ভাল করি করিয়াছি নয়নগোচর।
বিষ্ণুসনে নাহি তাঁর কিছুই অন্তর॥*
বিষ্ণুর যেরূপ মূর্ত্তি করিলে বর্ণন।
সেই মূর্ত্তি আমি সেথা করেছি দর্শন॥

পদ্মা কহে পক্ষিরাজ বলহ আমায়।
জনম গ্রহণ তিনি করিলা কোথায়॥
জন্মগ্রহণের তাঁর কিবা সে কারণ।
সেথা কি কি কার্য্য তিনি করিলা সাধন॥
সে সমস্ত জান তুমি হেন বোধ হয়।
বর্ণন করিয়া বল সকল বিষয়॥
বৃক্ষ হৈতে নামি এস নিকটে আমার।
করিতেছি আমি তব উচিত সৎকার॥
আসি হেথা খাও তুমি বীজপূর ফল।
ইচ্ছামত পান কর সুশীতল জল॥
তোমার যুগল চঞ্চু বড়ই সুন্দর।
পদ্মরাগ হইতেও অতি মনোহর॥
আইস আইস পক্ষী আমার নিকটে।
রত্নে মনোহর করি তব চঞ্চুপুটে॥
সূর্য্যকান্ত মণি দিয়া কাঁধটি সাজাব।
পক্ষযুগে মুক্তারাজি যতনে পরাব॥
রঞ্জিব কুঙ্কুমরাগে পালক তোমার।
তাহে মাখাইয়া দিব সুগন্ধির ধার॥
মনোহর মণিরাজি পুচ্ছে সাজাইব।
চরণে নূপুর দুটি পরাইয়া দিব॥
নড়িবে চড়িবে তুমি অমনি মধুর।
বাজিবে চরণে তব সোনার নূপুর॥
আমি আজি এই রূপে রত্নরাজি দিয়া।
তোমার রূপের শোভা দিব বাড়াইয়া॥

* নির্ম্মাল্যের ঘট—নির্ম্মাল্যের পাত্র। দেবোচ্ছিষ্ট দ্রব্যকে নির্ম্মাল্য বলে। নির্ম্মাল্য ত্যাগ করিবার স্থান—
"উদ্রুকে তরুমূলে বা নির্ম্মাল্যং তত্র সংত্যজেৎ।"
(কালিকাপুরাণ, ৫৫ অধ্যায়)

† মুক্তিমার্গ—মুক্তির পথ, মোক্ষ, নির্ব্বাণ।

‡ সে রূপ নির্ম্মিত নহে বিধাতার করে—কল্কি অর্থাৎ পরব্রহ্ম বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে বিধাতা (ব্রহ্মা) উৎপন্ন হইয়াছেন, সুতরাং বিধাতা কিরূপে তাঁহার স্রষ্টা হইতে পারেন? এ স্থলের ভাব এই, বিষ্ণু স্বয়ম্ভু, আপনাকে আপনি সৃষ্টি করিয়াছেন।

* বিষ্ণুর সহিত তাঁহার অর্থাৎ কল্কির কিছুই অন্তর (অসাদৃশ্য) নাই। শুক কৌশল করিয়া এখানে কল্কিকে বিষ্ণু বলিল।

তোমার অমৃতময় বচন শ্রবণে।
যাতনা বেদনা আর নাহি মোর মনে॥
এক্ষণে আদেশ তুমি করহ ত্বরিতে।
সখীদের সনে মোরে কি হবে করিতে॥
পদ্মার বচন শুনি হরষিত মনে।
কাছে গিয়া কহে শুক মধুর বচনে॥
পরমকরুণাময় রমাপতি হরি।
ধর্ম্মরক্ষাহেতু বাক্য বিরিঞ্চির ধরি॥
চারি ভাই আর যত জ্ঞাতিগণ সনে।
আছেন শম্ভলে বিষ্ণুযশার ভবনে॥
বেদ পড়িলেন উপনয়নের পরে।
ধনুর্ব্বেদ শিখিলেন রামের গোচরে॥
তুরঙ্গ কবচ অসি শুক বর লাভ।
শিবপাশে করিলেন সে মহাপ্রভাব॥
শম্ভলগ্রামেতে পুন করি আগমন।
করিলেন সকলের আনন্দ বর্দ্ধন॥
শম্ভলগ্রামেতে সেই কল্কি পরমেশ।
বিশাখযূপেরে দিলা ধর্ম্ম উপদেশ॥
ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া অধর্ম্ম তাঁহার।
অপনীত করিলেন কল্কি অবতার॥

শুকের পুনর্ব্বার শম্ভলযাত্রা।

শুকের বচন শুনিয়া কানে।
পদ্মাবতী সুখ লভিলা প্রাণে॥
পরম যতনে সহাস মুখে।
রতন-ভূষণে সাজায় শুকে॥
করযুগ জুড়ি সুধীরে কয়।
শুন শুক মোর বচনচয়॥
বচনরচনে চতুর তুমি।
কি আর শিখাব তোমারে আমি॥
তবে এইটুকু তোমারে বলি।
তাঁহারে বিহগ বলিও খুলি॥
স্ত্রীভাব পাবার ভয়েতে যদি।
আসিতে না চান সে গুণনিধি॥
তবে তুমি মোর প্রণাম সহ।
মম কর্ম্ম-দোষ তাঁহারে কহ॥

হর-বর মোর কপাল-দোষে।
শাপে পরিণত হইল শেষে॥
হেরিলেই মোরে পুরুষচয়।
নররূপ ছাড়ি রমণী হয়॥
পদ্মমুখী পদ্মা-মুখে শুনি হেন ভাষ।
প্রণমিয়া তাঁরে শুক উড়িল আকাশ॥
যথাকালে অবিলম্বে আসিল শম্ভলে।
তাড়াতাড়ি কল্কি তাঁরে লইলেন কোলে॥
শুকদেহ হেমরত্নে হেরি বিভূষিত।
পরম তেজস্বী কল্কি হৈলা হরষিত॥
প্রশংসি পানীয় দানে সুস্থ কৈলা শুকে।
পৃষ্ঠে হস্ত বুলাইয়া মুখ দিলা মুখে॥
কল্কি কহে কহ শুক কোন্ কোন্ দেশে।
ভ্রমিয়া আসিলে তুমি হেথা অবশেষে॥
অদ্ভুত ঘটনা কিবা দেখিলে কোথায়।
এত দিন কোথা ছিলে কহ হে আমায়॥
কোথায় করিলে লাভ রতন-ভূষণ।
ইচ্ছা তব সঙ্গে আমি রহি অনুক্ষণ॥
তব অদর্শনে মোর মুহূর্ত্ত সময়।
যুগের সমান যেন হেন বোধ হয়॥

কল্কির সিংহলযাত্রা ও সিংহলপুরীবর্ণন।

কল্কিরে নমিয়া শুক কহিল তখন।
পদ্মার বচন আর ভূষণ-প্রাপণ॥
শুকের বচনে কল্কি আনন্দিত চিতে।
শিবদত্ত হয়-রত্নে উঠিলা ত্বরিতে॥
শুকেরে বসায়ে কোলে কল্কি ভগবান।
অচিরে সিংহল দ্বীপে করিলা প্রস্থান॥
সুন্দর সিংহল দ্বীপ সাগরের পারে।
সুনীল সলিল নাচে তার চারি ধারে॥
নাহিক শোভার সীমা এত মনোহর।
স্থানে স্থানে শোভে তার বিমান বিস্তর॥
যে দিকে নয়ন পড়ে সেই দিকে তার।
সমুজ্জ্বল স্বর্ণ মণি কাতারে কাতার॥
বিবিধ পতাকা উড়ে প্রাসাদের চূড়ে।
শোভিছে দোকানপাতি গায়ে গায়ে জুড়ে॥

বড় বড় অট্টালিকা তোরণ সকল।
সুন্দর সিংহল দ্বীপে শোভে অবিরল॥
সিংহল দ্বীপেতে পশি কল্কি নারায়ণ।
কারুময়ী চারু পুরী কৈলা দরশন॥
পদ্মগন্ধ সম পুরমহিলা সবার।
গাত্রগন্ধে অন্ধ অলি উড়ে চারিধার॥
পুরীমাঝে সর রাজে তাহে অনুক্ষণ।
মরাল মরালীকুল করে সন্তরণ॥
সন্তরণে জল দোলে পদ্ম দোলে তায়।
বসিতে যাইয়া ভৃঙ্গ উড়িয়া পালায়॥
মুখরিত অলিপুঞ্জে প্রফুল্ল কমলে।
চঞ্চল মরালকুলে ঢাকা সরোদলে॥
তীরে নীরে হংস আর সারসের দল।
ডাহুক ডাহুকীগণ ডাকে অবিরল॥
সরসীর স্বচ্ছ জলে সমীর-হিল্লোলে।
কিবা সে লহরীলীলা আঁখি মন ভোলে॥
সে পুরীর স্থানে স্থানে নানা তরুদল।
কারো ডালে ফুলকুল, কারো ডালে ফল॥
নাগরঙ্গ করঞ্জক পনস খর্জ্জুর।
অশ্বত্থ পুন্নাগ বট বিল্ব বীজপুর॥
কপিত্থ অর্জ্জুন নিম্ব শিংশক সুপারি।
নারিকেল আদি তরু শোভে সারি সারি॥
উদ্যানের তরুদল নত ফল ফুলে।
মধুলোভী অলিপুঞ্জ গুঞ্জরিয়া বুলে॥
পুরপ্রান্তে ভগবান, কল্কিদেব মতিমান,
হেরি বনে বেড়া সরোবর।
কহিলেন শুকবরে, নাহিতে এ সরোবরে,
ইচ্ছা করে আমার অন্তর॥
প্রভুর বচন শুনি, শুক পক্ষিকুলমণি,
সবিনয়ে বলিল তখন।
এই সরোবরে নাও, আমি যাই সমুধাও,
পদ্মা দেবী পাশে নারায়ণ॥
পদ্মাশ্রমে ত্বরা গিয়া, তাঁর শুভ বার্ত্তা নিয়া,
অবিলম্বে আসিব হেথায়।
শুনিয়া বচন তার, কল্কিদেব গুণাধার,
সম্মত হইয়া দিলা সায়॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পদ্মাবতীর উৎকণ্ঠা।

সূত কহে মুনিগণ করহ শ্রবণ।
তুরঙ্গ হইতে নামি কল্কি নারায়ণ॥
সরোবর-সন্নিধানে গমন করিলা।
ঘাটের উপরে বেদি তাহাতে বসিলা॥
সোপান স্ফটিকময় দেখিতে সুন্দর।
প্রবালে খচিত বেদি অতি মনোহর॥
সেইখানে অলিকুল সরোজ-সৌরভে।
ব্যগ্র হয়ে ভ্রমিতেছে সুমধুর রবে॥
নিবিড় কদম্বকুঞ্জ নব পত্রগণ।
প্রবেশিতে নারে সেথা সূর্য্যের কিরণ॥
পুলকিত মনে কল্কি সেখানে বসিয়া।
পদ্মার আশ্রমে শুকে দিলা পাঠাইয়া॥
পদ্মার আশ্রমে শুক করিয়া গমন।
নাগেশ্বর তরুপরি বসিল তখন॥
হর্ম্ম্যতলে পদ্মদলে রচিয়া শয়ন।*
তাহার উপরে পদ্মা করেছে শয়ন॥†
নিশ্বাসসন্তাপে মুখকমল মলিন।
এ পদ্মা সে পদ্মা নহে যেন দীনহীন॥
সখীরা ঘেরিয়া তাঁরে রয়েছে বসিয়া।
কেহ গায় ধীরে দেয় হাত বুলাইয়া॥
সখীহস্ত হৈতে পদ্মা চন্দনচর্চ্চিত।
প্রফুল্ল কমল লয়ে করে সঞ্চালিত॥
শীতল মলয়ানিল তাঁর পাশে বয়।
অনল সমান যেন গায়ে নাহি সয়॥
এ হেন পদ্মারে শুক করি দরশন।
প্রিয়ভাষে পরিতুষ্ট করিল তখন॥
শুক-ভাষে আশ্বাসিত হয়ে পদ্মাবতী।
কহিলা সুধীরে তারে এই সে ভারতী॥

* পদ্মদলে—পদ্মপত্রে বা পদ্মের পাঁপড়িতে। শয়ন—শয্যা।

† করেছে শয়ন—শুইয়া আছেন।

আইস আইস শুক আমার নিকট।
মঙ্গল হউক তব ঘুচুক সঙ্কট॥
এবে তো তোমার শুক সমস্ত কুশল।
শুক কহে হাঁ শোভনে সমস্ত মঙ্গল॥
পদ্মা কহে শুক তুমি এ স্থান হইতে।
যে দিন গিয়াছ আমি কষ্ট পাই চিতে॥
সে দিন হইতে মন কত যে চঞ্চল।
কি আর কহিব, নাহি প্রকাশের স্থল॥
শুক কহে দেবি এবে রসায়ন বলে।
চাঞ্চল্য সকল তব যাবে অবহেলে॥
পদ্মা কহে সুদুর্লভ মোরে রসায়ন।
শুক কহে রসায়ন সুলভ এখন॥
পদ্মা কহে আমি শুক অতি অভাগিনী।
শুক কহে এবে তুমি সৌভাগ্যশালিনী।
চিন্তা না করিও তুমি সরোবরতীরে।
রাখি তাঁরে তব পাশে আসিনু অচিরে॥

জলকেলিচ্ছলে সখীগণের সহিত কল্কি-দর্শনে পদ্মার সরোবরে গমন।

শুকের বচন, করিয়া শ্রবণ,
পুলকিত পদ্মাবতী।
উথলিল সুখ, শুক-মুখে মুখ,
দিয়া আদরিলা অতি॥
নয়নে নয়ন, করিয়া স্থাপন,
কত যে সোহাগ করে।
কোলে বসাইয়া, হাত বুলাইয়া,
নেহারে স্নেহের ভরে॥
কুমুদী কমলা, মালিনী বিমলা,
লোলা আর চারুমতী।
মনোহরা বালা, সে কামকন্দলা,
বিলাসিনী রূপবতী॥
এই আট জনা, কমলনয়না,
পদ্মার প্রাণের সই।
এ সবার সাথে, কি দিবা কি রাতে,
থাকে পদ্মা রূপময়ী॥

এবে পদ্মাবতী, সে সব সংহতি,
জলকেলি করিবারে।
উদ্যত হইয়া, কহিল ডাকিয়া,
চল সরোবর-ধারে॥
এতেক বলিয়া, শিবিকা চড়িয়া,
প্রিয়া সখীগণ সনে।
অন্তঃপুর হতে, চলিলা ত্বরিতে,
আনন্দ খেলিল মনে॥
রুক্মিণী যেমনে, কৃষ্ণ দরশনে,
গিয়াছিলা তাড়াতাড়ি।*
পদ্মাও তেমনে, কল্কি দরশনে,
ধেয়ে চলে আগুবাড়ি॥
পথে চতুষ্পথে, আর বিপণিতে,
যে সব পুরুষ ছিল।
পদ্মা-আগমন, করিয়া শ্রবণ,
ভীতচিতে পলাইল॥
হেরিলে তাঁহায়, নারীভাব পায়,
এই ভয়ে সবে ধায়।
নিজ নিজ ঘরে, পশে যত নরে,
পাছু ফিরি নাহি চায়॥
পুরুষ সবারে, ভবন মাঝারে,
প্রবেশ করিতে হেরি।
রমণীসমাজ, মাঙ্গলিক কাজ,
করিল না করি দেরি॥
পথের মাঝার, না রহিল আর,
একটি পুরুষ জন।

* রুক্মিণী—ইনি বিদর্ভ (বর্ত্তমান বেরার) দেশের অধিপতি মহারাজ ভীষ্মকের কন্যা। রুক্মিণীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুক্মী, চেদি (বর্ত্তমান বুন্দেলখণ্ড ও জব্বলপুর) দেশের রাজা দমঘোষের পুত্র শিশুপালের সহিত স্বীয় ভগিনীর বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু রুক্মিণী তাহাতে অসম্মত হইয়া দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের পত্নী হইবার আশায়, জনৈক ব্রাহ্মণকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ অবিলম্বে বিদর্ভে আসিয়া, রুক্মিণী দেবীকে বলে গ্রহণ করিয়া দ্বারকায় লইয়া গিয়া বিবাহ করেন।

যাইতে পদ্মার, বাধা কিবা আর,
নাহি নর-দরশন ॥
যৌবনগর্ব্বিতা, মহাবলান্বিতা,
মনোহরা নারীগণ।
শিবিকা বহিয়া, শোভা বিলাইয়া,
চলে হরষিত মন ॥
শুকের বচনে, শিবিকারোহণে,
সখীগণে সঙ্গে করি।
সরোবর পানে, সুখভরা প্রাণে,
পদ্মা চলে ত্বরাত্বরি ॥

পদ্মার জলকেলি ও কদম্বকুঞ্জে কল্কিদর্শন।

অনন্তর চন্দ্রাননা প্রমদানিকর।
উপনীত হৈল গিয়া যথা সরোবর ॥
সারস মরাল হংস খেলে তার জলে।
পরিমলে পদ্মদল দোলে দলে দলে ॥
এ হেন সরসীজলে নামিয়া সকলে।
নানাবিধ জলকেলি করে কুতুহলে ॥
কুমুদী-বিভাস হেতু চন্দ্রমা উদয়।
প্রতীক্ষা করিয়া পরে রহে নারীচয় ॥
অলিকুল তাসবার অঙ্গের সৌরভে।
অন্ধ হয়ে পদ্মিনীরে তেয়াগিল সবে ॥
তাসবার মুখপদ্মে বসিতে লাগিল।
তাহারা তাড়ায় ভৃঙ্গ তবু না ছাড়িল ॥
নৃত্য গীত বাদ্য আর হাস্য পরিহাসে।
কর ধরাধরি করি খেলে চারিপাশে ॥
রূপবতী পদ্মাবতী সখীকর ধরি।
টানাটানি করে হাসি জলের ভিতরি ॥
সখীরাও তাঁরে টানে ধরি তাঁর কর।
মৃণালে মৃণাল যেন দেখিতে সুন্দর ॥
অনন্তর স্মর-শরে কাতর হইয়া।
মনে মনে পদ্মা শুকবচন স্মরিয়া ॥
জল ছাড়ি, তাড়াতাড়ি উঠিলেন তীরে।
নির্দ্দিষ্ট কদম্বকুঞ্জে পশিলা অচিরে ॥
দেখিলা সেখানে পদ্মা মণিবেদিকায়।
শুকের সহিত কল্কি মগন নিদ্রায় ॥
প্রদীপ্ত তপন সম তেজের প্রকাশ।
ভূষণ-ভূষিত অঙ্গ শোভার বিকাশ ॥
তমালসুনীল বপু পীতাম্বরধর।
যুগল লোচনপদ্মে অতি মনোহর।
আজানুলম্বিত বাহু বক্ষ সুবিস্তৃত।
শ্রীবৎস কৌস্তভকান্তি ঝকে অবিরত ॥
এ হেন অদ্ভুত রূপ হেরিয়া তাঁহার।
স্তম্ভিত হইল পদ্মা লাগে চমৎকার ॥
তেঁই তাঁর যথাযোগ্য সৎকার করিতে।
বিস্মৃত হইলা পদ্মা সবিস্ময় চিতে ॥
কল্কিরে জাগাতে শুক প্রবৃত্ত হইল।
সশঙ্কিত পদ্মা দেবী বারণ করিল ॥
ভাবিতে লাগিলা পদ্মা আপনার মনে।
এই রূপবানে আমি জাগাব কেমনে ॥
জাগিয়া আমারে ইনি করিলে দর্শন।
পাছে যদি রমণীর ভাব প্রাপ্ত হন ॥
তা হৈলে হরের বরে কিবা মোর কাজ।
সে বর আমার পক্ষে শাপরূপ বাজ ॥

পদ্মার সহিত কল্কির প্রেমসম্ভাষণ।

চরাচর-গুরু হরি কল্কি ভগবান।
পদ্মার মনের ভাব করিলা সন্ধান ॥
মেলিলা নয়ন-পদ্ম দেখিলা সম্মুখে।
পদ্মাবতী দাঁড়াইয়া রূপমাখা মুখে ॥
কটাক্ষ বিক্ষেপ কল্কি করিলা যেমন।
অমনি লজ্জায় পদ্মা নোঙায় বদন ॥
সখীগণে পরিবৃতা মায়ার সমানা।
মনোহরা পদ্মাবতী পদ্মনিভাননা ॥
এ হেন পদ্মারে কল্কি করি দরশন।
কামে বিমোহিত হয়ে কহিলা বচন ॥
হে সুন্দরি এস এস নিকটে আমার।
ভাগ্যবলে পাইলাম সাক্ষাৎ তোমার ॥
কমল বদন তব মদনজনিত।
তাপরাশি নাশি মোরে করুক হর্ষিত ॥
জগতের নাথ আমি শুন সুলোচনে।
তথাচ কাতর কাম ভুজঙ্গ-দংশনে ॥

তব রূপলাবণ্যের রসামৃত বিনা।
শান্তির আমার আর উপায় দেখি না॥
সেই শান্তি শুভে এই আশ্রিতের প্রাণ।
কন্দর্পের দর্প হৈতে কর মোরে ত্রাণ॥
জীবের পুরুষকার কিম্বা পুণ্যবলে।
হেন শান্তি লাভ হওয়া দুর্লভ ভূতলে॥
সুতীক্ষ্ণ অঙ্কুশাঘাতে সাদী যে প্রকার।*
প্রমত্ত গজের কুম্ভ করয়ে বিদার॥
তথা তব ভুজযুগ অঙ্কুশের ঘায়।
কামরূপ মত্ত গজে বিদার ত্বরায়॥
বসন-আবৃত তব পীন কুচ দুটি।
মদনপ্রতোদ সম উচ্চে আছে উঠি॥†
হে সুন্দরি মম এই হৃদয় পেষণে।
গর্ব্ব খর্ব্ব হৈলে ওর তৃপ্তি পাই মনে॥
সুমধ্যস্থে রোমাবলিচিহ্নিত তোমার।
সুবিভক্ত ত্রিবলীর শোভা চমৎকার॥
ঋতুরাজ বসন্তের সাক্ষাৎ সোপান।
মন্মথের দুর্গ সম হয় অনুমান॥
রম্ভোরু পুলিন সম নিতম্বে তোমার।
দর্পী কন্দর্পের দর্প নিশ্চয় সংহার॥
নিতম্বের প্রতিবিম্ব সূক্ষ্ম বাস দিয়া।
বহির্গত হইতেছে ফুটিয়া ফুটিয়া॥
এক্ষণে নূপুরযুক্ত পঙ্কজ চরণ।
হৃদয়ে রাখিয়া মোর শাসহ মদন॥

শুনিয়া কল্কির কথা, পদ্মাবতী হেমলতা,
আপনার সখীগণ সনে।
প্রণাম করিয়া তাঁরে, মধুর বচনধারে,
কহিলেন আনত বদনে॥

তৃতীয় অধ্যায়।

কল্কিসমীপে বৃহদ্রথের গমন।

সূত কহিলেন শুন পূজ্য মুনিগণ।
করুণাসাগর কল্কি বিষ্ণু নারায়ণ॥
এ হেন কল্কিরে হেরি দেবী পদ্মাবতী।
লাগিলা সলজ্জ প্রেমে করিবারে স্তুতি॥
জগন্নাথ রমাপতি ধর্ম্মবর্ম্মধারী।
প্রসন্ন আমার প্রতি হও হে মুরারি॥
চিনেছি তোমারে আমি অধীনী তোমার।
রক্ষা কর মোরে ওহে হরি গুণাধার॥
যে কালে তপস্যা দান তপ জপ করি।
করিয়াছি তুষ্ট আমি তোমারে শ্রীহরি॥
সেই ফলে দুরারাধ্য চরণ তোমার।
লাভ করিয়াছি আমি সর্ব্বমূলাধার॥
সে কালে আমিই ধন্যা আর পুণ্যবতী।
তোমার দর্শনে আজ ভাগ্যবতী অতি॥
আজ্ঞা কর এবে ছুঁয়ে তোমার চরণ।
পিতৃপাশে নিবেদি গে তব আগমন॥
এত কহি গেলা পদ্মা আপন ভবনে।
সখী দিয়া জানাইলা পিতার সদনে॥
বিবাহ-উৎসুক হয়ে কল্কি ভগবান।
এসেছেন শুনি রাজা হৈলা হৃষ্টপ্রাণ॥
পুরোহিত পাত্র মিত্র বিপ্রগণ সনে।
চলে রাজা বৃহদ্রথ কল্কির সদনে॥
নৃত্য গীত বাদ্য করি লাগিলা যাইতে।
বিবিধ পূজার বস্তু লইলা সহিতে॥
কল্কিরে আনিতে গৃহে রাজার গমন।
আত্মীয় বান্ধব সঙ্গে চলে সর্ব্বজন॥
কারুময়ী পুরী মাঝে পতাকা উড়িল।
সুবর্ণ তোরণ কত শোভিত হইল॥

বৃহদ্রথ হৃষ্টমনে, স্বজনগণের সনে,
সরোবর সন্নিধানে হৈলা উপনীত।
মণিময় বেদি'পরে, সেই কল্কি বীরবরে,
উপবিষ্ট নিরখিয়া হৈলা আনন্দিত॥

* সাদী—হস্ত্যারোহী। মাহুতকেও সাদী বলে। সংস্কৃত মহামাত্র শব্দের অপভ্রংশ মাহুত। অশ্বারোহীকে নিষাদী বলে।

† অশ্বাদি তাড়নদণ্ড, কশা, চাবুক, পাচনী-বাড়ি।

জলবর্ষী মেঘ-কোলে, বিজলী যেমন খেলে,
কিম্বা চারু ইন্দ্রধনু শোভয়ে যেমন।
কল্কির শ্যামল অঙ্গে, ঝলমলি রঙ্গে ভঙ্গে,
রয়েছে সেরূপ শোভা রতন-ভূষণ॥
কন্দর্প-বিজয়ী কায়, লাবণ্য খেলিছে তায়,
মনোহর পীতবাস শোভে সে শরীরে।
সুশীতল সমীরণ, ধীরে করি সঞ্চরণ,
খেলিছে সে পীতবাস দুলাইয়া ধীরে॥

কল্কির সহিত পদ্মাবতীর বিবাহ।

রূপগুণযুক্ত সেই কল্কি রমাপতি।
হেরি তাঁরে বৃহদ্রথ পুলকিত অতি॥
ঢালিয়া আনন্দ-অশ্রু বিধানানুসারে।
পূজি তাঁরে কহিলেন বচন সুধারে॥
ওহে জগপতি যথা যদুনাথ বনে।*
মিলেছিলা মান্ধাতার তনয়ের সনে॥†
সেরূপ তুমিও আজ করি আগমন।
কৃতার্থ করিলে মোরে ভুবনমোহন॥
এতেক কহিয়া রাজা পূজিয়া কল্কিরে।
সাদরে আনিলা তাঁরে ভবনে অচিরে॥

* যদুনাথ—শ্রীকৃষ্ণ।

† মান্ধাতার তনয়—মুচুকুন্দ। ইনি কোন সময়ে দেবতাদিগের সাহায্যার্থ অসুরগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করাতে দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া, ইহাঁকে বরদানে উদ্যত হইলে, ইনি বিশ্রামার্থ নিদ্রার জন্য কোন নিভৃত স্থান প্রার্থনা করেন; এবং যে ব্যক্তি ইহাঁর নিদ্রার ব্যাঘাত করিবে, সে ইহাঁর নয়ন সম্মুখে পতিত হইলেই ভস্মীভূত হইবে, এই বর গ্রহণ করেন। ভগবান কৃষ্ণাবতারে কালযবনকে বিনাশ করিবার জন্য তাহাকে ছলনায় বনমধ্যে গিরিগহ্বরে ইহাঁর সম্মুখে আনয়ন করিয়া, অন্তর্ধান করেন। কালযবন এই নিদ্রিত মুচুকুন্দকে কৃষ্ণভ্রমে পদাঘাত করাতে, ইহাঁর নিদ্রাভঙ্গ হয়, তৎক্ষণাৎ সে ইহাঁর দৃষ্টিপথে পড়িয়া, ভস্মীভূত হইয়া যায়।—(ভাগবত, হরিবংশ) যদুনাথ শ্রীকৃষ্ণ বনমধ্যে মান্ধাতার পুত্র মুচুকুন্দের সহিত যেরূপ মিলিত হইয়াছিলেন, বৃহদ্রথের এই উক্তির তাৎপর্য্য উল্লিখিত ঘটনা।

পিতামহ-আদেশেতে পদ্মারে তখন।
পদ্মনাভ কল্কিকরে কৈলা সমর্পণ॥
প্রিয়তমা পত্নী লভি কল্কি ভগবান।
হইলেন অতিশয় আনন্দিত প্রাণ॥
অনুক্ষণ সাধুগণ পূজিল তাঁহায়।
অতি তুষ্ট হৈলা কল্কি সাধুর পূজায়॥
সুন্দর সিংহল দ্বীপ নেহারি নয়নে।
কিছু দিন রহে কল্কি শ্বশুর-ভবনে॥
পূর্ব্বে যে সকল রাজা পদ্মারে হেরিয়া।
নারী হয়ে পদ্মাসখী আছিলা হইয়া॥
এবে সবে কল্কিদেবে করিতে দর্শন।
দ্রুতপদে তাঁর পাশে কৈলা আগমন॥
দর্শন করিয়া কৈলা চরণ পর্শন।
ভাবিলা তাদের দশা কল্কি নারায়ণ॥
কল্কির আদেশে তবে রাজারা সকলে।
হইলা পুরুষ পুন স্নানি রেবা-জলে॥
গৌরাঙ্গী শ্রীমতী পদ্মা কল্কি শ্যামকায়।
উজল বিজলী যেন জলদে খেলায়॥
রূপসমন্বয় যেন করিবার তরে।
নীল পীত বস্ত্ররাজি মেঘবর্ণ ধরে॥

রাজগণের কল্কিস্তব।

রাজারা পুরুষ ভাব লভিয়া তখন।
ভক্তিভরে নিলা সবে কল্কির শরণ॥
প্রভাব দর্শনে তাঁর সবে চমৎকার।
লাগিলা করিতে স্তব নমি বারংবার॥
হে প্রভো মায়ায় তব এই চরাচর।
জগতের বৈচিত্র্য কল্পনা নিরন্তর॥
জগতের পরিণাম তোমারি মায়ায়।
প্রত্যক্ষ গোচর হরি হয় সর্ব্বদায়॥
হেরি ত্রিলোকের বস্তু জলে নিমগন।
মন্ত্র উচ্চারণ রব না করি শ্রবণ॥
নিজকৃত ধর্ম্মসেতু বিজন কাননে।
রক্ষা করিবার তরে তুমি দৃঢ়মনে॥
মহামীন রূপে প্রভু হৈলে আবির্ভূত।
হউক তোমার জয় তুমি ধর্ম্মযুত॥

সাগরমন্থনকালে দেবদৈত্যগণ।
না পাইল স্থান কৈতে মন্দর স্থাপন ॥*
কূর্ম্মরূপী হয়ে তুমি ধরিলে মন্দর।†
অমৃত করিলা পান দেবতানিকর ॥
এবে এই দীনহীন রাজগণ প্রতি।
সুপ্রসন্ন হও হরি করি হে মিনতি ॥
দানবের বলে ইন্দ্র যবে পরাজিত।‡
হিরণ্যাক্ষ ইন্দ্রবধে হইল ধাবিত ॥
তবে তুমি হিরণ্যাক্ষ দৈত্যেরে নাশিতে।*
আর এই জলমগ্না ধরা উদ্ধারিতে ॥
মহাবরাহের মূর্ত্তি করিলে ধারণ।†
এবে আমাসবে ত্রাণ কর নারায়ণ ॥
ওহে মহাভাগ হরি ব্রহ্মা ভগবান ৮
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে কৈলা বরদান ॥‡
দেবতা গন্ধর্ব্ব নাগ নর কি কিন্নর।
রাক্ষস পিশাচ পশু কাহারো গোচর ॥
মৃত্যু না হইবে তার, অস্ত্রে শস্ত্রে নয়।
কি দিবা কি নিশা তার নাহি মৃত্যুভয়।

* সাগরমন্থন ও মন্দর পর্ব্বতের সুবিস্তৃত বিবরণ আমার পদ্য মহাভারতের আদিপর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

† মন্দর—পর্ব্বত বিশেষ। এই পর্ব্বত সমুদ্রমন্থনকালে মন্থনদণ্ড হইয়াছিল। ভাগলপুর জেলার মধ্যে কাহালগাঁ (কহোল বা কুহোড় মুনির প্রাচীন আশ্রম) নামক স্থানের দূরে মন্দর নামক একটি পর্ব্বত আছে (রেলওয়ে ভারত-ভ্রমণ ২১ পৃষ্ঠা)। কেহ কেহ বলেন, ঐ মন্দরই সত্য যুগে সমুদ্রমন্থন সময়ে মন্থনদণ্ডরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল, কিন্তু ইহাতে আমার সন্দেহ আছে। আমার বিবেচনায় সমুদ্রমন্থনদণ্ডরূপ মন্দর পর্ব্বত আরও পূর্ব্বে আরাকান প্রদেশের মধ্যে বর্ত্তমান যমডাঙ্গা নামক বৃহৎ পর্ব্বত। আমার রাজকীয় সংস্করণ মহাভারতের আদিপর্ব্বে এতৎ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।

‡ ইন্দ্র—ইনি দেবগণের অধিপতি। সূর্য্য, সোম, যম, অগ্নি, বরুণ, কালাদি দেবগণ ইঁহার অধীন। বৈদিক ভারতে ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদি-দেব। মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা প্রভৃতি যেমন সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা বলিয়া বর্ণিত, ইন্দ্রও তাহাই। যখন ভারতে পুরাণের আবির্ভাব হয়, তখন ইন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ সিংহাসন ত্যাগ করিয়া তিন শ্রেষ্ঠ শক্তির অধীন হইতে হইয়াছিল। সেই তিন শক্তি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। কিন্তু বৈদিক সময়ে ইন্দ্র সর্ব্বপ্রধান ছিলেন বলিয়া, বিষ্ণু তখন উপেন্দ্র নামে অভিহিত হইতেন। বেদোল্লিখিত বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম অর্থাৎ তিন স্থলে পাদক্ষেপণ-ঘটনা লইয়া পুরাণের বলিবামনোপাখ্যান রচিত হয়, এবং এ স্থলে বেদমতানুসারে ইন্দ্রকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও বিষ্ণুকে ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উপেন্দ্র বলিয়া বর্ণন করার অন্যথা করা হয় নাই। ইন্দ্র নমুচি বা নমুকি, অহি, বল, চুমুরি, ধুনি, পিপন, শুষ্ণ প্রভৃতি অসুরদিগকে বধ করিয়াছিলেন। পুলোমদানব-কন্যা শচী ইন্দ্রের পত্নী। ইন্দ্রের হস্তীর নাম ঐরাবত, অশ্বের নাম উচ্চৈঃশ্রবা, পুরীর নাম অমরাবতী, উদ্যানের নাম নন্দন, রাজ-প্রাসাদের নাম বৈজয়ন্ত, সভার নাম সুধর্ম্মা এবং পুত্রের নাম জয়ন্ত। কিন্তু রামায়ণ ও অন্যান্য বহু পুরাণে ইন্দ্র আদি দেবগণ ভগবতী পার্ব্বতীর অভিশাপে অপুত্রক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

* হিরণ্যাক্ষ—মহর্ষি কশ্যপের পুত্র, দিতি-গর্ভসম্ভূত ও হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতা। ইঁহার পত্নীর নাম উপদানবী। কালনাভ, বৃক প্রভৃতি ইঁহার অষ্ট পুত্র।—(ভাগবত, হরিবংশ)

† মহাবরাহের মূর্ত্তি—বরাহ অবতার। যে স্থানে ভগবান্ বিষ্ণু বরাহ (শূকর) মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে বধ করেন, সেই স্থানের নাম বরাহ তীর্থ বা শূকর তীর্থ। বরেলীর ৪৭ মাইল দক্ষিণে গঙ্গার প্রাচীন প্রবাহতটে এই তীর্থ অবস্থিত। ইহার অপর নাম শরণ বা শূকর ক্ষেত্র।—(রেলওয়ে ভারত-ভ্রমণ ৫৬।৫৭ পৃষ্ঠা)

‡ হিরণ্যকশিপু—মহর্ষি কশ্যপের পুত্র, দিতি-গর্ভসম্ভূত। ইনি বিষ্ণুদ্বেষী ছিলেন। ইঁহার পত্নীর নাম কয়াধু ও চারি পুত্রের নাম হ্লাদ, অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ ও প্রহ্লাদ। ইনি প্রহ্লাদকে বিষ্ণুভক্ত দেখিয়া, তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত নানাবিধ কৌশল বিস্তার করেন, কিন্তু ভক্তের প্রাণ রক্ষার্থ ভগবান্ বিষ্ণু নরসিংহ-মূর্ত্তিতে ইঁহাকে স্বীয় জানুপরি রক্ষা করিয়া দন্তনখরাঘাতে বধ করেন।—(ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ), কিন্তু হরিবংশের মতে নৃসিংহমূর্ত্তি ভগবান্ বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুর রাজসভায় প্রবেশ করিয়া চপেটাঘাতে হিরণ্যকশিপুকে নিহত করিয়াছিলেন।

হেন বরবলে দৈত্য হয়ে বলময়।
নিজ সৈন্য সনে কৈল ত্রিভুবন জয়॥
আরম্ভিল দেবগণে করিতে পীড়ন।
দেবগণ নিলা গিয়া তোমার শরণ॥
বধের বিষয় চিন্তা করিয়া তখন।
নরসিংহমূর্ত্তি তুমি করিলে ধারণ॥
রুষিল যখন দৈত্য তোমারে হেরিয়া।
বধিলে তাহারে তুমি নখাগ্রে চিরিয়া॥
ত্রিভুবনজয়ী বলি দৈত্যেরে ছলিতে।*
ধরিলে বামন-মূর্ত্তি অদ্ভুত দেখিতে॥†
বলিরাজ-যজ্ঞস্থলে হয়ে উপনীত।
প্রার্থনা করিলে ভূমি তিনপাদমিত॥
ভূমিদানে বলি যবে ছুঁইলেন জল।
ধরিলে বিরাটমূর্ত্তি তুমি মহাবল॥‡
ত্রিভুবন অধিকার করিয়া তাহায়।
তোমার অগ্রজ ইন্দ্রে দিলে পুনরায়॥*
বলিরে পাতালে দিয়া দানফলহেতু।
দুয়ারী হইলে তাঁর তুমি ধর্ম্মকেতু॥
যখন হৈহয় আদি ভূপাল সকল।†
ধর্ম্মে লঙ্ঘি অধর্ম্মেতে হইল প্রবল॥
তখন সরোষে তুমি তাদের নির্ম্মূলে।
জামদগ্ন্যরূপে জন্ম নিলে ভৃগুকুলে॥‡
তুমি হরি সেই ভৃগুরাম অবতারে।
জনকের হোমধেনুহরণব্যাপারে॥
সরোষে একুশ বার এই বসুমতী।
করিলে ক্ষত্রিয়শূন্যা ওহে রমাপতি॥
পুলস্ত্যভূষণ বিশ্বশ্রবার তনয়।§
ত্রিলোকতাপন রক্ষ রাবণ দুর্জ্জয়॥

* বলি—বিরোচনের পুত্র ও প্রহ্লাদের পৌত্র। ইনি তপঃপ্রভাবে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের অধিকার হরণ করেন। পরে ভগবান্ বিষ্ণু বামনরূপে ইহাঁর নিকট ত্রিপাদ-ভূমি ভিক্ষা লইয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও ইহাঁর মস্তক অধিকার করিয়া ইহাঁকে পাতালবাসী করেন। ইহাঁর পত্নীর নাম বিন্ধ্যাবলী। বাণ প্রভৃতি ইহাঁর চারি পুত্র।

† বামন—বিষ্ণুর অবতার। এই অবতারে ইনি মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে জন্মিয়া, ছলে বলীর নিকট সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ভিক্ষা লইয়া, তাঁহাকে পাতালবাসী করিয়াছিলেন।—(ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ),

‡ বিরাট মূর্ত্তি—ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি অর্থাৎ স্বর্গ-মর্ত্ত্য রসাতল (নিখিল ব্রহ্মাণ্ড) ব্যাপিনী মূর্ত্তি, বিরাট মূর্ত্তি হেতু ভগবান্ বিষ্ণুর অপর নাম অনন্ত। যাঁহার কোন বিষয়েই অন্ত অর্থাৎ শেষ নাই তিনিই অনন্ত। ভগবানের এই বিরাটমূর্ত্তির অপর নাম বিশ্বরূপ। যথা—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১১শ অধ্যায়ের ১৬শ শ্লোকে ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিয়া অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন,—

"অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বা সর্ব্বতোঽনন্তরূপং।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥"

অস্যার্থঃ—হে বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ! আমি তোমার অনেক বাহু, অনেক উদর, অনেক মুখ ও অনেক নেত্রসম্পন্ন অনন্তরূপ দর্শন করিতেছি, কিন্তু ইহার আদি, অন্ত, মধ্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।

* অগ্রজ ইন্দ্রে—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্রকে। বৈদিক মতে ইন্দ্র আদি দেবতাই অগ্রজ ও বিষ্ণু তৎপরবর্ত্তী, তাই উপেন্দ্র। ৩৫ পৃষ্ঠার ১ স্তম্ভে 'ইন্দ্র' শব্দের টীকা দেখ।

† হৈহয়—৯ পৃষ্ঠায় 'জমদগ্নি' শব্দের টীকা দেখ।

‡ জামদগ্ন্যরূপে—জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম-রূপে। ৬ পৃষ্ঠায় 'রাম' শব্দের টীকা ও ৯ পৃষ্ঠায় 'জমদগ্নি' শব্দের টীকা দেখ।

§ মহর্ষি বাল্মীকি তদীয় রামায়ণে বিশ্বশ্রবার পরিবর্ত্তে বিশ্রবা বলিয়াছেন, যথা—

হে ভূপ আমরা সবে করেছি শ্রবণ,
রাবণ নামেতে আছে রক্ষ একজন।
পুলস্ত্যের কুলোদ্ভব সেই মহাবল,
মহাবীর্য্য, কাছে তার থাকে রক্ষোদল।
শুন, মহারাজ! কহি তোমার গোচরে,
ত্রিলোক পীড়য়ে সেই বিধাতার বরে।
বিশ্রবা মুনির পুত্র সেই সে রাবণ,
যক্ষরাজ কুবেরের ভ্রাতা সেই জন।
(মৎকর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত বাল্মীকীয় রামায়ণ,
বালকাণ্ড ২০শ সর্গ)

মৃতকল্প পক্ষিবর জটায়ু তখন
বলিতে বলিতে রামে এই বিবরণ,

তাহারে বধিতে তুমি দিবাকরকুলে।
রাজা দশরথের ঔরসে জন্ম নিলে ॥*
বিশ্বামিত্র মুনি হৈতে দিব্য অস্ত্রচয়।†
লভিলে রাক্ষসনাশে তুমি দয়াময় ॥

তব প্রণয়িনী সীতা হরিল রাবণ।
তেঁই সে হইলে তুমি অতি রুষ্টমন ॥
বানরসহায়ে সেতু বান্ধিলে সাগরে।
সবান্ধবে রাবণেরে দিলে যমঘরে ॥
হে করুণাময় হরি ভূভারহরণ।
যদুকুলজলধির ইন্দু নারায়ণ ॥
বসুদেব-ঔরসেতে জন্মি দয়াময়।
পাপশূন্য কৈলে ধরা বধি দৈত্যচয় ॥
সেইকালে দেবগণ অনুক্ষণ তরে।
সেবিল চরণ তব চিরভক্তিভরে ॥
ওহে বিশ্বব্যাপী হরি বিধিসুবিহিত।
বেদধর্ম্ম অনুষ্ঠানে না হইলে প্রীত ॥*

মাংসসহ অবিরত শোণিত উদ্গার
করিতে লাগিলা,—শেষে "বিশ্রবা-কুমার
কুবেরের ভ্রাতা—" এই বলিতে বলিতে
কণ্ঠ রুদ্ধ হ'ল আর নারিলা কহিতে।
(ঐ আরণ্যকাণ্ড ৬৮ সর্গ)
লঙ্কাদ্বীপ রাবণের নিজ বাসস্থান;
সেখানে সে দুষ্ট থাকে, শুন, মতিমান!
বিশ্রবা তাহার পিতা, কুবের সে ভ্রাতা;
রাবণে প্রবল করি' নির্ম্মিলা বিধাতা।
(ঐ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৫৮ সর্গ)
মহর্ষি বিশ্রবা হ'তে বীরেন্দ্র রাবণ
করিলেন ধরাতলে জনম গ্রহণ।
(ঐ সুন্দরকাণ্ড ২৩ সর্গ)

* দশরথ—অযোধ্যাধিপতি সূর্য্যবংশীয় রাজা অজের পুত্র ও রঘুর পৌত্র। ভগবান্ বিষ্ণু অংশরূপে ইহাঁর চারি পুত্র হইয়া, কৌশল্যার গর্ভে রাম, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত ও সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তা ছাড়া পূর্ব্বে কৌশল্যার গর্ভে রাজা দশরথের শান্তা নাম্নী এক কন্যা জন্মিয়াছিল। অঙ্গদেশের রাজা রোমপাদ বা লোমপাদ মহারাজ দশরথের বন্ধু ছিলেন; তিনি শান্তাকে পোষ্যপুত্রিকারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত শান্তার বিবাহ হইয়াছিল। কৌশিকী (বর্ত্তমান কুশী) নদীতটে বিভাণ্ডকের আশ্রম ছিল।—(রামায়ণ বালকাণ্ড, মহাভারত বনপর্ব্ব),

† বিশ্বামিত্র—কান্যকুব্জেশ্বর গাধির পুত্র। ইনি ক্ষত্রিয়তনয় হইয়াও, ব্রহ্মতেজোযুক্ত ছিলেন এবং তপোবলে কালে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কোন সময়ে ইনি সৈন্য সঙ্গে মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলে, মহর্ষি ইহাঁকে ও ইহাঁর সৈন্যগণকে আপনার কামধেনু নন্দিনী-(রামায়ণমতে শবলা)-র প্রসাদে ও নিজ তপস্তেজোবলে বিশিষ্টরূপ তুষ্ট করিয়াছিলেন। ইনি ঐ কামধেনুর আশ্চর্য্য ক্ষমতা দর্শনে প্রথমতঃ বশিষ্ঠদেবের নিকট ঐ গাভী প্রার্থনা করেন, কিন্তু তিনি ইহাঁকে প্রদান করিতে অসম্মত হইলে, ইনি বলপূর্ব্বক ঐ গাভী হরণে ইচ্ছা করেন। তাহাতে ঐ গাভীর অঙ্গ হইতে অসংখ্য ম্লেচ্ছাদি পুরুষ উৎপন্ন হইয়া, বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্য বিনাশ করিয়া ফেলে। বিশ্বামিত্র পরাস্ত হইয়া, স্বীয় ক্ষত্রিয়-বলকে ধিক্কার দিয়া, ব্রহ্ম-বলকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া, ব্রাহ্মণত্ব লাভের মানসে তপস্যা করেন। ঐ সময়ে ইনি সূর্য্যবংশীয় মহারাজ ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গবাসী করিয়াছিলেন। তৎপরে পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া, দুষ্কর তপশ্চর্য্যা করিয়াছিলেন। এই তপশ্চর্য্যার সময় ইনি অম্বরীষ রাজার নরমেধ যজ্ঞ হইতে নিজ ভাগিনেয় শুনঃশেপকে মন্ত্রবলে প্রাণদান করেন। এই সময়েই মেনকার গর্ভে ইহাঁর ঔরসে শকুন্তলার জন্ম হয়। অবশেষে ইনি পুষ্করতীর্থেই ব্রহ্মার বরে ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন।—(রামায়ণ, মহাভারত) কোন সময়ে ইনি সূর্য্যবংশীয় মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের প্রতি কুপিত হইয়া, তাঁহাকে দক্ষিণাগ্রহণচ্ছলে অনেক কষ্ট দিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন।—(পুরাণ) ইনি রাম লক্ষ্মণকে বলা ও অতিবলা নামক মন্ত্র ও নানাবিধ অস্ত্র দান করিয়া তাড়কা বধ সাধন ও সিদ্ধাশ্রমে যজ্ঞ সাধন করেন। বর্ত্তমান বিহারের নিকটেই বিশ্বামিত্রের সিদ্ধাশ্রম ছিল, উহার বর্ত্তমান নাম কোশাগ্রাম। অনন্তর ইনি মিথিলায় গিয়া রামের দ্বারা হরধনুর্ভঙ্গ করাইয়া রামের সহিত সীতা, লক্ষ্মণের সহিত উর্ম্মিলা, ভরতের সহিত মাণ্ডবী ও শত্রুঘ্নের সহিত শ্রুতকীর্ত্তির বিবাহ দেন।—(রামায়ণ বালকাণ্ড)

* বেদধর্ম্ম অনুষ্ঠান—বেদোক্ত নরমেধ

সেই ধর্ম্মে ঘৃণা করি ত্যজিলে সংসার।
মিথ্যা মায়া প্রপঞ্চ করিতে পরিহার ॥
বুদ্ধমূর্ত্তি ধরি তুমি হরি নারায়ণ।*
প্রাকৃতিক প্রমাণেরে করিলে স্থাপন ॥
এবে তুমি কলিকুলপাষণ্ড সবার।
বৌদ্ধ ম্লেচ্ছ বিনাশিতে কল্কি অবতার ॥
বৈদিক ধর্ম্মের সেতু করিতে রক্ষণ।
কল্কিরূপে অবতীর্ণ তুমি নারায়ণ ॥
তোমার দয়ার কথা কি বলিব আর।
শ্রীনরক হৈতে সবে করিলে উদ্ধার ॥
আমাসবাকার সম পাপী সবাকার।
সুদুর্ল্লভ দরশন শ্রীপদ তোমার ॥
তব এ দুর্জ্ঞেয় কল্কি-অবতার-কথা।
দেবে না বুঝিতে পারে মোরা লাগি কোথা ॥
তোমারি কৃপায় মোরা এবে ভাগ্যবান।
তব অনুরক্ত কর আশ্বাস প্রদান ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

অনন্ত মুনির বিবরণ।

সূত কহিলেন শুন পূজ্য মুনিগণ।
রাজাদের বাক্য শুনি কল্কি নারায়ণ ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সবাকার।
ধর্ম্মের কীর্ত্তন কল্কি কৈলা সবিস্তার ॥*
সংসারীর ধর্ম্ম পরে করিলা কীর্ত্তন।
সংসারবিবেকিধর্ম্ম করিলা বর্ণন ॥†

গোমেধ, অশ্বমেধ, পশুমেধ, সর্ব্বমেধ প্রভৃতি জীব-হিংসাজনিত যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান। ভগবান্ বিষ্ণু বুদ্ধাবতারে এই সকল বৈদিক ক্রিয়ার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া, 'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ' মত প্রচার করেন।

* বুদ্ধ—ভগবান্ বিষ্ণুর নবম অবতার। সময়ে সময়ে এক এক জন করিয়া, অনেক জন বুদ্ধ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এ স্থানের বর্ণনায় শাক্যসিংহ বুদ্ধদেবকেই বুঝাইতেছে। শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব হিমালয়ের পাদদেশে কপিলবাস্তু নগরে রাজা শুদ্ধোদনের ঔরসে মায়াদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতা ইঁহার বৈরাগ্যানুরক্তি দেখিয়া, অল্প বয়সেই গোপার সহিত ইঁহার বিবাহ দেন। বুদ্ধদেবের রাহুল নামে এক পুত্র জন্মে। শাক্যসিংহ অবশেষে সংসার ত্যাগ করিয়া, গয়াতীর্থের কিয়দ্দূর দক্ষিণে বুদ্ধগয়া নামক তীর্থে বোধিবৃক্ষের নিম্নে বহুকাল তপস্যা করতঃ, নিজ নব মত প্রচার করেন ও বুদ্ধ নাম প্রাপ্ত হন। চীন, শ্যাম, ব্রহ্ম, রেঙ্গুন, মধ্য এসিয়া, তিব্বত, সিংহল প্রভৃতি দেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা বুদ্ধগয়া তীর্থে আগমন করে। পৃথিবীতে যত রূপ ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, তন্মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

* ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি—ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, যথা—

যজনং যাজনং দানং ব্রাহ্মণস্য প্রতিগ্রহঃ।
অধ্যাপনঞ্চাধ্যয়নং ষট্‌কর্ম্মাণি দ্বিজোত্তম ॥"
(গরুড়পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ৩৯ অঃ)

অস্যার্থঃ—যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন এই ষট্‌কর্ম্ম ব্রাহ্মণের স্বকর্ম্ম।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ধর্ম্ম, যথা—

"দানমধ্যয়নং যজ্ঞো ধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ।
দণ্ডস্তথা ক্ষত্রিয়স্য কৃষির্বৈশ্যস্য শস্যতে ॥"
(গরুড়পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ৩৯ অধ্যায়)

অস্যার্থঃ—দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ এই তিন কর্ম্ম ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সাধারণ ধর্ম্ম, তন্মধ্যে ক্ষত্রিয়ের রাজ্যশাসন ও বৈশ্যের কৃষিকার্য্য বিশেষ কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত।

শূদ্রের ধর্ম্ম, যথা—

"শুশ্রূষৈব দ্বিজাতীনাং শূদ্রাণাং ধর্ম্মসাধনং।
কারুকর্ম্ম তথা জীবোঽপাকযজ্ঞোঽপি ধর্ম্মতঃ ॥"
(গরুড়পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ৩৯ অঃ)

অস্যার্থঃ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের শুশ্রূষাই শূদ্রদিগের ধর্ম্মসাধন, কারুকর্ম্ম (শিল্পকর্ম্ম) জীবিকা ও অপাকযজ্ঞ ধর্ম্মতঃ করণীয়।

† সংসারীর ধর্ম্ম—গৃহস্থাশ্রমীর ধর্ম্ম। যথা—

"অগ্নয়োঽতিথিশুশ্রূষা যজ্ঞো দানং সুরার্চ্চনং।
গৃহস্থস্য সমাসেন ধর্ম্মোঽয়ং দ্বিজসত্তম ॥
উদাসীনঃ সাধকশ্চ গৃহস্থো দ্বিবিধো ভবেৎ।
কুটুম্বভরণে যুক্তঃ সাধকোঽসৌ গৃহী ভবেৎ ॥

এই সব ধর্ম্মতত্ত্ব কল্কিমুখে শুনি।
ভক্তিভরে নমে তাঁরে যত নৃপমণি॥
অনন্তর ভূপগণ আপন আপন।
অতীত দশার কথা কৈলা জিজ্ঞাসন॥

কহ প্রভু মানবেরা কাহার দ্বারায়।
কিবা রূপে নারী আর নরভাব পায়॥
শৈশব যৌবন আর বার্দ্ধক্য উদয়।
সুখদুঃখ কি করিয়া কোথা হৈতে হয়॥
হেতু কিবা এ সবার কহ নারায়ণ।
যাহা নাহি জানি তাও করহ বর্ণন॥
রাজাদের হেন বাণী করিয়া শ্রবণ।
অনন্ত মুনিরে হরি করিলা স্মরণ॥
তীর্থবাসী ব্রতধারী জ্ঞানী মুনিবর।
কল্কির স্মরণে হৈলা প্রফুল্ল অন্তর॥
মুক্তিলাভ হবে তাঁর কল্কিদরশনে।
হেন ভাবি আসে মুনি সত্বরগমনে॥
মহর্ষি অনন্ত আসি কল্কির গোচরে।
কৃতাঞ্জলিপুটে কহে সভক্তি অন্তরে॥
কি করিতে হবে মোরে কহ পরমেশ।
কোথা বা যাইতে হবে করহ আদেশ॥
মুনিবর অনন্তের বচন শুনিয়া।
ত্রিভুবনপতি কল্কি কহেন হাসিয়া॥
যাহা যাহা করিয়াছি আমি তপোধন।
সে সকলি তুমি মুনি করেছ দর্শন॥
অদৃষ্টে যা লেখা আছে কে তারে খণ্ডায়।
কিন্তু বিনা কর্ম্মে কেহ ফল নাহি পায়॥

ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য ত্যক্ত্বা ভার্য্যাধনাদিকং।
একাকী যস্তু বিচরেদুদাসীনঃ স মৌক্ষিকঃ॥”
(গরুড়পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ৩৯ অঃ)

অস্যার্থঃ—অগ্নিকর্ম্ম (চিরাগ্নিরক্ষা), অতিথি-সেবা, যজ্ঞ, দান ও দেবার্চ্চন এই সকল গৃহস্থের সংক্ষিপ্ত ধর্ম্ম। গৃহস্থ দ্বিবিধ,—উদাসীন ও সাধক। যে গৃহী আত্মকুটুম্বভরণে নিযুক্ত, সেই ব্যক্তিই সাধক। যে ব্যক্তি ত্রিঋণ (দেবঋণ, ঋষিঋণ ও ও পিতৃঋণ) হইতে মুক্ত হইয়া, ভার্য্যা ধনাদি সংসার ত্যাগ করিয়া, একাকী বিচরণ করে, সেই ব্যক্তি মোক্ষকামী উদাসীন।

সংসারবিবেকি-ধর্ম্ম—সংসারবিবেকীর অর্থাৎ গৃহত্যাগীর ধর্ম্ম, বনবাসীর ধর্ম্ম। বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য এই ধর্ম্মের অন্তর্গত।

“ভূমৌ মূলফলাশিত্বং স্বাধ্যায়স্তপ এব চ।
সম্বিভাগো যথান্যায়ং ধর্ম্মোহয়ং বনবাসিনঃ॥
তপস্তপ্যতি যোহরণ্যে যজেদ্দেবান্ জুহোতি চ।
স্বাধ্যায়ে চৈব নিরতো বনস্থস্তাপসোত্তমঃ॥
তপসাকর্ষিতোহত্যর্থং যস্তু ধ্যানপরো ভবেৎ।
সন্ন্যাসী স হি বিজ্ঞেয়ো বানপ্রস্থাশ্রমে স্থিতঃ॥
যোগাভ্যাসরতো নিত্যমারুরুক্ষুর্জ্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানায় বর্ত্ততে ভিক্ষুঃ প্রোচ্যতে পারমেষ্ঠিকঃ॥
যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যান্নিত্যতৃপ্তো মহামুনিঃ।
সম্যক্‌চন্দনসম্পন্নঃ স যোগী ভিক্ষুরুচ্যতে॥
ভৈক্ষ্যং শ্রুতঞ্চ মৌনিত্বং তপোধ্যানং বিশেষতঃ।
সম্যক্ চ জ্ঞানবৈরাগ্যং ধর্ম্মোহয়ং ভিক্ষুকে মতঃ॥
জ্ঞানসন্ন্যাসিনঃ কেচিদ্বেদসন্ন্যাসিনোহপরে।
কর্ম্মসন্ন্যাসিনঃ কেচিত্ত্রিবিধঃ পারমেষ্ঠিকঃ॥
যোগী চ ত্রিবিধো জ্ঞেয়ো ভৌতিকঃ ক্ষত্র এব চ।
তৃতীয়োহন্ত্যাশ্রমী প্রোক্তো যোগমূর্ত্তিসমাশ্রিতঃ॥”
(গরুড়পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ৩৯ অধ্যায়)

অস্যার্থঃ—ফলমূলাহার, স্ববেদাদি অধ্যয়ন, তপস্যা ও যথোচিত সম্বিভাগ এই সকল বনবাসীর ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি বনবাসী হইয়া তপশ্চাচরণ, দেবার্চ্চনা ও হোম করিয়া স্বাধ্যায় কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তিনি বনস্থ তপস্বিগণের প্রধান। যিনি তপস্যাচরণ দ্বারা অতিশয় ক্লিষ্টদেহ হইয়া, সর্ব্বদা ঈশ্বরধ্যানে নিরত থাকেন, তাঁহাকে বানপ্রস্থাশ্রমী সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে। যে ভিক্ষুক অভ্যাস দ্বারা প্রাণাদি বায়ু নিরোধপূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়া, সর্ব্বদা যোগাভ্যাসে নিরত থাকেন, বা ব্রহ্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করেন, তাঁহাকে পারমেষ্ঠিক বলে। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে পরিতৃপ্ত থাকিয়া, চন্দনাদি দ্বারা উত্তমরূপে স্বদেহ বিভূষিত করেন, তাঁহাকে ভিক্ষুক বলে। ভিক্ষাচরণ, বেদ-পাঠ, মৌনাবলম্বন, তপস্যা, ঈশ্বর-চিন্তন, জ্ঞানানু-সন্ধান ও সংসারবৈরাগ্য এই সকল ভিক্ষুকের ধর্ম্ম। পারমেষ্ঠিক ত্রিবিধ,—প্রথম কতকগুলি জ্ঞান-সন্ন্যাসী, দ্বিতীয় কতকগুলি বেদসন্ন্যাসী এবং তৃতীয় কতকগুলি কর্ম্মসন্ন্যাসী। যোগী ত্রিবিধ—প্রথম ভৌতিক যোগী, দ্বিতীয় ক্ষত্রযোগী ও তৃতীয় অন্ত্যাশ্রমী অর্থাৎ বানপ্রস্থাশ্রমী, ইঁহারা যোগমূর্ত্তি-সমাশ্রিত।

কল্কির বচনে মুনি হয়ে আনন্দিত।
সেথা হৈতে যাইবারে হৈলা ত্বরান্বিত॥
মুনিরে গমনোদ্যোগী হেরিয়া তখন।
সবিস্ময়ে কল্কিদেবে কহে রাজগণ॥
কহ প্রভু কি বলিলা এ মুনি তোমারে।
তুমিই বা কি উত্তর দিলে হে তাঁহারে॥
কি বিষয় নিয়া দোঁহে কথা কৈলে হরি।
শুনিতে বাসনা বড় কহ কৃপা করি॥
মধুরিপু শ্যামবপু কল্কি দয়াময়।
কহিলেন যদি তা জানিতে ইচ্ছা হয়॥
তবে জিজ্ঞাসহ এই প্রশান্ত মুনিরে।
ইনিই উত্তর তার দিবেন অচিরে॥
মুনিরে জিজ্ঞাসে তবে ভূপালনিচয়।
কি কথা হইল দোঁহে কহ মহাশয়॥

অনন্তমুনির আত্মবিবরণকথন।

ভূপতিগণের বাণী করিয়া শ্রবণ।
কহিতে লাগিলা মুনি অনন্ত তখন॥
পূর্ব্বেতে পুরিকানাম্নী পুরীর ভিতর।*
বিক্রম নামেতে ছিলা এক মুনিবর॥
সেই পূজ্য মুনিবর জনক আমার।
আমার জননী যিনি সোমা নাম তাঁর॥
অতিপতিপরায়ণা ছিলেন জননী।
করিতেন স্বামিসেবা দিবস রজনী॥
মা বাপের অধিক বয়সে জন্মিনু।
প্রথমেতে ভূপগণ ক্লীব আমি ছিনু॥
আমারে হেরিয়া হেন পিতা মাতা মম।
ভুঞ্জিতেন মনে শোক যাতনা বিষম॥
সেরূপ আকৃতি মোর করি দরশন।
লোকেও করিত ঘৃণা মোরে অনুক্ষণ॥

অনন্তর পিতা মোর দুঃখশোকভরে।
গৃহ ত্যজি গেলা শিববনের ভিতরে॥*
ধূপ দীপ অনুলেপে পূজি অনুক্ষণ।
তুষিতে লাগিলা শিবে করিয়া যতন॥
জনকের পূজা স্তবে তুষ্ট হয়ে হর।
বৃষে চড়ি আসিলেন পিতার গোচর॥
কহিলেন আশুতোষ প্রসন্ন বদনে।
প্রার্থনা করহ বর আমার সদনে॥
পিতা কহে পুত্র মোর হইয়াছে ক্লীব।
এ হেতু দুঃখিত আমি হৈনু সদাশিব॥
হেন শুনি হর মোর পিতৃসন্নিধান।
মোর পুরুষত্বপ্রাপ্তি বর কৈলা দান॥
শিবজায়া মহামায়া পার্ব্বতীও তায়।
আমার মঙ্গল হেতু দিলা তবে সায়॥
অনন্তর পিতৃসনে ফিরিনু ভবনে।
বরকথা কৈলা পিতা মাতার সদনে॥
হরবরে ত্বরা মোর ক্লীবত্ব ঘুচিল।
অচিরে পুরুষাকার শরীরে ফুটিল॥
বয়স দ্বাদশ বর্ষ হইল যখন।
বিবাহ দিলেন মোর জনক তখন॥
পত্নী লাভ কৈনু আমি যজ্ঞরাতসুতা।
মানিনী নামিনী পত্নী রূপগুণযুতা॥
বশীভূত হয়ে তার নবানন্দচিতে।
গৃহস্থ আশ্রমে বাস লাগিনু করিতে॥†

অনন্তমুনির বিষ্ণুমায়াপ্রভাবদর্শন।

শুন শুন রাজগণ কিছুকাল পরে।
জনক জননী মোর গেলা স্বর্গপুরে॥
বান্ধব ব্রাহ্মণগণ লইয়া তখন।
সে দোঁহার শ্রাদ্ধক্রিয়া কৈনু সম্পাদন॥

* পুরিকা—পুরী, উড়িষ্যার একটি প্রদেশ। ইহার প্রধান নগর পুরী বা পুরুষোত্তম বা জগন্নাথ-ক্ষেত্র।—(Smith's Geography of India)

* শিববন—হরিদ্বার বা হরদ্বার তীর্থস্থ কোন বন কি?

† গৃহস্থ আশ্রম—৩৮ পৃষ্ঠায় "সংসারীর ধর্ম্ম" শব্দের টীকা দেখ।

সবিধানে বিপ্রগণে করায়ে ভোজন।
পিতৃমাতৃশোকে শেষে হৈনু ক্ষুণ্ণমন॥
সর্ব্বকর্ম্ম পরিহরি ঐকান্তিক মনে।
নিযুক্ত হইনু আমি বিষ্ণু আরাধনে॥
মম পূজা জপে তুষ্ট হয়ে নারায়ণ।
কহিলা আমারে স্বপ্নে এই সে বচন॥
এ সংসারে স্নেহ আর মমতা প্রভৃতি।
যা কিছু সকলি মোর মায়ার প্রকৃতি॥
ইনি পিতা ইনি মাতা এরূপ মমতা।
যে সব জনের মনে উপজয়ে ব্যথা॥
তারাই আমার মায়াপ্রভাবজনিত।
শোক দুঃখ জরা-মৃত্যু-উদ্বেগে জড়িত॥
স্বপ্নময় শ্রীহরির স্বপ্নময় ভাষ।
শ্রবণ করিয়া চিত্ত হইল উদাস॥
উদ্যত হইনু তার প্রতিবাদ তরে।
অন্তর্হিত হৈলা বিষ্ণু অমনি সত্বরে॥
নিদ্রাভঙ্গ হৈল মোর হৈনু চমৎকৃত।
ত্যজিয়া পুরিকা পুরী চলিনু ত্বরিত॥
বিখ্যাত পুরুষোত্তম বিষ্ণুর ভবন।*
পত্নী সনে সেই খানে করিনু গমন॥
তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে কৌতূহলী মনে।
পবিত্র আশ্রম এক নির্ম্মিনু যতনে॥
সঙ্গেতে আছিল মোর অনুচরগণ।
আর মোর প্রিয়তমা ভার্য্যা অনুক্ষণ॥
সে সবার সনে আমি আশ্রম ভিতরে।
অবস্থিতে লাগিলাম হরির অন্তরে॥
বিষ্ণুমায়া দেখিবারে হইল বাসনা।
নৃত্য গীত জপে করি হরির সাধনা॥
দ্বাদশ বৎসর হৈল এরূপে অতীত।
দ্বাদশী পারণা-দিনে বান্ধব সহিত॥
উপস্থিত হইলাম সাগরের তীরে।
নাহিতে নামিয়া মগ্ন হৈনু সিন্ধুনীরে॥
ভীষণ তরঙ্গমালা লাগিল গর্জ্জিতে।
কত চেষ্টা কৈনু কিন্তু নারিনু উঠিতে॥
পীড়িতে লাগিল মোরে জলজন্তুগণ।
কভু ডুবি কভু ভাসি ভয়াকুল মন॥

* পুরুষোত্তম—নীলাচলের অপর নাম। দক্ষিণ সাগরতীরে ওড্র (উড়িষ্যা) দেশে স্থিত। ইহা ঋষিকুল্যা ও বৈতরণী নাম্নী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। স্বয়ং পুরুষোত্তম নারয়ণ এখানে অবস্থান করেন বলিয়া, ইহার এই নাম হইয়াছে। এস্থানে যে কেহ আসিবামাত্রই বিষ্ণু সদৃশ হয়, এ জন্য এখানে ভোজনাদির বিচার নাই। এখানে লক্ষ্মী স্বয়ং অন্ন পাক করেন; এই অন্ন ভোজনে মুক্তিপদ লাভ হয়। এখানে মনুষ্যদিগের কর্ম্ম সকল অক্ষয় হয়। পুরুষোত্তম দেবের বেত্রপ্রহার দ্বারা যাহাদের গাত্র লোহিতবর্ণ হয়, তাঁহারা ইন্দ্রাদি দেবেরও বন্দনীয় হয়। অত্রত্য অক্ষয় বটবৃক্ষকে যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন করে, তাহার কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ নষ্ট হয়। এখানে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, শ্বেতমাধব দেবেশ, মার্কণ্ডেয়েশ্বর, যমেশ্বর ও হনুমানকে যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন করে, তাহারা অক্ষয় মুক্তিলাভ করে। এখানে ফাল্গুন মাসে দোলায়মান গোবিন্দকে ভক্তি পূর্ব্বক দর্শন করিলে, প্রচুর পুণ্য ও দুর্লভ মোক্ষ লাভ হয়। চৈত্র মাসের বারুণীর দিবসে তাঁহাকে দর্শন করিলে জগন্নাথদেবের দেহে লীন হয়। বৈশাখের শুক্লা একাদশী এবং তৃতীয়াতে দর্শন করিলে নিশ্চয়ই মুক্তি হয়। মহাস্নান দর্শন করিলে বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আষাঢ়ে গুণ্ডিকা-মণ্ডপ (গুঞ্জাবাড়ী) গমন কালীন যে ব্যক্তি জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে দর্শন করে, সে নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। রথারূঢ় জগন্নাথকে দর্শন করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। রথারূঢ়া সুভদ্রাকে ভক্তিভাবে দর্শন করিলে, ভগবান তাহার ভববন্ধন ছেদন করেন। অপুত্রা রমণী তাঁহাকে দর্শন করিলে বহু পুত্র এবং মৃতপুত্রা জীবিত পুত্র প্রাপ্ত হয়। দুর্ভগা ও কাকবন্ধ্যা রমণীগণ সুভদ্রাকে নিরীক্ষণ করিলে নিশ্চিত সুভগা ও বহুপুত্রবতী হয়। যে মনুষ্য গুণ্ডিকা-মণ্ডপস্থিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বলভদ্র ও সুভদ্রাকে অবলোকন করেন, তিনি উৎকৃষ্ট পদ প্রাপ্ত হন। সকল যাত্রার মধ্যে গুণ্ডিকাই সর্ব্বপ্রধান। এই নিমিত্ত সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াও মনুষ্যদিগের তাহা অবলোকন করা কর্ত্তব্য। সকল তীর্থস্থানের মধ্যে পুরুষোত্তম তীর্থই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।
(পদ্মপুরাণ ক্রিয়াযোগসার ১৭ অধ্যায়)

সলিলহিল্লোলে ক্রমে হৈনু অচেতন।
অবশ হইল অঙ্গ শবের মতন ॥
ক্রমে ক্রমে বায়ুবেগে হইয়া চালিত।
সিন্ধুর দক্ষিণ কূলে হৈনু উপনীত ॥
বৃদ্ধশর্ম্মা নামে এক ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ।
পুত্রধনসমন্বিত বিষ্ণুপরায়ণ ॥
উপবিষ্ট ছিলা তিনি সন্ধ্যাবন্দনায়।
সন্ধ্যাশেষে মৃতসম হেরিলা আমায় ॥
আমারে লইয়া তিনি গেলেন ভবনে।
সুস্থ করিলেন মোরে বিবিধ যতনে ॥
আপন পুত্রের সম করিয়া মমতা।
পালিতে লাগিলা মোরে যতনে সর্ব্বথা ॥
সেথা থাকি দিক দেশ নারিনু চিনিতে।
কি হৈল কি হবে পরে নারিনু বুঝিতে ॥
তেঁই সেই বিপ্র ঘরে থাকি অনুক্ষণ।
পিতা মাতা জ্ঞানে কাল যাপি ক্ষুণ্নমন ॥
বৃদ্ধশর্ম্মা দ্বিজবর কিছু দিন পরে।
আমার বৈদিক কর্ম্ম দিলা তাঁর ঘরে ॥
চারুমতী নামে কন্যা আছিল তাঁহার।
তার সনে দিলা বিপ্র বিবাহ আমার ॥
সেই চারুমতী বালা পরমা সুন্দরী।
হেরি বর্ণ তপ্ত স্বর্ণ লাজে রহে মরি ॥
কিবা রূপ কিবা গুণ কিবা সে শীলতা।
সকলগুলির তাহে আছিল সমতা ॥
হেন চারুমতী পেয়ে হইনু বিস্মিত।
চারুমতী তোষে মোরে যতন সহিত ॥
নানাসুখসম্ভোগেতে কিছুকাল তরে।
যাপিতে লাগিনু কাল শ্বশুরের ঘরে ॥
পরে চারুমতীগর্ভে ঔরসে আমার।
জনমিল পাঁচ পুত্র রূপগুণাধার ॥
তাসবার নাম জয় বিজয় কমল।
বিমল কনিষ্ঠ বুধ গুন নৃপদল ॥
সুতবন্ধুধনশালী হইয়া তখন।
সর্ব্বপূজ্য মান্য হৈনু ইন্দ্রের মতন ॥
ছোট ছেলেটির মোর বিবাহের তরে।
জ্যেষ্ঠ পুত্র সমুদ্যত হৈল তার পরে ॥
ধর্ম্মসার নামে এক ব্রাহ্মণ তখন।
নিজ কন্যা দিতে তারে করিলেন মন ॥
বিজ্ঞ বিপ্র দিয়া আভ্যুদয়িক প্রভৃতি।*
মাঙ্গল্য কর্ম্মের শেষ কৈলা যথারীতি ॥
নৃত্যগীতবাদ্যে অলঙ্কৃত নারীগণ।
করিতে লাগিল সবে আমোদ তখন ॥†
এদিকে আমিও সুত-অভ্যুদয় তরে।
ত্রিতর্পণ করিবারে গেনু সিন্ধুতীরে ॥‡
কর্ম্ম সারি জল হৈতে উঠিয়া যখন।
সেথা হৈতে গৃহপানে করি আগমন ॥
হেরিলাম সেইকালে সাগরের তটে।
মম পূর্ব্ববান্ধবেরা থাকি একযোটে ॥
স্নান করি করিছেন সন্ধ্যাবন্দনাদি।
হেন হেরি হৈনু যেন উন্মনা উন্মাদী ॥
সেই সে পুরুষোত্তমবাসী বিপ্রগণে।
বিষ্ণুসেবা দ্বাদশীর পারণরক্ষণে ॥

* আভ্যুদয়িক প্রভৃতি—আভ্যুদয়িক (অভ্যুদয় নিমিত্ত শ্রাদ্ধাদি) বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বা নান্দীমুখ।
"কন্যাপুত্রবিবাহে চ প্রবেশে নববেশ্মনঃ।
নামকর্ম্মণি বালানাং চূড়াকর্ম্মাদিকে তথা ॥
সীমন্তোন্নয়নে চৈব পুত্রাদিমুখদর্শনে।
নান্দীমুখং পিতৃগণং পূজয়েৎ প্রযতো গৃহী ॥"
(বিষ্ণুপুরাণ)

† নৃত্যগীতবাদ্যে ইত্যাদি—পূর্ব্বে ভারতবর্ষে হিন্দুদের পুত্রকন্যাদির বিবাহ সময়ে পুরনারীগণ মঙ্গলগীত গান করিত। এক্ষণেও হিন্দুস্থানী, রাজপুত, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি হিন্দুরমণীগণ এবং পূর্ব্ব-বঙ্গের কোন কোন স্থানের বাঙ্গাল-হিন্দু-নারীগণ এইরূপ গান করে। পশ্চিমবঙ্গে এরূপ বৈবাহিক মঙ্গলগীত প্রচলিত নাই, তবে বাসর-ঘরে নব বরের সম্মুখে কুলযুবতীরা দু দশটা যাত্রা ও থিয়েটারের গান গাইয়া আমোদ করে বটে, কিন্তু সেটা ঠিক্ প্রাচীন প্রথার পথ নহে। হিন্দুস্থানী, রাজপুত, মহারাষ্ট্র জাতীয়া রমণীরা বিবাহোৎসবে হুলুধ্বনি করে না, কিন্ত বঙ্গদেশে এ প্রথা খুব প্রচলিত, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে হুলুরঙ্গের ভারি ঘটা।

‡ ত্রিতর্পণ—পিতৃতর্পণ, দেবতর্পণ ও ঋষি তর্পণ।

নিযুক্ত হেরিয়া হৈনু উদ্বিগ্ন বিস্মিত।
যেমন ছিলাম আমি তেমনি নিশ্চিত॥
রূপ বয়সের মোর হয় নি অঠিক।
অবাক্ হইয়া ভাবি ইহা কি ভৌতিক॥
সে পুরুষোত্তমবাসী যতেক ব্রাহ্মণ।
বিস্মিত হেরিয়া মোরে কহিলা তখন॥
হে অনন্ত তুমি অতি বিষ্ণুপরায়ণ।
কি হেতু তোমারে করি ব্যাকুল দর্শন॥
জলে কিম্বা স্থলে তুমি দেখেছ কি কিছু।
নির্ব্বাক হইয়া কেন চাহ আগু পিছু॥
বল বল এ ভাবের কিবা সে কারণ।
বিস্ময় ছাড়িয়া কর পারণা এখন॥*

তাসবার বাক্য শুনি কহিনু তখন।
দেখিনি শুনিনি কিছু আমি জনগণ॥
আমি অতি কামমুগ্ধ নীচ মম মতি।
তেঁই সে ঘটিল মোর এ জটিল গতি॥
হরিমায়া হেরিবারে উৎসুক হইয়া।
তাঁরি মায়াবশে আমি গেছি জড়াইয়া॥
স্নেহের মোহের আমি এত বশীভূত।
তেঁই সে হয়েছি আমি সর্ব্বসুখচ্যুত॥

* পারণা বা পারণ—উপবাসের পর প্রথম ভোজন। রোহিণী ব্রত ব্যতীত সকল ব্রতের পারণ দিবাভাগে কর্ত্তব্য। পারণ পূর্ব্বাহ্লেই প্রশস্ত। শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীব্রতে অষ্টমী ও রোহিণী অতীত হইলে তবে পারণ করা উচিত। যথা—

"অষ্টম্যামথ রোহিণ্যাং ন কুর্য্যাৎ পারণং ক্বচিৎ।"

সার্দ্ধপ্রহর নিশা থাকিতে একের বিয়োগ হইলেও পারণ হইতে পারে। মহাষ্টমীতে উপবাস করিলে মৎস্যমাংসত্যাগকারী ব্যতীত অপর সকলে, পারণ দিনে পঞ্চপর্ব্বের কোন পর্ব্ব না হইলে, মৎস্য-মাংসাদি দ্বারা পারণ করিবে। একাদশীর উপবাস করিয়া, দ্বাদশীদিনে প্রাতঃকালে সুস্নাত হইয়া, হরিপূজা করিয়া, উপবাস সমর্পণ পূর্ব্বক পারণ করিবে। একাদশীর পারণ মন্ত্র—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য ব্রতেনানেন কেশব।
প্রসীদ সুমুখো নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব॥"
(গরুড়পুরাণ, একাদশীতত্ত্ব, পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড)

এত দূর মজেছিনু আমি আত্মভ্রমে।
বলিতে সে কথা শক্তি নাহি কোন ক্রমে॥
এ বড় আশ্চর্য্য আমি হরির মায়ায়।
আছিনু জড়িত কেউ জানেনি তাহায়॥

এরূপে স্ত্রী পুত্র ধন পুত্রপরিণয়।
ভাবিতে ভাবিতে মোর হৈল দুঃখোদয়॥
সকল বিষয় যেন স্বপ্নের সমান।
করিতে লাগিনু আমি মনে অনুমান॥
আমার মানিনী ভার্য্যা হেন হেরি মোরে।
কি হইল বলি কান্দে ভাসি আঁখিলোরে॥
কান্দিতে কান্দিতে জায়া আসিল নিকটে।
উভ জায়া স্মরি আমি পড়িনু সঙ্কটে॥
নেহারি পুরুষোত্তমে পূর্ব্ব জায়া মোর।
অপর জায়ারে স্মরি মনে লাগে ঘোর॥
হেনক পরমহংস এ হেন সময়।
আচম্বিতে সেই স্থলে হইলা উদয়॥
সর্ব্বার্থতত্ত্বজ্ঞ তিনি পরমধার্ম্মিক।*
পূর্ণ ধীর সুগম্ভীর মহাকারুনিক॥
সূর্য্যসম তেজোবান সত্ত্বগুণময়।
প্রশান্তমূরতি দান্ত শুদ্ধ সদাশয়॥
আমারে প্রবোধ দিতে সুহিতবচনে।
উপস্থিত হৈলা তিনি আমার সদনে॥
আমার আত্মীয় বন্ধু নেহারি তাঁহারে।
মঙ্গল জিজ্ঞাসি মোর পূজিলা সৎকারে॥

পঞ্চম অধ্যায়।

পরমহংসকর্ত্তৃক মায়ার শক্তিবর্ণন।

লভিয়া পরমহংস ভিক্ষা যথোচিত।†
উপবিষ্ট হইলেন হৃদে আনন্দিত॥

* সর্ব্বার্থতত্ত্বজ্ঞ—বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত বিদ্যার তত্ত্ব যিনি জ্ঞাত, অর্থাৎ অষ্টাদশ বিদ্যা ও চতুঃষষ্টি কলা যিনি সম্যক্‌রূপে অবগত।

† পরমহংস—যে মহাত্মা নির্দ্বন্দ্ব ও নিরাগ্রহ হইয়া, কেবল তত্ত্বমার্গে ভ্রমণ করেন, সদা শুদ্ধচিত্ত

বন্ধুরা জিজ্ঞাসে তাঁরে আরোগ্যবচন।
কহিলা পরমহংস আমারে তখন॥
অনন্ত কথন্ তুমি জায়া চারুমতী।
পঞ্চপুত্র ধনরাশি সৌধ চারু অতি॥
পরিহরি সে সকল আসিলে এখানে।
অদ্য না পুত্রের তব বিবাহের দিনে॥
আজো তোমা হেরিয়াছি সমুদ্রের তটে।
তথাকার লোকে তোমা সমাদরে বটে॥
আজ তুমি করিয়াছ মোরে নিমন্ত্রণ।
কিন্তু গৃহ ছাড়ি হেথা কৈলে আগমন॥
শোকেতে সন্তপ্ত অতি করেছে তোমায়।
যেথা তুমি পূর্ব্বে ছিলে দেখেছি সেথায়॥
সত্তর বৎসর সেথা বয়স তোমার।
ত্রিরিশ বর্ষের যুবা হেথা কি প্রকার॥
যাই হৌক ইথে মোর বড়ই সংশয়।
উপস্থিত হইয়াছে কহি সুনিশ্চয়॥
আরো দেখিতেছি এই রমণী তোমার।
অতি অনুরক্তা জায়া রূপগুণাধার॥
বেশ মনে হয় এঁরে দেখিনি সেথায়।
কি আশ্চর্য্য কোথা হৈতে আমি বা হেথায়॥
কেই বা আমারে হেথা কৈল আনয়ন।
কিছুই বুঝিতে নারি বিচিত্র ঘটন॥
তুমি কি হে সে অনন্ত কিম্বা আর কেহ।
সেথা তুমি হেথা তুমি দারুণ সন্দেহ॥
আমি কেবা কিছুই যে না হয় স্মরণ।
আমি কি ভিক্ষুক সেই কিম্বা অন্য জন॥
আমাদের এ সংযোগ ইন্দ্রজাল সম।
মনে লাগে এ কি হৈল ধাঁধার বিভ্রম॥

তোমার আমার হেথা কথোপকথন।
শিশু আর পাগলের কথার মতন॥
কেন না স্বধর্ম্মনিষ্ঠ গৃহাশ্রমী তুমি।
পরমার্থচিন্তাশীল ভিক্ষুক সে আমি॥
হেন মোর মনে লাগে এই যে ঘটনা।
বিষ্ণুর মায়ার খেলা ছায়ার ছলনা॥
সামান্য জ্ঞানেতে ইহা বুঝিবার নয়।
জন্মিলে অদ্বৈত জ্ঞান তবে বুঝা হয়॥*
আমারে পরমহংস এতেক কহিয়া।
মার্কণ্ডেয় মুনি পানে বিস্ময়ে চাহিয়া॥†
কহিলেন মহাভাগ জ্ঞানী তপোধন।
কহিব ভবিষ্য কথা করহ শ্রবণ॥

দেখিয়াছ তুমি মুনি প্রলয় সময়ে।
সে পরমপুরুষের উদর-নিলয়ে॥
যেই মায়া করেছিল মুনি অবস্থান।
সেই মায়া পথিস্থিতা গণিকা সমান॥
সর্ব্বজনে বিমোহিত থাকয়ে করিয়া।
সেই রহিয়াছে এবে ত্রিলোক ব্যাপিয়া॥
সে মায়া অশেষবিধ সন্তাপদায়িনী।
সে মায়া সমস্ত জীববন্ধনকারিণী॥
সেই মায়া মিথ্যাময় সংসার মাঝারে।
করাইছে ভ্রমণ মানব সবাকারে॥
কিছুতেই নাহি ধ্বংস কভু সে মায়ার।
কেহ না এড়াতে পারে ছলনা তাহার॥

প্রলয়ে পাইলে লয় এই ত্রিভুবন।
চৌদিক আলোকশূন্য হইল তখন॥
দিক দেশ সময়ের চিহ্ন না রহিল।
একমাত্র অন্ধকার চৌদিক ব্যাপিল॥
পরব্রহ্ম ত্রিভুবন সৃজনের আশে।
আবির্ভূত হইলেন তন্মাত্র আভাসে॥

থাকিয়া, কেবল প্রাণধারণোপযোগী দান মাত্র পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, যাঁহার লাভ বা অলাভ দুইয়েই সমান জ্ঞান, যাঁহার আশ্রয় নাই, দেব-প্রাঙ্গণ, বৃক্ষমূল, নদীপুলিন প্রভৃতি সাধারণভোগ্যা ভূমিই যাঁহার আশ্রয়, যাঁহার কোন বিষয়ে যত্ন বা মমতা নাই, যিনি সদা অধ্যাত্মনিষ্ঠ ধ্যানপরায়ণ, যিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া আজীবন সন্ন্যাসেই দেহ-পাত করেন, তিনিই পরমহংস।

* অদ্বৈত জ্ঞান—পরমাত্মা ও জীবাত্মার অভেদ-জ্ঞান। দ্বৈত জ্ঞান—ঐ উভয়ে প্রভেদ-জ্ঞান।

† মার্কণ্ডেয় মুনি—মৃকণ্ডু মুনির পুত্র। ইনি কল্লান্তজীবী। মহাভারতে ইঁহার কথিত অনেক উপদেশ আছে।

প্রথমে করিয়া নিজ মহিমা বিস্তৃতি।
দুই অংশ হইলেন পুরুষ প্রকৃতি॥
পুরুষপ্রকৃতিযোগে কালসহকারে।
মহত্তত্ত্ব সমুৎপন্ন হৈল তার পরে॥
অহঙ্কারতত্ত্ব জন্মে মহত্তত্ত্ব হতে।
সেই অহঙ্কারতত্ত্ব ভক্ত ত্রিগুণেতে॥*
সেই তিন গুণে জন্মে ব্রহ্মা বিষ্ণু হর।
ত্রিভুবন সৃষ্টি তাঁরা কৈলা অনন্তর॥
অহঙ্কারতত্ত্বে পঞ্চতন্মাত্র জন্মিল।
সত্ত্ব রজ তম গুণ সে পঞ্চে রহিল॥
সে পঞ্চতন্মাত্র হৈতে ক্ষিতি অপ্ আদি
পঞ্চ মহাভূত জন্মে শুন তপোনিধি॥†
ফল কথা পুরুষপ্রকৃতিযোগে মুনি।
এইরূপ সৃষ্টি হয় সদা দেখি শুনি॥
সুরাসুর মনুষ্য অপর জীবগণ।
আর আর বস্তু যত হয় যে সৃজন॥
জীবগণ সদা পরমাত্মার মায়ায়।
আচ্ছন্ন হইয়া ঘোর সংসারে বেড়ায়॥
ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে মায়ায় মজিয়া।
আপন মুক্তির পথ না পায় খুঁজিয়া॥
অহো কি আশ্চর্য্য শক্তি মোহিনী মায়ার।
মানব কি ছার রক্ষা নাহ দেবতার॥
নাসাবিদ্ধ বৃষ রজ্জুবদ্ধ পক্ষিমত।
ব্রহ্মা আদি দেবগণো মায়া-বশীভূত॥
বাসনাস্বরূপ নক্রপ্রসবকারিণী।
গুণময়ী ভয়ঙ্করী মায়া-তরঙ্গিণী॥
এ নদী হইতে পার যেই মুনিগণ।
প্রাণপণে একমনে অভিলাষী হন॥
তাঁরাই সার্থকজন্মা পৃথিবীমাঝার।
সত্য অর্থতত্ত্ববিৎ সন্দেহ কি তার॥

বিষ্ণুভক্তির মাহাত্ম্য।

শৌনক কহিলা সূত কহ আমাসবে।
ঋষিগণ ইহা শুনি কি কহিলা তবে॥
মার্কণ্ডেয় বামদেব বাশিষ্ঠেয় মুনি।*
কি কহিলা অনন্তের হেন বাণী শুনি॥
এ আশ্চর্য্য কথা শুনি রাজারা তখন।
কি বলিলা কহ সেই ভবিষ্য কথন॥
শৌনকের হেন বাণী শ্রবণ করিয়া।
তত্ত্বজ্ঞানকথা সূত কহে বিবরিয়া॥
সূত কহিলেন শুন পূজ্য মুনিগণ।
অনন্তর অনন্তেরে পুছে রাজগণ॥
ইন্দ্রিয়নিগ্রহ তপে মোহের বিনাশ।
অনন্ত এ কথা কহে ভূপগণ পাশ॥
কহিলা অনন্ত মুনি শুন রাজগণ।
পরে বনে গিয়া কৈনু তপ আরম্ভন॥
ইন্দ্রিয় মনেরে কিন্তু নারিনু শাসিতে।
নানা বাধা সংঘটিল তপস্যা করিতে॥
ওই বনে পরব্রহ্মে ধ্যান করি যবে।
স্ত্রী পুত্র ধনের কথা মনে পড়ে তবে॥
সে সবা স্মরণে মনে ঘটে শোকভয়।
সেই শোকভয়ে প্রাণে কষ্টের উদয়॥
তপের ব্যাঘাত ঘটে বিষম ঘটনা।
বেদনা ঘুচাতে গিয়া বাড়য়ে বেদনা॥
অনন্তর ইন্দ্রিয়নিগ্রহে একেবারে।
প্রাণপণ কৈনু আমি বিশেষ বিচারে॥
ভাবিলাম মনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলে।
অবশ্য সংযত হবে ইন্দ্রিয় সকলে॥
অনন্তর দিক্ বায়ু প্রচেতা তপন।
অশ্বিনীকুমারযুগ ইন্দ্র হুতাশন॥
উপেন্দ্র মিত্র এ দশ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা।
ইন্দ্রিয়নিগ্রহে মোর হেরিয়া ব্যগ্রতা॥
আপন আপন রূপ করিয়া ধারণ।
উপস্থিত হইলেন আমার সদন॥
কহিলেন হে অনন্ত আমরা সবাই।
ইন্দ্রিয়-দেবতা দেহে বসি সর্ব্বদাই॥

* ভক্ত—বিভক্ত।
† পঞ্চ মহাভূত—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম।

* বামদেব বাশিষ্ঠেয় মুনি—বশিষ্ঠের পুত্র বামদেব মুনি।

নখাগ্রের ঘায়ে তুমি আমাদের দেহে।
নারিবে আঘাত কৈতে কহি নিঃসন্দেহে॥
মনের নিগ্রহ রূপ এ কার্য্য কঠিন।
সুসিদ্ধ না হবে তব কভু কোন দিন॥
মোসবে নাশিতে গিয়া নিজে নষ্ট হবে।
বিষয় আস্বাদে ক্লান্ত কার মন কবে॥
বধির বিকলেন্দ্রিয় অন্ধ বনবাসী।
সর্ব্বমন সদা বিষয়ের অভিলাষী॥
জীবই গৃহস্থ এই মায়ার সংসারে।
দেহই জীবের গৃহ কহি যে তোমারে॥
মনের অধীন সদা সেই গৃহ-কায়া।
বুদ্ধি সেই জীবরূপ গৃহস্থের জায়া॥
সে বুদ্ধির পাছে পাছে আমরা সবাই।
গমন করিয়া থাকি ফিরে নাহি চাই॥
মনই সে কর্ম্মবদ্ধ জীবের বন্ধন।
বিমুক্তির হেতু পুন শুন হে ব্রাহ্মণ॥
বিষ্ণুর মায়ায় মন জীবেরে সংসারী।
করিয়া থাকয়, মনে বুঝিবারে পারি॥
করিবারে চাহ যদি মনের নিগ্রহ।
বিষ্ণুভক্তি আচরণ কর অহরহ॥
বিষ্ণুভক্তি হৈতে সুখ মোক্ষ লাভ হয়।
বিষ্ণুর ভক্তিই সর্ব্ব কর্ম্ম বিনাশয়॥*
দ্বৈত আর অদ্বৈত এই যে দুই জ্ঞান।
ইহার পরমানন্দ উহা করে দান॥
এই বিষ্ণুভক্তি-বলে তুমি তপোধন।
দেহান্তে করিবে কল্কিদেবে দরশন॥
সেই দরশনফলে ওহে সদাশয়।
অক্ষয় নির্ব্বাণ পদ পাইবে নিশ্চয়॥

অনন্ত মুনির প্রস্থান।

এইরূপে তা সবার প্রবোধ বচনে।
কেশবের পূজা কৈনু ভক্তিময় মনে॥
কলিকুলান্তক কল্কিদেবে দরশন।
করিবার তরে পরে কৈনু আগমন॥
অরূপের রূপ এবে কৈনু দরশন।
অপদের পাদপদ্ম কৈনু পরশন॥
বাক্যহীন পরমাত্মা পরেশ কল্কির।
শুনিনু অমৃতময় বচন গম্ভীর॥
এরূপে অনন্ত মুনি অনন্ত কল্কিরে।
নিরখিয়া ভাসিলেন আনন্দের নীরে॥
আপন অভীষ্টদেব কল্কির চরণে।
প্রণমি প্রস্থান মুনি কৈলা হর্ষ মনে॥
অনন্তর অনন্তের বাক্য অনুসারে।
তথাকার রাজগণ ভক্তিসহকারে॥
পদ্মা সহ কল্কিদেবে পূজি বিধিমতে।
লভিলা নির্ব্বাণ-পদ ধরি মুনিব্রতে॥*

অনন্তর শুক কয়, অনন্তের কথাচয়,
অজ্ঞান-তিমির মায়া নাশে।
এ কথা করিলে পাঠ, অথবা শুনিলে ঝাট,
মুক্তি লভে লোকে অনায়াসে॥
যে সকল ভববাসী, সন্তরণ-অভিলাষী,
দিবানিশি সংসার-সাগরে।
বিষ্ণুর সেবায় যদি, রত হয় নিরবধি,
মুক্তি আসি সবে মুক্ত করে॥
যাহারা ভকতি মনে, সবিশ্বাসে দৃঢ় মনে,
ভেদশূন্য এ পুণ্য আখ্যান।
পাঠ করে শুদ্ধ হয়ে, জিনে তারা রিপু ছয়ে,†
মায়া-ভয়ে পায় পরিত্রাণ॥

---

* বিষ্ণুর ভক্তিই সর্ব্বকর্ম্ম বিনাশয়—বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিই জীবের সমস্ত কর্ম্মফল বিনাশ করে, অর্থাৎ মোক্ষ প্রদান করে।

* নির্ব্বাণ-পদ—মুক্তি, মোক্ষ। মুনিব্রত—মৌনব্রত; যিনি মৌনাবলম্বন করিয়া ঈশ্বরধ্যান করেন, তিনি মুনি।

† রিপু ছয়ে—ছয় রিপুকে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয় রিপু।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ইন্দ্রাদেশে বিশ্বকর্ম্মার শম্ভল গ্রামের নবমূর্ত্তিনির্ম্মাণ।

অনন্তর কল্কিদেব পদ্মারে লইয়া।
সৈন্যগণ সনে বীরসজ্জায় সাজিয়া॥
সিংহল হইতে নিজ শম্ভলে গমন।
করিবার তরে কৈলা মানসে রাজন॥
কল্কির এ হেন বাঞ্ছা জানিতে পারিয়া।
বলিলেন ইন্দ্র বিশ্বকর্ম্মারে ডাকিয়া॥*
অগৌণে শম্ভল গ্রামে করিয়া গমন।
নির্ম্মাণ করিয়া দেহ চারু উপবন॥
স্ফটিক বৈদূর্য্য আদি নানা মণি দিয়া।†
প্রাসাদ নির্ম্মাণ কর যতন করিয়া॥
হর্ম্ম্য গৃহ ভাল করি করহ নির্ম্মাণ।
দেখাও তোমার শিল্প-নৈপুণ্য-বাখান॥

* বিশ্বকর্ম্মা—ঋগ্বেদে ইহাঁর নাম ত্বষ্টা। ইহাঁর কন্যার নাম সরণ্যু বা সংজ্ঞা। বিবস্বানের (সূর্য্যের) সহিত সেই কন্যার বিবাহ হয়। আশ্বিনেয়গণ তাঁহার পুত্র।—(Muir's Oriental Studies) পৌরাণিক মতে বিশ্বকর্ম্মা দেবগণের শিল্পী। ইহাঁর পিতা প্রভাস নামক বায়ু ও মাতা যোগসিদ্ধা। ইহাঁর পুত্র বৃত্র।

† স্ফটিক—মণিবিশেষ। ইহার উৎপত্তি আদি এইরূপ, যথা—

"কাবেরবিন্ধ্যযবনচীননেপালভূমিষু।
লাঙ্গলী ব্যকিরন্মেদো দানবস্য প্রযত্নতঃ॥
আকাশযুদ্ধং তৈলাখ্যমুৎপন্নং স্ফটিকং ততঃ।
মৃণালশঙ্খধবলং কিঞ্চিদ্বর্ণান্তরান্বিতং॥
ন তত্তুল্যং হি রত্নঞ্চ অথবা পাপনাশনং।
সংস্কৃতং শিল্পিনা সদ্যোমূল্যং কিঞ্চিল্লভেত্ততঃ॥"
(গরুড়পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ৭৯ অধ্যায়)

অস্যার্থঃ—আকাশযুদ্ধে লাঙ্গলী (বলরাম) কাবের, বিন্ধ্য, যবন, চীন ও নেপাল দেশে দানবের (বৃত্র দানবের ভ্রাতা বল নামক দানবের) মেদ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই মেদে সেই সেই দেশে তৈলাখ্য নামে স্ফটিক উৎপন্ন হইয়াছিল। এই মণি মৃণাল ও শঙ্খের ন্যায় ধবল, কোন কোনটির বর্ণ অন্যরূপও হয়। স্ফটিকের ন্যায় পাপনাশন মণি আর নাই। শিল্পকার দ্বারা ইহার সংস্কার করিয়া, মূল্য নিরূপণ করিবে।

"হিমালয়ে সিংহলে চ বিন্ধ্যাটবিতটে তথা।
স্ফটিকং জায়তে চৈব নানারূপং সমপ্রভং॥
হিমাদ্রৌ চন্দ্রসঙ্কাশং স্ফটিকং তদ্দ্বিধা ভবেৎ।
সূর্য্যকান্তঞ্চ তত্রৈকং চন্দ্রকান্তং তথাপরং॥
সূর্য্যাংশুস্পর্শমাত্রেণ বহ্নিং বমতি যৎ ক্ষণাৎ।
সূর্য্যকান্তং তদাখ্যাতং স্ফটিকং রত্নবেদিভিঃ॥
পূর্ণেন্দুকরসংস্পর্শাদমৃতং স্রবতি ক্ষণাৎ।
চন্দ্রকান্তং তদাখ্যাতং দুর্ল্লভং তৎ কলৌ যুগে॥
অশোকপল্লবচ্ছায়ং দাড়িমীবীজসন্নিভং।
সিংহলে জায়তে কৃষ্ণমাকরে গন্ধনীলকে॥
পদ্মরাগভবে স্থানে বিবিধং স্ফটিকং ভবেৎ।
অত্যন্তং নির্ম্মলং স্বচ্ছং স্রবতীব জলং শুচি॥"
(ভোজরাজকৃত যুক্তিকল্পতরু)

অস্যার্থঃ—হিমালয়, সিংহল ও বিন্ধ্যাটবিতটে সমানপ্রভাযুক্ত নানারূপ স্ফটিক উৎপন্ন হয়। হিমালয় পর্ব্বতে চন্দ্রসদৃশ দুই রূপ স্ফটিক হয়। সেই উভয়ের একটি সূর্য্যকান্ত, অপরটি চন্দ্রকান্ত। যে স্ফটিক সূর্য্যকিরণে ধরিবামাত্র অগ্নি বমন করে, রত্নবিদেরা উহাকেই সূর্য্যকান্ত স্ফটিক বলেন, এবং যে স্ফটিক পূর্ণচন্দ্রের কিরণসংস্পর্শে অবিলম্বে অমৃত (সুধা) স্রাব করে, তাহার নাম চন্দ্রকান্ত স্ফটিক, তাহা কলিযুগে দুর্ল্লভ। বিন্ধ্যাটবিতটে অশোকপল্লবের ছায়ার ন্যায়, দাড়িম্ব-বীজের ন্যায়, সিংহলে মন্দকান্তিযুক্ত, গন্ধনীলকের আকরে কৃষ্ণবর্ণ, এবং পদ্মরাগ মণি যে সকল স্থানে জন্মে, সেই সকল স্থানে অত্যন্ত নির্ম্মল, স্বচ্ছ ও স্রুত জলের ন্যায় উজ্জ্বল স্ফটিক মণি উৎপন্ন হয়।

সম্রাট আকবরের জীবনচরিত গ্রন্থে দেখা যায়, তিনি সূর্য্যকরে সূর্য্যকান্ত স্ফটিক মণি দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করাইয়া, সেই অগ্নিতে নিজের খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করাইতেন ও রাত্রিকালে বাসগৃহে দীপ জ্বালাইতেন এবং চন্দ্রকান্ত স্ফটিক মণিদ্বারা পূর্ণিমার রজনীতে চন্দ্রের অমৃত (সুধা) গ্রহণ করিতেন। ঐ সুধা চন্দ্রকান্তমণিগাত্রে নির্ম্মল শিশির-বিন্দুবৎ ফুটিয়া উঠিত। যাঁহারা "চাঁদের সুধা" ও "চকোর পাখীর চাঁদের সুধা পান করা" কবিকল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহারা এখন কি বলিতে চান?

বৈদূর্য্য—মণিবিশেষ। ইহার উৎপত্তি আদি এইরূপ, যথা—

ইন্দ্রভাবে বিশ্বকর্ম্মা শম্ভলে যাইয়া।
উদ্যান প্রাসাদ গৃহ দিলেন নির্ম্মিয়া॥
হংস সিংহ সুপর্ণাদি জীব সবাকার।
মুখচিত্রে সুচিত্রিত প্রাসাদ চৌধার॥
প্রাসাদের চারিধারে নানা বাতায়ন।
উদ্যান সরসী বাপী তরু লতা বন॥
অমরাবতীর মত শোভিত হইল।
প্রাচীন শম্ভল নব মূরতি ধরিল॥

বরবধূবিদায়।

পদ্মাবতীপতি কল্কি কারুমতী পুরী।
পরিহরি সৈন্যগণে নিজ সঙ্গে করি॥
সিংহলের বহির্দেশে সমুদ্রের তীরে।
অবস্থিতে লাগিলেন লইয়া পত্নীরে॥
নরপতি বৃহদ্রথ-মহিষী কৌমুদী।
কন্যার কারণে কান্দে বহে অশ্রুনদী॥
পদ্মা আর পদ্মাপতি কল্কিমুখ পানে।
উভয়ে রহিলা চাহি শোকে শূন্যপ্রাণে॥

"বৈদূর্য্যপুষ্পরাগাণাং কর্কেতভীষ্মকে পদে।
পরীক্ষাং ব্রহ্মণা প্রোক্তাং ব্যাসেন কথিতাং দ্বিজ॥
কল্পান্তকালক্ষুভিতাম্বুরাশে-
র্নির্হ্রাদকল্পাদ্দিতিজস্য নাদাৎ।
বৈদূর্য্যমুৎপন্নমনেকবর্ণং
শোভাভিরামদ্যুতিবর্ণবীজং॥
অবিদূরে বিদূরস্য গিরেরুত্তুঙ্গরোধসঃ।
কামভূতিকসীমানমনুতস্যাকরোদ্ভবৎ॥
তস্য নাদসমুত্থত্বাদাকরঃ সুমহাগুণঃ।
অভূদূত্তরিতো লোকে লোকত্রয়বিভূষণঃ॥
তস্যৈব দানবপতের্নিনাদানুরূপাঃ
প্রাবৃট্‌পয়োধরদর্শিতচারুরূপা।
বৈদূর্য্যরত্নমণয়ো বিবিধাবভাসঃ
তস্মাৎ স্ফুলিঙ্গনিবহা ইব সম্বভূবুঃ॥
পদ্মরাগমুপাদায় মণিবর্ণা হি যে ক্ষিতৌ।
সর্ব্বাংস্তান্ বর্ণশোভাভির্বৈদূর্য্যমনুগচ্ছতি॥
তেষাং প্রধানং শিখিকণ্ঠনীলং
যদ্বা ভবেদ্বেণুদলপ্রকাশং।
চাষাগ্রপক্ষপ্রতিমশ্রিয়ো যে
ন তে প্রশস্তা মণিশাস্ত্রবিদ্ভিঃ॥
গুণবান্ বৈদূর্য্যমণির্যোজয়তি
স্বামিনং বরভাগ্যৈঃ।
দোষৈর্যুক্তো দোষৈস্তস্মাদ্-
যত্নাৎ পরীক্ষেত॥
গিরিকাচ শিশুপালৌ
কাচস্ফটিকাশ্চ ধূমনির্ভিন্নাঃ।
বৈদূর্য্যমণেরেতে
বিজাতয়ঃ সন্নিভাঃ সন্তি॥
লিখ্যাভাবাৎ কাচং
লঘুভাবাৎ শিশুপালকং বিদ্যাৎ।
গিরিকাচমদীপ্তিত্বাৎ
স্ফটিকং বর্ণোজ্জ্বলত্বেন॥"

(গরুড়পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ৭৩ অধ্যায়)

অস্যার্থঃ—হে দ্বিজ! ব্রহ্মা বৈদূর্য্য, পুষ্পরাগ, কর্কেতন, ভীষ্মক প্রভৃতি মণির যে পরীক্ষা বলিয়াছিলেন, ব্যাস কর্ত্তৃক তাহা কথিত হইয়াছে। কল্পান্তকালে সমুদ্র যেরূপ গর্জ্জন করে, সেইরূপ দৈত্যপুত্রের (বলাসুরের প্রাণত্যাগকালে) গর্জ্জনে অনেকবর্ণ, শোভাযুক্ত, অভিরামদ্যুতি, বর্ণবীজ বৈদূর্য্যমণি উৎপন্ন হইয়াছিল। উত্তুঙ্গশেখর বিদূর পর্ব্বতের অবিদূরে কামভূতিক সীমার শেষভাগে বৈদূর্য্যমণির আকর হইল। বলাসুরের নাদোৎপন্ন সেই অতিমহাগুণযুক্ত এবং ত্রিলোকের বিভূষণ হইল। সেই আকরে বর্ষার জলধরের গর্জ্জন সদৃশ বলাসুরের নিনাদানুরূপ চারুরূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় সমুজ্জ্বল বিবিধবর্ণ বৈদূর্য্যমণি উৎপন্ন হইল। ক্ষিতিমধ্যে পদ্মরাগ প্রভৃতি যে সকল মণি আছে, বৈদূর্য্যমণি তত্তাবতের বর্ণশোভা অনুকরণ করে। যে সকল বৈদূর্য্য ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় নীলবর্ণ অথবা বংশপত্রের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, তাহারাই প্রধান। কিন্তু যে সকল বৈদূর্য্য চাষপক্ষীর অগ্রপক্ষবৎ বর্ণযুক্ত, মণিশাস্ত্রবিদ্গণের মতে তত্তাবৎ প্রশস্ত নহে। গুণবান্ বৈদূর্য্যমণি তাহার স্বামীর সৌভাগ্য বৃদ্ধি করে। দোষযুক্ত বৈদূর্য্যমণি দ্বারা দোষ (অমঙ্গল) সংঘটিত হয়। এই হেতু যত্নপূর্ব্বক বৈদূর্য্যপরীক্ষা করা চাই। গিরিকাচ, শিশুপাল, কাচ, স্ফটিক এই চতুর্ব্বিধ বস্তু বৈদূর্য্য মণির বিজাতীয়। কাচে কোনরূপ লেখা হয় না, শিশুপাল লঘু, গিরিকাচ দীপ্তিহীন এবং স্ফটিক সমধিক উজ্জ্বল।

বৈদূর্য্য মণির অপর নাম পুষ্পরাগ।

মুখে না ফুটিল কথা একদৃষ্টে চায়।
এইরূপে কতক্ষণ গত হয়ে যায়॥
অনন্তর বৃহদ্রথ ভক্তিস্নেহ ভরে।
পদ্মাসনে পদ্মাপতি কল্কি বীরবরে॥
দশেক হাজার হস্তী এক লক্ষ হয়।
দু শ দাসী দু হাজার রথ অরপয়॥
প্রস্থান সময়ে কল্কি আর পদ্মাবতী।
বৃহদ্রথ কৌমুদীরে করিলা প্রণতি॥
জামাতা কন্যারে পরে করিয়া বিদায়।
কাঞ্চনমতী পুরে পশে বৃহদ্রথ রায়॥

কল্কি প্রভৃতির সমুদ্রতরণ।

হেন কালে কল্কিদেব করিলা দর্শন।
সিন্ধু পার হয় এক শৃগাল তখন॥
স্তম্ভিত হইলা কল্কি হেন দরশনে।
হাঁটিয়া হবেন পার ভাবিলেন মনে॥
হয় হস্তী সৈন্য রথ পদ্মাবতী সনে।
সিন্ধুজলে নামিলেন কল্কি সেইক্ষণে॥
সিন্ধুজলোপরি দিয়া লাগিলা যাইতে।
সাগরের পরপারে গেলেন ত্বরিতে॥
সঙ্গে ছিল শুক পক্ষী বলিলা তাহায়।
শম্ভল গ্রামেতে শুক যাও অচিরায়॥
ইন্দ্রাদেশে বিশ্বকর্ম্মা মম শুভ তরে।
নির্ম্মিলা শম্ভল গ্রামে হর্ম্ম্য ঘরে ঘরে॥
অগ্রে তুমি সেথা গিয়া মোর বাপ মায়।
জ্ঞাতিগণে সুসংবাদ দাও হে ত্বরায়॥
আমার বিবাহ কথা ভুল না বলিতে।
অগ্রে তুমি যাও আমি যাইব পরেতে॥

শুকের শম্ভলযাত্রা ও বিষ্ণুযশাকে কল্কির আগমনবার্ত্তা নিবেদন।

কল্কির আদেশে শুক উড়িল আকাশে।
করিল শম্ভলযাত্রা উড়িয়া বাতাসে॥
শম্ভলের কাছে গিয়া করিল দর্শন।
এক্ষণে শম্ভল সপ্তযোজনায়তন॥*
ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ পূর্ণ চারি ধারে।
শত শত প্রাসাদ ঝকিছে রবিকরে॥
সর্ব্ব-ঋতু-সুখপ্রদ হয়েছে শম্ভল।
মনোরম উপবন চারু ফুল ফল॥
এ হেন অদ্ভুত শোভা করি দরশন।
বিস্মিত হইল শুক ক্ষণেক কারণ॥
অনন্তর পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া।
গৃহ হৈতে গৃহান্তর হেরিয়া হেরিয়া॥
বন হৈতে বনান্তর করি দরশন।
বৃক্ষ হৈতে বৃক্ষান্তর করিয়া গমন॥
অবশেষে বিষ্ণুযশা বিপ্রের ভবনে।
উপস্থিত হৈল পক্ষী আনন্দিত মনে॥
অনন্তর পক্ষিবর বিষ্ণুযশে কয়।
সমস্ত মঙ্গল এবে শুন মহাশয়॥
তব পুত্র কল্কিদেব যাইয়া সিংহলে।
পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হৈলা কুতূহলে॥
প্রিয়তমা পত্নী পদ্মাবতীর সহিত।
আসিছেন তব পাশে হয়ে আনন্দিত॥
বিষ্ণুযশা শুকমুখে এ কথা শুনিয়া।
আনন্দিত হৈলা অতি স্বজনে মিলিয়া॥
এ শুভ সংবাদ দিয়া সর্ব্ব প্রজাগণে।
বিশাখযুপের পাশে পাঠান সেক্ষণে॥
ভূপতি বিশাখযূপ এ শুভ সংবাদে।
সুশোভিত কৈলা পুরী অতীব আহ্লাদে॥
কুসুম কদলী পূগে সাজাইলা পুর।+
কালাগুরু-ধূপে কৈলা সৌরভ প্রচুর॥‡

* সপ্তযোজনায়তন—সপ্ত যোজন আয়তন বিশিষ্ট। চারি ক্রোশে এক যোজন, সুতরাং আঠাইশ ক্রোশ পরিসর।

\+ পূগ—গুবাক বৃক্ষ, সুপারি গাছ।

‡ কালাগুরু (কাল+অগুরু)—সুগন্ধি কাষ্ঠ বিশেষ। অগুরু অপর প্রকার সুগন্ধি কাষ্ঠ। কালাগুরু-ধূপে—কালাগুরুর চূর্ণনির্ম্মিত ধূপে।

চন্দনজেলিত পুণ্যসলিল পুরিত।
স্বর্ণকুম্ভ যথাস্থানে কৈলা সুরক্ষিত ॥
লাজ আর অক্ষত রাখিলা শুভ আশে। *
কল্কিদরশনে রাজা রহিলা উল্লাসে ॥
সে কালে শম্ভল গ্রাম সাজিল এমন।
দেবতাগণেরো তার মুগ্ধ হয় মন ॥

কল্কির শম্ভলগমন ও পুরপ্রবেশ।

অনন্তর সৈন্যসনে কল্কি রূপ ময়।
পুরবাসীদের করি আনন্দ উদয় ॥
পুরমাঝে প্রবেশিলা মনোহর সাজে।
বিবিধ মঙ্গল বাদ্য চারি ধারে বাজে ॥
পদ্মা সনে পদ্মাপতি গিয়া সেইক্ষণে।
প্রণাম করিলা পিতা মাতার চরণে ॥
শচী সহ ইন্দ্রে পেয়ে অদিতি যেমন।
কৃতার্থ হইয়া হৈলা আনন্দে মগন ॥
সেরূপ সুমতিদেবী পুত্রবধূ সনে।
পুত্র পেয়ে বহু তৃপ্তি লভিলেন মনে ॥
শম্ভলনগরী ধ্বজপতাকাশালিনী। +
কল্কিদেবে পতিরূপে পেয়ে সুহাসিনী ॥
বামনেত্রা বালা সম শোভিতে লাগিল। ‡
অবরোধ যেন তার জঘন হইল ॥ §
প্রাসাদ উহার হৈল উচ্চ পয়োধর। ||
প্রাসাদের শিখিগণ চুচুক সোসর ॥ ¶

হংসমালা হৈল তার মনোহর হার।
পটবাস ধূম হৈল বসন উহার ॥*
পিকরব হৈল তার মধুর বচন।
গোপুর হইল তার সহাস বদন ॥+
কলিবিনাশন কল্কি পদ্মার সহিত।
সেই পুরী মাঝে রৈলা হয়ে আনন্দিত ॥
বহু দিন ধরি কল্কি করিলা বিহার।
হইল শম্ভলগ্রাম আনন্দ-আগার ॥

কবি, প্রাজ্ঞ, সুমন্ত্র ও কল্কির পুত্রগণের জন্ম।

কামকলাগর্ভে তবে কিছু দিন পর।
জন্মিল কবির দুই পুত্র ধর্ম্মধর ॥
তাদের একের নাম বৃহৎকীর্ত্তি হয়।
অপরের বৃহদ্বাহু, বীর সে উভয় ॥
প্রাজ্ঞের ঔরসে আর সন্নতি-উদরে।
যজ্ঞ বিজ্ঞ দুই পুত্র জন্ম লাভ করে ॥
সুমন্ত্রের ঔরসেতে মালিনী-উদরে।
সাধুসেবী দুই পুত্র জন্ম লাভ করে ॥
শাসন একের নাম অন্য বেগবান।
দিনে দিনে বাড়ে শশিকলার সমান ॥
পরিশেষে ভগবান কল্কি মহাশয়।
পদ্মাগর্ভে উৎপাদিলা যুগল তনয় ॥
জয় নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র কনিষ্ঠ বিজয়।
সুবিখ্যাত দুই ভাই মহাবলময় ॥

কল্কির দিগ্বিজয়যাত্রা ও কীকটপুরে প্রবেশ।

কিছুদিন পর, পুজ্য দ্বিজবর,
বিষ্ণুযশা সমুল্লাসে।

* লাজ—ভৃষ্টধান্য, খৈ। আর্দ্র তণ্ডুল,—ভিজা চাউল। অক্ষত—যব; আতপ তণ্ডুল।

+ ধ্বজপতাকাশালিনী—ধ্বজপতাকাযুক্তা। ধ্বজা—দীর্ঘ ধ্বজ অর্থাৎ দণ্ডের চূড়ায় যে নিশান থাকে, তাহা ধ্বজা। পতাকা—ক্ষুদ্র দণ্ডের চূড়ায় অথবা লম্বিত দীর্ঘ রজ্জুতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যে সকল নিশান থাকে, তাহা পতাকা।

‡ বামনেত্রা—সুন্দরনয়নযুক্তা।

§ অবরোধ—অন্তঃপুর।

|| পয়োধর—স্তন।

¶ চুচুক—স্তনাগ্র, স্তনের বোঁটা।

* পটবাস—পটবাপ, পটকুটী, বস্ত্রগৃহ, তাঁবু কানাৎ।

+ গোপুর—পুরদ্বার, নগরের দ্বার, শহরের ফটক। প্রাচীন কালের ন্যায় এখনও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও রাজপুতানার অনেক নগরের চারি

অশ্বমেধ যাগ,* কৈতে অনুরাগ,
প্রকাশিলা সুত পাশে ॥
পিতার বাসনা বুঝি কল্কি সেইক্ষণ।
বলিলেন বাঞ্ছা তব করিব পূরণ ॥
দিকপালগণে আমি করি পরাজয়।*
আহরণ করি আনি নানা ধনচয় ॥
সে ধনে হইবে তব অশ্বমেধ যাগ।
আজ্ঞা দেহ দিগ্বিজয়ে যাই মহাভাগ ॥
পিতার আদেশে তবে কল্কি ভগবান।
সৈন্যসনে দিগ্বিজয়ে করিলা প্রস্থান ॥
পিতার চরণে কল্কি প্রণাম করিয়া।
চলিলা কীকটপুরে সজ্জিত হইয়া ॥†

দিকে উন্নত প্রাচীর ও মধ্যে মধ্যে গমনাগমনের জন্য বৃহৎ ফটক আছে। গোপুরের অপর নাম নগর-তোরণ।

* অশ্বমেধ যাগ—অশ্বমেধ নামক যজ্ঞ। ইহাতে একটি অশ্বের প্রয়োজন। উহা হয় শ্বেত-কর্ণ চিক্কণ শ্যামবর্ণ এবং স্বর্ণবর্ণমুখযুক্ত হইবে, নচেৎ সর্ব্বাঙ্গ দুগ্ধফেননিভ শ্বেত, কেবল কর্ণ শ্যাম-বর্ণ হইবে।—(মহাভারত) যোগবাশিষ্ঠ মতে ইহা বায়ুতুল্য বেগবান্, উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় উন্নতকায়, বলবান্ ও নবজলধরবর্ণ, এবং স্বর্ণবর্ণমুখবিশিষ্ট হইবে, পার্শ্বদ্বয় মনোহর অর্দ্ধচন্দ্রাকার, পুচ্ছ বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল, উদর কুন্দপুষ্পের ন্যায় শ্বেত, চরণ হরিদ্বর্ণ, কর্ণ সিন্দূরবৎ রক্তবর্ণ, জিহ্বা জ্বলিত অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান, চক্ষুর্যুগল সূর্য্যতুল্য উজ্জ্বল, শরীর অনুলোম ও বিলোমভাবে লোমরাজিতে বিরাজিত, গাত্র বিচিত্রবর্ণ রজতবিন্দুযুক্ত ও গন্ধর্ব্বমোহকারী গন্ধযুক্ত হওয়া উচিত।

এই সকলের অন্যতর লক্ষণাক্রান্ত অশ্বের কপালে জয়পত্র বন্ধন করিয়া, তাহাকে যদৃচ্ছা ভ্রমণার্থ পরিত্যাগ করিবে এবং কোন বলশালী পুরুষকে তাহার রক্ষার্থ নিযুক্ত করিবে, এবং যদি কোন ব্যক্তি ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া, তাহাকে বন্ধন করে, তবে তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া, অশ্ব উদ্ধার করিবে। এইরূপ এক বৎসর ভ্রমণের পর, ঐ অশ্ব প্রত্যাগত হইলে, তাহার মাংসে যজ্ঞীয় হোম করিবে। কামনানুসারে ইহাতে মোক্ষ, ব্রহ্মহত্যা-পাপক্ষয় ও স্বর্গপ্রাপ্তি হয়।

চৈত্র মাসের পূর্ণিমাতে এই যজ্ঞ আরম্ভ করিতে হয়। যজ্ঞকর্ত্তাকে কুতপকাল অর্থাৎ যজ্ঞসমাপন কাল পর্য্যন্ত অভুক্ত ও জিতেন্দ্রিয় থাকিতে হইবে। রাত্রিকালে সস্ত্রীক ভূমিতে শয়ন করিবে; এবং মধ্যে একখানি খড়্গ রাখিবে।

কলিকালে ইহা নিষিদ্ধ। যথা—বৃহন্নারদীয়ে—

"দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ।
মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথা মখং।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥"

তথাহি ব্রহ্মপুরাণে—

"নরাশ্বমেধৌ মদ্যঞ্চ কলৌ বর্জ্যাঃ দ্বিজাতিভিঃ ॥"

কিন্তু অশ্বমেধফলপ্রত্যাশী বিষ্ণুপরিতোষার্থ বৈশাখ মাসে জলছত্র দান করিলে অশ্বমেধফললাভ করিতে পারিবেন।—(পদ্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসার, ১১ অধ্যায়) ভক্তিভাবে ত্রিসন্ধ্যা গঙ্গাস্নান করিলেও অশ্বমেধের ফললাভ হয়।—(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

কলিযুগে যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার বিধান শাস্ত্রে নাই, তখন সেই কলিযুগের বিষ্ণুযশা ব্রাহ্মণ কেন সেই যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিলেন, এরূপ আপত্তি সহজেই উত্থিত হইতে পারে; কিন্তু এখানে একটু বিশেষ আছে। কলিবিনাশের নিমিত্ত ভগবান্ বিষ্ণু কল্কিরূপে অবতীর্ণ হওয়াতে কলিযুগের আর কোনরূপ শক্তি রহিল না, প্রকারান্তরে সত্যযুগের পুনরাবির্ভাব হইল, তাই কল্কি-পিতা বিষ্ণুযশার অন্তরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা হইল।

* দিকৃপালগণে—দশ দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-গণকে। দশদিক্—পূর্ব্ব, অগ্নি, দক্ষিণ, নৈঋত, পশ্চিম, বায়ু, উত্তর, ঈশান, উর্দ্ধ ও অধঃ। ইঁহারা ব্রহ্মার কন্যা। ইঁহারা যথাক্রমে ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিঋত, বরুণ, মরুৎ, কুবের, ঈশান, ব্রহ্মা ও অনন্ত এই দশ দিকৃপাল দ্বারা রক্ষিত হন।—(বরাহপুরাণ)

† কীকট—প্রাচীন মগধরাজ্য, বর্ত্তমান বেহারের দক্ষিণাংশ। কীকটপুর—কীকটের তাৎকালিক রাজধানী। ঋগ্বেদেও কীকটকে অনার্য্য-দেশ বলিয়া উল্লেখ আছে। শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব কীকটেই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহার তপস্যার স্থান বুদ্ধগয়া কীকটেরই অন্তর্গত।

সে নগরে বাস করে বৌদ্ধ যত জন।*
বেদধর্ম্মশূন্য তারা অতি অভাজন॥
দেবপিতৃপূজাহীন জাতিকুলচ্যুত।
পরলোকলোপকারী মিথ্যাচাররত॥

* বৌদ্ধ—বুদ্ধদেবোক্ত ধর্ম্ম ও জাতি। বৌদ্ধেরা নাস্তিক অর্থাৎ ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের সাধারণ নাম সৌগত। বুদ্ধের একটি নাম সুগত। সুগত হইতে সৌগত হইয়াছে। বৌদ্ধ বা সৌগত মতে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও শিশ্ন, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্ ও শ্রোত্র, এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়; আর মন ও বুদ্ধি এই দ্বাদশ-আয়তন শরীরের সম্যক্‌রূপে শুশ্রূষা করাই প্রধান ধর্ম্ম। এ মতে দেবতা সুগত; জগৎ ক্ষণভঙ্গুর; প্রত্যক্ষ ও অনুমান দুই প্রমাণ; এবং দুঃখ, আয়তন, সমুদয় ও মার্গ, এই চারি তত্ত্ব। বিজ্ঞান-স্কন্ধ, বেদনা-স্কন্ধ, সংজ্ঞা-স্কন্ধ, সংস্কার-স্কন্ধ ও রূপ-স্কন্ধ, এই পঞ্চ স্কন্ধকে দুঃখতত্ত্ব কহে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই পাঁচ বিষয় এবং মন ও ধর্ম্মায়তন (বুদ্ধি) এই দ্বাদশটি আয়তনতত্ত্ব। মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণে স্বভাবতঃ যে রাগদ্বেষাদি জন্মে, তাহাকে সমুদয় তত্ত্ব কহে; এবং সকল সংস্কারই ক্ষণমাত্রস্থায়ী, এইরূপে যে স্থিরবাসনা, তাহার নাম মার্গতত্ত্ব। এই মার্গতত্ত্বই মোক্ষ। চর্ম্মাসন, কমণ্ডলু, মুণ্ডন, চীর, পূর্ব্বাহ্ন ভোজন, সমূহাবস্থান ও রক্তাম্বর, এই সকল বৌদ্ধদিগের যতিধর্ম্মের অঙ্গ।

বৌদ্ধ বা সৌগত-মতাবলম্বীরা সাধারণতঃ মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক, এই চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ইহাঁদিগের শাস্ত্র ও মতের বিলক্ষণ ভেদ আছে।

১। মাধ্যমিক।—ইহাঁরা শূন্যবাদী, অর্থাৎ ইহাঁদিগের মতে সৃষ্টির পূর্ব্বে শূন্য ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। শূন্য হইতেই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বসংসারের উৎপত্তি হইয়াছে এবং শূন্যেতেই বিলয় হইবে। মাধ্যমিকেরা বলেন, যে সকল বস্তু স্বপ্নাবস্থাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে, জাগ্রতাবস্থাতে তাহার কিছুই দেখা যায় না এবং জাগ্রতাবস্থাতে যে সকল বস্তু দেখা যায়, স্বপ্নাবস্থাতে তাহার কিছুই দৃষ্ট হয় না। আর সুষুপ্তি অবস্থাতে কিছুমাত্র দেখা যায় না। অতএব কোন বস্তুই যে সত্য নহে, ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে।

২। যোগাচার।—ইহাঁরা ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদী, ক্ষণিক সুখই ইহাঁদের মতে পরমপুরুষার্থ। ক্ষণিক বিজ্ঞানকেই ইহাঁরা বিশ্বসৃষ্টির মূল বলেন। ক্ষণিক বিজ্ঞান দুই প্রকার; যথা—প্রবৃত্তিবিজ্ঞান, আলয়-বিজ্ঞান। জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থাতে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে প্রবৃত্তিবিজ্ঞান, এবং সুষুপ্তি অবস্থাতে যে জ্ঞান হয়, তাহাকে আলয়বিজ্ঞান বলা যায়। এই জ্ঞান কেবল আত্মাকেই আশ্রয় করিয়া হইয়া থাকে।

৩। সৌত্রান্তিক।—ইহাঁদের মতে জ্ঞানদ্বারা যে ক্ষণিক বাহ্যপদার্থের অনুমান করা যায়, তাহাই পরমপুরুষার্থ। অর্থাৎ বাহ্যার্থ-জ্ঞান ব্যতীত পদার্থান্তর নাই।

৪। বৈভাষিক।—ইহাঁরা বলেন যে, ক্ষণিক বাহ্যপদার্থই পরমপুরুষার্থ, কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, জ্ঞান দ্বারা সিদ্ধ নহে।

ইহা ব্যতীত চার্ব্বাক ও দিগম্বর-সম্প্রদায়ও বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তর্গত।

৫। চার্ব্বাক।—ইহাঁরা দেহাত্মবাদী, অর্থাৎ দেহ ব্যতীত অন্য পৃথক্ জীবাত্মা স্বীকার করেন না। যে দেহ সেই আত্মা, দেহের বিনাশেই সুতরাং আত্মার বিনাশ হয়। চার্ব্বাকেরা বলেন, ক্ষিতি, জল, অগ্নি ও বায়ু, এই চারি ভূতের সম্মিলনে দেহের উৎপত্তি হয়; যদিও ভূত সকল অচেতন, তথাপি তৎসকল মিলিত হইয়া, দেহরূপে পরিণত হইলে, তাহাতে চৈতন্য জন্মে।

"অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্য্যনলানিলাঃ।
চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে॥"

হরিদ্রা পীতবর্ণ ও চূণ শুক্লবর্ণ, কিন্তু উভয়ে মিলিত হইলে রক্তবর্ণের উৎপত্তি হয়। এইরূপ দেহ অচেতন পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইলেও, তাহাতে চৈতন্যগুণের উৎপত্তি অসম্ভব নহে। আমি স্থূল; আমি কৃশ ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারেও আত্মাই স্থূলকৃশাদিরূপে হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। কিন্তু স্থূলতাদি ধর্ম্ম সচেতন ভৌতিক দেহেই লক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দেহই আত্মা; তদতিরিক্ত আত্মা নাই। এ মতে প্রত্যক্ষ মাত্র প্রমাণ। আর উত্তম অশন, বসন ও স্ত্রীসম্ভোগাদির সুখই পরমপুরুষার্থ। যদিও সুখের সঙ্গে দুঃখভোগও অপরিহার্য্য, তথাপি তৎ-

আত্মপরে ভেদাভেদ নাহি তাসবার
আত্মগৌরবেতে রত নাহি সুবিচার ॥

নানা ধন জন নারী ভক্ষ্যবস্তু কত।
সে নগরে পরিপূর্ণ আছে অবিরত ॥

প্রতি উপেক্ষা করিয়া, সুখভোগের চেষ্টা করা উচিত। কষ্টকর কণ্টক ও শল্কাদি-পরিবৃত বলিয়া কি কেহ সুস্বাদু মৎস্য ভোজনে বিরত হয়? পশু-দ্বারা শস্যাপচয়ের ভয়ে কৃষক কখনই বীজবপনে ক্ষান্ত হয় না। সুখানুষঙ্গী, অবশ্যম্ভাবী দুঃখ ভোগের ভয়ে সুখোপভোগ পরিত্যাগ করা নিতান্ত মূর্খের কার্য্য।

বৃহস্পতি (এই বৃহস্পতি এক জন নাস্তিক পণ্ডিত, ইনি দেবগুরু বৃহস্পতি নহেন) বলেন, স্বর্গ, অপবর্গ, পরলোক সকলই মিথ্যা। বর্ণাশ্রমাচারের কোন ফল নাই। অগ্নিহোত্র, বেদ, দণ্ডধারণ ও ভস্মগুণ্ঠন এ সকল বুদ্ধিপৌরুষহীন ব্যক্তিগণের উপজীবিকামাত্র। জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে পশু হনন করিলে, সেই পশুর যদি স্বর্গলাভ হয়, তবে যজ্ঞকারী ব্যক্তি পশুর পরিবর্ত্তে স্বীয় পিতাকে কেন না হনন করে? মৃত ব্যক্তির যদি শ্রাদ্ধান্নভোজনে তৃপ্তি হইতে পারে, তবে বিদেশগামী ব্যক্তিকে পাথেয় না দিয়া, বাটীতে তাহার শ্রাদ্ধ করিলেই হয়। জীবাত্মা যদি দেহত্যাগ করিয়া, পরলোকে যাইতে পারে, তবে বন্ধুবান্ধবগণের স্নেহবশতঃ পুনর্ব্বার পূর্ব্বদেহেই কেন আগমন করে না? মৃত ব্যক্তির প্রেতকার্য্যাদির বিধান আর কিছুই নহে; উহা কেবল ব্রাহ্মণদিগের জীবনোপায় মাত্র। ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও রাক্ষস এই ত্রিবিধ লোক মিলিত হইয়া, বেদের রচনা করিয়াছে। অশ্বমেধ যজ্ঞে যজমানপত্নী অশ্বের শিশ্ন গ্রহণ করিবে, এই বিধি ভণ্ডের, স্বর্গনরকাদির বিষয় ধূর্ত্তের এবং মাংসাদিভোজনের বিধি রাক্ষসের প্রণীত।

"ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ ॥
অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনং।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্ম্মিতা ॥
পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হন্যতে ॥
মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেত্তৃপ্তিকারকং।
গচ্ছতামিহ জন্তূনাং ব্যর্থং পাথেয়কল্পনং ॥
যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেব বিনির্গতঃ।
কস্মাদ্ভূয়ো নচায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ ॥
ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্ব্বিহিতস্ত্বিহ।
মৃতানাং প্রেতকার্য্যাণি নত্বন্যদ্বিদ্যতে কচিৎ ॥
ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ।
জর্করী তুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতঃ ॥
অশ্বস্যাত্র হি শিশ্নন্তু পত্নীগ্রাহ্যং প্রকীর্ত্তিতং।
ভণ্ডৈস্তদ্বৎ পরঞ্চৈব গ্রাহ্যজাতং প্রকীর্ত্তিতং।
মাংসানাং খাদনং তদ্বৎ নিশাচরসমীরিতং ॥"

(সর্ব্বদর্শনসংগ্রহঃ)

৬। দিগম্বর।—ইহাঁদের মতে আত্মা দেহাতিরিক্ত পদার্থ। কিন্তু আত্মার পরিমাণ আছে; তাহা দেহের তুল্য। দিগম্বরদিগের নামান্তর আর্হত। ইহাঁরা ক্ষণিকবিজ্ঞানমতের বিরোধী। ইহাঁরা বলেন, প্রতি দেহে পৃথক্ পৃথক্ আত্মা অবস্থান না করিলে, ঐহিক ফলসাধনের নিমিত্ত কৃষিবাণিজ্যাদি কর্ম্মে কোনরূপেই লোকের প্রবৃত্তি হইত না। ফলভোগের নিমিত্তই লোকে কর্ম্মানুষ্ঠান করে। অনুষ্ঠানকর্ত্তা আত্মা যদি ফলভোগকালে উপস্থিত না থাকে, তবে একের ফলভোগের নিমিত্ত অন্যের প্রবৃত্তি সম্ভব হইতে পারে না। আমি কর্ম্ম করিয়াছি, আমিই ফলভোগ করিতেছি, সকলেরই এই অনুভব হইয়া থাকে; অতএব আত্মাকে চিরস্থায়ী বলিয়াই মানিতে হইবে। এ মতে আত্মার পরিমাণ দেহের তুল্য। অর্হৎই পরমেশ্বর। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও রাগদ্বেষাদিশূন্য। সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চারিত্র, এই তিনকে রত্নত্রয় কহে। জিনোক্ত তত্ত্বের বিপরীত জ্ঞান ও সংশয়াদিনিবারণ রূপ সম্যক্ শ্রদ্ধাকে সম্যক্ দর্শন, জিনোক্ত তত্ত্বের জ্ঞানকে সম্যক্ জ্ঞান এবং নিন্দিত কর্ম্মত্যাগকে সম্যক্ চারিত্র বলা যায়। এই চারিত্র পাঁচ প্রকার; যথা,—

অহিংসা, অস্তেয়, সুনৃত, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ। স্থাবর, জঙ্গম কোন প্রকার প্রাণী বিনাশ না করাই অহিংসা; যে যাহা দেয়, তাহা হইতে অধিক বস্তুর গ্রহণ না করা অস্তেয়; সত্য অথবা হিতকর ও প্রিয় বাক্যের নাম সুনৃত; কামক্রোধাদির পরিত্যাগ ব্রহ্মচর্য্য, এবং সকল বিষয়ে মোহত্যাগের নাম অপরিগ্রহ। এই পাঁচ প্রকার মহাব্রত সাধনে পরমপদপ্রাপ্তি হয়।

পানভোজনেতে পটু মানব সকল।
সে নগরে নিরন্তর করে কোলাহল ॥
কল্কি আগমন, করিয়া শ্রবণ,
মহাবল জিন তবে।*
দুই অক্ষৌহিণী † লইয়া বাহিনী,
বাহিরিলা ঘোর রবে ॥

ধ্বজ-পট হ'তে, আতপের তাপ,
হয়ে গেল নিবারিত।

আর্হতদিগেরও নানা মতভেদ আছে। ইহাঁদিগের জৈন নামে এক সম্প্রদায় আছে। জৈনেরা জিনোক্ত তন্ত্রের অনুবর্ত্তী। জৈনদিগের মধ্যে যাঁহারা সাধু, তাঁহারা ভিক্ষার দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, শুক্ল বস্ত্র-পরিধান, কুঞ্চিতকেশধারণ করেন। ইহাঁরা অতিশয় ক্ষমতাশালী। কেহ কেহ উলঙ্গ থাকেন। পথে চলিবার সময় ইহাঁরা পিচ্ছিকা দ্বারা পথ হইতে ক্ষুদ্র প্রাণীদিগকে সরাইয়া, পশ্চাৎ পাদক্ষেপ করেন। জলপাত্র ব্যবহার করেন না। হস্তদ্বারা জল পান করেন। একাকী আহার করেন না; এবং স্ত্রীসহবাসে একান্ত বিরত। ইহাঁদিগকে জিনর্ষি বলা যায়।—(রায় গোবিন্দমোহন বিদ্যাবিনোদবারিধিকৃত অষ্টাদশবিদ্যা ১ম খণ্ড)

* জিন—বুদ্ধ, অর্হৎ। বুদ্ধ বা অর্হৎ জয়শীল বলিয়া জিন নামে অভিহিত। এ স্থলের জিন, কল্কির সমসাময়িক একজন জিনোক্তধর্ম্মাবলম্বী রাজা ও উক্ত সম্প্রদায়ের নেতা। স্বয়ং বুদ্ধদেব ব্যতীত, যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মে পূর্ণরূপে পারদর্শী হইতেন, তাঁহারা অর্হৎ, জিন ইত্যাদি উপাধি লাভ করিতেন। কৃষিভারদ্বাজ ও সুন্দরিকভারদ্বাজ নামক দুইজন বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ ভগবান্ শাক্যসিংহ বুদ্ধদেবের শিষ্য হইয়া, বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, অর্হৎ হইয়াছিলেন।—(সুত্রনিপাত বৌদ্ধগ্রন্থ দেখ)

† অক্ষৌহিণী—চতুরঙ্গিণী সেনার সংখ্যাভেদ; হস্তী ২১৮৭০, অশ্ব ৬৫,৬১০, রথ ২১,৮৭০, পদাতিক ১,০৯,৩৫০, সমুদায়ে ২,১৮,৭০০ সৈন্য। দুই অক্ষৌহিণীতে সৈন্যসংখ্যা হইবে ৪,৩৭,৪০০।

কার কত সংখ্যা হ'লে 'অক্ষৌহিণী' হয়।
বিস্তারিয়া সেই সংখ্যা কহি ঋষিচয় ॥
একুশ হাজার আট শত ও সত্তর।
রথ আর ততেক সংখ্যক গজবর ॥
পদাতির সংখ্যা থাকে, নাহি তার হ্রাস ॥
এক লক্ষ ন' হাজার তিন শ' পঞ্চাশ।
পঁয়ষট্টি হাজার ছয় শত দশ ঘোড়া।
অক্ষৌহিণী শব্দে থাকি সংখ্যা করে যোড়া ॥
যেই অক্ষৌহিণী সংখ্যা কহিনু এখন।
অঙ্কবিৎ পণ্ডিতের তাই নিরূপণ ॥
(মৎকর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত মহাভারত,
আদিপর্ব্ব ২য় অধ্যায়)

বাহিনী—সচরাচর সৈন্যদলকে বুঝায়, কিন্তু ইহা প্রকৃত পক্ষে সৈন্যের সংখ্যা-ভেদ। যথা—

মুনিগণবাণী শুনি' উগ্রশ্রবা কয়।—
অক্ষৌহিণী কারে বলে, শুন মুনিচয়! ॥
এক রথ, এক হস্তী, পঞ্চ পদাতিক।
তিন অশ্বে এক 'পত্তি' গঠয়ে সঠিক ॥
তিনটি পত্তিতে এক 'সেনামুখ' হয়।
তিন সেনামুখে এক 'গুল্ম' সুনিশ্চয় ॥
তিন গুল্মে এক 'গণ' অঙ্কের গণন।
তিন গণে হয় এক 'বাহিনী' ধারণ ॥
তিন বাহিনীতে হয় একটি 'পৃতনা'।
তিন পৃতনায় এক 'চমূ'র গণনা ॥
তিনটি চমূতে হয় এক 'অনীকিনী'।
তিন অনীকিনী হ'লে এক 'অক্ষৌহিণী' ॥
(ঐ আদিপর্ব্ব ২য় অধ্যায়)

রথ + অশ্ব + পদাতিক	অঙ্ক	সমষ্টি	সংখ্যাভেদ
১ + ১ + ৩ + ৫	৩	১০	১ পত্তি
পত্তি ৩ ×	১০	৩০	১ সেনামুখ
সেনামুখ ৩ ×	৩০	৯০	১ গুল্ম
গুল্ম ৩ ×	৯০	২৭০	১ গণ
গণ ৩ ×	২৭০	৮১০	১ বাহিনী
বাহিনী ৩ ×	৮১০	২৪৩০	১ পৃতনা
পৃতনা ৩ ×	২৪৩০	৭২৯০	১ চমূ
চমূ ৩ ×	৭২৯০	২১৮৭০	১ অনীকিনী
অনীকিনী ৩ ×	২১৮৭০	৬৫৬১০	১ অক্ষৌহিণী

অশ্ব গজ রথে, বীর রথিগণে,
ধরা হৈল আচ্ছাদিত ॥

সপ্তম অধ্যায়।

বৌদ্ধগণের সহিত কল্কির যুদ্ধ।

অনন্তর দুই দলে বাধিল সমর।
সৈন্যপদভরে ধরা হইল কাতর ॥
মহাবীর জয়শীল কলিবিনাশন।
কল্কিদেব আরম্ভিলা ভয়ঙ্কর রণ ॥
কেশরী পীড়িত করে মাতঙ্গে যেমতি।
বৌদ্ধ-সৈন্যগণে কল্কি করিলা তেমতি ॥
হাহাকারে চারিধারে ধায় বৌদ্ধগণ।
তা দেখি কহিলা কল্কি করিয়া গর্জ্জন ॥
আরে আরে বৌদ্ধগণ পালাস কোথায়।
পৌরুষ প্রকাশি যুদ্ধ কর্ অচিরায় ॥

জিনের অস্ত্রে কল্কির মূর্চ্ছা।

কল্কিমুখে হেন শুনি হীনবল জিন।
রোষারুণনেত্রে হৈলা কল্কি সম্মুখীন ॥
বৃষে চড়ি জিন রাজা খড়্গচর্ম্ম ধরি।
আরম্ভ করিলা যুদ্ধ কল্কি বরাবরি ॥
হেরিয়া জিনের যুদ্ধ দেবে চমৎকার।
মেঘের গর্জ্জন সম জিনের হুঙ্কার ॥
কল্কির তুরঙ্গগণে জিন মহাবীর।
তীক্ষ্ণশূলাঘাতে বিদ্ধি করিলা অস্থির ॥
শরাঘাতে কল্কিদেবে করিলা মূর্চ্ছিত।
ধরায় পড়িয়া কল্কি ধূলায় লুণ্ঠিত ॥
কল্কিরে তুলিতে জিন করিলা যতন।
কিছুতেই না পারিলা কৈতে উত্তোলন ॥
অবশেষে জিন রাজা দাসের মতন।
কল্কির কবচ শস্ত্র করিলা ছেদন ॥*

সঙ্কুল যুদ্ধ।

হেনকালে ভূপতি বিশাখযূপ আসি।
জিনদেহে হানে গদা বিক্রম প্রকাশি ॥
মূর্চ্ছিত কল্কিরে বীর তুলি অনায়াসে।
রথোপরি উঠিলেন সমর-উল্লাসে ॥
সংজ্ঞা লভি কল্কি পরে বলে লম্ফ মারি।
রথ হৈতে পড়িলেন ভূতল উপরি ॥
দাপটে আসিলা বীর জিনের নিকটে।
হেন হেরি বৌদ্ধগণ পড়িল সঙ্কটে ॥
রিঙ্গণ ভ্রমণ পাদবিক্ষেপে তখন।†
সৈন্যগণ মাঝে কল্কি করে বিচরণ ॥

বড় গোলযোগ ঘটিল। বাহিনীর সংখ্যা না হয় ৮১০ সৈন্যে গণিত হইল, কিন্তু ধারাবাহিক ক্রমে তিন গুণ করিয়া পত্তি আদি সৈন্যসংখ্যা-গণনায় শেষে অক্ষৌহিণীতে দাঁড়াইতেছে কেবল ৬৫,৬১০ সৈন্য; অথচ ঐ মহাভারতেই আবার অক্ষৌহিণীর সংখ্যা বলা হইয়াছে ২,১৮,৭০০ সৈন্য, সুতরাং ২,১৮,৭০০—৬৫,৬১০=১,৫৩,০৯০ সৈন্য কমিয়া যাইতেছে। এ গোল বড় সহজ নহে। তাই এই গোল মিটাইবার জন্য মহাভারতবক্তা লোমহর্ষণসুত উগ্রশ্রবা, প্রথমে পত্তি প্রভৃতির তিন গুণ গণনায় অক্ষৌহিণীর সংখ্যা ৬৫,৬১০ সৈন্য বলিয়া, অবশেষে বলিলেন,—

কার কত সংখ্যা হ'লে "অক্ষৌহিণী' হয়।
বিস্তারিয়া সেই সংখ্যা কহি, ঋষিচয়! ॥

ইত্যাদি বলিয়া ২,১৮,৭০০ সৈন্যসংখ্যায় অক্ষৌহিণী ঠিক্ করিলেন। ইহাই অক্ষৌহিণীর ঠিক্ সংখ্যা।

"ধ্বজ-পট—ধ্বজার বস্ত্র, নিশান।

* দাসের মতন—এখানে দাস শব্দের অর্থ ভৃত্য নহে, দস্যু। দস্যু যেমন নিহত বা মূর্চ্ছিত পথিকের বস্ত্রাদি কাড়িয়া লয়, জিন রাজাও সেইরূপ মূর্চ্ছিত কল্কির কবচ (অঙ্গত্রাণ, বর্ম্ম) ও শস্ত্রগুলি কাটিয়া বা কাড়িয়া লইল। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডল ১০৩ সূক্তে দস্যুকে দাস বলা হইয়াছে। উক্ত বেদের আরও অনেক স্থানে এইরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

† রিঙ্গন—স্খলন, চ্যুত হওন, হাত ফস্কাইয়া সরিয়া যাওয়া, অর্থাৎ শত্রুসৈন্যগণ কল্কিকে ধরি ধরি করিয়াও ধরিতে পারিতেছে না, অথবা ধরিতেছে, কিন্তু তিনি বলকৌশলে তাহাদের হাত ছাড়াইয়া দূরে সরিয়া যাইতেছেন।

কাহারে হনন করে কারে দণ্ডাঘাত।
সটাক্ষেপ করি কারে করেন নিপাত ॥*
অসংখ্য অরাতিসেনা একবারে নাশে।
হাহাকারে পড়ে শত্রু শমনের গ্রাসে ॥
নিশ্বাসপবনে তাঁর অরিসৈন্যগণ।
দ্বীপান্তরে পড়ে গিয়া খাইয়া ঘূর্ণন ॥†
অশ্ব করী রথ যত রণস্থলে পড়ে।
কদলীর বন যেন পড়ে মহাঝড়ে ॥
সেইকালে গার্গ্য বধে ষষ্টি শত অরি।
পঁচিশ হাজার বধে বিশাল কেশরী ॥
ভর্গ্য দশ সহস্র শতেক কোটি মারে।
দুই পুত্র সনে কবি বাযুত সংহারে ॥
পঞ্চ লক্ষ অরিসৈন্য সুমন্ত্র বধিলা।
প্রাজ্ঞ দশ লক্ষ অরি সংহার করিলা ॥

কল্কিকর্তৃক জিনবধ।

পরে কল্কি হাস্যমুখে জিনে ডাকি কয়।
আমার সম্মুখে আয় দুষ্ট দুরাশয় ॥
শুভাশুভফলদাতা দৈব হই আমি।‡
এখনি করিব তোরে যমপুরগামী ॥
আর তোরে বন্ধুমুখ হেরিতে না হবে।
আর তোর পাপ প্রাণ দেহে নাহি রবে ॥
কল্কির বচন শুনি জিন হাসি কহে।
আমার সম্মুখে কেবা প্রাণ ধরি রহে॥

আমরা প্রত্যক্ষবাদী বৌদ্ধ সবে হই।*
দৈবদ্বেষী বেদের বিশ্বাসী কভু নই ॥†
শাস্ত্রেও এরূপ উক্তি আছয়ে প্রকাশ।
বৌদ্ধহস্তে হইবেক দৈবের বিনাশ ॥
তেঁই কহি তোমাদের এই পরিশ্রম।
নিষ্ফল অসার বৃথা নাহি তায় ভ্রম ॥
দৈবের স্বরূপ যদি তুমি ধরাতলে।
আমারেই হান অস্ত্র নিজ বীর্য্যবলে ॥
আর আর বৌদ্ধগণে কিবা প্রয়োজন।
আইস আমার সহ কর ঘোর রণ ॥
আমারে করিলে তুমি যত তিরস্কার।
তোমারে ফিরিয়া তাহা লাগুক আবার ॥
এতেক বলিয়া, দারুণ কবিয়া,
মহারাজ জিন বীর।
কল্কির উপরে, অতি রোষভরে,
এড়িলা অসংখ্য তীর ॥
কল্কি ভগবান, বাণে নাশে বাণ,
হিম যথা নাশে রবি।
ব্রাহ্ম বায়ু বাণ, পার্জ্জন্য সুশাণ,
আগ্নেয় বিফল সবি ॥‡
পরে কল্কি লম্ফদানে বীরত্ব প্রকাশি।
বৃষারূঢ় জিনের ধরিলা কেশরাশি ॥

* সটাক্ষেপ—সটা=কেশরাশি, ক্ষেপ=নিক্ষেপ। চুলের গোছা ধরিয়া আছাড় মারা।

† দ্বীপান্তরে—নদীমধ্যস্থ চড়ার উপরে।

‡ শুভাশুভফলদাতা দৈব হই আমি—আমি সর্ব্ব জীবের ভাল মন্দ কর্ম্মের ফলদাতা ঈশ্বর। যে ব্যক্তি আস্তিক, তাহাকে তাহার ঈশ্বরবিশ্বাসস্বরূপ শুভ কর্ম্মের শুভ ফল (প্রাণ রক্ষা) দান করি, এবং যে ব্যক্তি নাস্তিক, তাহাকে তাহার ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাসরূপ অশুভ কর্ম্মের অশুভ ফল (প্রাণনাশ) দান করি। অতএব জিন! তুই নাস্তিক, তাই আজ আমি তোকে বিনাশ করিব।

* "প্রত্যক্ষবাদী বৌদ্ধ"—৫২।৫৩।৫৪ পৃষ্ঠায় "বৌদ্ধ" শব্দের টীকা দেখ।

† দৈবদ্বেষী—নাস্তিক।

‡ ব্রাহ্মবাণ—ব্রহ্মাস্ত্র। বায়ু বাণ—বায়ব্যাস্ত্র। পার্জ্জন্য বাণ—হয় ঐন্দ্রাস্ত্র, নয় মেঘসম্বন্ধীয় অস্ত্র। আগ্নেয় বাণ—অগ্নিবাণ। মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে নালিক নামক এক প্রকার অস্ত্রের উল্লেখ আছে। শুক্রনীতি নামক শিল্পশাস্ত্রে নালিকের বর্ণনা বর্ত্তমান বন্দুকের ন্যায়। হয় প্রাচীন ভারতীয়েরা বন্দুকের ন্যায় কোনরূপ অস্ত্র ব্যবহার করিতেন অথবা নালিক যন্ত্রের চুঙ্গী মধ্যে কোন রূপ দাহ্য তৈলাক্ত দ্রব্য জ্বালাইয়া শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করিতেন। মহাভারত আদিপর্ব্বে দেখা যায়, অর্জ্জুন গঙ্গাতটে অঙ্গারপর্ণ নামক একজন গন্ধর্ব্বের নিকট বৃদ্ধি নামক ঔষধ পাইয়াছিলেন। আমার

তাম্রচূড় পক্ষিসম দোঁহে রোষভরে।*
লুণ্ঠিতে লাগিলা পড়ি ভূমির উপরে॥
এক করে কল্কি-কেশ অন্য করে কর।
ধরিলেন জিন বীর সবলে সত্বর॥
চাণূর শ্রীকৃষ্ণ সম পরে দুই জনে।†
ভূমিতল হৈতে উঠি গভীর গর্জ্জনে॥
পরস্পরে কেশাকেশি হাতাহাতি করে।
ঋক্ষসম মল্লযুদ্ধ দুই বীরবরে॥
প্রমত্ত মাতঙ্গ যথা ভাঙ্গে তালতরু।
জিনকটি ভাঙ্গে কল্কি পদাঘাতে গুরু॥
কল্কিপদাঘাতে জিন ভূতলে পড়িল।
জিনসৈন্য হাহাকারে চেঁচায়ে উঠিল॥
শত্রুর নিধন হেরি কল্কি-সেনাগণ।
আনন্দে মাতিয়া উঠি করিল নর্ত্তন॥

কল্কি ও শুদ্ধোদনের গদাযুদ্ধ।

রণভূমে জিন বীর ত্যজিলা জীবন।
রুষ্ট হৈলা জিনভ্রাতা বীর শুদ্ধোদন॥‡
কল্কির বিনাশ আশে ভীম গদা ধরি।
কল্কির সম্মুখে ধায় ঘোর রব করি॥
মহাবীর কবি তবে মাতঙ্গে চড়িয়া।
আচ্ছাদিলা শুদ্ধোদনে সায়ক এড়িয়া॥
গদাহস্তে শুদ্ধোদন আসে পাদচারে।
পাদচারে ধায় কবি গদা ধরি করে॥
দন্ত হানি যুঝে যথা দুই করিবর।
কবিশুদ্ধোদনে যুদ্ধ তথা ভয়ঙ্কর॥
অবহেলে পরস্পরে গদাঘাত বারে।
দুই বীরে গদাযুদ্ধ বিচিত্র আকারে॥
দেখিতে দেখিতে কবি হুঙ্কার ছাড়িলা
শুদ্ধোদনগদা নিজ গদায় ভাঙ্গিলা॥
আবার ঘুরায়ে গদা বক্ষোপরি তার।
সবলে হানিলা কল্কি ছাড়িয়া হুঙ্কার॥
গদাঘাতে শুদ্ধোদন পড়িল ভূতলে।
ক্ষণপরে পুনর্ব্বার উঠিল সবলে॥
কবির মস্তকে করি গদার প্রহার।
দেখাইল রণভূমে শক্তি চমৎকার॥
ভূমে না পড়িলা কবি কিন্তু গদাঘায়।
স্থাণু সম দাঁড়াইলা অচেতনপ্রায়॥
করিদলে পরিবৃত হেরিয়া কবিরে।
শুদ্ধোদন গেল মায়াদেবী আনিবারে॥

যুদ্ধক্ষেত্রে মায়াদেবীর আগমন ও কল্কিদেহে প্রবেশ।

সুরাসুরনরগণ হেরিলে যাহায়।
নিঃসার পুত্তলী সম ভূমে পড়ি যায়॥
হেন মায়াদেবীরে* অগ্রে রাখিয়া তখন।
রণভূমে পুন আসে বীর শুদ্ধোদন॥

বিবেচনায় 'বৃদ্ধি' ঔষধই বারুদ। 'বৃদ্ধি' শব্দের অপভ্রংশে 'বারুদ' হওয়া অসম্ভব নহে। শুক্র নীতিতে বারুদকে অগ্নিচূর্ণ বলা হইয়াছে এবং উহা সোরা, গন্ধক, কয়লা ইত্যাদি দ্বারা কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাও বিবৃত হইয়াছে।

* তাম্রচূড় পক্ষী—কুক্কুট, মোরগ।

† চাণূর—মথুরাপতি কংসের অনুচর মল্ল বিশেষ। দানব ময় পৃথিবীতে অংশে এই নামে জন্ম গ্রহণ করেন। কংসের ধনুর্যজ্ঞসময়ে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে চাণূর ও মুষ্টিক মল্ল নিহত হয়।—(ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ) চাণূর অন্ধ্রদেশীয় লোক।—(হরিবংশ) বর্ত্তমান দক্ষিণ হায়দরাবাদ প্রদেশ প্রাচীন অন্ধ্রদেশ, সুতরাং চাণূর দাক্ষিণাত্য। অন্ধ্রের পরবর্ত্তী নাম ত্রিকলিঙ্গ (তৈলঙ্গ), সুতরাং চাণূরকে তৈলঙ্গীও বলা যায়।

‡ শুদ্ধোদন—ভগবান্ শাক্যসিংহ বুদ্ধদেবের পিতার নাম শুদ্ধোদন, এই জন্য বুদ্ধকে শৌদ্ধদন বা শৌদ্ধদনি বলে।—(মহাবংশ, ললিতবিস্তর)

* মায়াদেবী—মায়া। বৌদ্ধেরা মায়াবাদী, এই জন্য উহাদের অপর নাম মায়া। এ স্থলে মায়াদেবীর যুদ্ধস্থলে আগমনের ভাবার্থ এইরূপ,—বৌদ্ধগণ অস্ত্রযুদ্ধে কল্কিকে পরাজয় করিতে অসমর্থ হইয়া, অবশেষে মায়াযুদ্ধের অবতারণা করিল। এই মায়াযুদ্ধের আবিষ্কর্ত্তা শম্বরাসুর। তাই মায়ার অপর নাম শাম্বরী। প্রায় দেবদৈত্যসমরে দৈত্যগণ মায়াযুদ্ধ করিত। ইন্দ্রজিৎ, ঘটোৎকচ প্রভৃতি রাক্ষস ও চিত্রসেন প্রভৃতি গন্ধর্ব্বেরাও মায়াযুদ্ধে

সঙ্গে আসে বৌদ্ধসেনা দাপটি দাপটি।
আর ম্লেচ্ছ সেনাদল এক লক্ষ কোটি॥

এই সব সেনা নিয়া শুদ্ধোদন বীর।
যুদ্ধ করি কল্কিসেনা করিল অস্থির॥

সুনিপুণ ছিল। মনুষ্যজাতির মধ্যেও কেহ কেহ অসুরগণের নিকট মায়াযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিল। রাজা দুর্য্যোধনের মাতুল শকুনি পাণ্ডবগণের সহিত নানারূপ মায়াযুদ্ধ করিয়াছিল। মায়াযুদ্ধে সমস্তই অলৌকিক হইয়া দাঁড়ায়, সহসা যুদ্ধস্থলে অন্ধকার, সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প, অগ্নি, জল, ঝড়, বিদ্যুৎ প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়া, শত্রুগণকে ভীত ও নিহত করে। তাই মায়াকে অঘটনঘটনপটীয়সী ও বিসদৃশপ্রতীতিসাধনী বলে। অপিচ—

"বিচিত্রকার্য্যকারণা অচিন্তিতফলপ্রদা।
স্বপ্নেন্দ্রজালবল্লোকে মায়া তেন প্রকীর্ত্তিতা॥"
(দেবীপুরাণ, ৪৫ অধ্যায়)

এ দিকে মায়া ঈশ্বর-শক্তি, তাই এই মায়াদেবী যুদ্ধস্থলে আসিয়া, কল্কিদেহে প্রবিষ্ট হইয়া, অন্তর্হিত হইলেন। মায়ার নাম, যথা—প্রকৃতি, অবিদ্যা, অজ্ঞান, প্রধান, শক্তি, অজা।

ভগবতী দুর্গার নাম মায়া, যথা—

"দুর্গে শিবেঽভয়ে মায়ে নারায়ণি সনাতনি।
জয়ে মে মঙ্গলং দেহি নমস্তে সর্ব্বমঙ্গলে॥
রাজন্ শ্রীবচনো মাশ্চ যাশ্চ প্রাপণবাচকঃ।
তাং প্রাপয়তি যা সদ্যঃ সা মায়া পরিকীর্ত্তিতা॥
মশ্চ মোহার্থবচনো যাশ্চ প্রাপণবাচনঃ।
তং প্রাপয়তি যা নিত্যং সা মায়া পরিকীর্ত্তিতা॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ২৭ অধ্যায়)

বৌদ্ধগণ যে মায়াবাদী, তাহার ভাব নিম্নোদ্ধৃত দুইটি শ্লোকে বেশ পরিস্ফুট রহিয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥"
(ভগবদ্গীতা ৭ম অধ্যায় ১৪।১৫ শ্লোক)

অস্যার্থঃ—অলৌকিকী, গুণময়ী ও দুস্তরণীয়া শক্তিরূপা আমার এক মায়া আছে; আমাকে যাহারা আশ্রয় করে, তাহারা এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। কিন্তু মায়া দ্বারা যাহাদিগের জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে ও যাহারা আসুরভাব আশ্রয় করিয়াছে, সেই দুষ্কর্ম্মান্বিত নরাধম মূর্খগণ আমাকে ভজনা করে না।

বৌদ্ধেরা মায়াবাদী বলিয়া ঈশ্বর মানে না সুতরাং নাস্তিক।

বৌদ্ধ, আর্হত, জৈন প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীরা যে নাস্তিক ও অসুরস্বভাব, সে কথাও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, যথা—

"প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥
অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যং কামহেতুকম্॥
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্‌গৃহীত্বাঽসদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥"
(ভগবদ্গীতা ১৬শ অধ্যায় ৭—১১ শ্লোক)

অস্যার্থঃ—অসুরস্বভাবসম্পন্ন মানবগণ (ধর্ম্মে) প্রবৃত্তি ও (অধর্ম্মে) নিবৃত্তির বিষয় কিছুই জানে না, তাহাদিগের শৌচ নাই, আচার নাই, সত্য নাই। তাহারা জগৎকে অসত্য ও স্বাভাবিক বলে, ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তা নাই, স্ত্রীপুরুষের পরস্পর সংযোগসম্ভূত ও কামজনিত (উৎপত্তি) বলিয়া থাকে। যেই সকল অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এরূপ দৃষ্টিকে আশ্রয় ও নাস্তিক মত অবলম্বনপূর্ব্বক জগতের শত্রু ও উগ্রকর্ম্মা হইয়া, জগতের ক্ষয়ের জন্য সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহারা দুষ্পূরণীয়া কামনা আশ্রয় করিয়া, দম্ভ, অভিমান, মদ ও অশুচিব্রত হইয়া, মোহবশতঃ দুরাগ্রহ স্বীকারপূর্ব্বক, ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তাহারা আমরণ অপরিমেয় চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া, কামোপভোগই পরম পুরুষার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করে।

শাক্যসিংহ বুদ্ধদেবের মাতার নামও মায়াদেবী। এই জন্য বুদ্ধদেবের নাম মায়াসুত, মায়াদেবীসুত।—(ললিতবিস্তর, মহাবংশ, অমরকোষ)

এ দিকে বৌদ্ধ বা সৌগত মতে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও শিশ্ন এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্ ও শ্রোত্র, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; আর মন ও বুদ্ধি, এই দ্বাদশ-আয়তন শরীরের সম্যক্‌রূপে শুশ্রূষা করাই প্রধান কর্ম্ম (অষ্টাদশ বিদ্যা, ১ম খণ্ড) বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তবেই দেখা যাইতেছে যে, ভগবদ্গীতোক্ত অসুরস্বভাব-

মায়াদেবী উপবিষ্ট সিংহধ্বজ-রথে।
ফেরু কাক জন্তুগণ সমাবৃত তাতে॥

সম্পন্ন নাস্তিকদিগের কামোপভোগ আর এই বৌদ্ধ বা সৌগতদিগের উক্ত দ্বাদশ-আয়তন শরীরের সম্যক্‌রূপে শুশ্রূষা করা একই কর্ম্ম ও ধর্ম্ম।

কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবান্ শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব স্বয়ং কাম-(মার)-কে জয় করিয়া কামজিৎ বা মারজিৎ হইয়াছিলেন এবং সকলকে কামজয় করিবার জন্য ভূরি ভূরি উপদেশ দিয়াছিলেন। আমার পরিচিত বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী শ্রীযুক্ত ধর্ম্মরাজ বড়ুয়া কর্ত্তৃক পালিভাষা হইতে অনুবাদিত সূত্র-নিপাত (সুত্ত-নিপাত) নামক বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র হইতে একটি প্রমাণ দিতেছি ;—

"কিন্তু যার কামভোগলাভের বাসনা।
তাহাতে নিষ্ফল যদি হয় সেই জনা॥
দুঃখশল্যে বিদ্ধ হয় তাহার অন্তর।
দুঃখভোগ করে হেথা সে জন বিস্তর॥
পদস্পৃষ্ট সর্পশিরঃ সদৃশ যে জন।
ইন্দ্রিয় আমোদসুখ করেছে বর্জ্জন॥
তাদৃশ পরমচিন্তাশীল যেই জন।
তৃষ্ণা বা বাসনা জয় করে সেই জন॥

"দাস দাসী, গাভী, ঘোড়া,রজত কাঞ্চন।
ভূসম্পত্তি আরো নানাবিধ দ্রব্য ধন॥
এতাদৃশ কামভোগ্য দ্রব্যের কারণ।
মনে অতিশয় লোভ করে যেই জন॥
নিশ্চয় তাহাকে পাপে করিবে লঙ্ঘন।
বিপদের হস্তে হবে তাহার মর্দ্দন॥
ভগ্ন নায়ে জল যথা, তাহার পশ্চাৎ।
অবিরত দুঃখ করিবেক যাতায়াত॥
অতএব অপ্রমত্ত চিন্তাশীল হবে।
আমোদ প্রমোদ সুখ সতত ত্যজিবে॥
নৌকার সলিল সিঞ্চি যেন নদী পার।
ত্যজিলে এ সব চলি যাবে পরপার॥"
(সুত্রনিপাত ২০২।২০৩ পৃষ্ঠা)

"কামাতুর, কামমুগ্ধ, কামেতে অর্পণ।
মানস যাদের সদা, কৃপণ যে জন॥
দুর্গতিমাঝারে করে প্রবেশ যখন।
দুঃখার্ত্ত হইয়া বলে করিয়া রোদন॥
"যবে হেথা আমাদের হইবে মরণ।
আমাদের কি দুর্দ্দশা হইবে তখন॥"
(সুত্রনিপাত ২০৪ পৃষ্ঠা)

মায়াদেবী সর্ব্ব-অস্ত্রশস্ত্রপ্রসবিনী।
ষড়্‌বর্গসেবিতা নানামূরতিধারিণী॥*
ত্রিগুণধারিণী আর অতি বলবতী।†
সিংহধ্বজ-রথে তাঁর খেলে মায়াজ্যোতি॥
হেরিয়া এ হেন মায়াদেবীরে তখন।
সশস্ত্র পড়িল ভূমে কল্কি-সেনাগণ॥
দেখিলেন কল্কিদেব সৈন্য অগণিত।
শ্রীরূপিণী নিজ জায়া মায়ায় মোহিত॥
অমনি তখনি কল্কি সম্মুখে মায়ার।
দাঁড়াইলা, পশে মায়া শরীরে তাঁহার॥
মায়ারে না হেরি তবে বৌদ্ধগণ যত।
হায় হায় বলি কান্দে দীনহীন মত॥
নিতান্ত বিস্মিত হয়ে বলে বৌদ্ধগণ।
হায় হায় কোথা দেবী করিলা গমন॥

বৌদ্ধ ও ম্লেচ্ছগণের ভয়।

আপন দর্শনদানে কল্কিদেব তবে।
উত্থাপিত কৈলা নিজ সৈন্যগণ সবে॥

"আলস্য, শঠতা, ক্রীড়া, কাম আলাপন।
ঠাট্টা, পরিহাস, ভূষা করিবে বর্জ্জন॥"
(সুত্রনিপাত ২৩৩ পৃষ্ঠা)

"কাম পরিহরি, হ'য়ে বিরত-সংশয়।
অবিরত মনে চিন্তা কর 'তৃষ্ণাক্ষয়'॥"
(সুত্রনিপাত ২৫৮ পৃষ্ঠা)

"ইহা বুঝি চিন্তাশীল শান্ত হয় যারা।
দেখেছে পরমধর্ম্ম ; এ হেতু তাহারা॥
মারের কবলে নহে কদাচ পতন।
মার-সহচর না হইবে কদাচন॥"
(সুত্রনিপাত ২৬৫ পৃষ্ঠা)

"ভগবান বলিলেন এমত বচন।—
'কামভোগে বাঞ্ছা তব কর হে দমন॥'"
(সুত্রনিপাত ২৬৫ পৃষ্ঠা)

* ষড়্‌বর্গসেবিতা—বৌদ্ধধর্ম্মান্তর্গত মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, চার্ব্বাক্ ও দিগম্বর বা আর্হত, এই ছয় বর্গ বা সম্প্রদায়কর্ত্তৃক পূজিতা।

† ত্রিগুণ ধারিণী—সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণবিশিষ্টা। মায়ার দুইটি শক্তি—আবরণ ও বিক্ষেপ। মায়া হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহং-

সুশাণিত অসি কল্কি ধরিয়া তখন।
করিতে উদ্যত হৈলা ম্লেচ্ছের নিধন ॥
অপূর্ব্ব কল্কির মূর্ত্তি বিচিত্র বিধান।
অশ্বারূঢ় ধনুষ্পাণি খড়্গ খরশাণ ॥
শ্যামতনু তনুত্রাণে সুশোভিত কিবা।
মেঘরুদ্ধ তারাহার ঢালে যেন বিভা ॥
করে করত্রাণ বাণ তূণীর মাঝারে।
কুন্দবিনিন্দিত দন্ত মাথা হাসিধারে ॥
হেরিলে সে মুখপদ্ম কামিনী সবার।
নয়নে পলক নাই আনন্দ অপার ॥
স্বর্ণকিরীটে তাঁর ঝকে নানা মণি।
বিপক্ষের পক্ষে কল্কি নির্ঘাত অশনি ॥
চরণকমলদানে ভক্ত সবাকার।
আনন্দবিধানকারী কল্কি দয়াধার ॥
এ হেন কল্কিরে হেরি বৌদ্ধ ম্লেচ্ছগণ।*
হইয়া উঠিল অতি উচাটন মন ॥

ও দিকে আকাশে যাগাহুত অগ্নিসম।
সুর সবাকার মনে হর্ষ অনুপম ॥

ঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চভূত ও পঞ্চভূত হইতে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে।—(ভাগবত)

* ম্লেচ্ছগণ—অনার্য্যগণ, অহিন্দুগণ। যথা—
"গোমাংসখাদকো যস্ত বিরুদ্ধং বহু ভাষতে।
সর্ব্বাচারবিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে ॥"
(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বধৃত বৌধায়নবচন)
"পৌণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা জবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ ॥
মুখবাহূরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ ॥"
(মনুসংহিতা ১০ম অধ্যায়)

পৌণ্ড্রক, ঔড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, জবন (যবন), শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খশ প্রভৃতি অনার্য্য জাতিরা ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত। মহাভারতেও এইরূপ বিধান আছে, যথা—
মহাক্রোধে উদ্দীপিত হয়ে সেই ধেনু।
শোভিতে লাগিল যেন মধ্যাহ্নের ভানু ॥
লোমকূপ হৈতে তাঁর জলন্ত অঙ্গার।
ঘন ঘন বরিষণ হয় অনিবার ॥
পহ্লবেরা জনমিল পুচ্ছ হৈতে তাঁর।
যোনি হৈতে নাহিরায় যবনের সার ॥
দ্রাবিড় শকেরা জন্মে প্রস্রব হইতে।
কিরাত গোময় হৈতে জন্মিল ত্বরিতে ॥
মূত্র হৈতে কাঞ্চী জাতি পার্শ্বদেশ হৈতে।
জন্মিল শবরকুল দেখিতে দেখিতে ॥
ফেনপুঞ্জ হৈতে জন্মে বর্ব্বর সিংহল।
হুন খস পৌণ্ড্র চীন পুলিন্দ কেরল ॥
চিবুক অন্যান্য আর বহু ম্লেচ্ছজাতি।
(মৎকর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত মহাভারত আদিপর্ব্ব ১৭৫ অধ্যায়)

ম্লেচ্ছদেশ, যথা—
"চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।
ম্লেচ্ছদেশঃ স বিজ্ঞেয় আর্য্যাবর্ত্তস্ততঃ পরং ॥"
(টীকাকার ভরত)

ম্লেচ্ছজাতির উৎপত্তি মহারাজ যযাতির পুত্র তুর্ব্বসু ও দ্রুহ্যু হইতে হইয়াছে। জরা গ্রহণ না করাতে যযাতি ইহাদিগকে এই শাপ দিয়াছিলেন, তোদের সন্তান সন্ততিগণ বেদবহির্ভূত ম্লেচ্ছ হইবে।—(ভাগবত)

কিন্তু মহাভারতে কিছু প্রভেদের সহিত কেবল তুর্ব্বসুর উপর দিয়া এই অভিশাপ চলিয়া গিয়াছে। যথা—
সত্বরে এতেক বলি যযাতি ভূপতি।
তুর্ব্বসুরে কহিলেন এই সে ভারতী ॥
তুর্ব্বসু আমার জরা জীর্ণতা লইয়া।
নিজের যৌবন মোরে দাও ভুঞ্জাইয়া ॥
তোমার যৌবন লয়ে বিষয় ভুঞ্জিব।
হাজার বৎসর পরে পুন ফিরি দিব ॥
তোমার যৌবন করি তোমারে অর্পণ।
আমার জীর্ণতা-জরা করিব গ্রহণ ॥
তুর্ব্বসু কহেন পিতা যাহে ইচ্ছামত।
ভোগসুখ হৈতে হয় নিশ্চয় রহিত ॥
যাহে শক্তি রূপ ঘুচে বুদ্ধি হয় হ্রাস।
প্রাণ যায় হেন জরা নিতে নাহি আশ ॥
যযাতি কহেন তোর এ কি ব্যবহার।
হৃদয় হইতে তুই জন্মিলি আমার ॥
তথাপি যৌবন তোর না দিলি আমায়।
নিশ্চয় নির্ব্বংশ তুই হইবি ধরায় ॥
যাদের আচার ধর্ম্ম বড়ই দূষিত।
সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রে যারা বিপরীত ॥
তির্য্যগ্‌যোনির মত যাদের আচার।
যারা গুরুপত্নীতে আসক্ত অনিবার ॥

সুসৈন্যমিলনে, হর্ষ পান মনে,
যেই প্রভু অবিরত।
অরিকুলনাশী, সমরবিলাসী,
সাধুর সৎকারে রত॥

স্বজন সবার, দুরিতের ভার,
হরন করেন যিনি।
সর্ব্বজীবগণে, ভরণ পোষণে,
পালিছেন নিশি দিনি॥

যাদের আচার ধর্ম্ম পশুর মতন।
যাহারা অন্ত্যজ বলি জগতে গণন॥
সেই সে মাংসাশী পাপী ম্লেচ্ছজাতিমাঝ।
দুর্ব্বদ্ধ রে হবি তুই পাপী মহারাজ॥
(মৎকর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত মহাভারত
আদিপর্ব্ব ৮৪ অধ্যায়)

ম্লেচ্ছ জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে মতান্তরও দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণগণ জগতের হিতার্থে অত্যাচারী বেণ রাজাকে অভিশাপে মারিয়া ফেলিয়া, তদীয় দেহ মন্থন করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার শরীর হইতে কৃষ্ণাঞ্জনসমপ্রভাযুক্ত (কৃষ্ণবর্ণ) ম্লেচ্ছজাতিরা উৎপন্ন হইয়াছিল। যথা—

"বংশে স্বায়ম্ভুবে হ্যাসীদঙ্গো নাম প্রজাপতিঃ।
মৃত্যোস্তু দুহিতা তেন পরিণীতাতিদুর্ম্মুখী॥
সুতীর্থা নাম তস্যাস্তু বেণো নাম সুতঃ পুরা।
অধর্ম্মনিরতঃ কামী বলবান্ বসুধাধিপঃ।
লোকেঽপ্যধর্ম্মকৃজ্জাতঃ পরভার্য্যাপহারকঃ॥
ধর্ম্মাচারপ্রসিদ্ধার্থং জগতোঽস্য মহর্ষিভিঃ।
অনুনীতোঽপি ন দদদনুজ্ঞাং স যদা ততঃ॥
শাপেন মারয়িত্বৈনমরাজকভয়ার্দ্দিতাঃ।
মমন্থুর্ব্রাহ্মণাস্তস্য বলাদ্দেহমকল্মষাঃ॥
তৎকায়ান্মথ্যমানাত্তু নিপেতুর্ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।
শরীরে মাতুরংশেন কৃষ্ণাঞ্জনসমপ্রভাঃ॥"
(মৎস্যপুরাণ ১০ম অধ্যায়)

ম্লেচ্ছভাষা শিক্ষা বা অভ্যাস করা আর্য্যগণের পক্ষে নিষিদ্ধ।—

"ন সাতয়েদিষ্টকাভিঃ ফলানি বৈ ফলেন তু।
ন ম্লেচ্ছভাষাং শিক্ষেত নাকর্ষেচ্চ পদাসনং॥"
(কূর্ম্মপুরাণ, উপবিভাগ ১৫ অধ্যায়)

মহাভারতেও এইরূপ নিষেধোক্তি দেখা যায়। আবার আর্য্যজাতির মধ্যে কেহ কেহ ম্লেচ্ছভাষা শিক্ষা করিতেন, সে কথাও মহাভারতে উল্লিখিত আছে। যথা—যুধিষ্ঠিরাদি বারণাবত নগরে গমন করেন, তখন মহামতি বিদুর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ম্লেচ্ছভাষায় উপদেশ দিয়াছিলেন, যুধিষ্ঠিরও তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

অতঃপর সুচতুর বিদুর সুমতি।
বুঝিলা ধৃতরাষ্ট্রের কৌশল যুকতি॥
দুষ্ট মন্ত্রণার করি মর্ম্ম উদ্ঘাটন।
যুধিষ্ঠিরে কহে ম্লেচ্ছ ভাষায় তখন॥
* * * * * *
হেন বাক্য যুধিষ্ঠির শুনি অতঃপর।
বুঝিলাম এই মাত্র করিলা উত্তর॥
(মৎকর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত মহাভারত
আদিপর্ব্ব ১৪৫ অধ্যায়)

কাশীরাম দেবও তদীয় মহাভারত, আদিপর্ব্বে লিখিয়াছেন—

"অগ্রসরি বিদুর গেলেন কত দূরে।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন ম্লেচ্ছভাষাচারে॥"

আচ্ছা, মহাভারতকার মহর্ষি ব্যাসদেব আর্য্যগণের পক্ষে ম্লেচ্ছভাষা শিক্ষা ও অশিক্ষা দুই বিষয়ই বলিলেন কেন? বলিবার নিগূঢ় কারণ আছে। কোন কোন বস্তু বা বিষয় এক সময়ে অনুকূল থাকে, আবার অন্য সময়ে প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়। আর্য্যেরা প্রথমে গোমেধ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া, গোমাংস ভক্ষণ করিতেন; আবার শেষে উহা দ্বারা স্বাস্থ্যের হানি সংঘটন দেখিয়া, হিন্দুর পক্ষে গো মাংস ভক্ষণ মহাপাপ বলিয়া, একবারে কঠিন নিষেধবিধি শাস্ত্রমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন। ম্লেচ্ছভাষাও হিন্দুগণের পক্ষে সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইল। যখন প্রথমে ভারতবর্ষে অল্পসংখ্যক ম্লেচ্ছ, আর্য্যজাতির কোন কোনে কার্য্যসংসাধন জন্য প্রবেশাধিকার পাইয়াছিল, তখন আর্য্যেরা তাহাদিগকে বিশেষ আদর যত্ন করিতেন, এবং তাহাদিগকে নিজের ভাষা শিখাইতেন আর নিজেরা তাহাদিগের ভাষা শিখিতেন। কিন্তু কোন বিষয়েরই অত্যন্ত বাড়াবাড়ি ভাল নয়। অবশেষে আর্য্যগণের মধ্যে অধিক সংখ্যক ম্লেচ্ছ বসবাস করিয়া, স্ব স্ব আচার ব্যবহার প্রদর্শন করিতে লাগিল। এখন যেমন অনেক হিন্দুসন্তান মুসলমান ও ইংরেজের আচার ব্যবহারে লিপ্ত হইয়া, অখাদ্য ভক্ষণাদি করিতেছেন, তখনও হিন্দুগণের মধ্যে রসনার বশীভূত কতকগুলি

কামনা পূরণ, করেন যে জন,
সেই কল্কি ভগবান।
তোমা সবাকার, প্রাণ-মূলা ধার,
করুন মঙ্গল দান ॥

"অনুমতি হিন্দুসন্তানগণ তাৎকালিক ম্লেচ্ছদের গোমাংসাদি অখাদ্য ভক্ষণ ও অনাচার গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছিল। এই আচারবিভ্রাট নিবারণের জন্যই মহাভারতাদি ধর্ম্মগ্রন্থে ম্লেচ্ছসমাগম তো দূরের কথা, ম্লেচ্ছভাষা পর্য্যন্ত শিক্ষা করিতে নিষেধবিধি রচিত হইয়াছে। বাস্তবিক পর ভাষা শিক্ষায় পরজাতির আচার ব্যবহার যত দূর অনুকৃত হয়, অন্যরূপে তত দূর হয় না। ম্লেচ্ছ ইংরেজি ভাষা হিন্দুর অনেকটা ধর্ম্মহানি করিতেছে, এ কথা বোধ হয় কাহাকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। মানুষের প্রথম জ্ঞান ও যৌবনের সময় ধর্ম্মনাশের বিশেষ আশঙ্কা, ইংরেজি শিক্ষাটা হিন্দুর পক্ষে ঐ সময়েই ঘটে, সুতরাং স্বধর্ম্মনাশটাও সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয়।

শক, পহ্লব, পারদ, চীন, হুন, যবন প্রভৃতি জাতিরা প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিল, পরে উহারা বাহু রাজাকে হৃতরাজ্য ও বনবাসী করাতে, তাঁহার পুত্র মহারাজ সগর তাহাদিকে যুদ্ধে বধ করিতে উদ্যত হওয়ায়, তাহারা প্রাণভয়ে সগরের কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হয়। বশিষ্ঠ সগরকে বলিলেন, শরণাগতকে নিহত করিতে নাই। আমি উহাদিগকে জীবন্মৃত করিয়া দিতেছি। ইহাতে তোমার প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ হইবে, উহাদিগের প্রাণ রক্ষাও হইবে। এই বলিয়া তিনি সগরকে নিজ অভিপ্রায় জানাইলেন। তখন সগর ঐ সকল ক্ষত্রিয় শত্রুকে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম ও দ্বিজসঙ্গ হইতে পরিভ্রষ্ট করিয়া, বিবিধরূপ দণ্ডচিহ্ন প্রদান করিলেন শকগণের অর্দ্ধশিরোমুণ্ডন, জবন (যবন) ও কাম্বোজগণের সর্ব্বশিরোমুণ্ডন, পারদগণের মুক্তকেশ (খোলাচুল), পহ্লবগণের শ্মশ্রুধারণ করিতে আদেশ দিলেন। অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণকে স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন) বষট্কার হইতে বঞ্চিত করিলেন। উহারা সকলে আত্মধর্ম্ম পরিত্যাগ হেতু ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইল।—
(বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ ৩য় অধ্যায়)

আমার বোধ হয়, ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা যে সময়ে হিন্দুগণকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া, মধ্য এসিয়া, চীন, কাবুল, সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যামদেশ প্রভৃতি রাজ্যে পলায়ন করে এবং তত্তৎ স্থানের ক্ষত্রিয় প্রভৃতি আর্য্য জাতিরা নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, তাড়িতদিগের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, সেই সময়েই ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা উহাদিগকে আর্য্য-জাতিচ্যুত করিয়া, ম্লেচ্ছ করিয়া তুলেন। ঐ ঘটনা লইয়া পুরাণে সগরকর্ত্তৃক শকাদির উল্লিখিত দণ্ড ও ম্লেচ্ছত্ব প্রদান সম্বন্ধীয় উপাখ্যান রচিত হইয়াছে।

রামায়ণ ও মহাভারত উভয় গ্রন্থই ভগবান্ শাক্যসিংহ বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহুকাল পূর্ব্বে রচিত, তবে কি করিয়া বৌদ্ধদের বিষয় ঐ দুই গ্রন্থে স্থান পাইতে পারে? কিন্তু শাক্যসিংহ বুদ্ধদেবের পূর্ব্বেও কল্পভেদে অনেক বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, বৌদ্ধশাস্ত্র সূত্রনিপাতে লিখিত আছে শাক্যসিংহ বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে ভদ্র কল্পের তৃতীয় বুদ্ধের নাম কশ্যপ। শাক্যসিংহ বুদ্ধ, খৃষ্ট জন্মিবার ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র L.L. D., C. I. E. বলেন, রামায়ণ ও মহাভারত তাহার পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল (INDO-ARYANS, Vol. I, p. 19) বাল্মীকীয় রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ডের ১০৯ সর্গে রামচন্দ্র মহর্ষি জাবালিকে বলিতেছেন,—

বৌদ্ধ দণ্ডনীয় যথা তস্করের মত,
নাস্তিক জনেও সেই দণ্ড সুসঙ্গত।

ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে, মহর্ষি বাল্মীকির সময়ের পূর্ব্ব হইতেও ভারতবর্ষে বুদ্ধগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, এবং তাৎকালিক আর্য্যগণের তাড়নায় দেশ ছাড়িয়া বৌদ্ধেরা ভারতবর্ষবহির্ভূত দেশে পলাইয়াছিল।

দ্বিতীয়াংশ সম্পূর্ণ।

তৃতীয় অংশ।

প্রথম অধ্যায়।

শুদ্ধোদন-সৈন্য বৌদ্ধ ও ম্লেচ্ছগণ-নিধন।

সূত কহিলেন শুন পূজ্য মুনিগণ।
অনন্তর ভগবান কল্কি নারায়ণ॥
করবালে ম্লেচ্ছগণে সায়ক সন্ধানে।
অন্য অরিগণে দিলা শমনসদনে॥*
ভূপতি বিশাখযূপ সুমন্ত্র বিশাল।
প্রাজ্ঞ কবি গার্গ্য ভর্গ্য ধরি করবাল॥
বহু বহু ম্লেচ্ছদলে দলিত করিয়া।
একেবারে যমাগারে দিলা পাঠাইয়া॥
কাকাক্ষ কপোতরোমা কাককৃষ্ণ আদি।†
শুদ্ধোদন-সৈন্যগণ সরোষে নিনাদি।
কল্কির সৈন্যের সনে রত হৈল রণে।
দুই দলে ঘোর যুদ্ধ বাধে রণাঙ্গনে॥
রক্তপায়ী জীবগণ হৈল আনন্দিত।
অন্য অন্য প্রাণিগণ প্রাণভয়ে ভীত॥
মাতঙ্গ-তুরঙ্গ-নর-রুধির-ধারায়।
জন্মিয়া অপার নদী প্রবাহিয়া যায়॥
বিকীর্ণ কুন্তলরাশি শৈবাল তাহার।
হাঙ্গর কুম্ভীর তার তুরঙ্গের সার॥
হইল অসংখ্য ধনু তাহার তরঙ্গ।
তীরভূমি হৈল তার যতেক মাতঙ্গ॥
ছিন্ন নরমুণ্ড যত কূর্ম্ম হৈল তার।
রথ যত তরী নরহস্ত মীনাকার॥
এইরূপে কত শত রুধিরবাহিনী।
তটিনী বহিল ঘোর দুন্দুভিগর্জ্জিনী॥*
শৃগাল শকুনিগণ আসিয়া সেথায়।
তৃপ্তিলাভ কৈল মাংস রুধিরধারায়॥
সেরূপ রুধির-নদী করি দরশন।
ধার্ম্মিকগণের মন আনন্দে মগন॥
অশ্বে নরে উষ্ট্রে খরে গজে গজে রণ।
রথে রথে তুমুল সংগ্রাম অনুক্ষণ॥

* অন্য অরিগণে—বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি নাস্তিক শত্রুগণকে।

† কাকাক্ষ—কাকের ন্যায় অক্ষি (চক্ষু) যাহাদের। কপোতরোমা—পায়রার ন্যায় রোম (পালক) যাহাদের। কাককৃষ্ণ—কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ যাহারা।

* তটিনী বহিল ইত্যাদি—প্রাচীন ঋষিকবিগণ অনেক স্থলেই যুদ্ধবর্ণনাকে নদীর সহিত তুলনা করিতেন। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও উপপুরাণে এইরূপ রূপক বর্ণনার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। নিম্নে রামায়ণ হইতে এইরূপ একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

অপার নদীর প্রায় হ'ল রণস্থল,
হত বীরগণ—কূল, রক্তস্রোত জল।
খণ্ডিত আয়ুধরাশি—তরু তীরজাত,
প্লীহা ও যকৃৎ হ'ল—পঙ্ক ঘনীভূত।
সমাক্ষিপ্ত অন্ত্ররাশি—শৈবাল হইল,
ছিন্নশিরঃ—মৎস্যরূপে ভাসিতে লাগিল;
শাদ্বলপ্রদেশ হ'ল—অন্য অঙ্গ সব,
ঘোরতর বীরনাদ—আবর্ত্তের রব।
রক্তমাংসভুক্ গৃধ্র—হংস শোভা পায়,
মেদরাশি—ফেনরূপে বিরাজে তাহায়।
(মৎকর্তৃক পদ্যানুবাদিত বাল্মীকীয় রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড ৫৮ সর্গ)

যোদ্ধাসবাকার মাঝে কেহ ছিন্নকর।
কেহ ছিন্নপদ কেহ বিছিন্নকন্ধর ॥
কেহ কেহ শরঘায় দ্বিখণ্ড হইয়া।
পড়িতে লাগিল ভূমে আছাড় খাইয়া ॥
কোনখানে শরাহত ধূলিবিলুণ্ঠিত।
সৈন্য সবাকার মুখ ধূলিধূসরিত ॥
রক্তাক্ত বসন আর এলায়িত কেশ।
হেরি যেন বোধ হয় সন্ন্যাসীর বেশ ॥
শশব্যস্তে ত্রস্ত হয়ে কেহ বা পলায়।
আহত হইয়া কেহ লুটে পিপাসায় ॥
ফল কথা সেই কালে ধর্ম্মভ্রষ্টগণ।
কিছুতে নিস্তার আর না পায় তখন ॥

ম্লেচ্ছনারীগণের রণরঙ্গিণী বেশে আগমন ও তাহাদিগের প্রতি কল্কির উক্তি।

আপন আপন পতি মরিল সমরে।
ম্লেচ্ছমহিলারা তায় রুষিল অন্তরে ॥
সেই সব ম্লেচ্ছনারী পতিপরায়ণা।
শক্তিমতী রূপবতী পঙ্কজনয়না ॥
তরুণবয়স্কা সবে না মানে বারণ।
কেহ গজে কেহ রথে কৈল আরোহণ ॥
উষ্ট্রে কেহ অশ্বে কেহ কেহ বৃষে চড়ি।
নানা অস্ত্র নিয়া যুদ্ধে আসে দড়বড়ি ॥
কল্কির সৈন্যের সনে করিতে সংগ্রাম।
আইল ধাইয়া যত ললনাললাম ॥
ম্লেচ্ছবালা স্বভাবত পরমা সুন্দরী।
তাহে চারু বেশভূষা অঙ্গের উপরি ॥
শোভার প্রভার তেঁই পরিসীমা নাই।
কোমলে কঠিন ছবি বলিহারি যাই ॥
বলয়ভূষিত করকমলে কেমন।
শোভা পায় খড়্গ শক্তি শর শরাসন ॥
কেবল যে পতিব্রতা নারীরা আইল।
তাহা নহে অন্য ম্লেচ্ছনারীরা ধাইল ॥
স্বৈরিণী পুংশ্চলী অতিকামিনী নারীরা।
আসিল সমরভূমে হইয়া অধীরা ॥

অথবা বেদাদি পাঠে যখন মৃণ্ময়।
ভস্মময় শরীরে প্রভুতা দৃষ্ট হয় ॥
তরুণবয়স্কা ম্লেচ্ছবালারা তখন।
চক্ষে হেরি নিজ নিজ পতির নিধন ॥
কিরূপে নিশ্চিন্ত হয়ে রহিবারে পারে।
ধাইয়া আসিল রোষে রণভূ মাঝারে ॥
পতির নিধন শুনি প্রথমে কাতর।
মৃতপতি হেরি [illegible] ॥
মরি কিম্বা মারি অরি করি হেন পণ।
কল্কিসৈন্য সনে সবে আরম্ভিল রণ ॥
সে সব নারীরে হেরি সেনারা বিস্ময়ে।
হাসিয়া কল্কিরে গিয়া কহে বিবরিয়ে ॥
নারী সবাকার যুদ্ধবাসনা জানিয়া।
সাহচর সৈন্যে কল্কি সত্বর হইয়া ॥
উপস্থিত হৈলা গিয়া তাসবার পাশে।
হেরিলা নারীরা মত্ত সমর-উল্লাসে ॥
বাহনে চড়িয়া সবে নানা অস্ত্র ধরি।
ব্যূহাকারে রহিয়াছে রণভূ ভিতরি ॥
হেন হেরি কল্কি বীর কহিলা তখন।
সদ্বাক্য আমার শুন ম্লেচ্ছনারীগণ ॥
পুরুষ হইয়া যুঝে রমণীর সনে।
হেন ব্যবহার নাহি কভু কোন খানে ॥
যাহা নেহারিলে হয় আনন্দ সঞ্চার।
হেন মুখশশধরে কে করে প্রহার ॥
অপাঙ্গবিক্ষেপ যার অতি মনোহর।
তারারূপ অলি যাহে ভ্রমে নিরন্তর ॥
নববিকসিত রক্তকমল সমান।
সে নয়নে কে পারিবে হানিবারে বাণ ॥
রত্নমালারূপ সর্পে যাহা বিভূষিত।
যাহে হয় কন্দর্পের দর্প বিদলিত ॥
কে হেন পুরুষ সেই কুচশম্ভুশিরে।
প্রহার করিতে পারে হানি তীক্ষ্ণ তীরে ॥
সুলোল অলকজালরূপ সে চকোর।
যার সুধাপানে হেতু হতেছে বিভোর ॥
হেন সেই অকলঙ্ক মুখচন্দ্র'পরি।
কে পারে প্রহার কৈতে বল হে সুন্দরি ॥

সুবিরল লোমজালে যাহা সুশোভিত।
পীনপয়োধরভারে হয়েছে নমিত ॥
সে সুতনু-মধ্যদেশে করিতে প্রহার।
কে হেন কঠিন নর পৃথিবী মাঝার ॥
নয়ন যাহার পানে সুখে চেয়ে রয়।
যাহা কভু কিছুমাত্র দোষাকর নয় ॥
সেই মনোবিমোহন সুঘন জঘনে।
কে পারে প্রহার কৈতে বল শুভদমে ॥
কল্কির বচন শুনি হাসিয়া তখন।
সাদরে বলিল সেই ম্লেচ্ছবালাগণ ॥*

আপনি যখন প্রভু আমাসবাকার।
পতিবধ কৈলে কৈলে মোদেরো সংহার ॥
পতিনিধনের তরে আমরা সকলে।
আইনু সশস্ত্রে সাজি সংগ্রামের স্থলে ॥
কিন্তু কি আশ্চর্য্য হেরি অস্ত্র খরশাণ।
অকর্ম্মণ্য হয়ে করে করে অবস্থান ॥

ম্লেচ্ছরমণীগণের প্রতি মূর্ত্তিমন্ত অস্ত্রশস্ত্রগণের কল্কিশক্তিকীর্ত্তন।

অনন্তর খড়্গ শক্তি শর শরাসন।
শূল যষ্টি তোমরাদি যত অস্ত্রগণ ॥
মূর্ত্তিমান হয়ে সবে সম্মুখে রহিয়া।
বলিল হে নারীগণ শুন মন দিয়া ॥
নিশ্চয় জানিও মোরা তেজের সহিত।
করিতে যাঁহার হিংসা হৈনু উপনীত ॥
নিজে তিনি সর্ব্বেশ্বর আত্মা সর্ব্বময়।
পলকে করেন তিনি সৃষ্টিস্থিতিলয় ॥
যাঁহার নিদেশে করি কার্য্য অনুষ্ঠান।
যাঁহা হৈতে লভি ভিন্ন নাম অভিধান ॥
ভিন্ন ভিন্ন রূপে মোরা যাঁহার নিদেশে।
নির্দ্দেশিত হই সদা কার্য্যব্যপদেশে ॥

* কল্কির বচন শুনি হাসিয়া ইত্যাদি—কল্কির হস্তেই ম্লেচ্ছবালাদের স্বামিগণ যুদ্ধে নিহত হইল এবং স্ব স্ব স্বামিশোকে উহারা শোকাতুর রণরঙ্গিণী-বেশে কল্কির সহিত যুদ্ধ করিতে আসিল। কিন্তু বড় আশ্চর্য্যের কথা, উহারা এমন পূর্ণশোকের সময় হাসিল কেন? কল্কিপুরাণকার কেন এমন অসঙ্গত অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটাইলেন? কিন্তু মানবচরিত্রের অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে পারিলে ইহা অসঙ্গত অস্বাভাবিক বলিয়া আর কাহারই সন্দেহ থাকিবে না। তরুণবয়স্কা রমণীগণ রূপ ও সৌন্দর্য্যের কলের পুতুল। দুই এক জন বাদে, তাহাদিগকে, প্রয়োজন হইলে, সত্যের মাত্রা ছাড়াইয়া, মনভুলান বা মনমজান কথায় রূপ ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে অতিপ্রশংসা করিতে পারিলে, উহারা শোক ভুলিয়া যায়, স্তাবকের বশীভূত পর্য্যন্ত হইয়া পড়ে। ভগবান্ কল্কি এই সকল পতিবিরহবিধুরা ম্লেচ্ছযুবতীকে যেরূপ রূপসৌন্দর্য্যের প্রশংসা-জালে জড়ীভূত করিলেন, আর তাহারা যায় কোথা? সদ্যোজাত পতিশোক লোপ পাইল, শোকের সম্পূর্ণ বিপরীত দৃশ্য দেখা দিল—হাসি। হিন্দুরমণীগণের অপেক্ষা ম্লেচ্ছরমণীগণের চিত্ত এরূপ রূপপ্রশংসায় বেশীর ভাগে আকৃষ্ট হয়; কারণ, তাহারা বিধবা হইলে আবার বিবাহ বা 'নেকা' করে। কল্কিপুরাণকার এইটি বিশেষ বুঝিয়া এই স্থানে তাহার অবতারণা করিয়াছেন। কল্কিপুরাণকারের ন্যায় ইংলণ্ডের মহাকবি সেক্ষপীরও মানব-চরিত্রের এই সূক্ষ্ম ভাবটি বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার "KING RICHARD III." নামক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাটকের ১ম অঙ্কে এই রূপপ্রশংসায় যুবতী রমণীর পতিশোক বিস্মৃত হইয়া পতিঘাতীর প্রতি চিত্তাকর্ষণের একটি জ্বলন্ত দৃশ্য ফুটিয়া আছে। গ্লাউসেষ্টারের ডিউক্ রিচার্ড (ভবিষ্যৎ রাজা তৃতীয় রিচার্ড) রাজা চতুর্থ এড্‌ওয়ার্ড এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ওয়েল্‌সের যুবরাজ এড্‌ওয়ার্ডকে হত্যা করেন। লেডী অ্যান্ (LADY ANNE) যুবরাজ এড্‌ওয়ার্ডের পত্নী। পতিঘাতী গ্লাউসেষ্টারের ডিউক্ রিচার্ড সেই নববিধবা যুবতীর পাণিগ্রহণার্থী হইয়া, কৌশল করিয়া এমনি রূপসৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিলেন, যে, যুবতী তৎক্ষণাৎ পতিশোক বিস্মৃত হইয়া, তাঁহার পত্নী হইতে সম্মত হইলেন। শেষে উভয়ের বিবাহও হইয়া গেল।

রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ গুণময়।
পঞ্চভূত যাঁহার আদেশে বিচরয় ॥*
এই কল্কি সেই মহাপুরুষ মহান।
ইঁহা হৈতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাহি কোন স্থান ॥
সংস্কার স্বভাব কাল দৃষ্টিমাত্রে যাঁর।
সৃষ্ট হয় বুঝিবে কি ক্ষমতা তাঁহার ॥†
যাঁর দৃষ্টে নামরূপা প্রকৃতি হইতে।
মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার সৃষ্ট আচম্বিতে ॥‡

প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট দৃষ্টিমাত্রে যাঁর।
কে পারে বুঝিতে বল ক্ষমতা তাঁহার ॥
যাঁর মায়াবলে হয় সৃষ্টিস্থিতিলয়।
সর্ব্বাদি সর্ব্বান্তে যিনি থাকেন নিশ্চয় ॥*
এই কল্কি সেই জগদীশ্বর মহান।
ইঁহা হৈতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাহি কোন স্থান ॥
ইনি মোর পতি আর আমি এঁর জায়া।
এরা মোর আত্মবন্ধু তনয় তনয়া ॥
এরূপ ভাবনা আর কার্য্য যত এর।
স্বপন সমান কিম্বা ইন্দ্রজাল কের ॥†
ভগবান কল্কিদেবে যারা না সেবয়।
যে সবার পাপ মন রাগদ্বেষময় ॥
মোহবশে স্নেহপাশে বদ্ধ হয় যারা।
এ সংসারে বারম্বার আসে যায় তারা ॥‡

* পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম। এই পঞ্চ ভূতকে পঞ্চ মহাভূতও বলে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চ বিষয় পঞ্চভূতের গুণ।—যথা—

ব্যাধ কয় ভূমি জল তেজ বায়ু শূন্য।
পঞ্চভূত বলি হয় চিরকাল গণ্য ॥
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ পৃথিবীর।
শব্দ স্পর্শ রূপ রস জলগুণ স্থির ॥
শব্দ স্পর্শ রূপ তেজ তিনগুণময়।
শব্দ আর পরশ বায়ুর গুণ হয় ॥
এক মাত্র শব্দগুণ ধরয়ে আকাশ।
পঞ্চভূতে পঞ্চগুণে হয় পঞ্চদশ ॥
(মৎকর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত মহাভারত
বনপর্ব্ব ২১০ অধ্যায়)

পঞ্চ মহাভূত।		পঞ্চ মহাভূতের			গুণ।
১ ক্ষিতি	শব্দ	স্পর্শ	রূপ	রস	গন্ধ
২ অপ্	শব্দ	স্পর্শ	রূপ	রস	০
৩ তেজ	শব্দ	স্পর্শ	রূপ	০	০
৪ মরুৎ	শব্দ	স্পর্শ	০	০	০
৫ ব্যোম	শব্দ	০	০	০	০
সমষ্টি	৫ +	৪ +	৩ +	২ +	১ = ১৫

† সংস্কার, স্বভাব, কাল—অদৃষ্টবিশেষের জনক কর্ম্ম, প্রকৃতি, সময়।

‡ নামরূপা প্রকৃতি—নামরূপ=শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয়; এই পঞ্চ বিষয়ের নাম নামরূপ। প্রকৃতি (মায়া; স্বভাব) এই নামরূপযুক্তা বলিয়া নামরূপা। মহত্তত্ত্ব—চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অন্তর্গত দ্বিতীয় তত্ত্ব। অহঙ্কার—চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অন্তর্গত তৃতীয় তত্ত্ব। মহর্ষি কপিলপ্রণীত সাংখ্যদর্শনে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ও তদুপরি পুরুষ এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সংখ্যা অর্থাৎ গণনা আছে বলিয়া, ঐ গ্রন্থের নাম সাংখ্যদর্শন হইয়াছে। ঐ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব এই,—মূলা প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, ও গন্ধতন্মাত্র এই পাঁচটি তন্মাত্র, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও ঘ্রাণ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়েন্দ্রিয়স্বরূপ মন, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পাঁচটি মহাভূত, আর পুরুষ।—(সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ ৫২ পৃষ্ঠা)

* সর্ব্বাদি সর্ব্বান্তে যিনি ইত্যাদি—যাঁহার আদি ও অন্ত নাই।

† ইন্দ্রজাল—মায়াবিদ্যা, ভেল্কি, ভোজবাজী। ইন্দ্রজালবিদ্যাবলে অবস্তুকে বস্তু বোধ হয়, অথচ উহা কিছুই নহে। সেইরূপ জীব মায়ামোহে মুগ্ধ হইয়া, ইনি আমার পতি, ইনি আমার জায়া, ইনি আমার আত্মীয়, ইনি আমার বন্ধু, ইনি আমার তনয়, ইনি আমার তনয়া ইত্যাদি বলিয়া থাকে, কিন্তু কিছুই কিছু নয়; সমস্তই স্বপ্ন ও ইন্দ্রজালবৎ।

‡ মোহবশে ইত্যাদি—এ স্থলে একটি গূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

"অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥

কাল বা কোথায় আর মৃত্যু বা কোথায়।
যম বা কোথায় কোথা দেব সমুদায়॥
একমাত্র কল্কিদেব মায়ায় আপন।
আছেন করিয়া নানা মূরতি ধারণ॥*

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥"
(ভগবদ্গীতা অষ্টম অধ্যায় ৫।৬ শ্লোক)

অস্যার্থঃ—যিনি অন্তকালে আমাকে স্মরণ করিয়া, কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ইহাতে সংশয় মাত্র নাই। হে কৌন্তেয়! যে ব্যক্তি অন্তকালে যে যে ভাব অর্থাৎ যে যে দেবতা বা যে যে জীবকে তদ্গতচিত্তে স্মরণ করিয়া, দেহ ত্যাগ করেন, তিনি সেই সেই দেবতা বা জীবের ভাব প্রাপ্ত হন।

ভগবানের এই উক্তির ভাবে এই বুঝাইতেছে যে, মানুষ মরিবার সূক্ষ্ম সময়ে যাহা চিন্তা করে, মৃত্যুর পর তাহাই প্রাপ্ত হয়। পৃথিবীর মানুষ পতিপত্নীপিতামাতাপুত্রকন্যা ইত্যাদি পার্থিব আত্মীয় জনগণের মোহ ও স্নেহবশতঃ মৃত্যুকালে তাহাদিগকেই শেষ ভাবনায় ভাবিয়া থাকে, তাই বারম্বার সংসারে (পৃথিবীতে) যাতায়াত করে। মোক্ষার্থী ব্যক্তির উচিত, মৃত্যুকালে সমস্ত পার্থিব চিন্তা ত্যাগ করিয়া, কেবল একমাত্র ভগবানের চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করা। এরূপ করিলে, আর তাহাকে সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া, কষ্টভোগ করিতে হইবে না, অনন্ত কালের জন্য ভগবান্ অনন্তরূপী হরির পাদপদ্মে মিশাইয়া থাকিতে পারিবে।

* যম বা কোথায় ইত্যাদি—এ স্থলের ভাব এই যে, কল্কিরূপী ঈশ্বর একমেবাদ্বিতীয়ম্। অর্জ্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া বলিতেছেন,

"কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ॥
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য
বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥

শুন শুন নারীগণ অস্ত্র মোরা নই।
প্রহার করার শক্তি আমাদের কই॥

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥"
(ভগবদ্গীতা ১১শ অধ্যায় ৩৭—৩৯ শ্লোক)

অস্যার্থঃ—হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! হে মহাত্মন্! পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধ পুরুষগণ কি হেতু তোমাকে নমস্কার না করিবেন? যে হেতু তুমি ব্রহ্মারও আদিকর্ত্তা এবং তাঁহা হইতেও গুরুতর, তুমি সৎ (অর্থাৎ ব্যক্ত), তুমি অসৎ (অর্থাৎ অব্যক্ত), এবং এ উভয়ের মূল কারণ যে পরব্রহ্ম, তাহাও তুমি। হে অনন্তস্বরূপ! তুমি আদিদেব, সনাতন পুরুষ এবং তুমিই এই বিশ্বের একমাত্র কারণ; জ্ঞাতা তুমি, জ্ঞাতব্য তুমি, তুমিই পরমধাম, তুমিই বিশ্বের সর্ব্বত্র বিরাজমান আছ। বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি এবং প্রপিতামহ ব্রহ্মা, সকলই তুমি, অতএব (হে দেব!) আমি তোমাকে সহস্র সহস্র বার প্রণিপাত করি।

উল্লিখিত কয়েকটি শ্লোকে একমাত্র ঈশ্বরই যে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সাধনার্থ ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করেন, এবং কাল, মৃত্যু, যম ও অন্যান্য দেবগণ যে ঈশ্বরব্যতীত স্বতন্ত্র মূর্ত্তি নহে, তাহা অতি স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। কাল, মৃত্যু, যম ও দেবগণ যে ঈশ্বরের মূর্ত্তিভেদ, ভগবদ্গীতা হইতে একটি একটি করিয়া, স্বতন্ত্ররূপে দেখাইতেছি;—

"তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্লাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন॥"
(৯ম অধ্যায় ১৯ শ্লোক)

অস্যার্থঃ—হে অর্জ্জুন! আমিই উত্তাপ প্রদান, বারিবর্ষণ ও বারি আকর্ষণ করিতেছি; আমিই অমৃত, মৃত্যু, সৎ ও অসৎ।

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥"
(৯ম অধ্যায় ২৩ শ্লোক)

অস্যার্থঃ—হে কৌন্তেয়! যাহারা ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারা অবিধিপূর্ব্বক (অর্থাৎ মোক্ষলাভার্থ নহে, পুনর্ব্বার

তবে যে প্রকর্তৃভেদ লোকে করি থাকে।
সে শুধু এ পরমাত্মকৃত ভ্রমপাকে॥

কর্ম্মফলের ভোগ-ইচ্ছা করিয়া) আমারই অর্চনা করে।

"অনন্তশ্চাপি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৄণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥
প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্।
(১০ম অধ্যায় ২৯।৩০ শ্লোক)

অস্যার্থঃ—নাগগণ মধ্যে আমি অনন্ত, যাদোগণের মধ্যে আমি বরুণ, পিতৃগণ মধ্যে আমি অর্য্যমা, নিয়মকারিগণ মধ্যে আমি যম, দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, গণনাকারিগণ মধ্যে আমি কাল, পশুগণ মধ্যে আমি পশুরাজ সিংহ এবং পক্ষিগণ মধ্যে আমি বৈনতেয় গরুড়।

শিবোপনিষৎ নামক ধর্ম্মগ্রন্থেও এ বিষয় পরিস্ফুট আছে। ভগবান্ মহাদেব ভগবতী দুর্গাকে বলিতেছেন,—

"বুদ্ধিশ্চাহমহঙ্কারো বিষয়াশ্চাহমেব হি।
ব্রহ্মা বিষ্ণুর্মহেশোঽহমুমা স্কন্দো বিনায়কঃ॥
ইন্দ্রোঽগ্নিশ্চ যমশ্চাহং নিঋ তির্বরুণোঽনিলঃ।
কুবেরোঽহং তথেশানো ভূর্ভুবঃ স্বর্মহর্জ্জনঃ॥
তপঃ সত্যঞ্চ পৃথিবী চাপস্তেজোঽনিলোঽপ্যহম্।
আকাশোঽহং রবিঃ সোমো নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা॥
প্রাণঃ কালস্তথা মৃত্যুরমৃতং ভূতমপ্যহম্।
ভব্যং ভবিষ্যৎ কৃৎস্নং চ বিশ্বং সর্ব্বাত্মকোঽপ্যহম্॥"
(শিবোপনিষৎ ৫ম অধ্যায় ৭—১০ শ্লোক)

অস্যার্থঃ—আমিই বুদ্ধি, অহঙ্কার, বিষয় সমুদায়; আমিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, উমা, স্কন্দ ও বিনায়ক। আমিই ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিঋ তি, বরুণ, অনিল; আমিই কুবের, ঈশান, ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক ও জনলোক। আমিই তপস্যা, সত্য, পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, রবি, সোম, নক্ষত্র ও গ্রহ সমুদায়। আমিই প্রাণ, কাল, মৃত্যু, অমৃত, ভূত, ভব্য, ভবিষ্যৎ ও সমুদায় বিশ্ব; এইরূপে আমিই সর্ব্বাত্মক।

উল্লিখিত শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য অনুধাবন করিয়া, যিনি কৃষ্ণ (বিষ্ণু) তিনিই শিব, এ কথা বোধ হয় কাহাকে আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। শাস্ত্রেও ইহার যথেষ্ট উদাহরণ আছে। যথা—

"সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণাৎ ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মিকাঃ।
স সংজ্ঞাং যাতি ভগবান্ এক এব জনার্দ্দনঃ॥

কল্কিরে বিনাশ করা দূরে থাক্ আরি।
ভৃত্যেরেও এঁর মোরা বিনাশিতে নারি॥*

ব্রহ্মত্বে সৃজতে চৈব বিষ্ণুত্বে পাতি নিত্যশঃ।
রুদ্রত্বে চৈব সংহর্ত্তা একো দেবস্ত্রিধা স্থিতঃ॥"
(অগ্নিপুরাণ সর্গানুশাসননামাধ্যায়)

"সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণাদেক এব মহেশ্বরঃ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবশ্চেতি সংজ্ঞামাপ পৃথক্ পৃথক্॥"
(কালিকাপুরাণ ১২ অধ্যায়)

"শিবো মে দক্ষিণং স্থানং তিষ্ঠতে বিগতজ্বরঃ।
লোকানাং প্রবরঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বলোকবরো হরঃ॥
তং যে বিন্দন্তি তে দেবি নূনং মামেব বিন্দন্তি।
যে মাং বিন্দন্তি দেবেশি তে বিন্দন্তি শিবং পরং॥
অহং যত্র শিবস্তত্র শিবো যত্র বসুন্ধরে।
অহং তত্রাপি তিষ্ঠামি আবয়োর্নান্তরং ক্বচিৎ॥
শিবং যো বন্দতে ভূমে স হি মামেব বন্দতে।
লভতে পুষ্কলাং সিদ্ধিমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"
(বরাহপুরাণ শালগ্রামক্ষেত্রমাহাত্ম্যবর্ণননামাধ্যায়)

শুন শুন ইত্যাদি—ঈশ্বরই স্বয়ং প্রহার ও সংহার করেন, তবে অন্য লোক ও অস্ত্রশস্ত্রগণ নিমিত্ত মাত্র। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥
তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা
শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥"
(ভগবদ্গীতা ১১শ অধ্যায় ৩২।৩৩ শ্লোক)

অস্যার্থঃ—আমি লোকক্ষয়কর্ত্তা ভয়ঙ্কর কাল, অধুনা, লোকসংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি; পৃথক্ পৃথক্ অনীক মধ্যে অবস্থিত যোদ্ধাগণের মধ্যে তোমা ব্যতিরেকে আর কেহই জীবিত থাকিবে না। এবং যুদ্ধার্থ গাত্রোত্থান কর, যশোলাভ কর, শত্রুগণকে জয় করিয়া, সমৃদ্ধ রাজ্য উপভোগ কর; আমি পূর্ব্বেই ইহাদিগকে নিহত করিয়া রাখিয়াছি; হে সব্যসাচিন্! তুমি নিমিত্তমাত্র হও।

* কল্কিকে বিনাশ করা ইত্যাদি—কল্কি স্বয়ং ঈশ্বর, তাঁহাকে বিনাশ করা কাহার সাধ্য? তা ছাড়া ইঁহার ভৃত্যকেও (ভক্তকেও) বিনাশ করিতে

হরিভক্ত প্রহ্লাদেরে বধিতে যাইয়া।
হিরণ্যকশিপু-ভাগ্যে কি গেল ঘটিয়া॥*

কল্কি কর্ত্তৃক বৌদ্ধ ম্লেচ্ছনারীগণকে মোক্ষদান।

অস্ত্রশস্ত্র সবাকার হেন বাণী শুনি।
স্নেহমোহ ভুলে যত ম্লেচ্ছের কামিনী॥
নিতান্ত বিস্ময়ে সবে কল্কির শরণ।
লইয়া করিল শাস্ত উচাটন মন॥
বৌদ্ধ ম্লেচ্ছনারীগণ জ্ঞান লাভ করি।
পড়িল লুটিয়া কল্কি-চরণ উপরি॥
হেন হেরি পদ্মাপতি কল্কি ভগবান।
হাস্যমুখে তত্ত্বজ্ঞান করিলা ব্যাখ্যান॥
আত্মনিষ্ঠ কর্ম্মযোগ ভক্তিযোগ আর।
নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণ যাহে প্রভেদ-বিচার॥
এ সকল জ্ঞানযোগ উপদেশ যত
কহিলেন নারীগণে কল্কি বীরব্রত॥*
কল্কিমুখে জ্ঞানসুধাধারা করি পান।
লভিল মহিলাদল মুক্তি পরিত্রাণ॥†
ভীমকর্ম্মা কল্কি বীর তুমুল সংগ্রামে।
বৌদ্ধ আর ম্লেচ্ছদলে দিলা যমধামে॥
তাসবার নারীগণে মোক্ষ দান করি।
লাগিলেন বিরাজিতে দিব্য জ্যোতি ধরি॥

বৌদ্ধ ম্লেচ্ছ সবাকার, নিধনঘটন-তত্ত্ব,
সর্ব্বশোকতাপবিনাশন।
সর্ব্বশুভসম্পাদক, হরিভক্তিপ্রদায়ক,
পাপরাশিবিনাশকারণ॥
যেই জন একমনে, প্রত্যহ পড়ে বা শোনে,
এই পুণ্যময় বিবরণ।
তাহার সংসারতাপ, মায়া মোহ বিঘ্ন পাপ,
ঘুচে যায় না হয় জনন॥

পারি না। কারণ ঈশ্বরভক্ত সাক্ষাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ। যথা,—ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—
"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥
* * * * * *
কৌন্তেয় প্রতিজানাহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"
(ভগবদ্গীতা ৯ম অধ্যায়)

অস্যার্থঃ—সমস্ত ভূতে আমার সমভাব, আমার কেহ প্রিয় বা অপ্রিয় নাই, ভক্তিপূর্ব্বক যাহারা আমাকে ভজনা করে, তাহারা আমাতে অবস্থান করে এবং আমিও সেই সকল ভক্তবৃন্দে অবস্থান করি। * * * হে কৌন্তেয়! তুমি নিশ্চয়রূপে জানিবে যে, আমার ভক্ত বিনাশপ্রাপ্ত হয় না।

* হরিভক্ত প্রহ্লাদেরে ইত্যাদি—প্রহ্লাদ স্বতঃসিদ্ধ হরিভক্ত। তিনি পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে অলৌকিক হরিভক্ত হইয়া উঠেন। তাঁহার পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ভয়ঙ্কর হরিদ্বেষী ছিলেন, তাই তিনি বিবিধ উপায়ে স্বীয় পুত্র প্রহ্লাদের প্রাণবধ করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু শেষে ভক্তের ভগবান্ হরি নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন।

* কর্ম্মযোগ—জীবের জন্মগ্রহণ করিয়া সিদ্ধিলাভ ও মুক্তিলাভ করিবার উপদেশ। ভক্তিযোগ—ভক্তি ব্যতীত মুক্তি হয় না, তদ্বিষয়ক উপদেশ। নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণ—যাগযজ্ঞপূজাদি যে কোন কর্ম্ম করিবে, তাহার ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিবে, তদ্বিষয়ক উপদেশ। জ্ঞানযোগ—কর্ম্মাপেক্ষা ধ্যান, ধ্যানাপেক্ষা জ্ঞান মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়, তদ্বিষয়ক উপদেশ।

† মুক্তি—মোক্ষ, নির্ব্বাণ, ব্রহ্মলাভ, ক্ষেম, যোগক্ষেম, জীবের ভববন্ধন হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া ঈশ্বরে মিলিত হওয়া। মুক্তি পাঁচ প্রকার, যথা—
"সালোক্যমপি সারূপ্যং সার্ষ্টিং সাযুজ্যমেব চ।
কৈবল্যং চেতি তাং বিদ্ধি মুক্তিং ভাবিনি পঞ্চধা॥"
(শিবোপনিষৎ ৬২ অধ্যায়)

অস্যার্থঃ—হে ভাবিনি! মুক্তি পঞ্চবিধ। যথা—সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য ও কৈবল্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কল্কির চক্রতীর্থে গমন।

সূত কহিলেন শুন পূজ্য মুনিগণ।
সৈন্যগণ সঙ্গে কল্কি শত্রুনিসূদন ॥
সর্ব্ব বৌদ্ধ ম্লেচ্ছগণে করি পরাজয়।
গ্রহণ করিয়া নানা রত্নধনচয় ॥
কীকট হইতে যাত্রা করিলা তখন।
অনন্তর চক্রতীর্থে করিলা গমন ॥*
ভ্রাতৃগণ আর নিজ জনগণ সনে।
স্নানাদি করিলা সেথা আনন্দিত মনে ॥
হেনকালে হেরিলেন কৃতাঞ্জলি মুনি।
সহসা আসিল সেথা মনে ভয় গণি ॥
দীনভাবে বলিতে লাগিলা মুনিগণ।
রক্ষা কর আমাদেরে কল্কি নারায়ণ ॥
জটাচীরধারী আর অতি ক্ষুদ্রকায়।
বালখিল্য মুনিগণে হেরি এ দশায় ॥
বলিলেন কল্কিদেব শুন মুনিগণ।
কোথা হৈতে ব্যথা পেয়ে কৈলে আগমন ॥
কাহা হৈতে হেন ভয় পেয়েছ সবাই।
প্রকাশ করিয়া সবে বল মোর ঠাই ॥
ইন্দ্র যদি তোমাদের ভয়দাতা হন।
তা হলেও তাঁরে আমি করিব নিধন ॥

কুথোদরী রাক্ষসীর বিবরণ।

কল্কির বচন শুনি মুনিগণ তবে।
নিকুম্ভদুহিতৃবিবরণ কহে সবে ॥*
ওহে বিষ্ণুযশসুত আমাসবাকার।
ভয়ের বৃত্তান্ত তুমি শুন সবিস্তার ॥
রাবণের সহোদর কুম্ভকর্ণ বীর।
নিকুম্ভ তাহার পুত্র বিশাল শরীর ॥†

* চক্রতীর্থ—নৈমিষারণ্যের অন্তর্গত তীর্থ বিশেষ। "লক্ষ্ণৌ নগরের বায়ুকোণে ৪৫ মাইল দূরে গোমতীর বামতটে বিখ্যাত নৈমিষারণ্য। বর্ত্তমান নাম নিমখার। পূর্ব্বগৌরবের কিছুই নাই, কেবল সেই চক্রতীর্থ বর্ত্তমান আছে। এই স্থানে বিষ্ণুর চক্রনেমি শীর্ণ হইয়াছিল। চক্রতীর্থ একটি ষট্‌কোণ সরোবর। ইহার চারিদিকে মন্দির। সরোবরের বিস্তার ৮০ হাত। কুণ্ড হইতে জল উঠিয়া, দক্ষিণ দিকের চৌদ্দ হাত প্রশস্ত গোদাবরী-নালা দিয়া, বাহির হইয়া যাইতেছে। উত্তরে ১১০ ফীট লম্বা, ৪০০ ফীট বিস্তৃত ও ৫০০ ফীট উচ্চ এক কেল্লা।"—(শ্রীযুক্ত পদ্মনাভ ঘোষালের রেলওয়ে ভারতভ্রমণ ৫২।৫৩)

ভগবান্ রামচন্দ্র সীতাকে বনবাস দিবার পর গোমতীনদীতীরস্থ নৈমিষারণ্যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণকে বলিতেছেন,—

নৈমিষ অরণ্য মাঝে গোমতীর তীরে
মম যজ্ঞবাটে সবে আনহ সত্বরে।
বাদক নর্ত্তক নট গায়ক সকলে
আজ্ঞা কর, সবে ত্বরা আসে সেই স্থলে।
শত শত যজ্ঞশীল লোকে নিমন্ত্রণ
করি' আন যজ্ঞবাটে নৈমিষ কানন।
(মৎকর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত বাল্মীকীয় রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড ৯১ সর্গ)

* নিকুম্ভদুহিতৃবিবরণ—নিকুম্ভের দুহিতার (কন্যার) বৃত্তান্ত।

† রাবণ—লঙ্কাধিপতি রাক্ষস বিশেষ। বিশ্রবা বা বিশ্রবা মুনির পুত্র (৩৬ পৃষ্ঠায় 'বিশ্রবা' শব্দের টীকা দেখ) ও পুলস্ত্য মুনির পৌত্র। সুমালী রাক্ষসের কন্যা কৈকসী (মতান্তরে নিকষা) রাবণের মাতা। কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ রাবণের সহোদর, শূর্পণখা সহোদরা। প্রথমে রাবণ, দ্বিতীয়ে কুম্ভকর্ণ, তৃতীয়ে শূর্পণখা ও শেষে বিভীষণ ভূমিষ্ঠ হন। মহর্ষি ভরদ্বাজের কন্যা বরবর্ণিনী বিশ্রবা মুনির জ্যেষ্ঠা মহিষী। তাঁহার গর্ভে ধনাধিপতি কুবেরের জন্ম হয়। বিশ্রবার অপত্য বলিয়া, কুবেরের অপর নাম বৈশ্রবণ। বৈশ্রবণ কুবের রাবণাদির বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। কঠোর তপস্যা করিয়া, ব্রহ্মার নিকট রাবণ নর বানর ব্যতীত অপর সকলের যুদ্ধে অবধ্য হইবার, কুম্ভকর্ণ ছয় মাস অন্তর এক দিন জাগরণ ও অবশিষ্ট সময় নিদ্রালাভ করিবার, এবং ধার্ম্মিক বিভীষণ অমর বর লাভ করেন। ময় দানবের ঔরসে হেমা নাম্নী অপ্সরার গর্ভে মন্দোদরীর জন্ম হয়। ময় দানব রাবণকে সেই

সেই নিকুম্ভের কন্যা নামে কুম্ভোদরী।
বড়ই ভীষণ সেই মহানিশাচরী॥
অর্দ্ধেক আকাশে তার মস্তক উত্থিত।
হেরিলে তাহারে হয় চিত্ত চমকিত॥
সেই নিশাচরী কালকঞ্জের মহিষী।
বিকঞ্জের মাতা, ভয়ে কাঁপে দশ দিশি॥
স্তনদুগ্ধ এবে তার হৈল উচ্ছ্বলিত।
বিকঞ্জেরে স্তন্যদানে-আছয়ে শায়িত॥
হিমাচলে শির আর নিষধ ভূধরে।*
পদ রাখি কুম্ভোদরী ঘুমায় বিভোরে॥

ঘুমায়ে বিকঞ্জে স্তন্য করাইছে পান।
নিশ্বাসের বায়ু তার ঝড়ের সমান॥
সে নিশ্বাসবায়ুবেগে উড়িয়া উড়িয়া।
আসিয়া পড়িনু হেথা দেখহ চাহিয়া॥

কন্যা ও শক্তিশেল নামক ভয়ঙ্কর অস্ত্র প্রদান করেন। সেই শক্তিশেল আঘাতে যুদ্ধস্থলে লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। বৈরোচন দানবের দৌহিত্রী বজ্রজ্বালা কুম্ভকর্ণের পত্নী। গন্ধর্ব্বাধিপতি শৈলূষের কন্যা সরমা ধার্ম্মিক বিভীষণের পত্নী। কালকেয় নামক দৈত্যগণের অধিপতি বিদ্যুজ্জিহ্ব শূর্পণখার স্বামী। রাবণ দিগ্বিজয়কালে কালকেয়গণের সহিত স্বীয় ভগিনীপতি বিদ্যুজ্জিহ্বকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন। অবশেষে রাবণ স্বীয় মাতৃস্বসৃপুত্র (মাসীর পুত্র, মাসতুতা ভাই) খর ও দূষণের উপর শূর্পণখার রক্ষাভার অর্পণ করিয়া, চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের সহিত তাহাকে দণ্ডকারণ্যে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।—(বাল্মীকীয় রামায়ণ উত্তরকাণ্ড)

রাবণসহোদর কুম্ভকর্ণের দুই পুত্র কুম্ভ ও নিকুম্ভ। লঙ্কাসমরে সুগ্রীবের হস্তে কুম্ভ ও হনুমানের হস্তে নিকুম্ভ নিহত হয়।

(বাল্মীকীয় রামায়ণ যুদ্ধকাণ্ড ৭৬।৭৭সর্গ)

* হিমাচল—হিমালয় পর্ব্বত। এই পর্ব্বত ভারতবর্ষের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। পুরাণে ইনি পর্ব্বতরাজ বলিয়া উক্ত। ইহাঁর পত্নী পিতৃগণের কন্যা মেনা (মেনকা), পুত্র মৈনাক, কন্যা গঙ্গা ও উমা। গঙ্গা ও উমা শিবের পত্নী। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণমতে গঙ্গা বিষ্ণুর পত্নী। পুরাণে উক্ত আছে, পূর্ব্বে পর্ব্বতগণ পক্ষবিশিষ্ট থাকাতে যেখানে সেখানে উড়িয়া গিয়া জীবগণের অনিষ্ট সাধন করিত; তাই ইন্দ্রদেব বজ্রপ্রহারে তাহাদের পক্ষ নষ্ট করিয়া অচল করেন। হিমালয়পুত্র মৈনাক পর্ব্বত ইন্দ্রবজ্রে পক্ষনাশভয়ে সমুদ্রগর্ভে মগ্ন হইয়া লুক্কায়িত হন। ইতিমধ্যে আমি একখানি সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম, কোন কোন সমুদ্রগর্ভ মধ্যে এক প্রকার পর্ব্বত আছে, উহা অতি বেগে এক স্থান হইতে অনেক ক্রোশ দূরে আর এক স্থানে চলিয়া যায়। যদি সত্যই এরূপ হয়, তবে দেখিতেছি পর্ব্বতের অচল সচল উভয় নামই চলন হইল। আরও একটি কথা—পর্ব্বত যখন চলিয়া যাইতে পারে, তখন পৌরাণিক ঋষিগণের পর্ব্বত উড়িবার কথা অবিশ্বাস্য নহে। সমুদ্রগর্ভে মৈনাক পর্ব্বত ডুবিয়া থাকিলেও আর দুইটি মৈনাক পর্ব্বতের স্থলে অবস্থিতির উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি মৈনাক শোণ নদের উৎপত্তিস্থান। এই জন্য শোণ নদের অপর নাম মৈনাকপ্রভ। এই মৈনাকের অন্য নাম মৈকাল (Maikal)। অপর মৈনাক চট্টগ্রাম প্রদেশে। হিমালয় পর্ব্বতোৎপন্না নদীগণ,—

প্রাচীন নাম।		আধুনিক নাম।
অলকানন্দা	...	অলকানন্দা।
গঙ্গা	...	গঙ্গা
সরস্বতী	...	সরস্বতী (সরসুৎ)
সিন্ধু	...	সিন্ধু (Indus)
চন্দ্রভাগা (অসিক্নী)		চন্দ্রভাগা (Chenab)
যমুনা (কালিন্দী)		যমুনা (Jumna)
শতদ্রু	...	শতদ্রু (Sutlej)
বিতস্তা	...	বিতস্তা (Jhelum)
ঐরাবতী (ইরাবতী)		ইরাবতী (Ravi)
কুহু	...	কো (Koh) বা কাবুল নদী। (Elliot.)
গোমতী	...	গোমতী (Goomti)
ধূতপাপা	...	ধোবা (Dhoba), এলাহাবাদ প্রদেশে।
বাহুদা	...	মহানন্দা, মালদহের নিকট। (Wilford.)
দৃষদ্বতী	...	কাগার।—(Wilford.)
বিপাশা	...	বিপাশা (Beas)
দেবিকা (সরযূ)	...	ঘর্ঘরা (Gogra)
বক্ষু (চক্ষু)	...	অক্সস্ (Oxus), হিমালয়ের উত্তর বিভাগে।
বিশালা	...	সরস্বতী নদীর শাখা বিশেষ।

পরম সৌভাগ্য এবে আমাসবাকার।
হেরিনু অভয়পদযুগল তোমার॥
রাক্ষসগোচরে কিবা অন্যবিধ ভয়ে।
অনুক্ষণ মুনিগণ তোমার আশ্রয়ে॥
মুনিগণে রক্ষা করা উচিত তোমার।
বিপদসাগরে কল্কি তুমি কর্ণধার॥

কল্কির হিমালয়যাত্রা ও শুভ্রনদীদর্শন।

মুনিগণবাণী শুনি কল্কি ভগবান।
হিমালয় শৈলে কৈলা সসৈন্যে প্রয়াণ॥
পরে হিমালয়-উপত্যকায় যাইয়া।*
এক রাত্রি যাপিলেন সসৈন্য লইয়া॥
পরে সে প্রভাতকালে সৈন্যগণ সনে।
যাত্রার উদ্যোগ কল্কি করিলা যতনে॥
হেন কালে নিরখিলা শঙ্খশশিসম।
শুভ্রবর্ণ নদী এক বহে সুবিষম॥
ভয়ঙ্কর ফেনরাশি করিয়া বিস্তার।
দ্রুতবেগে বহে সেই নদী খরধার॥

প্রাচীন নাম।		আধুনিক নাম।
গণ্ডকী	...	গণ্ডকী (Gundak)
কৌশিকী	...	কুশী, কুরুক্ষেত্রের আর একটি কৌশিকী নদী আছে।
চুলুকা	...	Chaulkoya, কামরূপ প্রদেশে।—(Smith's Geography of India.)
কুণ্ডলা	...	Kundel. ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইতেছে, লক্ষ্মীপুর বিভাগে।
সদানীরা	...	গণ্ডকী ও সরযূ মধ্যে প্রবাহিতা। অমরকোষে ইহার অপর নাম করতোয়া।
সুধামা	...	Suwawan ? অযোধ্যা-প্রদেশের গোণ্ডা (Gonda) বিভাগে প্রবাহিতা।—(Smith's Geography of India)

নিষধ—পর্ব্বত বিশেষ। ইহা ইলাবৃত ও হরিবর্ষের সীমাপর্ব্বত, ইলাবৃতের দক্ষিণে অবস্থিত।—(ভাগবত ৫ স্কন্ধ ১৬ অধ্যায়)

* হিমালয়-উপত্যকায়—হিমালয় পর্ব্বতের নিম্নস্থ ভূমিতলে।

হয়ারোহী গজারোহী রথারোহিগণ।
পদাতিরা হেরি নদী বিস্ময়ে মগন॥
কল্কিরে বেষ্টন করি স্তম্ভিত অন্তরে।
দাঁড়াইল তাড়াতাড়ি আসি থরে থরে॥
যদিও জানেন কল্কি তত্ত্ব সমুদয়।
তথাপি জিজ্ঞাসা কৈলা কহ মুনিচয়॥
এই নদী কোন্ নদী কিসের কারণ।
হইয়াছে দুগ্ধবহা কহ মুনিগণ॥
মুনিগণ কহে শুন কল্কি ভগবান।
হিমালয় এই দুগ্ধনদীজন্মস্থান॥
কিন্তু সে প্রকৃত কথা শুন গুণনিধি।
কুথোদরীস্তনদুগ্ধে এই দুগ্ধনদী॥
এ নদী প্রবল বেগে বাহিত হইয়া।
সাত ঘণ্টা পরে পুন যাবে শুকাইয়া॥
মুনিগণমুখে শুনি এ হেন বচন।
বিস্ময় মানিয়া কহে কল্কিসেনাগণ॥
এ বড় বিচিত্র কথা, অদ্ভুত ব্যাপার।
কুথোদরী রাক্ষসীর স্তনদুগ্ধধার॥
একটি স্তনের দুগ্ধ বিকজে পিয়ায়।
একটি স্তনের দুগ্ধ নদীরূপে ধায়॥
না জানি শরীর তার কত বড় হবে।
বলবীর্য্য কত বা শরীরে তার তবে॥

কুথোদরীর নিদ্রাভঙ্গ ও সসৈন্য কল্কিকে গ্রাসকরণ।

অনন্তর পরাৎপর কল্কি বীরবর।
ঋষিপ্রদর্শিত পথে চলিলা সত্বর॥
কুথোদরী নিশাচরী নিবসে যথায়।*
সৈন্য সনে কল্কি বীর চলিলা সেথায়॥
গিয়া সেথা দেখিলেন ঘনঘটাসমা।
কুথোদরী নিশাচরী বড়ই বিষমা॥

* কুথোদরী—(কুথ + উদরী = কুথোদরী)। কুথ—হস্তীর আস্তরণ (চাদর, পিঠ বস্ত্র), তাহার ন্যায় যাহার উদর সে কুথোদর, স্ত্রীলিঙ্গে রী।

শৈলচূড়ে নিশাচরী থাকিয়া শয়ান।
করাইছে নিজ পুত্রে স্তনদুগ্ধপান॥
মহাবেগে বহে তার নিশ্বাস-পবন।
বহু দূরে উড়ি পড়ে বন্য গজগণ॥
গিরিগুহা ভ্রমে সিংহ আদি পশুচয়।
পুত্র পৌত্র সনে তার কর্ণমাঝে রয়॥
কপিগণ ব্যাধভয়ে হইয়া শঙ্কিত।
কেশমূলে গিয়া তার আছে লুকায়িত॥
শৈলচূড়ে শৈলসমা অদ্ভুতশরীরা।
নিশাচরী হেরি কল্কিসৈন্য দিশাহারা॥
আশঙ্কিত বুদ্ধিহত হয়ে সর্বজন।
রণোদ্যোগ রণবেশ ছাড়িল তখন॥
হেন হেরি কল্কি কহে শুন সেনাচয়।
মম সৈন্যে পদাতিক লোক যত রয়॥
গিরিদুর্গে অগ্নিদুর্গ করিয়া নির্মাণ।*
করুক সতর্ক হয়ে হেথা অবস্থান॥
অশ্বারোহী গজারোহী রথারোহিগণ।
করুক আমার সনে সবে আগমন॥
অতি অল্প সৈন্য নিয়া গিয়া তার পাশ।
নানা অস্ত্র এড়ি তারে করিব বিনাশ॥
এতেক বলিয়া কল্কি নিজ সৈন্যগণে।
পশ্চাতে রাখিয়া গেলা রাক্ষসী-সদনে॥
শরাঘাত করিলেন শরীরে তাহার।
নিদ্রিতা রাক্ষসী জাগে করিয়া চীৎকার॥
বিকট গর্জ্জন তার করিয়া শ্রবণ।
ভুবনের লোক যত কাঁপিল সঘন॥
পড়িল কল্কির সৈন্য মূর্চ্ছিত হইয়া।
বসিল রাক্ষসী ত্বরা বদন মেলিয়া॥
প্রশ্বাস পবনে তবে মুখের ভিতরে।
তথাকার গজ রথ গিলিল সত্বরে॥
সেখানে যতেক লোক বিদ্যমান ছিল।
প্রশ্বাস-পবনে সবে গিলিয়া ফেলিল॥
অজের প্রশ্বাস-বায়ু বহিত যেমন।
উদরে প্রবেশে তার পিপীলিকাগণ॥
সেরূপ অসংখ্য সৈন্য উদরে তাহার।
প্রবেশ করিল ভয়ে করিয়া চীৎকার॥
ভগবান কল্কিদেবো তাহার জঠরে।
পশিলা প্রশ্বাস-বায়ে পলক ভিতরে॥
দেবতা গন্ধর্বগণ সে কাণ্ড হেরিয়া।
হাহাকার করে সবে ব্যাকুল হইয়া॥
মন্ত্র জপে কোন মুনি কেহ দিলা শাপ।
ব্রাহ্মণেরা ভূমে পড়ে পেয়ে পরিতাপ॥
অবশিষ্ট সৈন্যগণ কাঁদিতে লাগিল।
নিশাচর সবাকার আনন্দ বাড়িল॥

কুথোদরী ও বিকঞ্জ-বধ।

মুরারিসূদন কল্কি হরি নারায়ণ।
জগতের এ দুর্দ্দশা করি দরশন॥
নিজেই নিজেরে তবে করিয়া স্মরণ।
জগতের রক্ষাহেতু করিল যতন॥*
রাক্ষসী-উদর মধ্যে কল্কি অবস্থান।
জ্বালিলেন চেলখণ্ড এড়ি অগ্নিবাণ॥†
তার পর চর্ম্মখণ্ড, রথকাষ্ঠ পরে।
প্রজ্বালিয়া করবাল ধরিলেন করে॥‡
দেবরাজ পুরন্দর বজ্র হানি যথা।
ভেদিলা বৃত্রের কুক্ষি কল্কিদেব তথা॥§

* গিরিদুর্গে অগ্নিদুর্গ—পর্ব্বতের গড়ে আগুনের গড়। প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজারা শত্রুপক্ষ হইতে আত্মরক্ষার্থ গিরিদুর্গ, জলদুর্গ, বনদুর্গ, অগ্নিদুর্গ, মৃদ্দুর্গ, শিলাদুর্গ, বালুকাদুর্গ প্রভৃতি নানাবিধ দুর্গ (গড়, কেল্লা) নির্ম্মাণ করাইতেন।

* নিজেই নিজেরে তবে ইত্যাদি—ভগবান্ কল্কি স্বয়ং পরমেশ্বর, ব্রহ্মাণ্ডের সুরাসুর নর আদি সমস্ত প্রাণী কার্য্যসিদ্ধির আশায় তাঁহাকে স্মরণ করেন, কিন্তু তিনি আর কাহাকে স্মরণ করিবেন? এই জন্য জীবের শুভসাধনোদ্দেশে নিজকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত নিজকে নিজেই স্মরণ করিলেন।

† চেলখণ্ড—বস্ত্রখণ্ড।

‡ চর্ম্মখণ্ড—ফলক, ঢাল। রথ-কাষ্ঠ—রথের কাঠ। কুথোদরী ভগবান্ কল্কিকে রথ সমেত গ্রাস করিয়াছিল।

§ বৃত্র—অসুর বিশেষ। ইহার ভ্রাতার নাম

মহাবলে মহাখড়্গ আঘাত করিয়া।
রাক্ষসীর কুক্ষিদেশ ফেলিলা চিরিয়া॥
ভ্রাতৃগণ বন্ধুগণ সৈন্যগণ সনে।
বাহির হইলা কল্কি আনন্দিত মনে॥
অশ্ব রথ গজ কত যোনিরন্ধ্রু দিয়া।
নাসারন্ধ্রু দিয়া কত আসে বাহিরিয়া॥
কর্ণরন্ধ্রু দিয়া কত হইল বাহির।
রুধির বহিল হৈল রাক্ষসী অধীর॥
তথনো সে নিশাচরী হাত পা আছাড়ে।
ছাড়ো ছাড়ো প্রাণ তার তবু নাহি ছাড়ে॥
রক্তাক্তশরীরে তবে কল্কিসেনাগণ।
নানা অস্ত্র হানি তারে করিল নিধন॥
ছিন্নদেহা ছিন্নোদরা ছিন্নগ্রীবা হয়ে।
গর্জ্জিল সে নিশাচরী ধরা কাঁপাইয়ে॥
দশ দিক নভ স্বর্গ সে রবে রবিত।
অঙ্গের আছাড়ে তার শৈল বিচূর্ণিত।
দেখিতে দেখিতে তার ঘটিল মরণ।
জননীমরণে ক্ষুব্ধ বিকঞ্জের মন॥
নিরস্ত্রভুজেই রোষে কল্কিসৈন্য পানে।
ধাইল বিকঞ্জ তবে গভীর গর্জ্জনে॥
গলদেশে দোলে তার গজরাজিহার।
বাজিরাজিবিভূষিত বক্ষোদেশ তার॥
ভুজঙ্গ উষ্ণীষে তার শোভে শিরোদেশ।
অঙ্গুলিগুলাতে তার সিংহ-সমাবেশ॥
সে বেশে বিকঞ্জ বীর কল্কিসেনাগণে।
লাগিল মর্দ্দন কৈতে ভীষণ গর্জ্জনে॥
পঞ্চমবর্ষীয় সেই রাক্ষস-বালকে।
বধিবার তরে কল্কি যোজিলা শরকে॥
পরশুরামের দত্ত ব্রাহ্ম অস্ত্রখান।
টানি ধনু হানে অস্ত্র করিয়া সন্ধান॥
ধাতুতে চিহ্নিত গিরিচূড়ার সমান।
প্রকাণ্ড মুণ্ডটা তার হৈল খান খান॥
রুধিরাক্ত হয়ে মুণ্ড পড়িল ভূতলে।
রাক্ষস বিকঞ্জ মৈল দেখিল সকলে॥

কল্কির হরিদ্বারতীর্থে গমন।

মুনির বচনে, কল্কি বীরবর,
কুথোদরী রাক্ষসীরে।
সুতের সহিত, করিয়া নিধন,
চলিলেন গঙ্গাতীরে॥
তীর্থ হরিদ্বার, শোভে গঙ্গাতটে,
বসে সেথা মুনিগণ।*

বলাসুর। উক্ত সেই ইন্দ্রকর্ত্তৃক নিহত হয়। বৃত্রকে বধ করিবার জন্য দেবগণের অনুরোধে দধীচি মুনি স্বীয় প্রাণত্যাগ করিয়া, অস্থি প্রদান করিয়াছিলেন। বিশ্বকর্ম্মা সেই অস্থিতে বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া, ইন্দ্রকে দিয়াছিলেন। সেই বজ্রের অব্যর্থ আঘাতে বৃত্র নিহত হয়।—(মহাভারত)

* হরিদ্বার—তীর্থ বিশেষ। ইহার অপর নাম হরদ্বার, গঙ্গাদ্বার ও মায়া। এখানে মায়াদেবীর মূর্ত্তি আছে বলিয়া ইহার নাম মায়া হইয়াছে। ইহা সপ্ত মোক্ষদায়িকা পুরীর একটি। "সরধন ত্যাগ করিয়া মুজঃফরনগর পঁহুছিবামাত্র হিমবানের শৃঙ্গ সকল লক্ষিত হইতে থাকিবে। ৮০ ফীট অন্তর ৫ খণ্ডবিশিষ্ট সেতুতে আমরা হিন্দন নদী পার হইয়া হরিদ্বারের ষ্টেসন সাহারনপুরে পঁহুছিলাম। এখানকার অশ্বশালা, পাঁচ সহস্রাধিক বৃক্ষপূরিত বটানিকেল্ গার্ডন্ ও ইংরেজাবাস দর্শনযোগ্য। এ প্রদেশে বিস্তর ইক্ষু উৎপন্ন হয়, এখানকার আঁদারথী মন্দ নহে। এখনও সাহারনপুরের জঙ্গলে ভীমমূর্ত্তি সিংহগণ বিচরণ করে। সাহারনপুর হইতে রুড়কী ১৩ ক্রোশ, ডাকগাড়ী ভাড়া ছয় টাকা, একা তিন টাকা। পঁহুছিতে তিন ঘণ্টা লাগে। রুড়কী খাল ও তন্নিম্নে গঙ্গানীর প্রবাহ দেখিলে ব্রিটিশগণের শিল্প-কৌশলের ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। রুড়কী হইতে হরিদ্বার ১০ ক্রোশ, একা ভাড়া তিন টাকা। হরিদ্বার একখানি সামান্য গ্রাম। এখানে গঙ্গা হিমবানের শিবালিক শ্রেণীকে পার্শ্বে রাখিয়া পার্ব্বতীয় প্রদেশ ত্যাগ করত ভারতের পর্ব্বতশূন্য সমতল প্রদেশে প্রবেশ করিতেছে। ত্যাগমুখে দুই ধারা হইয়া দক্ষিণে প্রবাহিত হওয়াতে উভয়ের মধ্যস্থলে একটি দ্বীপ জন্মিয়াছে। পশ্চিমের ধারার তীরে তীর্থাদি। কিন্তু উভয় ধারা

সেখানে থাকিতে, ইচ্ছা কৈলা চিতে,
শ্রীশ্রী কল্কি নারায়ণ ॥

ত্রিদিব হইতে, দেবতা সকলে,
পুষ্পবরিষণ করে।
মুনিগণ তাঁরে, স্তুতিবাদ করি,
তুষিলেন সমাদরে ॥
স্বজনের সঙ্গে, পুলকিত মনে,
হরিদ্বারে সেই নিশি।
কল্কি ভগবান, করিলা যাপন,
মন ছুটে দশ দিশি ॥
অনন্তর প্রাতে, গাত্রোত্থান করি,
হেরিলেন কল্কি শ্রীক।

বভক্ত হইবার উপরে বিষ্ণুপদ ঘাট। ঘাটের ৩৯ সিঁড়ি, প্রথম ধাপ ২২॥০ হাত ও শেষ ধাপ ৬০ হাত বিস্তৃত। মানসিংহ-কৃত পূর্ব্ব ঘাট ক্ষুদ্র ছিল। শৈব ও বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা স্নানের জন্য বিবাদ করিয়া বহুলোক বিনাশ করে। এজন্য গবর্ণমেণ্ট ১৮১৯ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান ঘাট করিয়া বিষ্ণুচরণ যোজিত করিয়া দিয়াছেন। বিষ্ণুপদ ঘাটে গঙ্গার বিস্তার ৩৭০ হাত। ঘাটের উপর অনেক মন্দির ও ঘর। কিছু দূর দক্ষিণে একটী নদী গঙ্গায় পড়িতেছে। তথায় সর্ব্বনাথ মন্দির। মন্দিরে বুদ্ধের ন্যায় প্রতিমূর্ত্তি। দুই দিকে দুইটী দাঁড়ান ও শুড়াছবি আছে। বেদির গায়ে দুই ধারে চক্র ও সিংহ। এই মন্দিরের কিছু দূর দক্ষিণে ভৈরব মন্দির, তৎপরে মায়াদেবী। মায়াদেবীর মন্দির প্রস্তরনির্ম্মিত, দ্বারে ৯০৫ বর্ষের পাষাণলিপি, অভ্যন্তরে ত্রিমস্তক ৪ হস্ত অসুর-নাশিনী দুর্গা। হস্তে চক্র, ত্রিশূল ও মুণ্ড। নিকটে ৮ হাতবিশিষ্ট শিবমূর্ত্তি ও ষাঁড়। তাহার পর দক্ষিণে মায়াপুর। মায়াপুরের দক্ষিণ হইতে গঙ্গাখাল দক্ষিণ-পশ্চিমে রুড়কী গিয়াছে। খালে ভজনা নদীর মুখ। এই স্থানে নারায়ণ শিলা মন্দির। মন্দিরের এক এক খান ইট চারিদিকে অর্দ্ধ হস্ত ও তিন অঙ্গুলি পুরু। নিকটে ৫০০ হাত সমচতুষ্কোণ বেণ কেল্লা। এ সকল দেখিতে ইচ্ছা না হইলে মায়াপুরের দক্ষিণে খাল আরম্ভের স্থানে খাল পার হইয়া কিছু দূর দক্ষিণে যাইবে। সেখানে পূর্ব্বোক্ত চরা বা দ্বীপের শেষে পূর্ব্বদিকের ধারা হইতে এক ধারা আসিয়া পশ্চিম ধারায় মিলিত হইয়াছে। মিলন-স্থানে জলের বিস্তার দুই সহস্র হাত। ইহার দক্ষিণে সুপ্রসিদ্ধ কনখল তীর্থ। এই স্থানে শিব দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করিয়াছিলেন। এখানে সতীকুণ্ড ও দক্ষেশ্বর শিব আছেন। প্রাচীন মন্দির বটবৃক্ষে ভগ্ন হওয়ায় নূতন মন্দির ১৭৭০ শকে নির্ম্মিত হইয়াছে। অভ্যন্তরে এক নেপাল প্রদত্ত ঘণ্টা। বিষ্ণুপদ ঘাট হইতে কনখল পর্য্যন্ত দেড় ক্রোশ পথ। হরিদ্বারস্থ হিমালয়ের ন্যায় শিবালিক পর্ব্বত, পুরাণে ইহারই নাম কনখলশ্রেণী। কনখল পর্ব্বতের উপর দেখিবার অনেকগুলি বিষয় আছে। যাত্রীরা সচরাচর যে পর্ব্বতে উঠে, তাহার পূর্ব্ব হরিদ্বারের দিকে ঢালু। কিন্তু আলগা মাটি ও প্রস্তরখণ্ড থাকায় সাবধানে উঠিতে হয়। পর্ব্বতের উপর বেদি মধ্যে ৯ হাত উচ্চ এক প্রস্তর-ত্রিশূল প্রোথিত আছে। শূলের উপর চন্দ্র-সূর্য্যমূর্ত্তি ও শূলদণ্ডে গণেশ। নিম্নভাগে পূর্ব্বদিকে কালিকা দেবী ও পশ্চিমে হনুমান মূর্ত্তি। শীতকালে হরিদ্বারে বড় শীত ও বরফ পড়ে। এত শীত যে লোহার জিনিস কিছুকাল স্পর্শ করিলে হাত জ্বালা করে। চৈত্রসংক্রান্তিতে স্নানের কাল। দ্বাদশ বর্ষান্তে বৃহস্পতি কুম্ভরাশি প্রবেশ করিলে বড় মেলা হয়। ১৭৮৮ ও ১৮০০ ইত্যাদি শকে মেলা হইয়াছিল। মেলায় নাগা সন্ন্যাসীর বড় গোল। গবর্ণমেণ্ট সৈন্যসহ সতর্ক থাকেন। ভারতবর্ষীয় রাজগণ ও গুরুর প্রাধান্যানুসারে সন্ন্যাসিগণ বিভক্ত হইয়া স্নান করে। যখন হস্তীর উপরে মহান্ত ও নিম্নে তুষার্দ্দিত দীর্ঘশ্মশ্রু কতক জটাবল্কলধারী, কতক-উলঙ্গ, খাকী, মাধ্বাচারী, রামানুজী, নাগা আদি ভারতের অসংখ্য সম্প্রদায়গণ বর্ণছত্র, চামর ও পতাকাদি লইয়া দলে দলে গুরুর পার্শ্বে চীৎকার করিতে করিতে হরিদ্বারের অপ্রশস্ত পথ দিয়া বিষ্ণুপদ ঘাটে গমন করিতে থাকে ও যখন উভয় পার্শ্বে গবর্ণমেণ্টের সহিত রক্ষকগণ সাবধানে লক্ষ করিতে থাকে, তখন মনে কি অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। কতকগুলা হরে হরে বম্ বম্ করিতে করিতে গিয়া জলে পড়িল। তাহার পর আর এক দল হরে নারায়ণ হরে নারায়ণ করিতে করিতে অগ্রসর হইল। আর এক দল জয় শিব শম্ভো জয় শিব শম্ভো করিয়া আসিতে লাগিল। প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এইরূপ ভীড় থাকে। হরিদ্বারের নিকট মাঠ ও পর্ব্বত না থাকিলে এই সকল অসংখ্য সৈনিক ও সন্ন্যাসীর বাসস্থান পাওয়া ভার হইত।—(রেলওয়ে ভারত-ভ্রমণ ১০০।১০১। ১০২ পৃষ্ঠা।)

বহু বহু মুনি, আসি গঙ্গাস্নানে,
পূরিছে গঙ্গার তীর ॥
নিজে বিষ্ণু আর, আত্মরূপ নিজ,
দরশন-বাসনায়।
সেই সব মুনি, সমাগত হয়ে,
অপেক্ষিছে কিনারায় ॥
হরিদ্বারস্থিত, গঙ্গাতট-পাশে,
পিণ্ডারক বনমাঝে।*
কল্কি ভগবান, স্বজনের সনে,
তুষ্টচিতে সুবিরাজে ॥
প্রাণমনোলোভা, ভাগীরথী-শোভা,
দেখিতেছিলেন তীরে।
হেনকালে সেথা, আরো বহু মুনি,
আসিলা দেখিতে তাঁরে ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

মুনিগণের কল্কিস্তব।

সূত কহিলেন শুন পূজ্য মুনিগণ।
অনন্তর ভগবান কল্কি নারায়ণ ॥
সুখাগত সেই সব মহামুনিগণে।
নিরখিয়া সৎকারিলা বিশেষ যতনে ॥
পরে তাঁরা সুখাসীন হইলে আসনে।
বলিতে লাগিলা কল্কি বিনীত বচনে ॥
ওহে মহামুনিগণ তোমাসবাকার।
শরীর সূর্য্যের মত তেজের আধার ॥
নিয়ত তোমরা রত তীর্থপর্য্যটনে।
ত্রিলোকের হিতে রত তোমা সর্ব্বজনে ॥
আমার সৌভাগ্যবশে হেথা আগমন।
কে তোমরা বল মোরে সবে বিবরণ ॥
যবে মোর প্রতি সবে হৈলে কৃপাবান।
সে কালে আমার ভাগ্যে মঙ্গলবিধান ॥
পুণ্যবান ভাগ্যবান যশস্বী বিশেষ।
মোর চেয়ে আজি কারে হয়ে সমাদেশ ॥
বিষ্ণুরে সাগরতীরে যথা সুরগণ।*
মুনিরা কল্কিরে তথা কহিলা বচন ॥
অত্রি বামদেব ভৃগু কণ্ব পরাশর।
অশ্বত্থামা কৃপ দ্রিত রাম মুনিবর ॥
বশিষ্ঠ গালব দেবপ্রমিতি দেবল।
অঙ্গিরা নারদ মুনি দুর্ব্বাসা প্রবল ॥†

* পিণ্ডারক—প্রভাস তীর্থের সমীপবর্ত্তী সমুদ্রে পিণ্ডারক নামে অপর একটি তীর্থ আছে।

* সাগরতীরে—ক্ষীরোদ সাগরের তীরে।

† অত্রি—সপ্তর্ষির মধ্যে একজন। ব্রহ্মার মানস পুত্র; পত্নীর নাম অনুসূয়া। পুত্রগণের নাম সোম (চন্দ্র), দত্তাত্রেয় ও দুর্ব্বাসা। ইনি সস্ত্রীক কুলাদ্রি পর্ব্বতে ১০০ বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। ইনি বৈণ্য রাজার যজ্ঞে অর্থলালসায় গমন করিয়া, তাঁহাকে ঈশ্বরসদৃশ স্তুতি করিয়াছিলেন এবং তত্রস্থ পণ্ডিতাদিগকে তদ্বিষয়ের ঔচিত্য বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ইনি সংহিতাকারগণের মধ্যে একজন। ইঁহার প্রণীত সংহিতার নাম অত্রিসংহিতা। অত্রিসংহিতার অধ্যায়-বিভাগ নাই; কিন্তু ইহা ক্ষুদ্র গ্রন্থ নহে। ইঁহার মতে তিন বেদ, তিন অগ্নি, তিন লোক ও তিন আশ্রম।—(বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, মহাভারত)

বামদেব—মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র।—(রামায়ণ)

ভৃগু—ব্রহ্মার পুত্র, মুনিবিশেষ। ইনি দশ জন প্রজাপতির এক জন। ইনি ধনুর্ব্বেদবিদ্যার প্রবর্ত্তক। ইনি দক্ষকন্যা খ্যাতিকে বিবাহ করিয়াছিলেন।—বিষ্ণুপুরাণ) কোন সময়ে অসুরগণ ভৃগুপত্নীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে, অসুরনাশার্থ নিক্ষিপ্ত বিষ্ণুর চক্রে ভৃগুপত্নীর মস্তক খণ্ডিত হয়, তাহাতে ইঁহার শাপে নারায়ণ রাম অবতারে পত্নীবিয়োগদুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন। ইনি কোন সময়ে ক্ষত্রিয় বীতহব্যকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। এক সময়ে অগ্নি সন্ধান বলিয়া দেওয়াতে পুলোম নামক দৈত্য ইঁহার গর্ভবতী পত্নী পুলোমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে গর্ভস্থ শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া, পুলোম দৈত্যকে ভস্মীভূত করেন। সেই পুত্রের নাম চ্যবন। অগ্নির দোষে পত্নীহরণ হইয়াছিল বলিয়া ভৃগু মুনি অগ্নিকে "সর্ব্বভক্ষ হও" বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন।—(মহাভারত, আদিপর্ব্ব)

তা ছাড়া নিরতব্রত অন্ত মুনিগণ।
দেবাপি মরুরে অগ্রে করিয়া স্মরণ॥
কহিলেন কল্কিদেবে ওহে ধর্ম্মব্রত।
সকলেরি মনোভাব তুমি অবগত॥

কণ্ব—পুরুবংশীয় অপ্রতিরথের পুত্র। ইঁহার পুত্রের নাম মেধাতিথি। ইনি কণ্বগোত্রীয়গণের আদি এবং শুক্লযজুর্ব্বেদী ছিলেন। ইঁহার আশ্রম মালিনী নদীতীরে অবস্থিত ছিল। ইনি মহারাজ দুষ্মন্তের পত্নী শকুন্তলার পালক পিতা।—(ভাগবত, মহাভারত)

পরাশর—শক্তি মুনির পুত্র; অদৃশ্যন্তীগর্ভসম্ভূত। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের পিতা। ইঁহার পিতা মহর্ষি শক্তি, রাক্ষসরূপী কল্মাষপাদ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছিলেন, তজ্জন্য ইনি রাক্ষসসত্র (রাক্ষসনাশ যজ্ঞ) করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহার পিতামহ বশিষ্ঠ সেই অধ্যবসায় হইতে ইঁহাকে বিরত করেন। ইনি মহর্ষি পুলস্ত্যের নিকট বিষ্ণুপুরাণ শ্রবণ করিয়া মৈত্রেয় মুনির নিকট বর্ণন করেন। ইনি সাম ও ঋগ্বেদের মুনি। ইঁহার প্রণীত একখানি সংহিতা বর্ত্তমান আছে। বেণ্টলি সাহেবের মতে ইনি খ্রীঃ পূঃ ৫৭৫ অব্দে, বুকনানের মতে খ্রীঃ পূঃ ১৩০০ অব্দে এবং উইল্‌ফোর্ডের মতে খ্রীঃ পূঃ ১৩৯১ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু যখন কহলন পণ্ডিত রাজতরঙ্গিণীতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-সময় কলের্গতাব্দ ৬৫৩ বর্ষে সংঘটিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং ঐ যুদ্ধের উভয়পক্ষীয় কুরু-পাণ্ডবেরা পরাশরের প্রপৌত্র, তখন পরাশর অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ ২,৫০০ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। ইনি অবিবাহিতা সত্যবতীর গর্ভে ব্যাসদেবকে উৎপাদন করেন।—(মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ)

অশ্বত্থামা—৬ পৃষ্ঠায় 'দ্রোণি' শব্দের টীকা দেখ।

কৃপ—৬ পৃষ্ঠায় 'কৃপ' শব্দের টীকা দেখ।

ত্রিত—মহর্ষি গৌতমের পুত্র। ইঁহার একত ও দ্বিত নামে আর দুই জন ভ্রাতা ছিলেন। ইঁহারা সকলেই অতি তেজস্বী ও মহাতপা ছিলেন। ইনি কর্ম্ম ও অধ্যয়নের গুণে অপর ভ্রাতৃদ্বয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মহাভাগ মহর্ষিগণ ইঁহার গুণগ্রামদর্শনে ইঁহাকে গৌতমের ন্যায় পূজা করিতেন। কোন সময়ে ইঁহার ভ্রাতৃগণের অনুরোধে যজ্ঞার্থ পশুসংগ্রহার্থে উঁহাদের সহিত গ্রামান্তরে প্রস্থান করেন। পরে পশুসংগ্রহ করিয়া, প্রত্যাগমন সময় ইঁহার ভ্রাতৃদ্বয় পশুলোভে, ইঁহাকে অরণ্যে ফেলিয়া, পশু লইয়া পলায়নপর হয়। এমন সময়ে এক বৃক ইঁহার সম্মুখীন হইলে, ইনি ভয়ে যেমন ধাবমান হইবেন, অমনি তৎক্ষণাৎ একটা কূপে পতিত হইলেন। ঐ কূপ তৃণলতাসঙ্কুল ও অতি গভীর। ইনি তন্মধ্যে পতিত হইয়া, সোমযাগ আরম্ভ করিলেন। ইঁহার কূপস্থ যজ্ঞে দেবগণ স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। দেবগণের বরে ইনি কূপ হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইলেন এবং সেই কূপে সরস্বতী নদীর আবির্ভাব হইল। সেই স্থান উদপান তীর্থ নামে অভিহিত হইল। সেই তীর্থের জল পানে সোমপানের ফল লাভ হয়। ইঁহার শাপে ইঁহার ভ্রাতৃগণ বৃকরূপ ধারণ করিয়া, অরণ্যে প্রস্থান করিল।—(মহাভারত, শল্যপর্ব্ব ৩৬ অধ্যায়)

রাম—৬ পৃষ্ঠায় 'রাম' শব্দ ও ৯ পৃষ্ঠায় 'জমদগ্নি' শব্দের টীকা দেখ।

বশিষ্ঠ (বসিষ্ঠ)—ব্রহ্মার মানস পুত্র,ঋষি বিশেষ। ইনি ঋগ্বেদের অনেকগুলি সূক্তের রচয়িতা। ইনি বরুণের নিকট অনেক তত্ত্বোপদেশ প্রাপ্ত হন। ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণের কুলগুরু। বিশ্বামিত্রের সহিত ইঁহার বহু বিবাদ হয়। কোন সময়ে বিশ্বামিত্র ইঁহাকে লতাপাশে বদ্ধ করিয়া, নদীজলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। স্রোতোবেগে ইঁহার পাশ মুক্ত হওয়াতে, সেই নদীর নাম বিপাশা হয়। বিশ্বামিত্র ইঁহার শত পুত্র বধ করিলেও ইনি তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হন নাই, বরং পুত্রশোকে আত্মজীবন নষ্ট করিবার জন্য হিমালয় পর্ব্বতে উঠিয়া হৈমবতী নাম্নী নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত নদী ব্রহ্মহত্যার ভয়ে শত দিকে দ্রুতবেগে ছুটিয়া পলাইয়াছিল বলিয়া, উহার নাম শতদ্রু হয়। ইনি কোন সময়ে সৌদাস (কল্মাষপাদ) রাজার উপর কুপিত হইয়াছিলেন। ইঁহার পুত্রগণের মধ্যে শক্তির পুত্র পরাশর, পরাশরের পুত্র ব্যাসদেব।—(বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত)

গালব—একজন ঋষি। ইনি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের শিষ্য। ইনি শিক্ষা সমাপ্তির পর গুরুদক্ষিণার কথা উল্লেখ করিলে, বিশ্বামিত্র আট শত শ্বেত অশ্ব প্রার্থনা করিলেন; এবং বলিলেন, ঐ অশ্ব সকলের প্রত্যেকেরই এক একটি কর্ণ কৃষ্ণবর্ণ হইবে। ইনি অশ্বের জন্য গরুড়ের পরামর্শে প্রতিষ্ঠানেশ্বর যযাতির নিকট গমন করিলেন।

এই যে অসীম বিশ্ব তুমিই ইহার । স্থষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের একমাত্র হেতু ।
অদ্বিতীয় পরমেশ সর্ব্বলোকাশ্রয় ॥ পরাৎপর পরমাত্মা তুমি ধর্ম্মসেতু ॥

যযাতি অশ্ব প্রদানে অক্ষম হইয়া, স্বীয় কন্যা মাধবীকে দান করেন। ইনি ক্রমে সেই কন্যাকে অযোধ্যানাথ হর্য্যশ্ব, কাশিরাজ দিবোদাস এবং ভোজপতি উশীনরের সহিত বিবাহ দেন। ঐ কন্যা-গর্ভে প্রত্যেকের এক একটি পুত্র হইলে, তাঁহারা প্রত্যেকে দুই শত করিয়া ঐরূপ অশ্বদান করেন। ইনি ঐ ছয় শত অশ্ব এবং সেই কন্যাকে লইয়া বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করেন। বিশ্বামিত্র আদ্যন্ত সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, আট শত অশ্বের পরিবর্ত্তে ঐ কন্যা ও ছয় শত প্রার্থিত অশ্ব পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন। পরে তিনি ঐ কন্যার গর্ভে অষ্টক নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। অনন্তর ঐ কন্যা পিতৃগৃহে প্রত্যর্পিতা হইয়াছিলেন। গালবের বরে ঐ কন্যা চিরযৌবনা ছিলেন এবং পুত্রচতুষ্টয় উৎপাদনেও তাঁহার কন্যাভাব দূষিত হয় নাই।—(WILSON'S WORKS, Vol. XI., p. 225) ইনি নারদের নিকট অনেক উপদেশ লাভ করিয়া, তপস্বীর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করেন। গরুড়ের সহিত ইহাঁর বিশেষ বন্ধুতা ছিল।—(মহাভারত) ইনি চন্দ্রহাস (চন্দ্রহংস) রাজার অন্যতর শ্বশুর মহারাজ কৌন্তলকের পুরোহিত।—(জৈমিনি-ভারত)

দেবপ্রতিজ্ঞ—ইনি কোন্ মুনি ঠিক্ বলিতে পারিলাম না। মহাভারত আদিপর্ব্বে প্রমতি নামে একজন ঋষির উল্লেখ আছে। তিনি রুরুর পিতা ও স্থূলকেশ মুনির পালিতা কন্যা প্রমদ্বরার শ্বশুর।

দেবল—পাণ্ডবগণের পুরোহিত ধৌম্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।—(মহাভারত আদিপর্ব্ব ১৮৩ অধ্যায়) মহর্ষি অসিতের পুত্র। রম্ভাশাপে অষ্টাবক্র হইয়াছিলেন।—(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

অঙ্গিরা—ব্রহ্মার পুত্র, প্রজাপতি ঋষি। ইহার পত্নীর নাম শ্রদ্ধা। তাঁহার গর্ভে ইহার রাকা প্রভৃতি চারিটি কন্যা এবং বৃহস্পতি ও উতথ্য নামে দুই পুত্র হয়। স্থলবিশেষে ইহাকে কশ্যপের পুত্র বলা হইয়াছে। ইনি অঙ্গিরস-সংহিতার রচয়িতা।—(পুরাণ)

নারদ—দেবর্ষি। ইনি ব্রহ্মার মানস পুত্র। ব্রহ্মার কণ্ঠদেশ হইতে উৎপন্ন। ইনি পরম হরিভক্ত। ভাগবতমতে ইনি ভগবানের তৃতীয় অবতার।

"ইহার মস্তকে জটাভার; পরিধানে স্বর্ণচীর, করে হেমদণ্ড কমণ্ডলু ও অতি বিচিত্র কচ্ছপী বীণা" মহাভারত শল্যপর্ব্বে ইহার এইরূপ মূর্ত্তি বর্ণিত আছে, কিন্তু হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে ইহাঁর বীণার নাম মহতী। সঙ্গীত শাস্ত্রেও তাহাই বলে। কচ্ছপী বীণা সরস্বতী দেবীর। কচ্ছপী বীণার অপভ্রংশ কচ্ছুয়া সেতার এবং উহা সচলঠাট। মহতী বীণা বর্ত্তমান বীণ; উহার উপরে নীচে দুই তুম্বী এবং উহা অচলঠাট।

দুর্ব্বাসা—অত্রি মুনির পুত্র, শিবাংশসম্ভূত। ইনি অতি কোপনস্বভাব। ইনি ঔর্ব্ব মুনির কন্যা কন্দলীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহ সময়ে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, পত্নীর শত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। তদনুসারে ইনি শত অপরাধের পর পত্নীকে শাপানলে ভস্মীভূত করেন। কন্যাশোকার্ত্ত ঔর্ব্ব ইহাঁকে "হতদর্প হইবে" বলিয়া, শাপ প্রদান করেন। তদনুসারে ইনি মহারাজ অম্বরীষের নিকট হতদর্প হন। একদা ইনি ভ্রমণ করিতে করিতে কোন অপ্সরার হস্তে এক ছড়া সন্তানক পুষ্পমালা দর্শন করিয়া, তাহার নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া লন। ঐ মালা ইনি ইন্দ্রকে অর্পণ করেন। ইন্দ্র ঐরাবত-মস্তকে ঐ মালা রক্ষা করিলে, ঐরাবত ঐ মালা ভূতলে নিক্ষেপ করে। তাহাতে ইহাঁর শাপে ইন্দ্র শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। ইহাঁরই শাপে শকুন্তলা, দুষ্মন্তকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হন। ইনি কুন্তিভোজ-গৃহে কুন্তীর পরিচর্য্যায় তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে যে মহামন্ত্র দান করেন, তৎপ্রভাবেই পাণ্ডবগণের জন্ম হয়। ইনি রাধিকাকে প্রকৃতি জানিয়া, বৃষভানু রাজার নিকট অনেক প্রশংসা করেন। ইনি শ্বেতকি রাজার দীর্ঘসত্রে যাজনক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইনি দুর্য্যোধনের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, দৈবনে দ্রৌপদীর ভোজনের পর ভোজন করিতে গিয়াছিলেন। শেষে শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে, পূর্ণোদর হইয়া লজ্জিতবদনে দশ সহস্র শিষ্যের সহিত স্বীয়াশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। একদা ইনি ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের আতিথ্যগ্রহণ করেন। ইনি উন্মত্তবৎ ছিলেন, ইহার কখনও কোন কার্য্যের ব্যবস্থা ছিল না, কোন দিন বহু লোকের ভোজ্য ভোজন করিতেন, কোন দিন

কাল কার্য্য গুণ রূপ আত্মক্রিয়া আর।
তুমিই করেছ প্রভু স্বেচ্ছায় প্রসার॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণে পাদপদ্ম তব।
অবিরত সেবা করে, তুমি সর্ব্বধব॥
এ হেতু হে পদ্মানাথ আমাসবা প্রতি।
সুপ্রসন্ন হও আজি এই সে মিনতি॥

মরু রাজার স্বীয় সূর্য্যবংশবর্ণন।

মুনিমুখে স্তুতিবাণী করিয়া শ্রবণ।
কহিলেন জগন্নাথ কল্কি নারায়ণ॥
কহ মোরে মুনিগণ তোমাসবাকার।
অগ্রভাগে এ দুই পুরুষ কোথাকার॥
মহাসত্ব দুই জন তপস্যানিরত।
কারা এঁরা কহ মোরে ওহে তপোব্রত॥
মুনিগণে হেন কহি কল্কি পুনরায়।
সে দুই পুরুষে কহে মধুর কথায়॥
তোমরা দুজনে স্তব করি কি কারণ।
আসিলে হেথায়, কহ কি নাম ধারণ॥
কল্কির বচন শুনি মরু মহীপতি।
করযোড়ে হৃষ্টমনে করিলা প্রণতি॥
বিনীত বচনে নিজ বংশপরিচয়।
দিলেন এরূপে ওহে হরি দয়াময়॥
পরমাত্মা তুমি প্রভু হৃদয়ে সবার।
অনুক্ষণ অবস্থিতি আছয়ে তোমার॥
কিছু অবিদিত প্রভু কভু তব নাই।
তোমার আদেশে তবু বলি হে গোসাঁই॥
তব নাভিপদ্ম হৈতে ব্রহ্মার উদ্ভব।
মরীচি ব্রহ্মার পুত্র হে কৃষ্ণ কেশব॥*
মরীচি মুনির পুত্র মনু ভগবান।
ইক্ষ্বাকু মনুর পুত্র তেজস্বী ধীমান॥
যুবনাশ্ব মহীপতি ইক্ষ্বাকুর সুত।
মান্ধাতা তাঁহার পুত্র মহাবলযুত॥

অন্নমাত্র ভক্ষ্য ভোজন করিয়াই ভোজন ত্যাগ করিতেন। এক দিন উত্তপ্ত পায়স ভোজন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, "এই পায়স আপনার সর্ব্বাঙ্গে লেপন করুন।" তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা করিলেন। কেবল ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি বশতঃ পদতলে পায়স লেপন করিলেন না। তখন ইনি রুক্মিণীর দেহে পায়স লেপন করিয়া, তাঁহাকে রথে যোজনা করিয়া, সেই রথে আরোহণ পূর্ব্বক রুক্মিণীকে কশাঘাত করিতে লাগিলেন। রুক্মিণী যথাশক্তি রথ আকর্ষণ করিয়া, যখন ক্লান্ত হইলেন, তখন ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া, রথ হইতে অবতীর্ণ হওত দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থানোন্মুখ হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ ইহঁার প্রসাদন করিলে ইনি বলিলেন, "বাসুদেব! তুমি ক্রোধজিৎ। আমার বরে তুমি ও রুক্মিণী সর্ব্বলোকের প্রিয় হইবে। তুমি পদতলে পায়স লেপন কর নাই, তজ্জন্য আমি বড়ই অপ্রীত হইয়াছি। যাহা হউক, পদতল ব্যতীত তোমার সর্ব্বদেহ অভেদ্য হইল।" ইহঁারই শাপে শাম্ব যদুবংশক্ষয়কর মুষল প্রসব করিয়াছিলেন।—(মহাভারত আদি, বন. ও অনুশাসন পর্ব্ব; ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, পদ্ম, বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণ, ভক্তমাল, শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত)

* মরীচি—ব্রহ্মার মানস পুত্র ঋষি বিশেষ। ইনি দক্ষকন্যা সম্ভূতিকে বিবাহ করেন। কল্কি-পুরাণের মতে মরীচির পুত্র মনু, কিন্তু পুরাণভেদে ইহার প্রভেদ দৃষ্ট হয়। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি; ১ ব্রহ্ম, ২ ব্রহ্মা, ৩ মরীচি, ৪ কশ্যপ, ৫ বিবস্বান্ (সূর্য্য), ৬. মনু।—(বাল্মীকীয় রামায়ণ বালকাণ্ড ৭০ সর্গ) ১ ব্রহ্মা, ২ মরীচি, ৩ কশ্যপ।—(মহাভারত আদিপর্ব্ব ৬৫ অধ্যায়) ১ ব্রহ্মা, ২ মরীচি, ৩ কশ্যপ, ৪ অঙ্গিরা, ৫ প্রচেতা (বরুণ), ৬ মনু।—(বঙ্গীয় বাল্মীকীয় রামায়ণ ৭৬ সর্গ) ১ ব্রহ্মা, ২ দক্ষ, অদিতি (কন্যা), ৪ সূর্য্য, ৫ মনু।—(বিষ্ণুপুরাণ ৪ অংশ ১ অধ্যায়) ১ নারায়ণ, ২ ব্রহ্মা, ৩ মরীচি, ৪ কশ্যপ, ৫ বিবস্বান্, ৬ মনু।—(পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড ৪ অধ্যায়) ১ ব্রহ্ম, ২ ব্রহ্মা, ৩ মরীচি, ৪ কশ্যপ, ৫ বৈবস্বত (মনু), মনু-পিতা বিবস্বানের উল্লেখ নাই।—(হরিবংশ ১ অধ্যায়) এই তো প্রথমেই গোলযোগ, তার পর বংশাবলীর শেষ পর্য্যন্তও রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলির পরস্পরের সহিত পরস্পরের ঐক্য নাই। চন্দ্রবংশ সম্বন্ধেও ঐরূপ গোলযোগ। বাহুল্যভয়ে এ স্থলে

পুরুকুৎস নামে পুত্র জন্মে মান্ধাতার।
পুরুকুৎসসুত অনরণ্য বলাধার॥
অনরণ্যসুত ত্রসদস্যু মহাশয়।
ত্রসদস্যু ভূপতির হর্য্যশ্ব তনয়॥
হর্য্যশ্ব রাজার পুত্র ত্র্যরুণ ভূপতি।
ত্রিশঙ্কু ত্র্যরুণপুত্র অদ্ভুত শকতি॥
মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ত্রিশঙ্কুর সুত।
হরিত তাঁহার পুত্র বহুগুণযুত॥
হরিত রাজার পুত্র ভরুক ধীমান।
ভরুকের পুত্র বৃক মহাবীর্য্যবান॥
বৃকের নন্দন হন সগর ভূপতি।
অসমঞ্জা তাঁর পুত্র শুন মহামতি॥
অংশুমান হন অসমঞ্জার কুমার।
দিলীপ তাঁহার পুত্র ধর্ম্মের আধার॥
দিলীপ রাজার পুত্র ভগীরথ ধীর।
যত্নে তাঁর ভূমাঝারে বহে গঙ্গানীর॥
ভগীরথ গঙ্গারে আনিলা ভূমিতলে।
গঙ্গারে সকলে তেঁই ভাগীরথী বলে॥
তব পদাম্বুজ হৈতে গঙ্গার উদ্ভব।
তেঁই সে ইঁহার সবে করে পূজা স্তব॥
ভগীরথ ভূপতির পুত্র হন নাভ।
নাভপুত্র সিন্ধুদ্বীপ প্রবল প্রতাপ॥
সিন্ধুদ্বীপ ভূপালের অযুতায়ু সুত।
ঋতুপর্ণ পুত্র তাঁর বহুগুণযুত॥
ঋতুপর্ণ ভূপতির সুদাস তনয়।
সৌদাস সুদাসসুত মহাবলময়॥
মহারাজ সৌদাসের কুমার অশ্মক।
মহারাজ অশ্মকের কুমার মূলক॥
মূলক রাজার পুত্র দশরথ নাম।
এড়বিড় পুত্র তাঁর পূর্ণ গুণগ্রাম॥
এড়বিড় ভূপতির বিশ্বসহ সুত।
খট্বাঙ্গ তাঁহার পুত্র মহাবলযুত॥
খট্বাঙ্গের সুত রঘু অজ রঘুসুত।*
অজসুত দশরথ সর্ব্বগুণযুত॥†
বিশেষ সাক্ষাৎ হরি প্রভু দয়াময়।
রাম নামে হৈলা দশরথের তনয়॥

মরুকর্ত্তৃক রামচরিতবর্ণন।

রাম-অবতার-কথা করিয়া শ্রবণ।
আহ্লাদিত চিত্তে কহে কল্কি নারায়ণ॥
শ্রীরামচরিত তুমি কহ সবিস্তার।
শুনিতে রামের কথা বাসনা আমার॥
মরু রাজা কহিলেন হে প্রভু মুরারে।
রামের সমস্ত কার্য্য কে বর্ণিতে পারে॥
সহস্র বদনে শেষ বিশেষ করিয়া।‡
শেষ না করিতে পারে সে কথা বর্ণিয়া॥
তথাপি আদেশে তব আমি যথামতি।
শ্রীরামচরিত কব কর অবগতি॥
অতীব পবিত্র পাপতাপবিনাশন।
শ্রীরামচরিত্রকথা খ্যাত ত্রিভুবন॥

আর পারম্পরিক অনৈক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাই-লাম না।

* অজ—অধ্যাত্মরামায়ণ, পদ্মপুরাণ ও মহাকবি কালিদাস প্রণীত রঘুবংশের মতেও অজ সূর্য্যবংশীয় রঘুরাজার পুত্র, কিন্তু মহর্ষি বাল্মীকির মতে ইঁহার পিতার নাম নাভাগ। অজ বিদর্ভাধিপতির কন্যা ইন্দুমতীকে বিবাহ করেন। ইনি প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। পত্নীর আকস্মিক মৃত্যুতে ইনি ইঁহার শিশুপুত্র দশরথকে সিংহাসন অর্পণ করিয়া, দেহত্যাগ করেন।—(রামায়ণ, পদ্মপুরাণ, রঘুবংশ)

† দশরথ—৩৭ পৃষ্ঠার "দশরথ" শব্দের টীকা দেখ।

‡ শেষ—ইঁহার অপর নাম অনন্ত। ইনি পাতালের অধীশ্বর। ইনি ভগবান্ বিষ্ণুর অংশ, কদ্রুগর্ভসম্ভূত, কশ্যপের পুত্র। ইনি নাগমূর্ত্তিতে সহস্র ফণাযুক্ত; অন্যথা চতুর্ভুজ, শ্বেতবর্ণ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী। ইনি দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণাগ্রজ বলরাম অবতার হইয়াছিলেন। অনেকে বাসুকি ও শেষ অর্থাৎ অনন্তকে অভিন্ন বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, কিন্তু তাহা ভ্রমাত্মক। শেষ (অনন্ত) সর্প বাসুকির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, যথা—

জন্মহীন কর্ম্মহীন হরি মহামনা।
গ্রাহ্য করি ব্রহ্মা আদি দেবের প্রার্থনা॥
রাক্ষসনিধন হেতু হয়ে অংশ চারি।*
দশরথসুতরূপে জন্মিলা মুরারি॥
হৈতে না হৈতেই স্কন্ধদেশ পরিণত।
বিশ্বামিত্রযজ্ঞে কৈলা রাক্ষস নিহত॥†
বিশ্বামিত্র মহামুনি গাধির নন্দন।‡
সর্ব্ব অস্ত্রবিদ্যা রামে করিলা অর্পণ॥§

উগ্রশ্রবা কহে মুনি বহু সর্প আছে।
তন্মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ কহি তব কাছে॥
জনমিলা শেষ নাগ সবার প্রথম।
বাসুকি তাহার পর শুন তপোধন॥
তার পর ঐরাবত কালীয় তক্ষক।
ধনঞ্জয় মণি নাগ শঙ্খ পিঞ্জরক॥
ইত্যাদি।

(মৎকর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত মহাভারত আদিপর্ব্ব ৩৫ অধ্যায়)

* হয়ে অংশ চারি—রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন এই চারি অংশ অর্থাৎ চারি মূর্ত্তি হইয়া।

† কৈলা রাক্ষস নিহত—তাড়কা রাক্ষসীকে ও সুবাহু আদি রাক্ষসগণকে সংহার করিলেন। এই সময়ে রামচন্দ্র তাড়কার পুত্র মারীচকে বধ না করিয়া শরাঘাতে বহুদূরস্থ সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করেন। মারীচ কষ্টেসৃষ্টে সমুদ্রজল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সমুদ্রতটে কুটীর নির্ম্মাণ করত বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী হইয়া, রামের আরাধনায় নিযুক্ত হয়। লঙ্কাপতি রাবণ এই মারীচকে স্বর্ণমৃগরূপী সাজাইয়া দণ্ডকারণ্যস্থ পঞ্চবটীতে ছদ্মযোগিবেশে সীতা হরণ করে।

‡ বিশ্বামিত্র—৩১ পৃষ্ঠায় 'বিশ্বামিত্র' শব্দের টীকা দেখ।

§ সর্ব্ব অস্ত্রবিদ্যা—গান্ধর্ব্বশাস্ত্রোক্ত সকল প্রকার অস্ত্রশিক্ষা। মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণকে স্বীয়াশ্রমে লইয়া যাইবার সময় সরযূনদীর দক্ষিণ তটে রামকে বলা ও অতিবলা নামে দুইটি বিদ্যা দান করিয়াছিলেন। বলা ও অতিবলা বিদ্যার অশেষ গুণ, যথা—

বলা অতিবলা বিদ্যা কর রে গ্রহণ।
এ দুই মন্ত্রের তেজে বহু পর্য্যটনে
শ্রম বোধ নাহি হয় ক্ষণেক কারণে।
রূপবিপর্য্যায় কিম্বা জ্বর নাহি হয়,
নিদ্রিত অথবা কোন কার্য্যের সময়

তাঁহারি আদেশে রাম লক্ষ্মণের সনে।
উপস্থিত হইলেন জনকভবনে॥
ভয়ঙ্কর হরধনু ভাঙ্গিতে সেথায়।
উদ্যত হইলা রাম গুরুর কথায়॥*

অসতর্ক থাকিলেও, নিশাচরগণ
না পারিবে করিতে অনিষ্ট কদাচন।
এ মন্ত্র-প্রভাবে, রাম! এ ধরামণ্ডলে,
শুধু ধরা নহে, স্বর্গ, মরত, পাতালে
তব বাহুবল সম কারো বাহুবল
নাহি হ'বে সুনিশ্চয়, বলিনু সকল।
সৌভাগ্য, দাক্ষিণ্য, বুদ্ধি আর তত্ত্বজ্ঞান,
এ সবে না হবে কেহ তোমার সমান।
প্রকৃত উত্তর দিতে বাদীরে যেমতি
পটু হ'বে তুমি; কেহ নহিবে তেমতি।
এই দুই বিদ্যা সর্ব্বজ্ঞানের জননী,
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লেশ তব না হবে, বাছনি!
এ বিদ্যায় হারাইবে তুমি সর্ব্বজনে,
এ বিদ্যায় বহু যশ লভিবে ভুবনে।
বলা, অতিবলা এই বিদ্যা তেজস্বিনী
পিতামহ বিধাতার যুগল নন্দিনী।

(মৎকর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত বাল্মীকীয় রামায়ণ বালকাণ্ড ২২ সর্গ)

তাড়কা-বধের পর বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে নিম্নলিখিত দিব্যাস্ত্রগুলি প্রদান করিয়াছিলেন। যথা—চণ্ডচক্র, শৈবশূল, ধর্ম্মচক্র, কালচক্র, ঐন্দ্রচক্র, ব্রহ্মশির, বিষ্ণুচক্র, ইষীকাস্ত্র, হরশির, মোদকী গদা, শিখরী গদা, পিনাকাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, নারায়ণাস্ত্র, বজ্র, কাপাল; কিঙ্কিণী, ধর্ম্মপাশ, শুষ্ক বজ্র, আর্দ্র-বজ্র, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, বারুণপাশ, কঙ্কাল, মুষল, কাল-পাশ, দুইটি শক্তি অস্ত্র, শিখর নামক আগ্নেয়াস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্র, বৈদ্যাধর, বর্ষণ, শোষণ, প্রস্বাপন, নন্দন নামক খড়্গ, প্রশমন, মোহন নামক গান্ধর্ব্বাস্ত্র, সন্তাপন, মদনপ্রিয় মাদনাস্ত্র, সৌম্যাস্ত্র, মানব নামক গান্ধর্ব্বাস্ত্র, বিলাপন, মোহন নামক পৈশাচাস্ত্র, তামস সৌমনাস্ত্র, সম্বর্ত্ত, শিশির, মৌষল, সত্যাস্ত্র, মায়াস্ত্র, সোমাস্ত্র, ত্বাষ্ট্রাস্ত্র ও তেজঃপ্রভ নামক সৌরাস্ত্র। এই সকল অস্ত্র কামরূপী।

* হরধনু—ইহার অপর নাম আজগব ধনু। ভগবান মহাদেব দক্ষযজ্ঞধ্বংসসময়ে, স্বীয় ভাগ না দেখিয়া, যজ্ঞবাটস্থ দেবগণকে এই ধনুরাকর্ষণ করিয়া বধ করিতে উদ্যত হন। তখন দেবগণ মহাদেবকে

ব্রহ্মার পশ্চাতে যথা পূর্ণ শশী ভাতে।
সলক্ষ্মণ রাম তথা ঋষির পশ্চাতে॥
এ হেন রামেরে হেরি জনক ধীমতি।*
ভাবিলা সীতার এই উপযুক্ত পতি॥
এত ভাবি আনন্দিত জনক হইলা।
মনে মনে নিজ পণে নিন্দাও করিলা॥

রাজর্ষি জনক পরে তুষ্টি সহকার।
শ্যামতনু শ্রীরামের করিলা সৎকার॥
সীতাও কটাক্ষপাত করিয়া তখন।*
শ্রীরামেরে সমুচিত করিলা পূজন॥

হরধনুর্ভঙ্গ ও রামের বিবাহ।

অনন্তর শ্যামতনু, রামচন্দ্র হরধনু,
করপদ্মে করিয়া ধারণ।

স্তবে তুষ্ট করিয়া, সন্তুষ্ট করেন। অবশেষে মহাদেব রাজর্ষি জনকের পূর্ব্বপুরুষ রাজা দেবরাজের নিকট এই ধনু গচ্ছিত রাখেন। তদবধি ইহা বরাবর জনকগৃহে গচ্ছিত ছিল। রাজর্ষি জনক, সীতাকে বীর্য্যশুল্কা জানিয়া, যিনি এই হরধনুর্ভঙ্গ করিবেন, তিনিই সীতালাভ করিতে পারিবেন, এই নিদারুণ পণ করেন।—(বাল্মীকীয় রামায়ণ বালকাণ্ড ৬৬সর্গ)

গুরুর কথায়—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বাক্যে বা আদেশে।

* জনক—সীতার পিতা ও মিথিলাধিপতি। ইঁহার পিতার নাম হ্রস্বরোমা। জনক বংশের আদি পুরুষের নাম নিমি। তাঁহার অপর নাম বিদেহ। নিমির পুত্র মিথি, তাঁহার নামানুসারে তদীয় রাজ্যের নাম মিথিলা হয়। মিথির পুত্র জনক। সীতাপিতা জনক বিশ্বামিত্রকে বলিতেছেন,—

মিথির জনমে পুত্র জনক নামেতে,
ধর্ম্মশীল ছিলা তিনি ধরণীধামেতে।
তাঁরি নাম অনুসারে আমাদের কুলে
জনক শব্দেতে হন আহূত সকলে।

(মৎকর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত বাল্মীকীয় রামায়ণ বালকাণ্ড ৭১ সর্গ)

কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ ৫ম অধ্যায়ে দেখা যায়, মিথিরই অপর নাম জনক। অপুত্রক নিমির মৃত দেহ অরণীতে অর্থাৎ অগ্নি উৎপাদন জন্য কাষ্ঠে, মথিত করিয়া, মুনিগণ তাঁহাকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন বলিয়া,তাঁহার নামমিথি হয়। অরণীতে জনন অর্থাৎ জন্ম হেতু তাঁহার আর একটি নাম জনক হইয়াছিল। অনন্তর তাঁহার নামানুসারে এই বংশের পরবর্ত্তী সমুদয় রাজার 'জনক' উপাধি হইয়াছিল। সীতাপিতা জনকের পূর্ণ নাম সীরধ্বজ জনক। যথা—"তস্যাপি পুত্রো হ্রস্বরোমা ততঃ সীরধ্বজোঽভূৎ।"—(বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ ৫ম অধ্যায়)

"অথ সীরধ্বজো রাজা রাজানমজনন্দনং।
স্তুতৈরানন্দয়ামাস সপৌরজনবান্ধবং॥
সীতাং দদৌ স রামায় লক্ষ্মণায় তথোর্ম্মিলাং।
ভ্রাতা কুশধ্বজস্তস্য শ্রুতকীর্ত্তিং ততঃ সুতাং।
প্রাযচ্ছদ্ভরতায়াথ শত্রুঘ্নায় চ মাণ্ডবীং।"

(পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড ১৬ অধ্যায়)

সীর—লাঙ্গলাগ্র+ধ্বজ—চিহ্ন=সীরধ্বজ। এইরূপ ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজ। কুশ—তৃণ বিশেষ+ধ্বজ—চিহ্ন=কুশধ্বজ। সীরধ্বজ জনক ও কুশধ্বজ জনক কর্ত্তৃক মিথিলা (বর্ত্তমান ত্রিহুত) প্রদেশে কৃষিবিদ্যার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল বলিয়া, বোধ হয়, ইঁহাদের নাম কৃষিসম্বন্ধীয় সীর (লাঙ্গল) ও কুশ শব্দে রচিত হইয়াছিল। এখনও ত্রিহুত জেলায় নানাবিধ শস্য, উৎকৃষ্ট আম্র, লিচু, প্রভৃতি ফল অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে।

জনকবংশীয়েরা মিথিলার রাজা এবং ইঁহাদের মধ্যে প্রায় অধিক ব্যক্তিই আত্মবিদ্যাবিৎ, অর্থাৎ বেদান্তাদি উপনিষদে পরম পণ্ডিত ছিলেন। যথা—"ইত্যেতে মৈথিলাঃ। প্রাচুর্য্যেণ এতেষামাত্মবিদ্যাশ্রয়িণো ভূপালা ভবিষ্যন্তীতি।"—(বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ ৫ম অধ্যায়) মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, অষ্টাবক্র প্রভৃতি ঋষিগণ জনকবংশের তত্ত্ববিদ্যা-শিক্ষক এবং মহর্ষি গোতমের পুত্র শতানন্দ জনক বংশের রাজপুরোহিত ছিলেন। সীতাপিতা সীরধ্বজ জনকের পত্নীর নাম ধন্যা।—(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ)

* সীতা—ইনি ভূমিকর্ষণকালে সীতায় অর্থাৎ লাঙ্গলের ফালে উত্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া, সীতা নামে বিখ্যাত হন। রাজর্ষি জনক মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে বলিতেছেন,—

অনন্তর এক দিন হল দিয়া আমি
কর্ষণ করিতেছিনু নিজ যজ্ঞভূমি;
সহসা সম্মুখে মোর দেখি হেন কালে
উঠিল একটি কন্যা লাঙ্গলের ফালে।

সবলে করিলা ভগ্ন, বিবাহের শুভলগ্ন,
কন্যাবরে দিল দরশন ॥
অমনি সভায় সবে, জয় রাম জয় রবে,
উঠাইল মহাকোলাহল।
ভরত শত্রুঘ্ন সনে, জনকের নিকেতনে,
আসে দশরথ মহাবল ॥
বিবাহের মহোৎসবে, চারি কন্যা নিয়া তবে,
জনক মিথিলা-অধিপতি।
রাম আদি চারি জনে, অর্পিলা প্রফুল্ল মনে,
দশরথ আনন্দিত মতি ॥*
অনন্তর অযোধ্যায়, চলে দশরথ রায়,
পুত্র পুত্রবধূ নিয়া ধীর।
হেনকালে পথিমাঝে, উগ্রতেজে বীরসাজে,
আসিলা পরশুরাম বীর ॥*
প্রকাশ করিলা গর্ব্ব, রাম করি গর্ব্ব খর্ব্ব,
তেজ তাঁর করিলা হরণ।†
প্রণাম করিয়া রামে, মহেন্দ্র-ভূধর-ধামে,
করিলেন ভার্গব গমন ॥‡
অনন্তর মহারাজ দশরথ রায়।
উপস্থিত হইলেন পুরী অযোধ্যায় ॥§

হলের সীতায় কন্যা হইল উত্থিতা,
এ হেতু উহার নাম রাখিলাম সীতা।
অযোনিসম্ভবা এই তনয়া আমার
রূপেতে দেখিতে স্বর্ণকমল আকার।
(মৎকর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত বাল্মীকীয় রামায়ণ বালকাণ্ড ৬৬ সর্গ)

তিন জন অযোনিজা মাতার তিন জন অযোনিজা কন্যা, যথা—

"পিতৃণাং মানসী কন্যা ধন্যা মেনা কলাবতী।
বয়ং তিস্রো ভগিন্যশ্চ ভ্রমামঃ পৃথিবীতলে ॥
ধন্যা জনকপত্নী চ সীতামাতা পতিব্রতা।
অযোনিসম্ভবা সীতা ধন্যা চাযোনিসম্ভবা ॥
হিমালয়প্রিয়া মেনা দুর্গামাতা চ সুব্রতা।
অযোনিসম্ভবা দুর্গা মেনকা চ তপস্বিনী ॥
বৃকভানুপ্রিয়াহঞ্চ রাধামাতাধুনোদ্ধব।
অযোনিসম্ভবা রাধা অহঞ্চাযোনিসম্ভবা ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৯৪ অধ্যায়)

অস্যার্থঃ—কলাবতী কহিলেন, ধন্যা, মেনা ও আমি কলাবতী, আমরা তিন জনে পিতৃগণের মানসী কন্যা। আমরা তিন ভগিনীতে এই ভূলোকে বিচরণ করিতেছি। আমাদিগের মধ্যে পতিপরায়ণা ধন্যা জনক রাজার পত্নী এবং সীতার জননী। সীতা যেমন অযোনিসম্ভবা, ধন্যাও সেইরূপ অযোনিসম্ভবা। আর মেনা অর্থাৎ দুর্গার জননী ব্রতপরায়ণা এবং হিমালয়ের প্রিয়তমা পত্নী। দুর্গা যেমন অযোনিসম্ভবা, তপস্বিনী মেনাও (মেনকাও) সেইরূপ অযোনিসম্ভবা। আর, হে উদ্ধব! আমি কলাবতী বৃকভানুর প্রিয়তমা পত্নী ও অধুনা রাধার মাতা। রাধাও যেমন অযোনিসম্ভবা, আমিও সেইরূপ অযোনিসম্ভবা।

* বিবাহের মহোৎসবে ইত্যাদি—রাজর্ষি সীরধ্বজ জনক তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা সীতাকে শ্রীরামের হস্তে ও কনিষ্ঠা কন্যা ঊর্ম্মিলাকে লক্ষ্মণের হস্তে এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজ জনক তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা মাণ্ডবীকে ভরতের হস্তে ও কনিষ্ঠা কন্যা শ্রুতকীর্ত্তিকে শত্রুঘ্নের হস্তে সম্প্রদান করিলেন।

* পরশুরাম—৬ পৃষ্ঠায় 'রাম' শব্দের টীকা ও ৯ পৃষ্ঠায় 'জমদগ্নি' শব্দের টীকা দেখ।

† তেজ তাঁর করিলা হরণ—পরশুরাম দাশরথি রামের পূর্ব্বাবতার। এক্ষণে বর্ত্তমান অবতারের অর্থাৎ দাশরথি রাম অবতারের প্রাধান্য রক্ষার্থ পূর্ব্বাবতার পরশুরামের দেহ হইতে, তদীয় বৈষ্ণব ধনুঃশর স্পর্শনচ্ছলে, বৈষ্ণব তেজ আকর্ষণ করিয়া আপনাতে রক্ষা করিলেন।

‡ মহেন্দ্র-ভূধর-ধামে—মহেন্দ্র-পর্ব্বত রূপ-আশ্রমে। ৮ পৃষ্ঠায় 'মহেন্দ্র শৈল' শব্দের টীকা দেখ।

§ অযোধ্যা—সূর্য্যবংশীয় রাজাদের রাজধানী।
কোশল নামেতে এক মহাজনপদ
সরযূর তীরে শোভে;—বিপুল সম্পদ।
বিশেষ উন্নতিশীল, ধনধান্যবান,
নিয়ত সেখানে হয় আনন্দের গান।
অযোধ্যা নামেতে এক প্রসিদ্ধ নগরী
আছে সেই জনপদে, দিক্ শোভা করি'।
সেই পুরী মানবেন্দ্র মনুর নির্ম্মিত;
দ্বাদশ যোজন দৈর্ঘে, মহাশোভান্বিত।
বিস্তারে যোজন তিন সেই মহাপুরী,
সুবিভক্ত মহাপথে; শোভে বৃক্ষসারি।
নানাবিধ রাজপথ চৌদিকে শোভিত,
নিয়ত সলিলসিক্ত, কুসুম বিস্তৃত।

বিধিমতে যুক্তি করি মন্ত্রিগণ সনে।
ইচ্ছিলা বসাতে রামে রাজসিংহাসনে ॥
পরিজনগণ তার কৈল আয়োজন।
ঘটিল এ হেনকালে বিপদ ঘটন ॥

অযোধ্যার চারি দিকে কপাট, তোরণ;
স্থানে স্থানে শ্রেণীবদ্ধ বিক্কিণ্ন আপণ।
কোন খানে যন্ত্র আর অস্ত্র খরতর;
কোন খানে শিল্পিগণ বসে নিরন্তর।
কোন খানে সূত আর মাগধের বাস;
অযোধ্যার চারিদিকে শোভার বিকাস।
উচ্চ অট্টালিকা'পরে উড়য়ে নিশান;
চৌদিকে প্রাচীর শোভে দেখিতে মহান;
শতঘ্নী নামেতে অস্ত্র প্রাচীর উপরে
শোভিতেছে শত শত;—শত্রু ভয়ে মরে।
সর্ব্বদিকে বধূদের শোভে নাট্যশালা;
চারি ভিতে সুগভীর পরিখা-মেখলা।
সুদুর্গম জলদুর্গ চৌদিকে বেষ্টিত,
শত্রু দূরে থাক্, মিত্র পশিতে শঙ্কিত।
স্থানে স্থানে আম্রবন, ফুল-উপবন,
কোন খানে বৎস সহ চরে গাভীগণ।
হাতী, ঘোড়া, উট, গাধা ভ্রমে কোন খানে;
সামন্ত রাজারা কর দেন কোন স্থানে।
নানা দেশ হ'তে আসি' বণিকনিচয়
বাণিজ্যের তরে কোথা ল'য়েছে আশ্রয়।
কোথাও প্রাসাদচয়, পর্ব্বত প্রমাণ,
রতনে নির্ম্মিত হয়ে আছে শোভমান।
কোন খানে গুপ্তগৃহ বিহার কারণ,
ইন্দ্রের অমরাবতী স্বর্গেতে যেমন।
পরিয়া কনক-চিত্র বিচিত্র ভূষণ
কোন খানে বাস করে বারনারীগণ।
কোন খানে সপ্ততল গৃহ শোভা পায়,
বিবিধ রতনরাজি যোজিত তাহায়।
অযোধ্যার সমভূমে শোভে গৃহচয়,
গায়ে গায়ে ঠেকাঠেকি—দূরবর্ত্তী নয়।
তণ্ডুল, ধান্যেতে পূর্ণ সেই সে নগরী;
ইক্ষুরসসম বারি অযোধ্যা ভিতরি।
দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, বীণা, পণবনিচয়
অযোধ্যার মাঝে সদা নিনাদিত হয়।
দেবলোকে সিদ্ধদের বিমান সমান
সাধুলোকে পরিপূর্ণ অযোধ্যার স্থান।
(মৎকর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত বাল্মীকীয়
রামায়ণ বালকাণ্ড ৫ সর্গ)

দশরথ চাহে দিতে রামে সিংহাসন।
কৈকেয়ী সে কার্য্যে তাঁরে করিল বারণ ॥ *

রামের বনবাস।

অনন্তর রামচন্দ্র পিতার আজ্ঞায়।
বনযাত্রা করিলেন লইয়া সীতায় ॥

মহাকবি তুলসিদাস অযোধ্যাপুরীকে প্রায় অবধপুরী বলিয়া তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ হিন্দী রামায়ণে লিখিয়াছেন। যথা—

"অবধপুরী রঘুকুলমণি রাউ।
বেদবিদিত তেহি দশরথ নাউ ॥"
(বালকাণ্ড)

অযোধ্যা উত্তর কোশলার রাজধানী। বৈবস্বত মনুর আদেশে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা সরযূনদীতীরে অযোধ্যানগরী নির্ম্মাণ করেন। প্রাচীন অযোধ্যা দীর্ঘে ৪৮ ক্রোশ ও প্রস্থে ১২ ক্রোশ ছিল। রামচন্দ্রের পুত্র কুশ অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া, কিছু দিন কুশাবতীতে রাজত্ব করেন, কিন্তু অযোধ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কাতরতায় অযোধ্যায় পুনরাগমন করেন (রঘুবংশ দেখ)। অযোধ্যার অপর নাম বিনীতা।—(কল্পদ্রুমকলিকা) ইহার ধ্বংসাবশেষ দেখিলে এখন কেবল বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। ইহা এক্ষণে জঙ্গলপূর্ণ ও দিল্লী হইতে ১৮০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ইহা হুয়েন্ সাঙের অযুতো বা অযুদো এবং তিব্বতীয়গণের বাগদ বা ভাগদ। তিব্বতীয়দিগের গ্রন্থে লিখিত আছে, সাম্পর্ক নামা একজন শাক্য, কপিল হইতে বাগদে নির্ব্বাসিত হইয়া আসিবার সময় বুদ্ধদেবের কেশ ও নখ আনিয়াছিলেন। এবং এই নগরীর এক স্থানে উহা প্রোথিত করিয়া, উহার উপর একটি চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উহার নাম সাম্পর্কস্তূপ। অযোধ্যার অন্য নাম সাকেতপত্তন।—(অধ্যাত্ম-রামায়ণ আরণ্যকাণ্ড, ভার্গববিজয়) অযোধ্যার আর একটি নাম বিশাখ বা বিশাখপত্তন।—(CUNNINGHAM'S ANCIENT GEOGRAPHY OF INDIA.)

* কৈকেয়ী—পঞ্জাবের অন্তর্গত কেকয় দেশের রাজার কন্যা। ইঁহার ভ্রাতার নাম যুধাজিৎ। ইনি মহারাজ দশরথের মধ্যমা মহিষী ও অতি প্রিয়া। ইনি পিতৃগৃহানীত মন্থরা নাম্নী কুব্জা দাসীর মন্ত্রণায় রামচন্দ্রকে চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস দেন।

সুমিত্রানন্দন বীর লক্ষ্মণ সুজন।
শ্রীরামের সনে বনে করিলা গমন॥
গুহগৃহে উপনীত হয়ে রঘুরায়।
স্বজনগণেরে সেথা দিলেন বিদায়॥*
জটাচীর ধরি গেলা ভরদ্বাজ পাশ।
তাঁহার আদেশে কৈলা চিত্রকূটে বাস॥†
ভরত গেলেন সেথা রামে আনিবারে।
বুঝায়ে ফিরায়ে দিলা শ্রীরাম তাঁহারে॥

* গুহগৃহে—গুহ নামক নিষাদের ভবনে। গুহ অনার্য্য নিষাদ জাতির অধিপতি ছিলেন। রামচন্দ্র ইহাঁর সদ্‌গুণ দর্শনে ইহাঁর সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া, সাদরে ইহাঁকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। গঙ্গার উত্তর তটে শৃঙ্গবেরপুর (বর্ত্তমান সঙ্গ্রুর—Sungroor) নামক নগর ইহাঁর রাজধানী ছিল।

† ভরদ্বাজ—মহর্ষি বিশেষ। ইনি প্রয়াগে গঙ্গাতটে তপস্যা করিতেন। ইনি দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র। বৃহস্পতি, পূর্ণগর্ভা ভ্রাতৃজায়া মমতাতে বলপূর্ব্বক উপগত হইলে, তাঁহার রেতঃ ভূপতিত হয়। সেই রেতে ইহাঁর জন্ম। অনন্তর মমতা বা বৃহস্পতি কেহই ইহাঁকে পালন করিলেন না। তদ্দর্শনে মরুদ্গণ ইহাঁকে দুষ্মন্তপুত্র ভরতহস্তে অর্পণ করেন। মহারাজ ভরত ইহাঁকে পালন করিয়াছিলেন, অতএ ইহাঁর নাম ভরদ্বাজ হয়। প্রয়াগে (বর্ত্তমান এলাহাবাদে) ইহাঁর আশ্রম ছিল। কোন সময়ে ইনি হিমালয়ে তপস্যার্থ গমন করেন। কিছু কাল পরে একদা ইনি যখন গঙ্গায় স্নান করিতেছিলেন, সেই সময়ে ঘৃতাচী নাম্নী অপ্সরা সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিল। দৈববশে বায়ুবেগে তাহার বসন উড্ডীন হওয়াতে, তদ্দর্শনে ইহাঁর রেতঃস্খলন হয়। ঐ রেতঃ দ্রোণমধ্যে রক্ষিত হওয়ায়, দ্রোণাচার্য্যের জন্ম হয়। রৈভ্যের সহিত ইহাঁর অতিশয় বন্ধুতা ছিল। ইহাঁর যবক্রীত নামে আর একটি পুত্র ছিল। ঐ পুত্র রৈভ্যের পুত্রবধূর সতীত্ব নষ্ট করাতে রৈভ্যকর্ত্তৃক নিহত হয়। ইনি সবিশেষ না জানিয়া, পুত্রশোকে রৈভ্যকে এই শাপ দেন যে, তিনি বিনাপরাধে জ্যেষ্ঠ পুত্র কর্ত্তৃক নিহত হইবেন। পরে সমস্ত জানিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, অনলে দেহত্যাগ করেন। রৈভ্য তনয় অর্ব্বাবসুর উপদেশে ইনি পুনর্জ্জীবিত হন। ইহাঁর মম্বা নামে আর এক পুত্র ছিল। ইহাঁর শিষ্যের নাম কৃষ্ণ।—(মহাভারত, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, কথা-সরিৎ-সাগর)

চিত্রকূট—পর্ব্বত বিশেষ। পয়স্বিনী (পিসানী—Pissani) নদীতটে অবস্থিত। বুন্দেলখণ্ডস্থ বান্দানগরী হইতে প্রায় পঁচিশ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। এই স্থানটি অতি পবিত্র। এখানে অনেক মন্দির আছে। তন্মধ্যে রাম ও লক্ষ্মণের মন্দির প্রধান। এখানে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম আছে। এ স্থান বৈষ্ণবগণের পরমপূজ্য; বিশেষতঃ রামোপাসকেরা ইহার অতিশয় আদর করেন। এখানে 'সীতাফল' নামে এক প্রকার ফল পাওয়া যায়।—(CALCUTTA REVIEW, Vol. XXIII.) এখানে মন্দাকিনী নদী আছে। প্রয়াগে মহর্ষি ভরদ্বাজ রামানুজ ভরতকে বলিতেছেন—

হেথা হ'তে সার্দ্ধ দ্বিক্রোশ অন্তরে
আছয়ে নিবিড় বন,
সে বনের মাঝে সতত বিরাজে
চিত্রকূট গিরিবর;
উহার কানন আর প্রস্রবণ
অতিশয় মনোহর।
সেই পর্ব্বতের উত্তর দিকেতে
বহিতেছে মন্দাকিনী;
সুশীতল জল, কল কল রব,
অবিরাম প্রবাহিণী।
অগ্রজ তোমার সেই চিত্রকূটে
পর্ণশালা বিরচিয়া,
করি'ছেন বাস চীর জটা ধরি',
সীতালক্ষ্মণেরে নিয়া।

(মৎকর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত বাল্মীকীয় রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ৯২ সর্গ)

গ্যারেট সাহেব বলেন, এই মন্দাকিনী নদীর বর্ত্তমান নাম পিসানী (Pisani)।—(GARRETT'S CLASSICAL DICTIONARY OF INDIA, p. 136)

"ইহার পর মারকুণ্ডা ষ্টেসন। চারিদিকে পাহাড় ও জঙ্গল; এক একটা পাহাড়ের গাত্রে প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড শিথিল হইয়া রহিয়াছে। এই ষ্টেসন হইতেই ৬ ক্রোশ দূরে হামীরপুরে চিত্রকূট গমন করিতে হয়। চিত্রকূট পর্ব্বতের বনশোভা অতি সুন্দর। এক দিকে মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছে। তত্তীরে তীর্থ মন্দির পর্ব্বতোপরি রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের পাষাণময়ী মূর্ত্তি। এখানে

ভরতের মুখে শুনি পিতার মরণ।
শোকান্বিতা হৈলা রাম জানকী লক্ষ্মণ ॥

শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদন ও খরদূষণবধ।

ভরতে বিদায় দিয়া চিত্রকূট ছাড়ি।
পশিলা দণ্ডকবনে রাম তাড়াতাড়ি ॥*
অগ্রে রাম মধ্যে সীতা পশ্চাতে লক্ষ্মণ।
পথিমাঝে পূজে রামে পূজ্য মুনিগণ ॥
অগস্ত্য মুনির বাক্যে রাম মহাবীর।
পঞ্চবটী বনে রহে বান্ধিয়া কুটীর ॥*

লোকে রামঘাট, দেবাঙ্গনা, হনুমানধরা, ফটিক-শিলা, গুপ্তগোদাবরী, পর্ব্বতে অনুসূয়া প্রতিমা, ভরতকুণ্ড, কামাখ্যানাথ পর্ব্বত, পয়োষ্ণী নদী, দাসহনুমানস্থান, বীরহনুমানস্থান, বালা দিবাকর ও গফহনুমানস্থান আদি দর্শন করিয়া থাকে।—(রেলওয়ে ভারতভ্রমণ ১২৪ পৃষ্ঠা) কলিকাতা রিভিউ হইতে প্রথমে দেখাইয়াছি যে, চিত্রকূটস্থ পয়োষ্ণী নদীরই বর্ত্তমান নাম পিসানী। রেলওয়ে ভারত-ভ্রমণ পুস্তকেও মন্দাকিনী ও পয়োষ্ণী দুইটি নদীর উল্লেখ আছে। সুতরাং গ্যারেট্ সাহেব মন্দাকিনীকে পয়োষ্ণী (Pisani) নদী বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

* দণ্ডকবন—গোদাবরীতীরস্থিত বিশাল অরণ্যানী। ইহার অপর নাম জনস্থান। মহারাজ ইক্ষ্বাকুর শত পুত্রের সর্ব্বকনিষ্ঠ দণ্ড পিতৃকর্ত্তৃক বিন্ধ্য ও শৈবল পর্ব্বতের মধ্যস্থলে শতযোজন-বিস্তৃত রাজ্যখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া, তন্মধ্যে মধুমন্ত নামে এক পুরী নির্ম্মাণ করেন। দণ্ড মহর্ষি উশনার (শুক্রাচার্য্যের) শিষ্য ছিলেন। এক সময়ে চৈত্র মাসে মহারাজ দণ্ড শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে গিয়া দেখিলেন গুরুর অনূঢ়া জ্যেষ্ঠা কন্যা অরজা, তরু-লতামণ্ডিত আশ্রমে একাকিনী ভ্রমণ করিতেছেন। রূপবতী কন্যা দর্শনে ইনি অতি কামার্ত্ত হইয়া, তাঁহার বারম্বার নিষেধ সত্ত্বেও, তাঁহাকে বলাৎকার করিয়া, নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অনন্তর রোরুদ্যমানা কন্যার নিকট শুক্রাচার্য্য সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া, রোষে শিষ্যগণ সম্মুখে দণ্ডকে এই বলিয়া শাপদণ্ড প্রদান করিলেন,—

'দণ্ডের কুরীতি আজ হের, শিষ্যগণ!
দণ্ডে উপযুক্ত দণ্ড দিব সুনিশ্চয়,
রাজ্যসনে সে দুর্ম্মতি যাবে যমালয়।
করিল যেরূপ পাপ সেই পাপমতি,
সেরূপ উচিত দণ্ডে করিব দুর্গতি।
আজ হ'তে সপ্ত রাত্রে সেই দুরাচার
বল বাহনের সনে হ'বে ছারখার।
শতেক যোজন পুরী ঐশ্বর্য্য সহিত
হুতাশনে ভস্মীভূত হইবে নিশ্চিত।
অস্থাবর স্থাবর মানব জন্তু সনে
ভস্মীভূত হবে দণ্ড দীপ্ত হুতাশনে।'
হেন শাপ দিয়া মুনি কহিলা তখন ;—
'শুন মম আশ্রমনিবাসী যত জন!
নিজ নিজ দ্রব্যভার লইয়া সকলে,
অভিশপ্ত স্থান ছাড়ি যাও অন্যস্থলে।
শতেক যোজন পুরী দণ্ড-অধিকারে,
সকলে চলিয়া যাও তাহার বাহিরে।'
এত কহি অরজারে কহেন তখন ;—
'এ আশ্রমে কর্ তুই সময় ক্ষেপণ।
যোজনেক পরিসর এই সরোবর,
কালপ্রতীক্ষায় হেথা থাক্ নিরন্তর।
যে সকল জীবজন্তু র'বে তোর পাশে,
অগ্নিদাহ হ'তে তা'রা বাঁচিবে অনা'সে।'
অরজা কহিল ;—'পিতা! আদেশে তোমার
সপ্তরাত্র হ'বে হেথা নিবাস আমার।'
অরজা এতেক বলি সরোবর-তীরে
করিল নিবাস পিত্রাদেশ ধরি' শিরে।
অনন্তর সপ্তরাত্রে ব্রহ্মশাপবলে
পুড়িয়া মরিল দণ্ড সজনে অনলে।
জীব জন্তু প্রজা সৈন্য গৃহ উপবন
পুড়িয়া হইল ভস্ম, ভীষণ দর্শন।
বিন্ধ্য শৈবলের মাঝে শতেক যোজন
দণ্ড ভূপালের রাজ্য গ্রাসে হুতাশন।
সেই দিন হতে, রাম! এ স্থানের নাম
হইল 'দণ্ডকারণ্য', খ্যাত ধরাধাম।
মুনিরা আসিয়া পরে হেথায় বসিল,
'জনস্থান' নাম এর তেঁই সে হইল।
(মৎকর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত বাল্মীকীয় রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড ৭৯।৮০।৮১ সর্গ)

* অগস্ত্য—মিত্রাবরুণের পুত্র। ইনি কুম্ভ-সম্ভব। বিন্ধ্যপর্ব্বত সন্নিহিত দণ্ডকারণ্যে ইহাঁর আশ্রম ছিল। ইনি ইল্বল ও বাতাপি দুই জন দৈত্যকে ও তাড়কা রাক্ষসীর স্বামী সুন্দকে বধ

সেইকালে শূর্পণখা রাবণভগিনী।
অনিবার্য্য কামশরে হৈল উন্মাদিনী॥
নিজ অভিলাষ সিদ্ধি করিবার তরে।
উপনীত হৈল গিয়া রামের গোচরে॥
সুন্দরী সীতারে হেরি ঈর্ষ্যায় তখন।
উপহাস কৈল কত কহি কুবচন॥
রামের আদেশে তবে সরোষে লক্ষ্মণ।
শূর্পণখা-নাসাকর্ণ করিলা ছেদন॥
খরদূষণের পাশে শূর্পণখা ধায়।*
বিরূপঘটন কথা কহে সে দোঁহায়॥
চউদ্দ হাজার নিশাচর সৈন্য নিয়া।
যুঝিতে দূষণ খর আইল ধাইয়া॥
রামচন্দ্র খর শরে সর্ব্বসৈন্যসনে।
বধিলা দূষণ খরে সমরপ্রাঙ্গনে॥

মায়ামৃগরূপী মারীচবধ।

অনন্তর শূর্পণখা পশিয়া লঙ্কায়।†
বিরূপঘটন কথা রাবণে জানায়॥

করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের অরণ্যবাস সময়ে তাঁহাকে ধনু, অক্ষয় তূণীরদ্বয়, অসি ও ব্রহ্মাস্ত্র দান করিয়াছিলেন। ইনি সমুদ্রপান ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের বর্দ্ধন প্রশমিত করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত গোল্ড ষ্টুকর বলেন, ইনি দাক্ষিণাত্যের সভ্যতাপ্রবর্ত্তক। ইনি খর্ব্বাকার ছিলেন। ইহাঁর পত্নীর নাম লোপামুদ্রা।—(রামায়ণ, মহাভারত) বাল্মীকির মতে ইহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ইধ্মবাহ (রামায়ণ আরণ্যকাণ্ড ১১ সর্গ), কিন্তু ব্যাসদেবের মতে ইধ্মবাহ অগস্ত্যের পুত্র। ইহাঁর প্রকৃত নাম দৃঢ়দস্যু। ইনি পিতার আলয়ে ইধ্ম অর্থাৎ যজ্ঞাগ্নিসন্দীপনার্থ কাষ্ঠ বহন করিতেন বলিয়া ইহাঁর ইধ্মবাহ নাম হয়। (মহাভারত বনপর্ব্ব ৯৯ অধ্যায়) ইনি যোগবলে দেহত্যাগ করিয়া নক্ষত্রলোক [এই নক্ষত্রের নাম অগস্ত্য=ক্যানোপস্ (Canopus) নক্ষত্র] লাভ করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজ অঞ্চলের তামিল, দ্রাবিড়ী প্রভৃতি ব্যক্তিরা বলে অগস্ত্য মুনি 'অগস্ত্যসংহিতা' প্রভৃতি কয়েকখানি শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সেই সকল গ্রন্থ হইতে তাহারা চিকিৎসা ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করে, কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন, খৃষ্টীয় ৬ শতাব্দীতে অগস্ত্য নামে একজন তামিল গ্রন্থকার বিদ্যমান ছিলেন।

• পঞ্চবটী বন—দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত গোদাবরী নদীতটে ইহা অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান নাম নাসিক তীর্থ। "মনমার্গর পর কয়েক ষ্টেসন পার হইয়া নাসিক-রোড। ষ্টেসন হইতে নাসিক নগর উত্তর-পশ্চিমে ৬ মাইল। নিকটেই চারি জনের বসিবার উপযুক্ত, ঘণ্টায় ৭ মাইল গামী টোঙ্গা নামক আবৃত গাড়ী দৈনিক ২৷৷৹ টাকা ভাড়ায় পাওয়া যায়। নাসিক নগর দেখিয়া, কাশীর ভাব মনে হইল। বিস্তৃত অগভীর ও খরস্রোতা গোদাবরীতটে প্রায় অর্দ্ধ মাইল পর্য্যন্ত ঘাট ও মন্দিরের শোভা। পুলিনদেশে কেহ স্নান করিতেছে, কেহ জপ করিতেছে, কেহ দ্রব্যাদি পরিষ্কার করিতেছে ও কেহ বা "ত্র্যম্বকস্য জটোদ্ভূতে গৌতমস্যাঘনাশিনি" বলিয়া, গোদাবরীর স্তব করিতেছে। উপরে কেহ মন্দিরে দৌড়িতেছে, কেহ পূজা করিতেছে ও কেহ বা সৌরকিরণে সমুদ্ভাসিত বিপণিমধ্যে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেছে। যৌবনোন্মত্তা কামিনীকুলে নগর কম্পিতপ্রায়। বিশপ হিবর্ আদি ভ্রমণকারীরা কহিয়াছেন, নারিকেলবর্ণা ভারত-কামিনীরা শ্বেতবর্ণা ইয়ুরোপীয় কামিনী অপেক্ষা মনোরমা। এখানে পঁয়ত্রিশ হাজার লোকের বাস; তন্মধ্যে দশ হাজার ব্রাহ্মণ। গৌতমীর (গোদাবরীর) উত্তরতটস্থিত এই নগরে প্রবেশ করিয়া, আমরা পঞ্চবটীতে রঘুনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। পঞ্চবটে পঞ্চবটী বিদ্যমান, এতদ্ব্যতীত এক্ষণ আর কোন বন নাই। নাসিক হিন্দুদিগের পরম তীর্থ। এই স্থানে লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাসিকা ছেদন করেন বলিয়া ইহার নাম নাসিক হইয়াছে। এই স্থানে রাম সীতার জন্য বিলাপ করিয়াছিলেন। এই স্থানের বর্ণনে বাল্মীকি জগৎ মুগ্ধ করিয়াছেন। লোকে বলে, এখান হইতে বহু দূরে ঝিড়িকালুতে মারীচবধ হইয়াছিল। সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, ঐ স্থানে ধাবমান হরিণের পদচিহ্ন প্রস্তরোপরি স্পষ্ট লক্ষিত হয়।" (রেলওয়ে ভারত-ভ্রমণ ১৪৭।১৪৮ পৃষ্ঠা।)

* খর দূষণ ও শূর্পণখা—৭০ পৃষ্ঠায় 'রাবণ' শব্দের টীকা দেখ।

† লঙ্কা—২৫ পৃষ্ঠায় 'সিংহল দ্বীপ' শব্দের টীকা দেখ।

রুষিয়া রাবণ তবে তখনি চলিল।
মারীচেরে স্বর্ণমৃগ সাজিতে বলিল॥
মারীচ সুবর্ণমৃগ হইয়া তখন।*
খেলিতে লাগিল গিয়া সীতার সদন॥
সীতার বাসনা হৈল সে মৃগ লইতে।
ধাইয়া গেলেন রাম হরিণ ধরিতে॥
মায়ামৃগ পলাইল সুদূর কানন।
সেখানে তাহারে রাম করিলা নিধন॥
মৃগরূপী নিশাচর মারীচ তখন।
চীৎকার করিয়া বলে কোথায় লক্ষ্মণ॥
রামের সঙ্কট ভাবি কান্দিল জানকী।
রামের উদ্ধারে ধায় লক্ষ্মণ ধানুকী॥

সীতাহরণ।

রাবণ এ হেন কালে কুটীরে আসিয়া।
লঙ্কাপুরে নিয়া গেল সীতারে হরিয়া॥
কুটীরে আসিয়া রাম না হেরি সীতায়।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হয়ে কঠিন ধরায়॥
মূর্চ্ছাভঙ্গে রঘুবীর সীতা সীতা বলি।
বিলাপ করেন করি আকুলি বিকুলি॥
লক্ষ্মণের সনে রাম শোকাকুল মনে।
সীতা অন্বেষণ করে ঘুরে বনে বনে॥
আশ্রমে বৃক্ষের তলে খুঁজেন সীতায়।
জিজ্ঞাসেন সীতাতত্ত্ব পাদপ লতায়॥
জলপল্বলেতে গিয়া করেন সন্ধান।
কোথাও না পান সীতা আকুলপরাণ॥
রঘুরাজ পথিমাঝে দেখিলেন পরে।
পতিত জটায়ু পক্ষী ছিন্ন কলেবরে।†

জটায়ুর মুখে রাম করিলা শ্রবণ।
দুষ্ট দশানন কৈল সীতারে হরণ॥
জটায়ু এতেক বলি ত্যজিল জীবন।
রাম তার অগ্নিকার্য্য কৈলা সম্পাদন॥

সীতান্বেষণ।

সীতার বিরহে রাম কাতর হইয়া।
লক্ষ্মণের সনে চলে কান্দিয়া কান্দিয়া॥
ঋষভ পর্ব্বতে রাম দেখিলা তখন।*
অসংখ্য বানরসৈন্য বিবিধ বরণ॥
সুগ্রীব সূর্য্যের সুত রাজা তারবার।
সুগ্রীবের মিত্র হনু পবনকুমার॥
আপন মঙ্গল আশে শ্রীরাম তখন।
সুগ্রীবের সনে কৈলা মিত্রতাবন্ধন॥

* মারীচ—৮১ পৃষ্ঠায় 'সর্ব্ব অস্ত্রবিদ্যা' শব্দ ও ৮৭ পৃষ্ঠায় 'পঞ্চবটী বন' শব্দের টীকা দেখ।

† জটায়ু—পক্ষিবিশেষ। অরুণের পুত্র, শ্যেনীগর্ভসম্ভূত। ইহাঁর ভ্রাতার নাম সম্পাতি। দশরথের সহিত ইহাঁর হৃদ্যতা ছিল। ইনি সীতা-হরণের সময় সীতার ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া, রাবণের সহিত অনেক যুদ্ধ করেন; এবং তাহার হস্তে এমনি আহত হন যে, রামের সম্মুখে সীতা-হরণ-বার্ত্তা বলিতে বলিতেই ইহাঁর মৃত্যু হয়। রামচন্দ্র ইহাঁকে পিতৃসখা জানিয়া, দাহ তর্পণ করেন।—(রামায়ণ আরণ্যকাণ্ড)

* ঋষভ পর্ব্বত—বাল্মীকীয় রামায়ণে ইহার নাম ঋষ্যমূক পর্ব্বত বলিয়া লিখিত আছে। দনু নামক কবন্ধ রামহস্তে নিহত হইয়া, চিতাগর্ভ হইতে দিব্যমূর্ত্তিধারণে শূন্যে উঠিতে উঠিতে রামকে বলিতেছেন—

এক্ষণে সুগ্রীব কপি পম্পার কূলেতে
ঋষ্যমূক পর্ব্বতের উপরিভাগেতে
চারিটি বানর সনে করিছেন বাস,
সদা তাঁর মনে জাগে বালীর সন্ত্রাস।

* * * *

মতঙ্গ-আশ্রম আছে সেই বনে,
এ হেতু মতঙ্গবন তারে ভনে।
দেবারণ্য সম সেই বনে গিয়া
হ'বে তুমি, রাম! হরষিত হিয়া।
পম্পার অদূরে ঋষ্যমূক গিরি,
শোভে নানা তরু করি' ঘেরাঘিরি।
(মৎকর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত বাল্মীকীয় রামায়ণ আরণ্যকাণ্ড ৭২।৭৩ সর্গ)

"বেল্লারীর ৩০ ক্রোশ দূরে হাম্পি ও আনি-গন্ধিতে কিষ্কিন্ধ্যাদি পর্ব্বত। কিষ্কিন্ধ্যার প্রায় ৩ ক্রোশ দূরে ঋষ্যমূক। ঋষ্যমূকের পাদদেশে

পরে রাম সুগ্রীবের অভিলাষ মত।
মিত্রামিত্র বালী বীরে করিলা নিহত।*

নিজ সখা সুগ্রীবেরে দিলা সিংহাসন।
সুগ্রীব আদেশে সীতা খুঁজে কপিগণ॥

পম্পা-সরোবর। পম্পা সরোবর এবং নদী উভয়ই। সরোবরের জল ক্ষুদ্র নদীযোগে পার্শ্বস্থ তুঙ্গভদ্রাতে পতিত হইতেছে। মতঙ্গসরোবর পম্পার অংশমাত্র। পম্পার পশ্চিমে শবরীর আশ্রম। অদূরে হ্রদসম্মুখস্থ গুহায় সুগ্রীবাদি বানর চতুষ্টয় বাস করিত। কিষ্কিন্ধ্যার অপর দিকে মাল্যবান্ পর্ব্বত। এই স্থানে রাম বর্ষাকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ঈশান দিকে সমুন্নত গুহায় তাঁহার আবাসস্থান ছিল। নিম্নে স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছে। এই সকল পর্ব্বত এখনও স্বর্ভাবিশোভায় বিমণ্ডিত।—(বেল্ওয়ে ভারতভ্রমণ ১৭২।১৭৩ পৃষ্ঠা) পূর্ব্বঘাট ও নীলগিরি নামক পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত। এই স্থানে কাবেরী নদী উৎপন্ন হইয়াছে।—(ভাগবত) ঋষভ পর্ব্বত স্বতন্ত্র ও সংখ্যায় অনেকগুলি। যথা—১। কৈলাসের নিকটস্থ পর্ব্বত বিশেষ। ইহা হিমালয়ের স্বর্ণময় শৃঙ্গ। ইহার পার্শ্বেই রৌপ্যময় কৈলাস। এই দুই পর্ব্বতের মধ্যে মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সন্ধিনী ও সুবর্ণকরণী নামে ঔষধিলতা আছে।—(কবিবর রঘুনন্দন গোস্বামিকৃত শ্রীমদ্রামরসায়ন লঙ্কাকাণ্ড ১৫ অধ্যায়)—২। দক্ষিণ সাগরস্থ একটি পর্ব্বত। এখানে রোহিত নামক গন্ধর্ব্বগণ বাস করে। শৈলূষ (বিভীষণ-পত্নী সরমার পিতা), গ্রামণী, শিক্ষ, শুক ও বভ্রু এই পাঁচ গন্ধর্ব্ব রোহিতগণের অধিপতি।—(রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪১ সর্গ)—৩। পূর্ব্ব সাগরস্থ একটি ধবলবর্ণ পর্ব্বত। এই পর্ব্বতে সুদর্শন নামে একটি সরোবর আছে।—(রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪২ সর্গ)

* মিত্রামিত্র বালী—মিত্র + অমিত্র = মিত্রামিত্র অর্থাৎ মিত্রের শত্রু বালী। বালী ও সুগ্রীব দুই ভ্রাতা। বালীর পত্নী তারা ও পুত্র অঙ্গদ। সুগ্রীবের পত্নী রুমা। দনু কবন্ধ রামকে বলিতেছেন,

'হে রাম! সুগ্রীব নামে এক মহাবীর
বানর আছেন, আমি জানি তাহা স্থির।
সে সুগ্রীব ঋক্ষরজা কপির ক্ষেত্রজ,
সূর্য্যের ঔরস পুত্র, দশরথাত্মজ!
ইন্দ্রের তনয় বালী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁর,
অতি শয় বলী তিনি, জানে ত্রিসংসার।
সে বালী রাজ্যের তরে হ'য়ে ক্রোধাগত,
সুগ্রীবেরে করিয়াছে দূরে দূরীভূত।'
(মৎকর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত বাল্মীকীয় রামায়ণ আরণ্যকাণ্ড ৭২ সর্গ)

একদা মেরু (সুমেরু) পর্ব্বতে শত যোজন বিস্তৃতা দিব্য মহাসভা মধ্যে ভগবান্ ব্রহ্মা যোগমগ্ন ছিলেন। এমন সময়ে সহসা তাঁহার চক্ষু হইতে জল নির্গত হইল। ব্রহ্মা তৎক্ষণাৎ সেই জল অঞ্জলিতে ধারণ করিয়া, ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন। অমনি সেই ভূনিক্ষিপ্ত জল হইতে এক প্রবল বলশালী বানর জন্মগ্রহণ করিল। ব্রহ্মা তাহার নাম ঋক্ষরজা রাখিলেন এবং উত্তরমেরুশিখরে তাহাকে থাকিতে বলিলেন। একদা ঋক্ষরজা তৃষ্ণাতুর হইয়া, উক্ত পর্ব্বতস্থ একটি সরোবরে অবতরণ করিবামাত্র, সুন্দরী রমণীরূপ ধারণ করিল। এমন সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র ও সূর্য্য যুগপৎ সেই সুরূপা যুবতীকে দর্শন করিয়া, কামশরে জর জর হইয়া উঠিলেন। অমনি—

সর্ব্বাঙ্গ ক্ষুভিত হৈল পন্নগ সমান,
ধৈর্য্য না রহিল আর সেরূপ নেহারি'
তবে ইন্দ্র সুরেশ্বর সে নারীর শিরে
অধীরে ত্যজিলা বীর্য্য মদনপীড়নে।
ইন্দ্রের অমোঘ বীর্য্যে, অমনি তখনি
প্রসবিল সেই নারী এক মহাকপি।
শিরোবালে (চুলে) বীজ হইল পতিত,
তেঁই শিশু বালী নামে হইল বিদিত।
অনন্তর ভাস্করের বীর্য্য তেজোময়
সে নারীর গ্রীবাদেশে নিপতিত হয়।
সেই বীজে অন্য এক কপি জনমিল,
গ্রীবায় জনম, নাম সুগ্রীব হইল।
এইরূপে দুই জন দেবতা হইতে
জনমিল দুই পুত্র সেই রমণীতে।
অক্ষয়া কাঞ্চনী মালা সহস্রলোচন
নিজ পুত্র বালী বীরে করিলা অর্পণ।
সে অক্ষয়া মালা গলে থাকে যতক্ষণ,
কা'র সাধ্য বালী বীরে করে নিপাতন?
*　*　*　*　*
সূর্য্যও আপন পুত্র সুগ্রীবের হিতে
বায়ুপুত্রে নিয়োজিয়া দিলা তুষ্ট চিতে।

জটায়ুর বাক্যমতে হনুমান বীর।*
ডিঙ্গাইলা শতেক যোজন সিন্ধুনীর ॥
লঙ্কায় পশিয়া হনু অশোক কাননে।
দেখিলেন রামজায়া সীতারে নয়নে ॥

অনন্তর দিন গেল, আইল রজনী,
রজনীও গেল চলি'; উঠে দিনমণি।
যেমন প্রভাত হৈল, অমনি তখন
কোথা বা সে নারী! কপি যেমন তেমন।
এরূপে সে ঋক্ষরজা নিজমূর্ত্তি ধরি'
আপনার দুই পুত্রে স্নেহ করে ভারি।
অমৃত সমান মধু দুই শিশু-মুখে
দিল সেই কপিবর অতিশয় সুখে।
* * * * * *
বলিলেন চতুরাস্য ;—'শুন, দূতবর!
পুত্র সহ ঋক্ষরজে লইয়া ঝটিতি
কিষ্কিন্ধ্যায় যাও তুমি আমার আদেশে।
সেই যে কিষ্কিন্ধ্যাপুরী শুভা মনোহরা,
বসে তথা কপিযূথ আনন্দিত চিতে।
বহুরত্নে সমাকীর্ণা, পুণ্যবতী পুরী,
বিশ্বকর্ম্মা নিজহস্তে নির্ম্মিলা তাহারে।
ঋক্ষরজা কপিরাজে কর তথা রাজা।
(মৎকর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত বাল্মীকীয় রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ৩৬।৩৬—ক সর্গ)

* হনুমান্ বা হনূমান্—কেশরী বানরের ক্ষেত্রজ ও বায়ুর ঔরসপুত্র, অঞ্জনা-গর্ভসম্ভূত। ইনি সূর্য্যের নিকট নিখিল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইঁহার দেহে শক্তিও অপরিমিত ছিল। সুগ্রীবের সহিত ইঁহার বিশেষ আনুগত্য ছিল। ইনি লঙ্কায় যাইবার সময় শতযোজন সিন্ধু লঙ্ঘনকালে সিংহিকাকে বিনাশ ও সুরসাকে ছলনা করেন। লঙ্কার সমরে ইঁহার বীরত্ব অতুল্য। ইঁহার সাহসেই কপিসৈন্যগণ রাক্ষসগণের সম্মুখে দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছিল। ইনি রামচন্দ্রের পরম ভক্ত এবং সীতার বরে অমর হইয়া বরাবর গন্ধমাদন পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের সহিত তথায় ইঁহার একবার সাক্ষাৎ ও পরিচয় হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদ্বারা গরুড়ের দর্পচূর্ণ করিয়াছিলেন।—(রামায়ণ, মহাভারত) মহর্ষি অগস্ত্য ইঁহার শক্তি, বীরত্ব, বিদ্যা ও বিবিধ গুণাদি সম্বন্ধে রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,—

'যা কহিলে তুমি রাম! সত্য সেই কথা,
হনু সম মহাবীর কেবা আর কোথা?
হনু সম মহাবল নহে কোন জন,
কাহার চাতুরী, ধৈর্য্য হনুর মতন?
হনুর সমান কেহ পরাক্রমী নয়,
কেবা পারে হনু বীরে করিবারে জয়?
উৎসাহ, গাম্ভীর্য্য কার হনুর সমান?
সুশীলতা, বীরতায় হনুই প্রধান।
মাধুর্য্য, প্রতাপ হেরি হনুতে যেমন,
অন্য জনে নাহি হেরি কখনো তেমন।
ফল কথা, হনু সম সর্ব্বগুণে গুণী
আর যে আছয়ে কেহ, হেন নাহি শুনি।
ইহা ছাড়া হনুমান সূর্য্যের সম্মুখে
উদয়াস্ত শৈলে গিয়া ব্যাকরণ শিখে।
সূত্র, বৃত্তি, অর্থ, পদ, মহাভাষ্য আদি
অনা'সে শিখিল বায়ুসুত গুণনিধি।
পূর্ব্ব আর উত্তরমীমাংসা দুইখানি
অনা'সে অভ্যাস কৈল পণ্ডিত পাবনি।
শাস্ত্রের বিদ্যায় কেবা হনুর সমান?
সুরগুরু হনুপাশে নিজে লাজ পান।
প্লাবিলে সাগরবারি কে পারে বারিতে?
কে পারে প্রলয়ানল জলে নিভাইতে?
লোকক্ষয় কালে কালে কে আঁটিতে পারে?
কে জিনিতে পারে বলে পবনকুমারে?
(মৎকর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত বাল্মীকীয় রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ৩৬ সর্গ)

রামচন্দ্রও হনুমানের বিদ্যাদিসম্বন্ধে লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন,—

'যেরূপ বচন কহিলেন ইনি,
সেরূপ বচন, ভাই!
ঋক্ যজু সাম বেদবিজ্ঞ বই
অন্যে কৈতে পারে নাই।
বহুবার ইনি থাকিবেন শুনি'
আদি অন্ত ব্যাকরণ,
তাই একটিও অপশব্দ মুখে
না হইল নিঃসরণ।
বাক্য বলিবার সময়ে ইঁহার
ভ্রূ ললাট নেত্র মুখ
প্রভৃতি অঙ্গেতে নাহি দেখিলাম
কোন দোষ একটুক।
কথাগুলি এঁর কেমন মধুর,
স্বরাক্ষর সুসরল,
বক্ষ কর্ণ তালু হ'তে মধ্য স্বরে
কেমন নিঃসৃত হ'ল।

রামের বৃত্তান্ত তাঁরে করি নিবেদন।
তাঁহার বৃত্তান্ত পুন করিলা গ্রহণ॥

অগ্রে সেই পদ ব্যবহার করা
আবশ্যক, তাহা ইথে
উপেক্ষিত, ভাই, কিছু হয় নাই,
পারিনু শুনি' বুঝিতে।
প্রতি-পদ-অর্থ সুবোধ করা'য়ে,
দক্ষ কৈল বক্তজ্ঞানে;
এ বাক্য অদ্ভুত মনস্তুষ্টিকর,
মধুধারা ঢালে কানে।
অস্ত্র দূরে থাক্, মারে-মারে অসি,
এমন শত্রুরো মন
প্রসন্ন করিতে পারে সুনিশ্চয়
এ মধুর সুবচন।
(মৎকর্তৃক পদ্যানুবাদিত বাল্মীকীয় রামায়ণ
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৩ সর্গ)

অশোক কানন—অশোক নামক উপবন। রাবণের লঙ্কায় অশোকবনের ন্যায় অযোধ্যায় রামচন্দ্রেরও বিহারার্থ একটি অশোকবন ছিল। যথা—

অশোক নামেতে বন বিলাসের তরে,
পশিলেন রাজা রাম তাহার ভিতরে।
*   *   *   *
প্রবেশ করিয়া রাম সে অশোকবনে,
বসিলেন ফুলকাটা সুন্দর আসনে।
সীতারে লইয়া রাম আপনার হাতে
বিশুদ্ধ মৈরেয় সুরা লাগিলা পিয়া'তে।
সে সময়ে ভৃত্যগণ সত্বর হইয়া
রামের ভোজন দ্রব্য দিলেক আনিয়া।
কিবা সে প্রস্তুত মাংস, নানাফলমূল,
সুবর্ণের পাত্র ভরি' আনে ভৃত্যকুল।
সর্ব্বভূষাবিভূষিতা রূপে মনোহরা
নৃত্যগীতবিশারদা কিন্নরী অপ্সরা,
আর আর নারীগণ মধুপানে মাতি'
নৃত্যগীতে শ্রীরামের বাড়াইল প্রীতি।
(মৎকর্তৃক পদ্যানুবাদিত বাল্মীকীয় রামায়ণ
উত্তরকাণ্ড ৪২ সর্গ)

চন্দ্রবংশীয় মহারাজ যযাতিরও অশোকবন নামে একটি বিহারকানন ছিল। যথা—

যযাতি ভূপতি ফিরি আপন নগরে।
অন্তঃপুরে দেবযানী রাখিলা সাদরে॥

পরে হনু বহু রক্ষ করিলা বিনাশ।*
স্বর্ণলঙ্কা পুড়াইয়া কৈলা সর্ব্বনাশ॥
হেন কর্ম্ম করি হনু আসি রাম পাশে।
সীতার বৃত্তান্ত যত কহে ধীর ভাষে॥

রামের লঙ্কাপ্রবেশ।

সীতার সন্ধান পেয়ে রাম রঘুবর।
সমুদ্রশোষণ কৈলা ক্রোধে হানি শর॥
পরে কপিসৈন্য দিয়া সাগর বান্ধিয়া।
পশিলা লঙ্কায় রাম লক্ষ্মণে লইয়া॥
রাবণের দুর্গ পুর পত্তন সকল।
ভাঙ্গিয়া ফেলিলা রোষে রাম মহাবল॥
লক্ষ্মণের সনে রাম শর বরিষণে।
কখন বা সুশাণিত অসির তাড়নে॥

অশোকবনের কাছে গৃহ নির্ম্মাইয়া।
আদেশিলা শর্ম্মিষ্ঠারে বাসের লাগিয়া॥
(মৎকর্তৃক পদ্যানুবাদিত মহাভারত
আদিপর্ব্ব ৮২ অধ্যায়)

"শর্ম্মিষ্ঠার সহ এক সহস্র যুবতী।
অশোকবনেতে রাজা দিলেন বসতি॥"
(কাশীদাসী মহাভারত আদিপর্ব্ব)

অশোকবন বলিলে কোন একটা বৃহৎ জঙ্গল বুঝায় না, একটি রাজোচিত বৃহৎ উদ্যান বুঝায়। অশোক নামটি সাধারণ নাম নহে, একটি বিশেষ নাম। যে উদ্যানের শোভা দর্শন করিলে, শোক পর্য্যন্ত লোপ পায়, তাহার নাম অশোকবন। কেহ কেহ বলেন, অশোক পুষ্পের বৃক্ষ বেশীর ভাগে থাকাতে, অশোকবন নাম হইয়াছে; কিন্তু সে কথাটা এখানে ঠিক্ নয়।

* হনু বহু রক্ষ করিলা বিনাশ—হনুমান প্রহস্ত রাক্ষসের পুত্র জাম্বুমালী, মন্ত্রিপুত্রগণ, দুর্দ্ধর, প্রঘস, বিরূপাক্ষ, ভাসকর্ণ, যূপাক্ষ এই পঞ্চ সেনাপতি, রাবণের অন্যতম পুত্র অক্ষ ও মহাবীর মহোদর এবং অন্যান্য শত শত রাক্ষসকে সংহার করিলেন। —(রামায়ণ সুন্দরকাণ্ড ৪২—৪৭ সর্গ) অনন্তর হনুমান্ রাবণের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইন্দ্রজিতের ব্রহ্মাস্ত্রে আবদ্ধ হইয়া, রাবণের নিকট নীত হন এবং বন্ধনমুক্ত হইয়া, রাবণাদেশে দগ্ধলাঙ্গুল হন। অবশেষে সেই দগ্ধলাঙ্গুলানলে লঙ্কা দগ্ধ করিয়া, পুনর্ব্বার রামের নিকট আগমন করেন।

বধিলেন বহুসংখ্য প্রধান রাক্ষসে।
লঙ্কাপুরী ছারখার হইল ধ্বংসে॥
সুগ্রীব অঙ্গদ নল নীল হনুমান।
ঋক্ষরাজ জাম্ববান সমরে প্রধান॥
নিজ নিজ কপিসৈন্যে মিলিত হইয়া।
লক্ষ লক্ষ বৃক্ষ শিলা সবলে হানিয়া॥
লক্ষ লক্ষ রাক্ষসেরে করিল নিধন।
সীতাশোকানল হেন মৃত্যুর কারণ॥

রাবণবধ।

লক্ষ্মণের শরে পরে মেঘনাদ বীর।*
সমরপ্রাঙ্গণে পড়ে হইয়া অস্থির॥
প্রহস্ত বিকট অক্ষ নিকুম্ভ মকর।†
অন্য রাক্ষসেরা গেল রণভূ ভিতর॥
অবশেষে দশানন লঙ্কা-অধিপতি।
কোটি কোটি সৈন্যগণে লইয়া সংহতি॥
উপস্থিত হৈল আসি রামের গোচরে।
বড়ই দুর্দ্ধর্ষ বীর বিধাতার বরে॥
হিমাচল সম বীর সংগ্রামে অটল।
কেহ না আঁটিতে পারে এত তার বল॥
কিন্তু রঘুপতি রাম সুশাণিত শরে।
কুম্ভকর্ণ দশাননে বধিলা সমরে॥

রামরাবণের সেই ভয়ঙ্কর রণে।
ছুটিল বিজলী সম সায়ক গগনে॥
ঘনঘটা সম ধূলি উড়িল আকাশে।
ঘোর যুদ্ধ-কোলাহল ছুটিল বাতাসে॥
বজ্রের নির্ঘোষ ঘোর ধনুকে উঠিল।
অন্তরে সবার ঘোর আতঙ্ক ঘটিল॥
এরূপে ধরণীসুতা সীতারোষানলে।
রামের শাণিত দীপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রের বলে॥
ইন্দ্রবিদ্রাবণ বীর প্রচণ্ড রাবণ।*
লঙ্কার সমরক্ষেত্রে ত্যজিল জীবন॥

রামের রাজ্যাভিষেক।

অনন্তর হনুমান হর্ষের সহিত।
সীতারে বহ্নির মাঝে করি পরীক্ষিত॥
রঘুরাজ রামকরে করি সমর্পণ।
আপনার স্থানে তবে করিলা গমন॥†
অনন্তর রামচন্দ্র ইন্দ্রের বচনে।
বিভীষণে রাজা কৈলা লঙ্কাসিংহাসনে।‡
পরে রাম পুষ্পকে লক্ষ্মণ সীতা লয়ে।
উপস্থিত হইলেন গুহের আলয়ে।।§

* মেঘনাদ—রাবণের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র, মন্দোদরী-গর্ভসম্ভূত। ভূমিষ্ঠ হইয়া, মেঘের নাদ (গর্জ্জন) সদৃশ রোদন করিয়াছিল বলিয়া নাম 'মেঘনাদ' হয়। দেবরাজ ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছিলা বলিয়া, মেঘনাদের অপর নাম 'ইন্দ্রজিৎ'।

† প্রহস্ত, বিকট, দ্বিতীয় অক্ষ (রাবণের অন্যতম পুত্র অক্ষ পূর্ব্বে হনুমানের হস্তে অশোকবনে নিহত হয়), নিকুম্ভ (কুম্ভকর্ণের কনিষ্ঠ পুত্র ও কুম্ভোদরী রাক্ষসীর পিতা), মকর (মকরাক্ষ) এবং এতদ্ব্যতীত ধূম্রাক্ষ, বজ্রদংষ্ট্র, অকম্পন, নরান্তক, সমুন্নত, মহানাদ, কুম্ভহনু, দ্বিতীয় প্রহস্ত, কুম্ভকর্ণ, দ্বিতীয় নরান্তক, দেবান্তক, দ্বিতীয় মহোদর, ত্রিশিরা, মত্ত, অতিকায়, কুম্ভ, দ্বিতীয় যূপাক্ষ, প্রজঙ্ঘ, শোণিতাক্ষ, কম্পন, তৃতীয় যূপাক্ষ, তৃতীয় মহোদর, মহাপার্শ্ব প্রভৃতি রাক্ষস সেনাপতি ও অসংখ্য রাক্ষস সৈন্য লঙ্কার যুদ্ধভূমিতে নিহত হইয়াছিল। —(রামায়ণ যুদ্ধ (লঙ্কা) কাণ্ড)

* বাল্মীকীয় রামায়ণেও ব্রহ্মাস্ত্রে রাবণ-নিধন-কথা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে মৃত্যুবাণ নামক বাণে রাবণ-বধ হইয়াছিল বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

† আপনার স্থানে—হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরে গন্ধমাদন পর্ব্বতে।—(মহাভারত বনপর্ব্ব)

‡ ইন্দ্রের বচনে ইত্যাদি—বাল্মীকীয় রামায়ণের মতে রামচন্দ্র রাবণ-বধ করিবার পর ইন্দ্রের বচনে বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষেক করেন নাই, স্বেচ্ছায় লক্ষ্মণকে দিয়া তাঁহার অভিষেক-কার্য্য সম্পাদন করাইয়াছিলেন।—(যুদ্ধকাণ্ড ১১৪ সর্গ) কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণের বিধবা পত্নী মন্দোদরী দেবর বিভীষণের সহিত পুনর্ব্বিবাহিতা হইয়াছিলেন, কিন্তু বাল্মীকীয় রামায়ণে তাহার কোন উল্লেখ নাই।

§ পুষ্পক—শূন্যগামী যান বিশেষ। বিভীষণ রামকে পুষ্পক রথ বা পুষ্পক যান সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

সেইখানে মুনিবেশ করি পরিহার।
যাত্রা করিলেন রাম অযোধ্যামাঝার॥

———'হে রাজনন্দন!
এক দিনে যারে তুমি অযোধ্যাভবন।
কুবের আমার ভ্রাতা—ছিল তাঁ'র রথ
উজ্জ্বল, গতিতে যা'র নত মনোরথ।
রাজা দশানন তাঁ'রে করি' পরাজয়,
আনিলেন সেই রথ, শুন মহাশয়!
তব অধিকারে এবে পুষ্পক স্যন্দন,
অই ঘনাকার, প্রভো? কর দরশন।
অই রথে এক দিনে যা'বে, মহাশয়!
শুনহ বচন মম, নাহিক সংশয়।
(মৎকর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত বাল্মীকীয় রামায়ণ যুদ্ধকাণ্ড ১২৩ সর্গ)

ভগবান রামচন্দ্র সদলবলে এই পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া, অযোধ্যায় পুনর্গমন করেন। তার পর ইহা পুনর্ব্বার যক্ষপতি কুবেরকে ফিরিয়া দেন। ভগবান্ ব্রহ্মা কুবেরকে চতুর্থ দিক্‌পাল করিয়া, এই পুষ্পক রথ দান করিয়াছিলেন। মহর্ষি অগস্ত্য রামের নিকট পুষ্পক রথের এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন;—

পুষ্পক নামক কামগামী রথ,
কুবের ভ্রমিত যায়,
সেই মহারথ নিল দশানন,
কত রত্ন শোভে তায়।
কিবা সে সুঠাম কনকের থাম,
তোরণ বৈদূর্য্যময়;
তাহে মুক্তাঝারি শোভে সারি সারি,
শোভে নানা তরুচয়।
সেই সব গাছে ফুল ফুটে আছে,
কোন গাছে দোলে ফল;
সকল ঋতুতে ফল ফুল তা'তে
সমুদ্ভবে অবিরল।
সেই রথখান সুখের নিদান,
কামরূপী নভোগামী;
গতি তা'র কেহ না পারে বাধিতে,
উড়ে নভে, নামে ভূমি।
সে রথের বেগ মন-সম ক্রত,
কনক মণির সিঁড়ি;
তপত কাঞ্চনে হ'য়েছে গঠিত
কিবা চারুতর পিঁড়ি।

ভরতমাতারে রাম সান্ত্বনা করিয়া।
পরে মাতৃসবাকার বচন পালিয়া॥
অভিষিক্ত হইলেন পিতৃসিংহাসনে।
অভিষেক কৈলা বশিষ্ঠাদি মুনিগণে॥
রাম রাজা হৈলে পর সমস্ত ব্রাহ্মণ।
তপস্যানিরত হৈলা আনন্দিত মন॥
ধনরত্নশালী আর তপস্যানিরত।
হইল অযোধ্যাবাসী অন্য লোক যত॥
নির্ভয়ে রহিল সবে নিয়া নিজ জন।
মেঘদল কৈল বহু বারি বরিষণ॥
ফলকণা সেই কালে যেন বসুন্ধরা।
অতুল আনন্দে হৈল হাস্যরাশি ভরা॥
আপন সদ্‌গুণগ্রামে রাম রঘুবর।
রঞ্জিলেন প্রজাগণে হয়ে যত্নপর॥
সুললিত রসাভাষে প্রেয়সী সীতার।
আনন্দ বর্দ্ধন কৈলা রাম গুণাধার॥
এরূপে অযুতবর্ষ রাজত্ব করিয়া।
তিন অশ্বমেধ যজ্ঞ কৈলা বিশেষিয়া॥*

সে পুষ্পক রথ দেবের বাহন,
আঁখি-চিত-সুখকর;
অমরের সম অমর সে রথ,
ধ্বংস নাহি পূর্ব্বাপর।
বিশ্বকর্ম্মা নিজে মনোমত করি'
নিরমিলা সেই রথ;
সর্ব্বকালে উহা চিরসুখপ্রদ,
চড়ি' পূরে মনোরথ।
অতি সুশীতল, কিংবা উষ্ণ অতি
নহে সেই রথবর;
ত্রিলোক ভিতর সে রথ সোসর
রথ নাহি অন্যতর।
(মৎকর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত বাল্মীকীয় রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ১৫ সর্গ)

ম্লেচ্ছরাজ শাল্বের সৌভ বা সৌভপুরী নামক একটি বৃহৎ কামগামী রথ ছিল। উহাও এই পুষ্পক রথের ন্যায় অনেকটা গুণধর্ম্মবিশিষ্ট ও গঠিত।—(ভাগবত, হরিবংশ)

* অযুত বর্ষ—দশ হাজার বৎসর। বাল্মীকীয়

অশ্বমেধ যজ্ঞে তাঁর সর্ব্বদেবগণ।
বিধিমতে লভিলেন তুষ্টি বিলক্ষণ ॥
পরে রাম মনে ভাবি কি এক কারণ।
প্রেয়সী সীতারে কৈলা বনে বিসর্জ্জন ॥
সে কালে বাল্মীকি মুনি নিজ বাক্য স্মরি।
সীতারে আশ্রয় দিলা আশ্রম ভিতরি ॥*
ধরাসুতা সীতা সেথা কুশ লব নাম।
প্রসবিলা দুই পুত্র রূপগুণধাম ॥

উত্তর কাণ্ডের সনে কাব্য রামায়ণ
রচিলা বাল্মীকি মুনি প্রচেতা-নন্দন।
(মৎকর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত বাল্মীকীয় রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ১১১ সর্গ)

প্রচেতা বরুণ ও একজন মুনির নাম। মহর্ষি বাল্মীকি প্রচেতার পুত্র। আবার পুরাণে প্রচেতা নামে আর দশ জন ঋষির উল্লেখ আছে। হবির্দ্ধানের ঔরসে ধিষণা নাম্নী পত্নীগর্ভে প্রাচীনবর্হির সহিত সমুদ্রতনয়া সবর্ণার বিবাহ হয়। প্রাচীনবর্হির ঔরসে সবর্ণার গর্ভে দশটি পুত্র জন্মে। সেই দশ পুত্রের নাম প্রচেতা। তাঁহারা পিতার আদেশে তপস্যা করিয়া, মহাদেবের নিকট নারায়ণের মাহাত্ম্য অবগত হন। পরে তাঁহারা দশ সহস্র বৎসর সমুদ্রে শয়ন করিয়া, বিষ্ণুর আরাধনা করিলে, কণ্ডু মুনির কন্যা মারিষাকে পত্নীরূপে লাভ করেন।—(ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, গরুড়পুরাণ) ইঁহাদের প্রথম যে দশ পুত্র হয়, তাহারা সকলেই রাক্ষস। তৎপরে দক্ষের জন্ম হয়।—(মহভারত) রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণে মহর্ষি বাল্মীকি যে এই প্রচেতাদের পুত্র, তাহার কোন উল্লেখ নাই। বাল্মীকির পিতা ভৃগুবংশীয় অপর একজন প্রচেতা মুনি, এইজন্য বাল্মীকিকে ভার্গব বলা হইয়াছে, যথা—

"রাবণান্তকরো রাজা রঘুণাং বংশবর্দ্ধনঃ।
বাল্মীকির্যস্য চরিতং চক্রে ভার্গবসত্তমঃ ॥
(মৎস্যপুরাণ ১২ অধ্যায়)

মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম প্রথমে চিত্রকূট পর্ব্বতে ছিল। যথা—

লক্ষ্মণেরে এই কথা বলি' রঘুমণি,
মহাঋষি বাল্মীকির আশ্রমে তখন
উপনীত হৈলা সবে যুড়ি দুই পাণি
প্রণমি' তাঁহারে কৈলা আত্মনিবেদন।
(মৎকর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত বাল্মীকীয় রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ৫৬ সর্গ)

কিন্তু কবিবর রঘুনন্দন গোস্বামী চিত্রকূটস্থ বাল্মীকিকে দ্বিতীয় বাল্মীক বলিয়াছেন, যথা—

"সে রজনী সেখানেতে করিলা নিবাস।
প্রভাতে উঠিয়া গেলা চিত্রকূট পাশ ॥
সেখানে আছেন এক ঋষি সুবিদ্বান।
দ্বিতীয় বাল্মীকি বলি যাঁহার আখ্যান ॥"
(শ্রীমদ্রামরসায়ন অযোধ্যাকাণ্ড ৫ম অধ্যায়)

রামায়ণ যুদ্ধকাণ্ড (লঙ্কাকাণ্ড) ১৩০ সর্গে অর্থাৎ শেষ সর্গে এই অযুত বৎসরের কথা লিখিত আছে;—

রামচন্দ্র এত যদি কহিলা বচন,
নাহি নিলা যৌবরাজ্য বিনয়ী লক্ষ্মণ।
সুমতি ভরতে রাম সম্বোধি আদরে,
যৌবরাজ্যে অভিষেক কৈলা অতঃপরে।
অনন্তর রামচন্দ্র অতিমতিমান,
পৌণ্ডরীক, অশ্বমেধ কৈলা অনুষ্ঠান।
রাজত্ব করিলা রাম অযুত বৎসর,
দশবার-অশ্বমেধ কৈলা রঘুবর।
(মৎকর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত বাল্মীকীয় রামায়ণ)

কিন্তু আবার উক্ত রামায়ণের বালকাণ্ড ১ম সর্গে একাদশ সহস্র বৎসরের কথা লিখিত আছে;—

রামচন্দ্র বহু ব্যয়ে সহ অনুরাগ,
করিবেন শত শত অশ্বমেধ যাগ।
দিবেন অযুত কোটি ধেনু সুবিধানে,
শুদ্ধাচারী বিদ্যাবান যতেক ব্রাহ্মণে।
বহু বহু রাজবংশ করিবে' স্থাপন;
স্ব স্ব ধর্ম্ম চারি বর্ণে করা'বে' পালন।
এগার সহস্র বর্ষ রাজ্য ভোগ করি'
মহাসুখে, অবশেষে যা'বে' ব্রহ্মপুরী।—(ঐ)

মহাভারতেও একাদশ সহস্র বৎসরের কথা লিখিত আছে;—

দশেক হাজার, দশ শত আর,
বর্ষ রাজ্য করিয়া পালন।
রাম মহাকায়, ত্যজিয়া ধরায়,
করেছেন স্বস্থানে গমন ॥
(মৎকর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত মহাভারত বনপর্ব্ব ১৪৭ অধ্যায়)

* বাল্মীকি—জগৎপ্রসিদ্ধ রামায়ণরচয়িতা ঋষি। ইনি প্রচেতার পুত্র,

দুই ভাই মিলি গাহে রামযশোগান।
বাল্মীকি প্রভৃতি মুনি পুলকিতপ্রাণ॥

ভক্তমাল নামক গ্রন্থে দ্বিতীয় বাল্মীকি নামে অপর এক বাল্মীকি মুনির চরিত বর্ণিত হইয়াছে। তিনি মহারাজঃ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন।

তার পর তাঁহার আশ্রম প্রয়াগ বিভাগের অন্তর্গত তমসাতটে অবস্থিত ছিল। এই তমসা নদী চিত্রকূট পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া; বরাবর পূর্ব্বোত্তর দিকে প্রবাহিত হইয়া, প্রয়াগের (এলাহাবাদের) কিছু দূর নিম্নে গঙ্গার সহিত মিলিত হইতেছে। রামায়ণে দেখা যায়—

দেবর্ষি নারদ চলি' গেলে দেবলোকে,
বাল্মীকি আশ্রমে রৈলা মুহূর্ত্তের পাকে।
অনন্তর মুনিবর গঙ্গার অদূরে
চলিলেন কৌতূহলে তমসার তীরে।
(মৎকর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত বাল্মীকীয় রামায়ণ বালকাণ্ড ২য় সর্গ)

রাম লক্ষ্মণকে বলিতেছেন,—
গঙ্গার অপর পার তমসার তটে
মহামুনি বাল্মীকির আশ্রম প্রকটে।
সেখানে যাইয়া তুমি কৌন নিরজনে
পরিত্যাগ কর সীতা, এই ইচ্ছা মনে।
(মৎকর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত বাল্মীকীয় রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ৪৫ সর্গ)

মহাকবি কালিদাসও বলেন,—
"রথাৎ স যন্ত্রা নিগৃহীতবাহাৎ
তাং ভ্রাতৃজায়াং পুলিনেঽবতার্য্য।
গঙ্গাং নিষাদাহৃতনৌবিশেষ-
স্ততার সন্ধামিব সত্যসন্ধঃ॥"
(রঘুবংশ ১৪ সর্গ ৫২ শ্লোক)

অস্যার্থঃ—সুমন্ত্র সারথি অশ্বগণের রশ্মি (লাগাম) সংযত করিলে, সত্যসন্ধ লক্ষ্মণ ভ্রাতৃজায়া সীতাকে রথ হইতে পুলিনে (নদীতীরে) নামাইলেন এবং নিষাদ কর্ত্তৃক আনীত নৌকায় তাঁহাকে আরোহণ করাইয়া, স্বীয় প্রতিজ্ঞা ও গঙ্গা উভয়েরই পার হইলেন।

তার পর—
"অশূন্যতীরাং মুনিসন্নিবেশৈঃ
স্তমোঽপহন্ত্রীং তমসাং বগাহ্য।
তৎসৈকতোৎসঙ্গবলিক্রিয়াভিঃ
সম্পৎস্যতে তে মনসঃ প্রসাদঃ॥"
(রঘুবংশ ১৪ সর্গ ৭৬ শ্লোক)

অস্যার্থঃ—(বাল্মীকি সীতাকে বলিতেছেন) মুনিগণের পর্ণকুটীরে পরিপূর্ণতীরা তমোনাশিনী তমসা নদীর জলে স্নান করিয়া, তাহার সিকতাময় তীরে বসিয়া, পূজাদি ক্রিয়া করিলে তোমার মনের প্রসন্নতা হইবে।

মহর্ষি বাল্মীকি ও মহাকবি কালিদাসের বর্ণনানুসারে বেশ জানা যাইতেছে যে, গঙ্গার সহিত তমসার যে স্থলে সঙ্গম হইতেছে, তাহারই কিঞ্চিৎ দূরে তমসার বামতটে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম ছিল। এই তমসা নদী মানচিত্রে দক্ষিণ তমসা (SOUTH TONSE) বলিয়া লিখিত। উত্তর তমসা (NORTH TONSE) নদী অযোধ্যা-প্রদেশে সরযূ ও গোমতীর মধ্যস্থলে প্রবাহিত হইয়া, পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে আসিয়া প্রয়াগের কিছু দূরে গঙ্গার সহিত মিলিত হইতেছে। রামচন্দ্র সরযূ-তটস্থ অযোধ্যা রাজধানী হইতে বনগমন সময়ে ঐ উত্তর তমসা তীরে অরণ্যবাসের প্রথম রজনী যাপন করিয়াছিলেন।—(বাল্মীকীয় রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ৪৫।৪৬ সর্গ)

অনেকে বলেন এবং আমিও তাঁহাদের কথানুসারে পূর্ব্বে আমার বাল্মীকীয় পদ্যানুবাদিত রামায়ণের টীকায় লিখিয়াছি, বর্ত্তমান কানপুরের কিছু দূরে গঙ্গাতটে বিঠুর নামক স্থানে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম ছিল এবং লক্ষ্মণ গঙ্গা পার হইয়া সেই আশ্রমে সীতাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। এখনও লোকপরম্পরায় শুনিয়া থাকি, ঐ বিঠুরের গঙ্গাতটে নানাবিধ মন্দির ও বাল্মীকি সীতা প্রভৃতির মূর্ত্তি আছে। যাত্রীরা ঐ স্থানকেই মহর্ষি

ভ্রাতৃগণের সহিত শ্রীরামের বৈকুণ্ঠগমন।

পরে সে বাল্মীকি মুনি কুশী লব সনে।
পাঠাইলা জানকীরে রামের সদনে॥
রঘুপতি পুত্রবতী সীতারে রোদন।
করিবারে নিরখিয়া কহিলা তখন॥
আত্মশোধনের তরে তুমি পুনর্ব্বার।
প্রবেশ করহ সীতে অনল মাঝার॥

রামের এ হেন বাণী করিয়া শ্রবণ।
রামপদে প্রণমিয়া জানকী তখন ॥

ভূগর্ভে প্রবেশ কৈলা জননী সহিতে।*
জানকীপ্রয়াণ রাম দেখিলা আঁখিতে ॥
অনন্তর রামচন্দ্র রথ আরোহণে।
সরযূর তীরে গেলা স্বজনের সনে ॥†

বাল্মীকির আশ্রম তীর্থ বলিয়া সম্মান করে। কিন্তু সেখানে তমসা নামে তো কোন নদীই নাই। পূর্ব্বোক্ত উত্তর তমসাও, বিঠুরসন্নিহিত গঙ্গা নদীর উত্তরে গোমতী, তাহার উত্তরে প্রবাহিতা। অতএব এক্ষণে বেশ জানা যাইতেছে, মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম বিঠুরে ছিল না; ছিল প্রয়াগের সন্নিকটে গঙ্গাপারে দক্ষিণ তমসা নদীতটে। রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বনগমন সময়ে অযোধ্যা হইতে বরাবর দক্ষিণ দিকে আসিয়া শৃঙ্গবের পুরে গঙ্গাপার হইয়া, প্রয়াগে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে আসিয়াছিলেন। লক্ষ্মণও সুমন্ত্র-সারথি-চালিত রথে সীতাকে লইয়া, বরাবর সেই পথ দিয়া, মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে আসিয়াছিলেন। তবে একটুকু প্রভেদ এই, শৃঙ্গবের পুরে গঙ্গা পার না হইয়া, বরাবর গঙ্গার উত্তর তট দিয়া আসিয়া, প্রয়াগের কিছু দূর দক্ষিণে গঙ্গা পার হইয়াছিলেন। তাহারই অব্যবহিত পরে দক্ষিণ তমসা তটে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম বা তপোবন। ইঁহার প্রধান শিষ্যের নাম ভারদ্বাজ। মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহার দক্ষিণ তমসা নদীতটস্থ আশ্রমেই, শ্রীরামের রাবণাদি-বধ ও সীতা-উদ্ধারের পর রাজ্যভোগের সময় তদীয় জগৎপ্রসিদ্ধ অনন্ত অমৃত সাগর অমর রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

মহামহাকবি বাল্মীকিই পরিমার্জ্জিত অনুষ্টুভ্ ছন্দের প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা। তমসা নদীতটে একজন ব্যাধ কর্ত্তৃক ক্রৌঞ্চপক্ষিনিধন নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহার রসনা হইতে এই প্রথম অনুষ্টুভ্ ছন্দের শ্লোকটি নির্গত হইয়াছিল,—

"মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥"
(বাল্মীকীয় রামায়ণ বালকাণ্ড ২ সর্গ)

নিষাদ! প্রতিষ্ঠা তুই না পাবি কখন,
কামবিমোহিত ক্রৌঞ্চে বধিলি যখন।
(সৎকর্তৃক পদ্যানুবাদ)

পদ্মপুরাণে এই শ্লোকটি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে আছে। যথা—

"মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চপক্ষিণোরেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥"
(পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড ৯৪ অধ্যায়)

প্রধানতঃ এই অনুষ্টুভ্ ছন্দে রামায়ণ মহাকাব্য রচিত হয়। ইহা ছাড়া মালিনী প্রভৃতি কয়েক প্রকার ছন্দও অন্যান্য স্থানে বিশেষতঃ প্রতি সর্গের শেষে ব্যবহৃত হইয়াছে।

কোন কোন মতে মহর্ষি বাল্মীকি ভগবান রামচন্দ্রের জন্মগ্রহণের ষাইট হাজার বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। আবার কোন কোন মতে মহর্ষি বাল্মীকি পূর্ব্বজন্মে রত্নাকর নামে একজন নিষাদ জাতীয় দস্যু ছিলেন। পরে ব্রহ্মাদির আদেশে মরা মরা বলিয়া বিপর্য্যয়ে রাম নাম উচ্চারণ করিয়া বহুকাল নিশ্চল হইয়া তপস্যা করেন। ইঁহার সমস্ত শরীরে বল্মীক কীট মৃৎস্তূপ সঞ্চয় করিয়াছিল। অনন্তর রামনাম জপে ইঁহার সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া, সিদ্ধিলাভ হইলে, ব্রহ্মা আসিয়া, ইঁহাকে আহ্বান করিলেন। ইনি বল্মীকস্তূপ হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মা ইঁহাকে বর দিয়া রামায়ণ মহাকাব্য রচনার আদেশ করিলেন। ইঁহার সমস্ত অঙ্গে বল্মীক জন্মিয়াছিল বলিয়া, ইঁহার নাম বাল্মীকি হয়।

ভগবান্ ব্রহ্মা মহর্ষি বাল্মীকিকে বর দিয়াছিলেন—

"যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবৎ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি ॥
যাবদ্ রামস্য চ কথা ত্বৎকৃতা প্রচরিষ্যতি।
তাবদ্ ঊর্দ্ধম্ অধশ্চ ত্বং মল্লোকেষু নিবৎস্যসি ॥"

অস্যার্থঃ—

যাবৎ পর্ব্বত, নদী র'বে মহীতলে,
তাবৎ এ রামায়ণ পড়িবে সকলে।
তোমার এ রাম-কথা থাকিবে যাবৎ,
ঊর্দ্ধে অধোভাগে তুমি বসিবে তাবৎ।
(সৎকর্তৃক পদ্যানুবাদিত বাল্মীকীয় রামায়ণ বালকাণ্ড ২ সর্গ)

* জননী সহিতে—জননী পৃথিবীর সহিত।

† সরযূর তীরে—সরযূর নদীর তীরে যে স্থলে ভগবান রামচন্দ্র স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, উহার নাম গোপ্রতার তীর্থ। উহার অপর নাম গোপ্তার-

পরশি সরযূবারি বশিষ্ঠকথিত।
যোগ অবলম্বি সর্ব্ব অনুজ সহিত॥
ধরাভার হরি হরি হরষিত মনে।
উপনীত হইলেন বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥

প্রভু পরাৎপর, রাম রঘুবর,
পরিতুষ্ট হৈলে পরে।
ধন জন সব, স্বর্গাদি বিভব,
প্রদান করেন নরে॥
রোগ শোক তাপ, দুঃখ ভয় পাপ,
বিনাশেন রঘুপতি।
বংশের বর্দ্ধন, করি অনুক্ষণ,
তুষ্ট রন নর প্রতি॥
শ্রবণে অমৃত, রামের চরিত,
যে জন শোনে বা পঠে।
ইহলোকে তার, আনন্দ অপার,
পরলোকে মোক্ষ ঘটে॥

চতুর্থ অধ্যায়।

মরুকর্ত্তৃক উত্তর সূর্য্যবংশবর্ণন ও কল্কিস্তব।

এতেক কহিয়া মরু কহেন আবার।
শ্রীরামের পুত্র কুশ বীরত্ব-আধার॥
অতিথি কুশের পুত্র শুন মহাশয়।
নিষধ ভূপতি হন অতিথিতনয়॥
নিষধ রাজার পুত্র নভ মতিমান।
পুণ্ডরীক ভূপ হন নভের সন্তান॥
পুণ্ডরীক ভূপতির ক্ষেমধন্বা সুত।
তাঁর পুত্র দেবানীক বহুগুণযুত॥
দেবানীকপুত্র হীন অতি সদাশয়।
মহীপতি পারিপাত্র হীনের তনয়॥
পারিপাত্র ভূপতির পুত্র বলাহক।
বলাহকসুত অর্ক বৈরিবিঘাতক॥
অর্কের কুমার হন রাজা রজনাভ।
খগণ তাঁহার পুত্র অতুলপ্রভাব॥
খগণ রাজার পুত্র বিধৃত ধীমান।
ভূপতি হিরণ্যনাভ তাঁহার সন্তান॥
হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্প মহীপতি।
পুষ্প ভূপতির পুত্র ধ্রুব মহামতি॥
ধ্রুব ভূপতির পুত্র সুন্দর স্যন্দন।
স্যন্দনের পুত্র অগ্নিবর্ণ মহাজন॥
অগ্নিবর্ণসুত শীঘ্র বিক্রমে অপার।
সেই শীঘ্র রাজা হন জনক আমার॥
মরু মোর নাম প্রভু করহ শ্রবণ।
বুধ সুমিত্রও বলে কোন কোন জন॥
যখন কলাপগ্রামে কৈনু অবস্থান।*
তখন শুনেছি ঋষি ব্যাসবিদ্যমান॥
তব অবতার-কথা, সে কাল হইতে।
লক্ষ বর্ষ গত হৈল তপস্যা করিতে॥
লক্ষ বর্ষ তপ করি তব প্রতীক্ষায়।
তপস্যার ফলে আজি হেরিনু তোমায়॥
পরাৎপর ব্রহ্ম তুমি ত্রিলোক-ঈশ্বর।
ভক্তের অন্তরে তুমি থাক নিরন্তর॥

•ঘাট এবং উহা এক্ষণে সরযুতটস্থ ফৈজাবাদের অন্তর্গত।
পবিত্র সরযূতীরে তীর্থ গোপ্রতার,
এসেছিল সেথা যাঁ'রা রাম সমিভ্যার।
(মৎকর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত বাল্মীকীয় রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ১১০ সর্গ)

* কলাপ গ্রাম—হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরে এই গ্রাম। যদুবংশধ্বংসের পর শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয়া পত্নী সত্যভামা তপস্যাকরণার্থ এই গ্রামে গিয়াছিলেন। যথা—
সত্যভামা আদি নারী মিলিয়া তখন।
অরণ্যে প্রবেশ কৈলা তপস্যা কারণ॥
হিমালয় অতিক্রমি ফলমূল খেয়ে।
কলাপ গ্রামেতে হৈলা উপস্থিত গিয়ে॥
(মৎকর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত মহাভারত মৌষলপর্ব্ব)

কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ তব দরশনে।
বিনষ্ট হইয়া যায় কহে মুনিগণে॥
তব দরশনে ধর্ম্মজ্ঞানের উদয়।
অতুল অচল যশ কীর্ত্তিলাভ হয়॥
অধিক কি কব প্রভু জীব সবাকার।
সমস্ত কামনা সিদ্ধ দর্শনে তোমার॥
এ কারণ নারায়ণ তব সন্নিহিতে।
আগমন করিয়াছি ভক্তিভরা চিতে॥

দেবাপি রাজার স্বীয় চন্দ্রবংশবর্ণন।

কহিলেন কল্কি বীর, এক্ষণে জানিনু স্থির,
সূর্য্যবংশে জনম তোমার।
এই যে সম্মুখে মম, পুরুষ সুন্দরতম,
ইনি কেবা সুলক্ষণাকার॥
কল্কির বচন শুনি দেবাপি তখন।
বিনয় মধুর বাক্যে কহিলা বচন॥
ওহে ভগবান কল্কি প্রলয়ান্তকালে।
জন্মিলেন ব্রহ্মা তব নাভিশতদলে॥
ব্রহ্মা হৈতে অত্রি মুনি কৈলা জন্মলাভ।*
অত্রি হৈতে চন্দ্র জন্মে কিরণপ্রভাব॥
চন্দ্রের তনয় বুধ দেখিতে সুন্দর।
বুধের কুমার পুরূরবা বীরবর॥
পুরূরবা ভূপতির নহুষ তনয়।
যযাতি নহুষপুত্র রূপগুণময়॥
যযাতি হইতে দেবযানির উদরে।
যদু আর তুর্ব্বসু জনম লাভ করে॥
শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে তবে যযাতি রাজন।
উৎপাদিলা দ্রুহ্য অনু পুরু ত্রিনন্দন॥
প্রজা সৃজিবার তরে ঈশ্বর যেমন।
অগ্রে করিলেন পঞ্চভূতের সৃজন॥
সেইরূপ মহারাজ যযাতি ধীমান।
উৎপাদিলা সেই পঞ্চ পুত্র তেজোবান॥
পুরুর তনয় জয় রূপগুণাকর।
জয়পুত্র প্রচিন্বান বলবীর্য্যধর॥
প্রচিন্বান ভূপালের কুমার প্রবীর।
প্রবীর রাজার পুত্র মনস্যু সুধীর॥
মনস্যু রাজার পুত্র অভয়দ নাম।
অভয়দপুত্র উরুক্ষয় গুণধাম॥
উরুক্ষয় ভূপতির ত্র্যারুণি তনয়।
নামেতে পুষ্করারুণি তাঁর পুত্র হয়॥
পুষ্করারুণির পুত্র বৃহৎক্ষেত্র বীর।
বৃহৎক্ষেত্রসুত হস্তী ভূপতি সুধীর॥
সে হস্তীর নাম হৈতে তাঁর রাজধানী।
হস্তিনা নগরী হৈল শুন অসিপাণি॥*
হস্তী ভূপতির জন্মে তিনটি কুমার।
অজমীঢ় অহিমীঢ় পুরুমীঢ় আর॥

* অত্রি—৭৬ পৃষ্ঠায় 'অত্রি' শব্দের টীকা দেখ।

* হস্তিনানগরী—দিল্লীর প্রায় ৩০ ক্রোশ পূর্ব্ব-উত্তর এবং দারানগরের ১২ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বর্ত্তমান গঙ্গানদীর ৫½ ক্রোশ পশ্চিমে প্রাচীন গঙ্গাতটে অবস্থিত। ইহা কুরুপাণ্ডবগণের রাজধানী ছিল। সময়ে গঙ্গাগর্ভে ইহার ধ্বংস হইলে পরবর্ত্তী কুরুপাণ্ডববংশীয়েরা এলাহাবাদের পশ্চিমে যমুনানদীতটস্থ কৌশাম্বী নগরীতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।—(PTOLEMY'S ANCIENT INDIA, pp. 72, 122, 212) এক্ষণে তত্রত্য লোকেরা ইহাকে হৎনাপুর বলে। (JOURNAL A. S. BENGAL 1881, part I. p. 106) "মিরটের ২৫ মাইল ঈশান কোণে গঙ্গার ডাইন তটে সুপ্রসিদ্ধ হস্তিনানগর। যুধিষ্ঠিরের পঞ্চ পুরুষ পরেই গঙ্গা হস্তিনা গ্রাস করেন।"—(রেলওয়ে ভারতভ্রমণ ৯৯ পৃষ্ঠা) ৺শশিচন্দ্র দত্তের মতে যদি মিশর (Egypt) দেশের প্রাচীন স্থপতি-চিহ্নগুলি খ্রীষ্টের ৪,০০০ বৎসর পূর্ব্বেরও হয়, তাহা হইলে, ভারতবর্ষের প্রাচীন স্থপতি-চিহ্ন সকল তাহারই সমসাময়িক। পৃথিবীর যত স্থানে যত প্রকার ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে প্রাচীন হস্তিনাপুরের ধ্বংসাবশিষ্ট ইষ্টকগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। সেই সকল ইষ্টকের এক এক খানির দৈর্ঘ্য ২০ ইঞ্চি, প্রস্থ ১০ ইঞ্চি এবং বেধ ২॥০ ইঞ্চি। সেই সকল ইষ্টক প্রাচীন বাবিলন নগরের ইষ্টকাপেক্ষা বৃহৎ।—(RUINS OF THE OLD WORLD, p. 146).

তা যাউক, এক্ষণে একটা বিষম গোলযোগ উপস্থিত। মহাভারত আদিপর্ব্বের ৯৫ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, মহারাজ হস্তী হস্তিনানগরী স্থাপন

অজমীঢ়সুত ঋক্ষ যুদ্ধে বিচক্ষণ।
ঋক্ষ ভূপতির পুত্র রাজা সম্বরণ॥
সম্বরণপুত্র কুরু কুরুক্ষেত্র যাঁর।*
ভূপতি কুরুর জন্মে চারিটি কুমার॥
পরীক্ষিত জ্যেষ্ঠ সুত সুধনু মধ্যম।
তার পর জহ্নু পরে নিষধ উত্তম॥

করেন, কিন্তু ঐ মহাভারত আদিপর্ব্বের ৭৪ অধ্যায়ে লিখিত আছে, মহারাজ দুষ্মন্তেরও রাজধানী হস্তিনাপুর। যথা—

"তথেত্যুক্তা তু তে সর্ব্বে প্রতিষ্ঠন্ত মহৌজসঃ।
শকুন্তলাং পুরস্কৃত্য সপুত্রাং গজসাহ্বয়ম্॥"

শব্দরত্নাবলী অভিধানের মতে গজাহ্ব, গজাহ্বয় বা গজসাহ্বয় শব্দের অর্থ হস্তিনাপুর। দুষ্মন্ত হইতে ধরিলে হস্তী পঞ্চম পুরুষ অধস্তন। এখন এই বিষম গোল মিটায় কে?

* কুরুক্ষেত্র—"আমরা অম্বালা হইতে ছয় ঘণ্টায় ডাকগাড়ীতে কুরুক্ষেত্র বা থানেশ্বর পঁহুছিলাম। স্থাণুতীর্থ হইতে থানেশ্বর নাম হইয়াছে। যাইতে স্থানে স্থানে আম্রের নিকুঞ্জ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। পঞ্জাব প্রদেশে কাঁটাল গাছ নাই। আম্রও তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে। পানও দুর্ম্মূল্য। প্রাচীন থানেশ্বর নগর সমস্তই ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। তাহারই উপরে বর্ত্তমান পল্লী নির্ম্মিত। থানেশ্বরের নিকটে কুরুক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। তন্মধ্যে একটী প্রকাণ্ড সরোবর। তাহার চারি দিক বাঁধান ও সোপানবিশিষ্ট। সরোবরটী পূর্ব্ব পশ্চিমে ২৩৬৪ হাত দীর্ঘ ও উত্তর দক্ষিণে ১২৬৩ হাত প্রশস্ত। মধ্যস্থলে ৩৮৩ হাত বিস্তীর্ণ একটী চতুষ্কোণ দ্বীপ। উত্তর দক্ষিণ হইতে ১৮ হাত বিস্তৃত দুই ভাগ সেতু ইহার দুই দিক স্পর্শ করিয়াছে। দ্বীপের চারি পার্শ্ব প্রাচীরাবৃত ও তন্মধ্যে পশ্চিম বিভাগে চন্দ্রকূপ। এই সরোবর মহাতীর্থ। সূর্য্যগ্রহণে বিস্তর যাত্রী স্নান ও তীরে শ্রাদ্ধ করে। আকবরের কালে বীরবল ইহার চতুর্দ্দিক গ্রথিত করেন। আরংজেব ইহার অনেক বিনষ্ট করিয়াছে এবং দ্বীপ হইতে স্নানের যাত্রিগণকে গুলি করিতে আদেশ দিয়াছিল। সরোবর হইতে উত্তর ও পরে পশ্চিমে গমন করিলে তিনটী পথ মিলিত দেখা যায়। বামের পথ কৈথলে, মধ্যের পথ পৃথুদকে এবং ডাইনের পথ সরস্বতীর আযুজস ঘাটে গিয়াছে। সরস্বতী শুষ্কপ্রায়, জল নিতান্ত অল্প। প্রতিস্রোতা সরস্বতী অবলম্বন করিয়া গমন করিলে আযুজসের উত্তরে অস্থিপুর পাওয়া যায়। ৬৩৪ খৃঃ অব্দে হোয়ানথসং এখানে প্রকাণ্ড প্রকীর্ণ অস্থি দেখিয়া গিয়াছেন। অস্থিপুরের উত্তরে পাণ্ডবদের পানার্থ ক্ষীরবাস ঘাট, তদনন্তর বিখ্যাত স্থাণুতীর্থ, তৎপরে গঙ্গাতীর্থ ইত্যাদি। আযুজস ঘাট হইতে থানেশ্বরের উত্তর-পূর্ব্বে বত্নযক্ষ পর্য্যন্ত ৫ মাইল মধ্যে ৯১ তীর্থ। চক্রতীর্থের মনুষ্যাপেক্ষাও বৃহৎ বিষ্ণুমূর্ত্তি গজনবী ভগ্ন করিয়াছে। সরোবরের উত্তরে অম্বালা রাস্তার পার্শ্বে দিলীপগড়ের সমস্ত হিন্দুকীর্ত্তি নষ্ট করিয়া মুসলমানেরা মাদ্রাসা, প্রস্তর মসজীদ, সৈয়দ জেলালী ও জমামসজীদ নির্ম্মাণ করিয়াছে।

সরোবরের আড়াই ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে আমীনা বা অভিমন্যু বধের স্থান। কিছু দূর দক্ষিণে পাণ্ডারা স্যমন্ত পঞ্চকের আর চারি হ্রদ দেখাইয়া দেয়। সরোবরের এক মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে কর্ণগড়। ইহার ভিত্তি নিম্নে ৫৩৩ হাত ও উপরে ৩৩৩ হাত লম্বা। ভিত্তির উচ্চতা ২৬ হাত মধ্যস্থলে ৩৬ হাত গভীর ও ২৬ হাত বেষ্টন এক শুষ্ক কূপ। নিকটে কুরুধ্বজ তীর্থ ও ভগ্ন মন্দিরাদি। ইহার ইট অতি প্রশস্ত। কুরুক্ষেত্রের সীমা নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। মনুমতে সরস্বতী ও দৃশদ্বতী মধ্যে ব্রহ্মাবর্ত্ত। দৃশদ্বতী বর্ত্তমান ঘাগর। মহাভারতে লিখিত আছে যে, তরন্তুক, অরন্তুক, রামহ্রদ ও সমচক্রুক মধ্যে পঞ্চযোজন বিস্তীর্ণ পিতামহের উত্তর বেদী। ঝিন্দের রাজা বলেন, রামহ্রদ এমত পবিত্র স্থান অবশ্যই আমার রাজ্য মধ্যে আছে। এইরূপে রাজা ও পাণ্ডারা সমস্ত স্থাপন করিতে গিয়া সমস্তই গোল করিয়াছে। অরন্তুক এক মতে উত্তর পশ্চিম কোণে পিহোর দুই ক্রোশ পশ্চিম। মতান্তরে ইহারই নাম বহরযক্ষ। ইহা সরস্বতীতটে পিহো হইতে ১১ ক্রোশ এবং রত্নযক্ষ হইতে ২০ ক্রোশ পশ্চিম। রামহ্রদ একমতে ঝিন্দের দুই ক্রোশ নিকট; অপর মতে পুন্দ্রী বা পুণ্ডরীক তীর্থের সমীপস্থ। পাণ্ডারা রত্নযক্ষ, বহরযক্ষ ও তুকযক্ষাদি দ্বারা সীমা নির্দ্দেশ করে। দর্শক এখন পাণ্ডার গোলযোগ পরিত্যাগ করুন। কুরুক্ষেত্র এক বিস্তীর্ণ স্থান। পূর্ব্বে এই স্থানে বহুদূর ব্যাপক কুরুজাঙ্গল নামে জঙ্গল ছিল। মহাভারতে লিখিত আছে, যমুনা কুরুক্ষেত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। শ্রীকৃষ্ণ যে হিরণ্বতী-তীরে পাণ্ডবদের

সুধন্ন রাজার পুত্র সুহোত্র সুজন।
সুহোত্র রাজার পুত্র ভূপতি চ্যবন॥
চ্যবনের পুত্র কৃতী রূপগুণধাম।
কৃতীর কুমার জন্মে বৃহদ্রথ নাম॥
বৃহদ্রথ ভূপতির কুশাগ্র তনয়।
ঋষভ কুশাগ্রসুত বলবীর্য্যময়॥
সত্যজিৎ নামে জন্মে ঋষভসন্তান।
সত্যজিৎ ভূপতির পুত্র পুষ্পবান॥
পুষ্পবান নরেশের নহুষ নন্দন।
বলবীর্য্যশালী আর ধর্ম্মপরায়ণ॥
বৃহদ্রথ ভূপতির অন্য জায়োদরে।
জরাসন্ধ নামে পুত্র জন্মলাভ করে॥
জরাসন্ধ মহীপতি প্রবলপ্রতাপ।
আঁটিতে নারিত কেহ তার ঘোর দাপ॥
জরাসন্ধ ভূপতির সহদেব সুত।
সোমাপি তাঁহার পুত্র বলবীর্য্যযুত॥
সোমাপি ভূপের সুত শ্রুতশ্রবা হন।
শ্রুতশ্রবা নৃপতির সুরথ নন্দন॥
বিরথ সুরথসুত মহারথ রণে।
সার্ব্বভৌম তাঁর পুত্র বিদিত ভুবনে॥
সার্ব্বভৌম নৃপালের জয়সেন সুত।
রথানীক পুত্র তাঁর বলবীর্য্যযুত॥
রথানীক ভূপতির যুতায়ু নন্দন।
যুতায়ু রাজার পুত্র ভূপতি কোপন॥
কোপন ভূপের পুত্র দেবাতিথি নাম।
দেবাতিথিসুত ঋক্ষ রূপগুণধাম॥
ভূপতি ঋক্ষের পুত্র প্রবল দিলীপ।
দিলীপ ভূপের পুত্র ভূপতি প্রতীপ॥

শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাও কুরুক্ষেত্রের মধ্যবর্ত্তী। উত্তরে সরস্বতী ও দক্ষিণে দৃশদ্বতী, ইহার মধ্যে যে কুরুক্ষেত্র, তাহার নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত। বিনশনপ্রদেশ অর্থাৎ যেখানে সরস্বতী লুপ্ত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বস্থ কুরুক্ষেত্র মধ্য দেশের অন্তর্ভূত। এবং মৎস্য ও পাঞ্চালের সহিত সংলিপ্ত যে কুরুক্ষেত্র, তাহা ব্রহ্মর্ষি দেশ মধ্যে ধৃত হয়। স্থানভেদে পুণ্যতার ভেদ আছে। কৃষ্ণ ও ভীষ্ম সেনানিবেশ করিবার কালে ঋষি সেবিত তীর্থস্থান সকল পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, থানেশ্বর, পানিপথ ও কর্ণাল আদি লইয়া এই বিস্তীর্ণ স্থান "একটী মহাক্ষেত্র। ইহাতে কত শত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। যজ্ঞের কোলাহল, যুদ্ধের ভীমরব ও গোমায়ুর চীৎকারে কত বার এই মাঠ কম্পিত হইয়াছে। ছয় জন ভারত আমার বলিয়া এই মাঠে উল্লাস করিয়াছে, ছয় জন ভারত আমার গেল বলিয়া রোদন করিয়াছে। এই মাঠে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ভারতের জন্য ভয়ঙ্কর যুদ্ধে প্রাণদান করিয়াছেন। আজ সেই বীরগণের অস্থির উপর দিয়া ভ্রমণ করিতে মন চঞ্চল হইতেছে। আহম্মদ সা আবদালীর বিরুদ্ধেও পাঁচ লক্ষ মহারাষ্ট্রীয় বীর একত্রিত হয়। এখনও যেন তরবারির ঝঞ্চা ও সদাশিবের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিতেছি। এখনও যেন সদাশিব কহিতেছেন, অরে বীরগণ! অনন্তকালের জন্য তোদের সন্তানদের দাসত্বশৃঙ্খল শত্রুহস্তে অবলোকন কর্। পরের কার্য্যের জন্য এ বাহুর সৃষ্টি হয় নাই, লৌহভার বহন জন্যও আমরা তরবারি ধারণ করি নাই। মৃত্তিকার নিম্ন হইতে ভীষ্ম ও দ্রোণের অস্থি উৎসাহিত করিতেছে। এ কুরুক্ষেত্রের মাঠ, হয় জয়, নয় স্বর্গ করতলস্থ হইবে। আমরা মুগ্ধ হইয়া বহুদূর ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। এই সরস্বতীর তীরে আর্য্যেরা প্রথমে বাস করিয়াছিলেন এবং এই স্থান হইতেই রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এই নদী ইহার তীরে কত বার ঋষিমুখনিঃসৃত বেদ গান শ্রবণ করিয়াছে ও কত বার উৎসাহপূর্ণ বীরগণের মুখকান্তি দর্শন করিয়াছে। এই জলের গুণেই নিখিল বেদ, অসংখ্য পুরাণ ও ভূরি দর্শন আবির্ভূত হইয়াছিল। এ জল পান করিলে কি আর সে ভাব উদয় হইবে, না সে তেজ আবির্ভূত হইবে? বীরপূজিতা সরস্বতী এখন ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে। যাহা হউক, এই প্রদেশের দক্ষিণ পশ্চিমে হিসার বা হরিয়ানার জঙ্গলে সিংহ পাওয়া যায়। এখানকার গাভী বৃহৎ, সুন্দর ও দুগ্ধবতী। এক এক ষাঁড় চারি হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। পানিপথের পিত্তলের বাসন মন্দ নহে।"—(রেলওয়ে ভারতভ্রমণ ১০৪ হইতে ১০৬ পৃষ্ঠা)

সে প্রতীপ ভূপতির আমিই নন্দন।
দেবাপি আমার নাম শুন ভগবন॥
শান্তনু আমার পুত্র রাজ্য দিয়া তায়।*
আছিনু কলাপগ্রামে মগ্ন তপস্যায়॥
এবে রাজা মরু আর মুনিগণ সনে।
আগমন করিয়াছি তব দরশনে॥
তোমার শ্রীপাদপদ্ম দেখিনু যখন।
আত্মবেত্তাদের পদ পাইব তখন॥

কল্কিকর্ত্তৃক মরুদেবাপিসান্ত্বনা ও বিবাহ-আদেশ প্রদান।

সে দুই রাজার হেন বচন শুনিয়া।
সহাস্যে কহিলা কল্কি দোঁহে আশ্বাসিয়া॥
জানিতে পারিনু আমি তোমরা দু'জন।
পরমধর্ম্মজ্ঞ আর নীতিবিচক্ষণ॥
আমার আদেশে এবে আপন আপন।
রাজ্য শাস দুই জনে করিয়া যতন॥
শুন মরো এবে আমি প্রজাপীড়াকারী।
অধার্ম্মিক ম্লেচ্ছগণে সমরে সংহারি॥
তব নিজ রাজধানী চারু অযোধ্যায়।
স্থাপন করিব অভিষেকিয়া তোমায়॥
তুমিও দেবাপে শুন আমার বচন।
হস্তিনাপুরেতে এবে চণ্ডালের গণ॥
তাসবারে একেবারে করিয়া সংহার।
তোমারেই দিব সেই রাজ্য যে তোমার॥
পরে আমি নিজে থাকি পুরী মথুরায়।*
ভয় হৈতে উদ্ধারিব তোমা দুজনায়॥

* শান্তনু—কোন সময়ে মহারাজ প্রতীপ গঙ্গাতীরে তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময়ে গঙ্গা মানুষী-বেশে তাঁহার দক্ষিণ ক্রোড়ে উপবেশন করেন। সেই জন্য প্রতীপ তাঁহাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিয়া, স্বীয় পুত্র শান্তনুর সহিত বিবাহ দেন। গঙ্গাগর্ভে বসুগণ একে একে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিলে, তিনি জন্মমাত্র তাঁহাদিগকে স্বীয় জলে নিক্ষেপ করিতেন। তাহাতে শান্তনু অনুযোগ করিলে, তিনি বসুগণের অংশসম্ভূত সত্যব্রতকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া, তাঁহার প্রতিজ্ঞানুসারে স্বস্থানে প্রস্থান করেন। সেই সত্যব্রতই ভীষ্মদেব। তৎপরে শান্তনু একদা দাসরাজতনয়া মৎস্যগন্ধাকে দর্শন করিয়া, বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে, ভীষ্মদেব দাসরাজের নিকট দারুণ প্রতিজ্ঞা করিয়া, পিতার সহিত মৎস্যগন্ধার বিবাহ দেন। মৎস্যগন্ধার অপর নাম সত্যবতী, গন্ধকালী, কালী। সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই পুত্র হয়। কন্যাবস্থায় মহর্ষি পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে মহর্ষি বেদব্যাসের জন্ম হয়।—(মহাভারত আদিপর্ব্ব) এই কল্কিপুরাণের মতে, প্রতীপের পুত্র দেবাপি ও দেবাপির পুত্র শান্তনু। কিন্তু মহাভারতে অন্যরূপ, যথা—

প্রতীপ সে প্রতিশ্রবা রাজার তনয়।
শৈব্যসুতা সুনন্দারে কৈলা পরিণয়॥
প্রতীপের ঔরসেতে সুনন্দা-উদরে।
তিনটি সুন্দর পুত্র জন্মলাভ করে॥
দেবাপি, শান্তনু আর বাহ্লীক সুজন।
শৈশবে দেবাপি কৈলা অরণ্যে গমন॥
শান্তনু দ্বিতীয় পুত্র রাজসিংহাসন।
পাইলেন বিধিমতে, শুনহ রাজন!॥
বংশানুকীর্ত্তন শ্লোক এই স্থলে আছে।
শুন তাহা, জন্মেজয়! কহি তব কাছে॥—
'এ ভূপতি যেই যেই পীড়াগ্রস্ত জনে।
স্পর্শ করিতেন করযুগলে যতনে॥
সেই সেই ব্যক্তি যুবা হ'য়ে পুনরায়।
ভুঞ্জিত অপার সুখ, কি সন্দেহ তা'য়?॥
তেঁই সে 'শান্তনু' নাম হইল ইঁহার।
শান্তনুর গুণে মুগ্ধ এ তিন সংসার॥
(মৎকর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত মহাভারত আদিপর্ব্ব ৯৫ অধ্যায়)

* মথুরা—যমুনা-সন্নিহিত মধুবন নামক স্থানে মধু দৈত্যের পুত্র লবণকে বিনাশ করিয়া, রামানুজ লক্ষ্মণ মথুরা নগর স্থাপন করেন।—(রামায়ণ উত্তরকাণ্ড) ধ্রুব এই স্থানে তপস্যা করিয়া ভগবানের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।—(শ্রীমদ্ভাগবত) শ্রীকৃষ্ণ এই মথুরার কারাগারে বসুদেবের ঔরসে দেবকীর অষ্টমগর্ভে জন্মলাভ করিয়া, অগ্রজ বলরামের সহিত মিলিত হইয়া, কংসকে বিনাশ করিয়াছিলেন।—(শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ) মন্দির ও ঘাটসমন্বিত মথুরা যমুনার ডাহিন তটে অবস্থিত।

শয্যাকর্ণ উষ্ট্রমুখ একজঙ্ঘ আর।
বিনোদর সবাকারে করিয়া সংহার॥
পুনর্ব্বার সত্যযুগ আনিয়া ভুবনে।
যতনে পালিব প্রজা আনন্দিত মনে॥
অস্ত্রশস্ত্রে তোমরা উভয়ে বিচক্ষণ।
মুনিবেশ মুনিব্রত ত্যজহ এখন॥
রাজপরিচ্ছদ পরি চড়ি চারু রথে।
সৈন্য সনে বিচরিবে আমার সহিতে॥
শুন মরো মহীপতি বিশাখযূপের।
আছয়ে একটি কন্যা মূরতি রূপের॥
সে বিনয়শীলা কন্যা কমললোচনা।
চন্দ্রেরো সহিত তার না মিলে তুলনা॥
ভূপতি বিশাখযূপ সে কন্যা তোমারে।
সম্প্রদান করিবেন যত্নসহকারে॥
আর তুমি হে দেবাপে করহ শ্রবণ।
বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হও এইক্ষণ॥
রুচিরাশ্ব ভূপতির আছে এক সুতা।
শান্তা তার নাম অতি রূপগুণযুতা॥
লোকের মঙ্গল তরে তোমরা দুজনে।
কার্য্য অনুষ্ঠান কর আমার বচনে॥
মহারাজ মরু আর দেবাপি তখন।
শিরোধার্য্য করিলেন কল্কির বচন॥
কল্কির বচন শেষ হইল যেমনি।
শূন্য হৈতে দুই রথ নামিল অমনি॥
সূর্য্যসম সমুজ্জ্বল মণিবিভূষিত।
কামগামী দ্বিরথ সম্মুখে উপনীত॥
বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিত সে রথযুগল।
নানাবিধ দিব্য অস্ত্র করে ঝলমল॥

মুনিগণ ভূপগণ আর সভ্যগণ।
এ কি এ কি বলে রথ করি দরশন॥

কল্কিসমীপে জনৈক ভিক্ষুকের আগমন।

কল্কি বীরবর তখন কহে।
যম বৈশ্রবণ তোমরা দোঁহে॥*
লোকরক্ষা হেতু উভয়ে মিলে।
রবিশশিকুলে জনম নিলে॥
এ কথা জানেন যতেক মুনি।
গোপনে আছিলে দুহুঁ নৃমণি॥
মম সঙ্গ লাভে দুজনে এবে।
আত্মপ্রকাশিলে বুঝিনু ভেবে॥
এবে দোঁহে মম আদেশ মতে।
আরোহণ কর বাসব-রথে॥
কহিলেন কল্কি এ হেন কথা।
দেবগণ ফুল বরষে তথা॥
স্তব আরম্ভিলা তাপসচয়।
গঙ্গার শীতল সমীর বয়॥
হেনকালে তথা সনকসম।
অলৌকিক তেজে বিনাশি তম॥
জনেক ভিক্ষুক আগত হল।
তপত কনক দেহ উজল॥
প্রসন্ন বদনে ফুরিছে আভা।
যুগল নয়নে কমল-শোভা॥
পরণে বাকল শিরসে জটা।
করে কমণ্ডলু দণ্ডের ঘটা॥
হেন বোধ হয় হেরিলে তাঁয়।
সাক্ষাৎ ধরম-আবাস প্রায়॥
আপন শরীর-মারুত-বলে।
অধর্ম্মেরে দূর করেন হেলে॥

---

৩ ক্রোশ দূরে বৃন্দাবন ও যমুনা, বামে (যমুনার অপর পারে) গোকুল।—(রেলওয়ে ভারতভ্রমণ ৭৯ পৃষ্ঠা) এরিয়ান্, প্লিনি, টলেমী প্রভৃতি প্রাচীন পাশ্চাত্য ভৌগোলিকেরা মথুরাকে মেথোরা (Methora) বলিতেন।—(PTOLEMY'S ANCIENT INDIA, p. 94)

* বৈশ্রবণ—কুবের।

পঞ্চম অধ্যায়।

ভিক্ষুকরূপী সত্যযুগের আত্মবিবরণ বর্ণন, চতুর্দ্দশ মনু ও যুগচতুষ্টয়ের পরিমাণকথন।

সর্ব্বাশ্রমনমস্কৃত বৃদ্ধ ভিক্ষুকেরে।
ভগবান কল্কিদেব নেত্রযুগে হেরে॥
সভাসদগণসনে করি গাত্রোত্থান।
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন করিলা প্রদান॥
ভিক্ষুক সৎকৃত হয়ে বসিলা আসনে।
কল্কিদেব জিজ্ঞাসিলা মধুর বচনে॥
মোর ভাগ্যবলে যদি আসিলে হেথায়।
কেবা তুমি বল তবে কৃপায় আমায়॥
তব সম সর্ব্বজনবান্ধব মহান।
পাপহীন জনগণ জীবে দয়াবান॥
জীবগণে সুপবিত্র করিবার তরে।
ভ্রমণ করেন সদা ভুবন ভিতরে॥
ভিক্ষুক কহিলা তবে ওহে রমাধাম।
তোমারি কিঙ্কর আমি সত্যযুগ নাম॥
তব অবতার রূপ করি দরশন।
এই স্থানে এই ক্ষণে কৈনু আগমন॥
কালের স্বরূপ তুমি দয়াময় হরি।
বিপন্ন-বান্ধব তুমি ভবার্ণব-তরী॥
যদিও উপাধিশূন্য তুমি সারাৎসার।
তথাপি আপন মায়া করিয়া বিস্তার॥
ক্ষণ দণ্ড লব আদি অংশের যোগেতে।
নিজেরে উপাধিযুক্ত কর ইচ্ছামতে॥
দিবা রাত্রি পক্ষ মাস ঋতু সম্বৎসর।
যুগ আদি আসে যায় তব আজ্ঞাধর॥
চতুর্দ্দশ মনু হরি আদেশে তোমার।
পালাক্রমে যাতায়াত করে অনিবার॥
প্রথম মনুর নাম স্বায়ম্ভুব হয়।
স্বারোচিষ মনু হন দ্বিতীয়ে উদয়॥
তৃতীয় যে মনু তাঁর নাম সে উত্তম।
চতুর্থ তামস মনু রৈবত পঞ্চম॥
যেই মনু ষষ্ঠ নাম চাক্ষুষ তাঁহার।
বৈবস্বত মনু হন সপ্তমে প্রচার॥*
অষ্টম সাবর্ণি দক্ষসাবর্ণি নবম।
তার পর নাম ব্রহ্মসাবর্ণি দশম॥
একাদশ মনু ধর্ম্মসাবর্ণি যে হন।
দ্বাদশ যে মনু রুদ্রসাবর্ণি গণন॥
ত্রয়োদশ মনু বেদসাবর্ণি সে নাম।
চতুর্দ্দশ মনু ইন্দ্রসাবর্ণি ধীধাম॥
বিভূতিস্বরূপ তব ইঁহারা শ্রীহরি।†
বারম্বার আসে যায় ভিন্ন নাম ধরি॥

* বৈবস্বত মনু—বিবস্বৎ শব্দের প্রথমার এক বচনে বিবস্বান্ (সূর্য্য)। বিবস্বানের (সূর্য্যের) পুত্র বৈবস্বত মনু।

† বিভূতি—অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য বা সিদ্ধি। "অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, বশিত্ব, ঈশিত্ব ও কামাবসায়িত্ব ভেদে ঐশ্বর্য্য (ক্ষমতা) অষ্ট বিধ। অণিমা অণুতা, অর্থাৎ অতি সূক্ষ্মতা; এই ঐশ্বর্য্য দ্বারা শিলামধ্যেও প্রবেশ-শক্তি জন্মে। লঘিমা লঘুতা, অর্থাৎ গুরুত্ব-গুণশূন্যতা; এই ঐশ্বর্য্য থাকিলে এমন লঘু হয় যে, সূর্য্যকিরণকে অবলম্বন করিয়া, সূর্য্যলোক পর্য্যন্তও গমন করিতে পারে। মহিমা মহত্ত্ব, অর্থাৎ অতিস্থূলতা; এই ঐশ্বর্য্য দ্বারা অতি ক্ষীণ ব্যক্তিও প্রকাণ্ড আকার ধারণে সমর্থ হয়। প্রাপ্তি ঐশ্বর্য্য থাকিলে চন্দ্রকেও অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা স্পর্শ করা যায়। প্রাকাম্য ইচ্ছার অনভিঘাত, অর্থাৎ ইচ্ছার অপ্রতিরোধ। যাহার এই ঐশ্বর্য্য আছে, সে যদি ইচ্ছা করে যে "যেমন অন্যান্য জনগণ জলে উন্মজ্জন ও নিমজ্জন করে, আমি সেইরূপ ভূমিতেই করিব" তবে তাহাও করিতে পারে। বশিত্ব ঐশ্বর্য্য দ্বারা ভূত বা ভৌতিক পদার্থ সকলের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করিতে পারা যায়। সত্যসঙ্কল্পতার নাম কামাবসায়িত্ব; এই ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি যখন যাহা সঙ্কল্প অর্থাৎ নিশ্চয় করেন, তখন তাহাই সিদ্ধ হয়। তাঁহার নিশ্চয় কথনই ব্যর্থ হয় না; যদি বলেন যে, "এই আম্র-বৃক্ষে নারিকেলফল ফলিবে, এই অমাবস্যার দিবসে চন্দ্র উদিত হইবে, এবং এই মৃত ব্যক্তি পুনরায় প্রত্যাগত হইবে" তবে তাহাই ঘটিয়া থাকে।" (৺জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইতে

দেবতা সবার বারো হাজার বৎসরে।
চারি যুগ হয় কহি তোমার গোচরে॥
সত্য-পরিমাণ চারি হাজার বৎসর।
তিনটি হাজার বর্ষ ত্রেতা তার পর॥
দ্বাপরের পরিমাণ বর্ষ দু হাজার।
একটি হাজার বর্ষ কলির বিস্তার॥
আর শুন ওই চারি যুগের ভিতর।
প্রত্যেক যুগের সন্ধ্যা শতেক বৎসর॥
এক শত বর্ষ করি সন্ধ্যাংশ গণন।
একাত্তর যুগ এক মনুর শাসন॥
এইরূপে তাঁসবার পরিণতি হয়।
একাত্তর বর্ষ পরে অন্য মনূদয়॥*
প্রজাপতি ব্রহ্মারো বৎসর ঋতু মাস।
পক্ষ দিবারাত্রি আছে শুন রিপুত্রাস॥

অনুবাদিত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহান্তর্গত সাংখ্যদর্শন ৯৯ পৃষ্ঠা।)

* দেবতা সবার... মনূদয়—৩৬০ মানুষ-বৎসরে ১ দৈব বৎসর। সর্ব্বসমেত চারি যুগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। ঐ যুগচতুষ্টয় স্ব স্ব সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের সহিত ১২,০০০ দৈব যুগ=১২,০০০×৩৬০=৪৩,২০,০০০ মানুষ-বৎসর। যুগচতুষ্টয়ের পরিমাণ—

সত্য ...	৪০০০	দৈববৎসর	=১৪,৪০,০০০	বৎসর
,, সন্ধ্যা...	৪০০	,,	= ১,৪৪,০০০	,,
,, সন্ধ্যাংশ	৪০০	,,	= ১,৪৪,০০০	,,
সমষ্টি...	৪,৮০০	,,	=১৭,২৮,০০০	,,
ত্রেতা ...	৩,০০০	,,	=১০,৮০,০০০	,,
,, সন্ধ্যা	৩০০	,,	= ১,০৮,০০০	,,
,, সন্ধ্যাংশ	৩০০	,,	= ১,০৮,০০০	,,
সমষ্টি...	৩,৬০০	,,	=১২,৯৬,০০০	,,
দ্বাপর ...	২,০০০	,,	= ৭,২০,০০০	,,
,, সন্ধ্যা	২০০	,,	= ৭২,০০০	,,
,, সন্ধ্যাংশ	২০০	,,	= ৭২,০০০	,,
সমষ্টি...	২,৭০০	,,	= ৮,৬৭,০০০	,,
কলি ...	১০০০	,,	= ৩,৬০,০০০	,,
,, সন্ধ্যা	১০০	,,	= ৩৬,০০০	,,
,, সন্ধ্যাংশ	১০০	,,	= ৩৬,০০০	,,
সমষ্টি...	১,২০০	,,	= ৪,৩২,০০০	,,
যুগচতুষ্টয়ের সমষ্টি	১২,০০০	,,	=৪৩,২০,০০০	,,

৪ যুগ ...	...	=১ মহাযুগ
২০০০ মহাযুগ	...	=১ কল্প।

কল্প, ব্রহ্মার দিবারাত্রি। ইহা মানুষ-বৎসর পরিমাণে ২,০০০×৪৩,২০,০০০=৮,৬৪,০০,০০,০০০ বৎসর। এইরূপ ত্রিশ দিনে ব্রহ্মার এক মাস। যথা—

কল্পের নাম।			তিথি।
১ শ্বেত বরাহ কল্প	...	ব্রহ্মার শুক্ল	প্রতিপদ
২ নীললোহিত ,,	...	,, ,,	দ্বিতীয়া
৩ বামদেব ,,	...	,, ,,	তৃতীয়া
৪ গাথান্তর ,,	...	,, ,,	চতুর্থী
৫ রৌরব ,,	...	,, ,,	পঞ্চমী
৬ প্রাণ ,,	...	,, ,,	ষষ্ঠী
৭ বৃহৎ ,,	...	,, ,,	সপ্তমী
৮ কন্দর্প ,,	...	,, ,,	অষ্টমী
৯ সত্য ,,	...	,, ,,	নবমী
১০ ঈশান ,,	...	,, ,,	দশমী
১১ ধ্যান ,,	...	,, ,,	একাদশী
১২ স্বারস্বত ,,	...	,, ,,	দ্বাদশী
১৩ উদান ,,	...	,, ,,	ত্রয়োদশী
১৪ গারুড় ,,	...	,, ,,	চতুর্দ্দশী
১৫ কৌর্ম্ম ,,	...	,, ,,	পূর্ণিমা
১৬ নারসিংহ ,,	...	ব্রহ্মার কৃষ্ণ	প্রতিপদ
১৭ সমাধি ,,	...	,, ,,	দ্বিতীয়া
১৮ আগ্নেয় ,,	...	,, ,,	তৃতীয়া
১৯ বিষ্ণুজ ,,	...	,, ,,	চতুর্থী
২০ সৌর ,,	...	,, ,,	পঞ্চমী
২১ সোম ,,	...	,, ,,	ষষ্ঠী
২২ ভাবন ,,	...	,, ,,	সপ্তমী
২৩ সুপ্তমালী ,,	...	,, ,,	অষ্টমী
২৪ বৈকুণ্ঠ ,,	...	,, ,,	নবমী
২৫ আর্চ্চিষ ,,	...	,, ,,	দশমী
২৬ বল্মী ,,	...	,, ,,	একাদশী
২৭ বৈরাজ ,,	...	,, ,,	দ্বাদশী
২৮ গৌরী ,,	...	,, ,,	ত্রয়োদশী
২৯ মাহেশ্বর ,,	...	,, ,,	চতুর্দ্দশী
৩০ পিতৃ ,,	...	,, ,,	অমাবস্যা

সমষ্টি ২,৫৯,২০,০০,০০,০০০ বৎসর—ব্রহ্মার ১ মাস। এইরূপ দ্বাদশ মাসে ব্রহ্মার ১ বৎসর।

সেরূপ তাঁহার দিবা রাত্রিও তেমন।
ব্রহ্মারও জন্ম মৃত্যু কালে সঙ্ঘটন॥
নিজ শত সম্বৎসর পূর্ণ হৈলে পর।
তোমাতে বিলীন হন ব্রহ্মা সুরবর॥
প্রলয়ের পরে পুন ব্রহ্মা ভগবান।
তব নাভিপদ্ম হৈতে করিয়া উত্থান॥
সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করেন সযতনে।
তোমারি এ লীলাখেলা বুঝিব কেমনে॥
যে সময়ে লোকগণ ওহে ভগবান।
কৃতকৃত্য হইয়া করয়ে অবস্থান॥
সে সময় তোমারই নামভেদে হরি।
সত্যযুগ বলি খ্যাত হয় ধরাপরি॥
আমিই সে সত্যযুগ শুন নারায়ণ।
তব পদ দেখিবারে কৈনু আগমন॥

অধর্ম্মবিনাশকারী, খর-করবালধারী,
কল্কিদেব স্বজনের সনে।
শুনি সত্যযুগকথা, তুষ্ট হৈলা মহারথা,
উপজিল মহানন্দ মনে॥
সত্যযুগছদ্মবেশ, হেরি কল্কি পরমেশ,
কলি সনে যুদ্ধের কারণ।
কহে অনুচরগণে, আন সৈন্য সর্ব্বজনে,
সংখ্যা করি আমার সদন॥
শুন সবে আরো কহি, গজারোহী রথারোহী,
অশ্বারোহী যত মোর আছে।
সর্ব্বজনে আন মোর কাছে॥

এইরূপ শত বর্ষ ব্রহ্মার পরমায়ু। ব্রহ্মার পরমায়ুর পঞ্চাশৎ বর্ষ অতীত হইয়া, একপঞ্চাশৎ বর্ষের শ্বেত বরাহ কল্প চলিতেছে অর্থাৎ প্রাচীন আর্য্যধর্ম্ম-গ্রন্থের মতে (২৫,৯২০ কোটি × ১২ × ১০) + ১,৯৫,-৫৮,৮৪,৯৮২ = ১৫,৫৫,২১,৯৫,৫৮,৮৪,৯৯৩ বৎসর হইল (এখন সংবৎ ১৯৪৯।৫০, শকাব্দ ১৮১৪, বঙ্গাব্দ ১২৯৯ ও খ্রীষ্টাব্দ ১৮৯২।৯৩) পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে। এক কল্পে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর।—(বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত, ভাগবত, হরিবংশ, মনুসংহিতা, ক্রমসন্দর্ভ, জ্যোতিষ, পঞ্জিকা)

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কল্কির দিগ্বিজয়যাত্রা।

সূত কহিলেন শুন মহামুনিগণ।
কল্কিবাণী শুনি মরু দেবাপি দু জন॥
দারপরিগ্রহ করি রথ আরোহণে।
পুনরায় আসিলেন কল্কির সদনে॥
নানাবিধ অস্ত্র করে লৌহোষ্ণীষ শিরে।*
মনোহর দৃঢ় বর্ম্ম বিশাল শরীরে॥†
সেই দুই নৃপ সনে ছয় অক্ষৌহিণী।
সৈন্য আগমন কৈল কাঁপায়ে মেদিনী॥
ভূপতি বিশাখযূপ হৈলা উপস্থিত।
একলক্ষ গজারোহী যোদ্ধার সহিত॥
সহস্রনিযুত অশ্বারোহী বীর আর।
মহাবীর রথারোহী সাতটি হাজার॥
দু লক্ষ পদাতি সৈন্য বেড়িয়া তাঁহারে।
উপনীত হৈল সবে গভীর হুঙ্কারে॥
নরপতি রুচিরাশ্ব হৈলা আগুসার।
রথারোহী পঞ্চাশৎ হাজার তাঁহার॥
নবলক্ষ সহস্রেক মত্তগজারোহী।
আসিল তাঁহার সাথে কাঁপাইয়া মহী॥
দশ অক্ষৌহিণী সেনা আসিয়া তখন।
কল্কি বীরে নত শিরে করিল বেষ্টন॥
সুরসৈন্যসমাবৃত সুরপতি সম।
শোভিলেন কল্কিদেব অতি অনুপম॥
সৈন্যে পরিবৃত হয়ে কল্কি বীরবর।
ভ্রাতা পুত্র বন্ধুসনে প্রফুল্ল অন্তর॥
দিগ্বিজয়বাসনায় রণরঙ্গে মাতি।
শুভযাত্রা করিলেন শিরে শোভে ছাতি॥

* লৌহোষ্ণীষ—লৌহজালনির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ (টোপর, পাগড়ী, টুপী)।

† বর্ম্ম—লৌহজালনির্ম্মিত সন্নহন, অঙ্গত্রাণ, সাঁজোয়া।

কল্কিসমীপে দ্বিজরূপী ধর্ম্মের আগমন।

কলির প্রবল দাপে, হারি মানি মনস্তাপে,
ধর্ম্মদেব দ্বিজরূপ ধরি।
স্বজনগণের সনে, অতি ম্রিয়মাণ মনে,
আসিলেন কল্কি বরাবরি॥

প্রসাদ অদর্প মুদ ক্ষেম প্রতিশ্রয়।
অর্থ যোগ ঋত সুখ স্মরণ অভয়॥*
ঋষি-অংশ তপোব্রতী নরনারায়ণ।
ইঁহারা সকলে হন ধর্ম্মের নন্দন॥†
শ্রদ্ধা মেধা মৈত্রী দয়া বুদ্ধি ক্রিয়োন্নতি।
তুষ্টি পুষ্টি শান্তি আর তিতিক্ষা মূরতি॥
ইঁহারা ধর্ম্মের পত্নী এ সবার সহিত।
কল্কিরে জ্বালাতে দুঃখ ধর্ম্ম উপনীত॥‡

সেই দ্বিজে নিরখিয়া কল্কি দয়াময়
উচিত সৎকার করি সবিনয়ে কয়॥
কে আপনি কি কারণে স্ত্রীপুত্র লইয়া।
আগমন কৈলা হেথা বিষণ্ণ হইয়া॥
কোন্ ভূপতির রাজ্য ছাড়িয়া হেথায়।
আগমন কৈলা এবে কহুন আমায়॥
ক্ষীণপুণ্য গ্রহসম হেরি আপনারে।
বিষ্ণুভক্ত সাধু যেন পাষণ্ডপ্রহারে॥
সেইরূপ আপনার ভার্য্যাসুতগণ।
বলহীন অতিদীন মলিনবদন॥

ধর্ম্মের কলিকর্ত্তৃক আত্মদুর্গতিকথন

সদয় কল্কির মুখে শুনি হেন ভাষা।
অসহায় ধর্ম্মের অন্তরে জাগে আশা॥
স্ত্রীপুত্র স্বজন সনে আনন্দিত মনে।
পূজিয়া কল্কিরে ধর্ম্ম নমিলা চরণে॥
কৃতাঞ্জলিপুটে কহে কাতর বচন।
আমার আখ্যান প্রভু করহ শ্রবণ॥
আপনার যে মূর্ত্তিরে লোকে ব্রহ্মা কয়।
সে ব্রহ্মার বক্ষ হৈতে আমার উদয়॥*
ধর্ম্ম মম নাম প্রভু দেবতাসবার।
অগ্রগণ্য ছিনু আমি শুন সারাৎসার॥
তোমার আদেশে আমি ওহে অরিন্দম।
পূরিতাম প্রাণীদের সর্ব্ব অভিলাষ॥
সর্ব্বদা অতুল কীর্ত্তি লভি নারায়ণ।
করিতাম আনন্দিত চিতে বিচরণ॥

* প্রসাদ—অনুগ্রহ বা নৈর্ম্মল্য। অদর্প—নিরহঙ্কার। মুদ—হর্ষ, আনন্দ। ক্ষেম—মঙ্গল, কুশল। প্রতিশ্রয়—আশ্রয়, সঙ্কস্থল। অর্থ—ধন, ঐশ্বর্য্য। যোগ—ধ্যান, চিত্তবৃত্তিনিরোধ। ঋত—সত্যভাব। সুখ—অদুঃখ। স্মরণ—আধ্যান। অভয়—সাহস।

† নরনারায়ণ—শ্রীমদ্ভাগবতমতে ইনি বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার। ধর্ম্মের ভার্য্যা মূর্ত্তির গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। নরনারায়ণ দুই মূর্ত্তি হইলেও একের মত। কালিকা-পুরাণের মতে অন্য কল্পে নরসিংহ দ্বিধা হইয়া এই মূর্ত্তি ধারণ করেন। মহাভারতে লিখিত আছে, স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার কালে সনাতন নারায়ণ ধর্ম্মের পুত্র হইয়া, নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ এই চারি অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে নর ও নারায়ণ উভয়ে বদরিকা শ্রমে গমন পূর্ব্বক কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন। ভাগবতে লিখিত আছে ইঁহাদের তপোভঙ্গ করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রাদি দেবগণ, মদনের সহিত অপ্সরাগণকে প্রেরণ করেন। ইঁহারা তাহাদিগকে দর্শন করিয়া, তাহাদের রূপগর্ব্ব ও দেবগণের মদগর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য উরুদেশ হইতে সর্ব্বাপ্সরার শ্রেষ্ঠা উর্ব্বশীকে সৃজন করিয়া, দেবলোকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহাভারতের মতে ইঁহারাই দ্বাপরের শেষে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন।

‡ শ্রদ্ধা—ভক্তি, স্পৃহা, মনের প্রসন্নতা। মেধা—ধারণাবতী বুদ্ধি, ধী। মৈত্রী—মিত্রতা। দয়া—করুণা, কৃপা। বুদ্ধি—নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তি, মতি, প্রজ্ঞা। ক্রিয়োন্নতি—ধর্ম্মকর্ম্মের বৃদ্ধি। তুষ্টি—তৃপ্তি। পুষ্টি—স্থূলতা, বৃদ্ধি। শান্তি—কামক্রোধাদির উপশমতা। তিতিক্ষা—ক্ষান্তি, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা। মূরতি—(মূর্ত্তি) প্রতিমা; ইঁহার গর্ভে নর নারায়ণের জন্ম হয়।

* ব্রহ্মার বক্ষ হৈতে ইত্যাদি—ব্রহ্মার বক্ষোদেশ হইতে ধর্ম্ম ও পৃষ্ঠদেশ হইতে অধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল।

এ হেন সৌভাগ্যশালী হইয়াও আমি।
কলিহস্তে পরাভূত হৈনু রমাস্বামী ॥
কাম্বোজ শবর শকগণের গোচরে।*
হতমান হয়ে কান্দি আকুল অন্তরে ॥
সংসারপীড়িত সাধু লোকের সমান।
এক্ষণে আসিনু তব পদসন্নিধান ॥

ধর্ম্মকে কল্কির আশ্বাসপ্রদান।

পাপনাশী কল্কিদেব ধর্ম্মের বচন।
শুনি তাঁর হর্ষ ভরে কহিলা তখন ॥
এই সত্যযুগে ধর্ম্ম কর নিরীক্ষণ।
ভানুবংশ্য মরু ভূপে কর দরশন ॥
বিধাতার প্রার্থনায় জন্মলাভ করি।
কীকটের বৌদ্ধগণে দিনু যমপুরী ॥
হেন অনুমানি তুমি এ কথা শ্রবণে।
অবশ্য লভিবে সুখ আপনার মনে ॥
এক্ষণে সসৈন্যে আমি তব মন্দকারী।
অবশিষ্ট অবৈষ্ণব সবারে সংহারি ॥*
হে জগৎপ্রিয় ধর্ম্ম করহ শ্রবণ।
সত্যের স্বরূপ আমি রয়েছি যখন ॥
তখন তোমার আর কিবা মোহ ভয়।
বিপদ ঘুচিল তব সম্পদ উদয় ॥

* কাম্বোজ—অনার্য্য জাতি। গ্রিফিথ্ সাহেব অনুমান করেন, আরোচেসিয়া (Arochasia) নিবাসীরাই কাম্বোজ। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এল্. এল্. ডি., সি. আই. ই. বলেন প্রাচীন কাবুল রাজ্যই কাম্বোজদেশ ও হিন্দুকুশ পর্ব্বত-বাসীরাই কাম্বোজ জাতি।—(INDO-ARYANS, Vol. I., pp. 172, 332) ম্যাক্রিণ্ডল্ সাহেব বলেন, টলেমীর আরাখোসিয়া (Arakhosia) বর্ত্তমান আফগানস্থানের পূর্ব্বাংশ সিন্ধু নদ পর্য্যন্ত এবং উত্তরসীমা ঘুর (Ghur) পর্ব্বত অর্থাৎ হিন্দুকুশ পর্ব্বতের পশ্চিমাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।—(PTOLEMY'S ANCIENT INDIA, p. 317) এরূপ হইলে ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের মীমাংসা ঠিক্। কারণ কাবুল ও আফগানস্থান একই দেশ এবং হিন্দুকুশ পর্ব্বতেরও মূল মিলিতেছে। কিন্তু "বাল্মীকি ও তৎসাময়িক ভূবৃত্তান্ত" নামক গ্রন্থপ্রণেতা অনুমান করেন, ইহা কাম্বে উপসাগরের নিকটস্থ প্রদেশ হইবে। কিন্তু আমার মতে ইহাঁর মত অভ্রান্ত নহে।

শবর—এই অনার্য্য জাতি ভারতবর্ষের পার্ব্বত্যপ্রদেশবাসী। ইহাদের শ্রেষ্ঠ ভূষণ ময়ূরপুচ্ছ। বাণপুর হইতে কটক পর্য্যন্ত খুর্দ্দা নামক স্থানের জঙ্গলে শৌর্ (Sours) এবং গোদাবরী নদীর দুই পার্শ্বস্থ জঙ্গলে শৌর (Souras) নামে দুই অনার্য্য জাতি আছে। ইহারাই কি প্রাচীন শবর?

কনিংহাম্ সাহেব টলেমীর শবরাই (Sabarai) জাতিকে প্লিনির শুয়ারি (Suari) জাতিরূপে গ্রহণ করিয়া, প্রাচীন অনার্য্য শবর জাতিকে নিশ্চয় করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই জাতির কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই, বনজঙ্গলে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। দক্ষিণ দিকে পেন্নার নদী পর্য্যন্ত ইহাদের আবাস। এই শবর বা শুয়ার্ (Suara) জাতির অনেকে গোবালিয়রের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, নারোয়ারে ও দক্ষিণ রাজপুতানায় শুরিয়স্ (Surrias) নামে পরিচিত। ইউল্ সাহেব দক্ষিণ দিকে সম্বলপুর পর্য্যন্ত ইহাদের বাসস্থান নিশ্চয় করেন।—(PTOLEMY'S ANCIENT INDIA, p. 175)

শক—শকি (Sacœ) বা সিথিয় (Scythian) জাতি। শক জাতির আদিম বাসভূমির নাম শাকদ্বীপ। গ্রীক ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকগণ শাকদ্বীপকে শাকতাই ও সিথিয়া (Scythia) বলিতেন। প্রাচীন ইতিহাসবেত্তা ষ্ট্রাবো বলেন, মধ্য এসিয়ার অন্তর্গত কাস্পিয়ান্ হ্রদের পূর্ব্বস্থিত প্রদেশ সিথিয়া নামে অভিহিত।—(বরাট প্রেসের রাজস্থান প্রথম খণ্ড ২১।২২ পৃষ্ঠা) কিন্তু প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমীর মতে শক অর্থাৎ শকাই (Sakai) এবং সিথিয়া (Skythia) দুইটি ভিন্ন দেশ। শকাই দেশের পশ্চিম সীমা সগ্দিয়ানই (Sogdianoi) সিথিয়াদেশের ইয়াক্জর্ত্তিস্ (Iaxartes) নদী পর্য্যন্ত, পূর্ব্বসীমা সিথিয়া দেশের সীমাবর্ত্তী অস্কটঙ্কস্ (Askatangkas) শৈলশ্রেণী এবং হিমালয় (Imaos) পর্ব্বত এবং দক্ষিণ সীমা হিমালয় পর্ব্বত।—(PTOLEMY'S ANCIENT INDIA, pp. 283, 284)

* অবৈষ্ণব—বিষ্ণু-(হরি)-ভক্তিশূন্য পাষণ্ড নাস্তিক নরাধম মনুষ্যগণ।

এবে তুমি যজ্ঞ দান তপোব্রত সহ।
নির্ভয়ে ধরণী পর্য্যটহ অহরহ ॥
দিগ্বিজয় আশে শত্রুসংহার কারণ।
যাইব আমার সহ কর আগমন ॥

বেদরূপ রথারোহণে কল্কির সহিত ধর্ম্মের যুদ্ধযাত্রা।

ধর্ম্মের আনন্দ হৈল কল্কির বচনে।
সম্মত হইলা তাঁর সহিত গমনে ॥
অনন্তর দারাসুত আত্মীয় নিকরে।
সিদ্ধাশ্রমে রক্ষা করি প্রফুল্ল অন্তরে ॥*
সপ্তস্বররূপ সপ্ততুরঙ্গযোজিত।
বেদরূপ রথে ধর্ম্ম হৈলা আরোহিত ॥†
বিপ্ররূপ সারথি চালায় সেই রথ।
আরোহিলা হেন রথে ধর্ম্ম মহারথ ॥

* সিদ্ধাশ্রম—তীর্থ বিশেষ। দুইটি সিদ্ধাশ্রমের উল্লেখ দেখা যায়। একটি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের (৩১ পৃষ্ঠায় 'বিশ্বামিত্র' শব্দের টীকা দেখ) এবং অপরটি ভগবান্ গণেশের। শৌনকাদি মুনিগণকে আদ্যোপান্ত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ শ্রবণ করাইয়া পুরাণ-বক্তা সূত বলিতেছেন,—

"যুষ্মাকং পাদপদ্মানি দৃষ্ট্বা পুণ্যানি শৌনক।
অথ সিদ্ধাশ্রমং যামি যত্র দেবো গণেশ্বরঃ ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৩৩ অধ্যায়)

এই সিদ্ধাশ্রমের অপর নাম নারায়ণাশ্রম। ঐ সূত বলিতেছেন,—

"বিদায়ং দেহি বিপ্রেন্দ্র যামি নারায়ণাশ্রমম্।"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৩৩ অধ্যায়)

এই দ্বিতীয় সিদ্ধাশ্রম তীর্থ হিমালয় পর্ব্বতে অবস্থিত। হরিদ্বার তীর্থও হিমালয়ে। সেই স্থলে ভগবান কল্কির নিকট ভগবান ধর্ম্ম আগমন করেন, অতএব বোধ হয় হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে এই সিদ্ধাশ্রম।

† সপ্তস্বর—ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সপ্ত স্বর, ইহাদের স্বরূপ ষড়ঙ্গ ও উপনিষৎ এই সাতটিকে বেদ (ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব) রূপ রথের অশ্ব কল্পনা করা হইয়াছে। ইহা রূপকালঙ্কার।

সাধুর সৎকার বর্ম্ম হইল তাঁহার।
শাস্ত্রের সঙ্কল্প হৈল ধনু মহাকার ॥
ক্রিয়াভেদ হইল তাঁহার উগ্রবল।*
প্রধান সহায় তাঁর হইল অনল ॥†
যজ্ঞ দান তপ যম নিয়ম প্রভৃতি।
পারিষদগণ সনে ধর্ম্ম মহামতি ॥
নাশিতে কাম্বোজ খশ শবর আদিরে।‡
কলি-অধিকার জয় করিতে অচিরে ॥
কল্কির সহিত যাত্রা কৈলা সেইক্ষণ।
বাজিল সমরবাদ্য কাঁপিল গগন ॥

পেচকাখ্য রথারোহণে কলির যুদ্ধে আগমন ও তাহার সহিত ধর্ম্মের যুদ্ধ।

কলির আবাস স্থান বড়ই ভীষণ।
নেহারিলে সেই স্থান ভয়ে কাঁপে মন ॥
উলূক শৃগাল কাক সারমেয় ভূত।
কলির আবাসস্থানে গর্জ্জিছে অদ্ভুত ॥
গোমাংসের গন্ধ আর পূতিগন্ধ অতি।
নানাবিধ ব্যসনের সেথানে বসতি ॥§

* ক্রিয়াভেদ—পৃথক্ পৃথক্ বেদোক্ত যাগ, যজ্ঞ, পূজা, দশসংস্কারাদি ক্রিয়া।

† অনল—অগ্নিদেবতা। অগ্নিই যজ্ঞাহুত হব্য বহন করিয়া, ইন্দ্রাদি দেবগণকে প্রদান করেন বলিয়া, ধর্ম্মের অর্থাৎ ধার্ম্মিকগণের ধর্ম্মকর্ম্মের প্রধান সহায়।

‡ খশ—অনার্য্য জাতিবিশেষ। এই জাতি কাশ্মীরের পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতে বাস করে।—(WILSON'S VISHNUPURANA) খশ জাতির বর্ত্তমান নাম খশিয়া (Khasiahs)। ইহারা ভোট (ভুটিয়া) জাতির পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিবেশী। গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের পর্ব্বতশ্রেণীতে এবং অলকানন্দা ও কালীগঙ্গা নদীর মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহারা বাস করে।—(THE WILD TRIBES OF INDIA, p. 128)

§ ব্যসন—কামজ ও কোপজ দোষ, পাপ।

নারীগণ করে সেথা বাদবিসম্বাদ।
বারম্বার উঠে এক কি ভীষণ নাদ॥
স্বামিরূপা নারীদের আরত্ত সে ঠাঁই।*
হেন অপবিত্র স্থান আর কোথা নাই॥
অনন্তর দুষ্ট কলি শুনিল শ্রবণে।
কল্কি আসিতেছে সাজি সমরসাজনে॥
পেচকাখ্য রথে কলি করি আরোহণ।†
সঙ্গে নিয়া পুত্র পৌত্র আত্মীয় স্বজন॥
আপনার পুরী হৈতে হৈল বহির্গত।
গভীর গর্জ্জনে ধায় পেচখাক্য রথ॥
কলিরে হেরিবামাত্র ধর্ম্ম মহাশয়।
কল্কির আদেশ নিয়া সহ মুনিচয়॥
আরম্ভিলা কলিসনে ভয়ঙ্কর রণ।
দুই বীরে ঘন ঘন শর বরিষণ॥

কলিপুত্রগণের সহিত ধর্ম্মপুত্র-গণের যুদ্ধ।

এ দিকে দম্ভের সনে ঋত মাতে রণে।
প্রসাদ লোভের সনে জরা স্মৃতি সনে॥ ‡
অভয়ের প্রতি ক্রোধ ভয় সুখ প্রতি।
সংগ্রাম আশায় ধায় গরজিয়া অতি॥
নিরয় মদের সনে আধি যোগ সনে।
মাতিয়া উঠিল সেই ভয়ঙ্কর রণে॥
গ্লানি প্রশ্রয়ের সনে সমরে মাতিল।§
ক্ষেমের সহিত ব্যাধি যুদ্ধ আরম্ভিল॥

এইরূপে সে সমর হইল তুমুল।
যুদ্ধ হেরিবার তরে আসে দেবকুল॥
ব্রহ্মাদি অমরগণ অম্বরের তলে।
উপনীত হয়ে যুদ্ধ নেহারে সকলে॥
অন্য দিকে গরু খশ কাম্বোজের সহ।
আরম্ভ করিলা যুদ্ধ অতি দুর্ব্বিষহ॥
চোল বর্ব্বরের সনে দেবাপির রণ।*
বারম্বার হুহুঙ্কার শর বরিষণ॥
নৃপতি বিশাখযূপ হানি খর শর।
পুলিন্দ শ্বপচ সনে করিলা সমর॥†

কোকবিকোকের সহিত কল্কির যুদ্ধ।

কোক আর বিকোক নামেতে দুই ভ্রাতা।
সে দোঁহার সনে যুঝে কল্কি মহারথা॥
বিরিঞ্চির বরে তারা বড়ই দর্পিত।
প্রমত্ত দানব দুটা সমরে পণ্ডিত॥
একরূপী মহাসত্ত্ব সেই দুই জন ‡
বজ্রের সমান দৃঢ় অঙ্গের গঠন॥
পদাতি হয়েও তারা গদা করে ধরি।
দিগ্বিজয় করিতে সক্ষম বরাবরি॥

---

* স্বামিরূপা নারীদের—পূর্ণ কলিতে পত্নীরা স্বামীর ন্যায় ও স্বামিগণ পত্নীর ন্যায় আচরণ করিবে বলিয়া এইরূপ উক্ত হইয়াছে। এখনই নারীগণ যেরূপ পুরুষস্বভাবসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে এবং অনেকে স্ব স্ব স্বামীর প্রতি যেরূপ শাসন-ক্ষমতা চালাইতেছে তাহা দেখিয়াই অবাক্ হইতে হয়। না জানি, 'অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি'।

† পেচকাখ্য রথ—যে রথের গঠনপ্রণালী পেচক অর্থাৎ প্যাঁচার স্থায়, অথবা যাহার ধ্বজায় পেচকমূর্ত্তির চিহ্ন।

‡ স্মৃতি—ধর্ম্মপুত্র স্মরণ।

§ প্রশ্রয়—ধর্ম্মপুত্র প্রতিশ্রয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ধর্ম্ম দারা সুত আত্মীয়গণকে সিদ্ধাশ্রমে রাখিয়া, কলির সহিত যুদ্ধ করিতে আসেন, কিন্তু এখানে আবার ধর্ম্মপুত্র স্মরণ, প্রতিশ্রয়াদিরা কলিপুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। সুতরাং গোলযোগ ঘটিয়াছে। কিন্তু আমার বোধ হয়, ধর্ম্মের আসিবার অব্যবহিত পরে ধর্ম্মপুত্রেরা মাতৃগণকে সিদ্ধাশ্রমে রাখিয়া, পিতার সাহায্যার্থ শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিয়াছিলেন।

* চোল—চোল। পার্ব্বতীয় অনার্য্য জাতি। ইহাদের বর্ত্তমান নাম চুয়াড় বা চোহাড়

বর্ব্বর—অনার্য্য জাতি বিশেষ। কেহ কেহ বলেন, ইহারা আফ্রিকার অন্তর্গত বর্ব্বরি দেশের আদিম অসভ্য জাতি; শেষে ভারতবর্ষ প্রভৃতি নানা দেশে উপনিবেশ করিয়াছিল।

† পুলিন্দ—উইল্‌সন সাহেব বলেন, ইহারা পার্ব্বত্য অনার্য্য জাতি।

‡ একরূপী—একরূপ রূপধারী। ইহাতে বোধ হইতেছে, কোক ও বিকোক উভয়ে যমজ সহোদর।

সেই দুই সহোদর শুম্ভগণ সনে।*
মিলিয়া যদ্যপি মাতে ভয়ঙ্কর রণে॥
মৃত্যুরেও পরাজয় পারে করিবারে।
কেহ রণে সে দু'জনে আঁটিতে না পারে॥
কল্কি-সৈন্যগণ সনে সে দোঁহার রণ।
সবাকার যুদ্ধ হৈতে হৈল সুভীষণ॥
তুরঙ্গের হ্রেষারবে মাতঙ্গবৃংহনে।
ধনুর টঙ্কারে বীর-আক্রোশ-গর্জ্জনে॥
দন্তঘর্ষণের শব্দে তলের তাড়নে।
দশদিক পূর্ণ হৈল ধাঁধিয়া শ্রবণে॥
পৃথিবীর সর্ব্বজীব শঙ্কায় বিহ্বল।
ভয়ে স্বর্গে চলি গেল অমর সকল॥
সেই যুদ্ধে পাশ দণ্ড খড়্গ গদা শূল।
শক্তি ঋষ্টি শরঘায় হইয়া আকুল॥
কোটি কোটি যোদ্ধা মৈল করিয়া চীৎকার।
হস্ত পদ মুণ্ড কাটি পড়ে চারি ধার॥

সপ্তম অধ্যায়।

কলিপরাজয়।

ক্রমে ক্রমে সেই রণ, হৈল অতি সুভীষণ,
ধর্ম্ম আর সত্যযুগ তবে।
নিদারুণ রুষ্ট মনে, দুরাত্মা কলির সনে,
যুঝিতে লাগিলা ঘোর রবে॥
সে দোঁহার শরঘায়, দুষ্ট কলি অচিরায়,
রণাঙ্গনে হৈল পরাভূত।
গর্দ্দভবাহন ছাড়ি, করাল বদন ফাড়ি,
রক্তাক্ত শরীরে ধায় দ্রুত॥
হয়ে অতি দীনহীন, আপন মহিলাধীন,
গৃহ মাঝে কৈল পলায়ন।

* শুম্ভগণ—শুম্ভ দৈত্যের উত্তর বংশীয়গণ, অথবা শুম্ভদেশীয় অনার্য্যগণ। ভারতবর্ষের পূর্ব্ব-সীমান্তর্গত বর্ত্তমান আরাকান্ প্রভৃতি দেশ পৌরাণিক শুম্ভদেশ।

পেচথাক্য রথ তার, হয়ে গেল চুরমার,
কিছু না রহিল নিদর্শন॥
ঋতশরে পাপী দম্ভ, একেবারে হতভম্ভ,
পলাইল আপন আবাস।
প্রসাদের গদাঘাতে, আঘাত পাইয়া গাথে,
দুষ্ট লোভ ছাড়ে ঘন শ্বাস॥
চূর্ণ সারমেয় রথ, ছাড়ি দুষ্ট খুঁজে পথ,
ঘন হয় রুধিরবমন।
ভয়ঙ্কর রণ ছাড়ি, পলাইল তাড়াতাড়ি,
দ্রুতবেগে স্খলিতচরণ॥
অভয়ের পাশে ক্রোধ, হারিল জন্মের শোধ,
ভগ্নরথ শূকরযোজিত।
পরিহরি সেইক্ষণে, জীবন ত্যজিল রণে,
নয়ন যুগল কষায়িত॥
সুখের প্রচণ্ড হাতে, অখণ্ড চপেটাঘাতে,
ভয় কৈল প্রাণ পরিহার।
মুদের মুষ্টির ঘায়, নিরয় ত্যজিয়া কায়,
গমন করিল যমাগার॥
সত্যযুগশরধার, সহিতে না পারি আর,
আধি ব্যাধি সকলে তখন।
নিপীড়িত হয়ে অতি, পলাইল দ্রুতগতি,
নানাদেশে ত্যজিয়া বাহন॥

কলিপুরদাহন ও কলির পলায়ন।

ধর্ম্ম সত্যযুগ পরে, একসঙ্গে পরস্পরে,
শরানলে দহে কলিপুর।
কলিপল্লী প্রজাগণ, মৈল পুড়ি সেইক্ষণ,
দগ্ধ কলি ভাগে বহুদূর॥
একাকী সুদীনভাবে, কান্দিয়া করুণ রবে,
অন্যের অজ্ঞাতে দেশান্তরে।
কৈল কলি পলায়ন, আকুলিবিকুলি মন,
শূন্যপানে চাহিয়া ফাঁফরে॥
মহীপতি মরু বীর, হানি খরশাণ তীর,
বধে শক কাম্বোজ নিকরে।
প্রতাপী দেবাপি শূর, পাঠাইলা যমপুরে,
চোল আর শবর বর্ব্বরে॥

সাক্ষাৎ শমনরূপ ভূপতি বিশাখযূপ,
খড়্গাঘাত করি ভয়ঙ্কর।
পুলিন্দ পুক্কসগণে,* নিধন করিয়া রণে,
পাঠাইলা কৃতান্তনগর॥
এইরূপে রণস্থলে, অরিসৈন্য দলে দলে,
নানাবিধ অস্ত্রের প্রহারে।
ছিন্নমুণ্ড হয়ে পড়ে, রম্ভাবন যেন ঝড়ে,
ভূমিশায়ী হয় একেবারে॥

কোকবিকোকের মৃত্যু ও পুনর্জ্জীবন লাভ।

কল্কি বীর ত্বরা করি, ঘোর গদা করে ধরি,
উৎপাদিয়া সর্ব্বলোকভয়।
কোক বিকোকের সঙ্গে, রণ করে রণরঙ্গে,
মহাযুদ্ধ মহাভয়ময়॥
সে দুই দানব হয়, বৃকাসুর-সুতদ্বয়,
শকুনির পৌত্র দুরাচার।+
কেহ বলে কম নহে, ঘোর রণ করে দোঁহে,
ঘন ঘন ছাড়ে হুহুঙ্কার॥
মধুকৈটভের সনে,‡ বিষ্ণু যথা রণাঙ্গনে,
কল্কি যুঝে সে দোঁহার সনে।
সে দোঁহার গদাঘায়, কল্কিদেব অচিরায়,
আহত হইলা রণাঙ্গনে॥
গদা তাঁর হস্ত ছাড়ি, ভূমিতলে গেল পড়ি,
কি আশ্চর্য্য বলে লোকগণ।
তবে সে জগদজিষ্ণু, কল্কি মহাবল বিষ্ণু,
রোষে হৈলা দীপ্ত হুতাশন॥
ভল্লাস্ত্র হানিয়া বলে, পাড়িলেন ধরাতলে,
বিকোকের মহামুণ্ডখান।
কিন্তু একবার কোক, তার পানে দিল চোক,
অমনি বিকোক প্রাণবান॥
সবার চক্ষের কাছে, নির্জ্জীব বিকোক বাঁচে,
সকলের লাগে চমৎকার।
হেন হেরি দেবগণ, হইলা বিস্মিতমন,
কল্কিরও বিস্ময় অপার॥
বিকোকের প্রাণদান, কৈল কোক বলবান,
হেন হেরি কল্কি বীর তবে।
বিকোকেরে পরিহরি, কাটিলেন ত্বরা করি,
কোকমুণ্ড গর্জ্জিয়া ভৈরবে॥
বিকোক অমনি চাহে, কোক পুন বাঁচে তাহে,
ভায়ে ভায়ে এ কি দৃষ্টিপাত।
মেলিয়া বিকট চোক, উত্থিত হইল কোক,
বিস্তার করিয়া দুই হাত॥
দ্বিতীয় মৃত্যুর সম, দ্বিতীয় শমনোপম,
মিলিল যুগল সহোদর।
খড়্গাচর্ম্ম ধরি করে, কল্কিরে প্রহার করে,
বারম্বার অতি ভয়ঙ্কর॥

কল্কির অশ্বখুরাঘাতে কোক-বিকোকের মূর্চ্ছা।

সেই দুই দানবের, ছিন্ন মুণ্ড লগ্ন ফের,
হেন হেরি কল্কি ভগবান।
হইলেন সমতুল, ক্রোধাকুল চিন্তাকুল,
করে ঝকে অসি খরশাণ॥
সে দোঁহার পানে তবে, গর্জ্জিয়া ভৈরব রবে,
বেগে কল্কি অশ্ব চালাইল।
অশ্বের খুরের ঘায়, দানবেরা ত্বজনায়,
নিদারুণ পীড়িত হইল॥
রোষারুণ-নেত্র হয়ে, নিদারুণ বাণ লয়ে,
অশ্ব পানে হানে দুই জন।

* পুক্কস—অন্ত্যজ জাতিবিশেষ।

+ বৃকাসুর ও শকুনি—গরুড়পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ৬ অধ্যায়ে লিখিত আছে, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষের উৎকুর, শকুনি, ভূতসন্তাপন, মহানাভ, মহাবাহু ও কালনাভ নামে ছয় পুত্র হয়। কোক ও বিকোকের পিতা বৃকাসুর কি হিরণ্যাক্ষের অন্যতম পুত্র এই শকুনির পুত্র?

‡ মধুকৈটভ—মধু ও কৈটভ নামক দুই জন দানব। ইহারা বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উৎপন্ন। এক সময়ে এই দুই ভ্রাতা মিলিয়া ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হওয়াতে ভগবান্ বিষ্ণুর হস্তে নিহত হয়।—(মহাভারত বনপর্ব্ব, মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

রোষে অশ্ব মহাবলে, সে দোঁহার বক্ষস্থলে,
কৈল তাড়ি দারুণ দংশন ॥
অস্থি ভগ্ন হৈল তায়, হস্ত হৈতে অচিরায়,
ধনুক খসিয়া ভূমে পড়ে।
তবে দোঁহে রুষ্টপ্রাণে, অশ্বপুচ্ছ ধরি টানে,
বালকে গোপুচ্ছ যেন নাড়ে ॥
হেন হেরি অশ্ববর, হয়ে অতি রোষপর,
পাছু পদ উঠাইয়া বলে।
গভীর গর্জ্জনে রুখে, মারিল দোঁহার বুকে,
পুচ্ছ ছাড়ি মূর্চ্ছিত ভূতলে ॥
কিন্তু দোঁহে অবিলম্বে, উত্থিত হইয়া দম্ভে,
মেঘ সম করিল গর্জ্জন।
প্রকাশিয়া অহঙ্কার, কল্কি বীরে বারম্বার,
কহিলেক সগর্ব্ব বচন ॥

যুদ্ধস্থলে ব্রহ্মার আগমন ও কল্কিকে কোকবিকোকবধের গূঢ়মন্ত্রণা-প্রদান।

হেনকালে ব্রহ্মা তথা, আসিয়া কহেন কথা,
করযোড়ে কল্কিরে সুধীরে।
এ দুই দানব দুষ্ট, অস্ত্রে না হইবে নষ্ট,
দুহুঁ দৃষ্টে প্রাণ পায় ফিরে ॥
ইহারা মরিবে যায়, কহি এবে সে উপায়,
সেই মত কর দীননাথ।
এককালে দুহুঁ প্রতি, মুষ্ট্যাঘাত আশুগতি,
কর দোঁহে হইবে নিপাত ॥
এ দোঁহার বিনাশন, করিয়াছি নিরূপণ,
এইরূপে আমি জনার্দ্দন।
শুনিলে নিগূঢ় কথা, এবে কর মহারথা,
এক সঙ্গে দোঁহার নিধন ॥

কোকবিকোকবধ।

শুনিয়া ব্রহ্মার বাণী, কল্কিদেব চক্রপাণি,
অস্ত্র শস্ত্র বাহন ছাড়িয়া।
রোষভরে বজ্রসম, মুষ্ট্যাঘাত নিরুপম,
কৈলা দোঁহে সবলে তাড়িয়া।
মুষ্টির প্রহারে তূর্ণ, মস্তক হইল চূর্ণ,
প্রাণ ছাড়ি পড়িল দুজন।
ভগ্নচূড় শৈল সম, সে দুই দানবাধম,
ভূমিতলে পড়িল তখন ॥
সে দুই দানব দুষ্ট, সর্ব্ব জীবে দিত কষ্ট,
সুরগণো সে দোঁহে ডরিত।
আজি কল্কিকরে তারা, হইয়া জীবনহারা,
ধূলি'পরি হইল শায়িত ॥
গন্ধর্ব্ব অপ্সরোগণ, করি হেন দরশন,
গীত নৃত্য আরম্ভ করিল।
সিদ্ধ মুনি চারণাদি, স্তব পঠে মিষ্ট নাদি,
সুরদল ফুল বরষিল ॥
সুখভরা স্বর্গমাঝে, সঘনে দুন্দুভি বাজে,
দশ দিক প্রসন্ন হইল।
শক্রর ঘুচিল আয়ু, বহিল সুগন্ধি বায়ু,
ধরাধামে শান্তি উপজিল ॥
কোক বিকোকের নাশে, কবি বীর মহোল্লাসে,
সমধিক উৎসাহে তখন।
সগর্ব্বে ভৈরবে নাদি, দশেক হাজার সাদী,
দিব্য অস্ত্রে করিলা নিধন ॥
প্রাজ্ঞ বীর মারে তীরে, শতেক সহস্র বীরে,
রণাঙ্গনে করি ঘোর রণ।
সুমন্ত্র রুধিরা অতি, পঁচিশ হাজার রথী,
খর শরে করিলা নিধন ॥
গর্গ্য ভার্গ্য বিশালাদি, গভীর গর্জ্জনে নাদি,
বধিলা নিষাদ ম্লেচ্ছগণে।*
কল্কিদেব হেনরূপে, লইয়া যতেক ভূপে,
পূর্ণকাম বিদ্রোহিনিধনে ॥

কল্কির ভল্লাটনগরে গমন।

কল্কিদেব দয়াময়, ভল্লাটনগর জয়,†
করিবার মানসে এখন।

* অনার্য্য জাতিবিশেষ। এই জাতি বেণ রাজার দেহজাত।—(হরিবংশ, অগ্নিপুরাণ)

† ভল্লাটনগর—এই নগর যে কোথায়, ঠিক্

শয্যাকর্ণগণ সহ,* যুঝিবারে দুর্ব্বিষহ,
চলিলেন লয়ে সৈন্যগণ ॥
বিচিত্র ভূষণ বাস, অঙ্গে তাঁর পরকাশ,
দুই পাশে চামর বীজন।
নানাস্ত্রভূষিত রথ, আবৃত করিল পথ,
সুগম্ভীর বাদ্যের বাজন ॥

অষ্টম অধ্যায়।

সুশান্তার সহিত শশিধ্বজের কল্কিতত্ত্ব কথোপকথন।

অশ্বে চড়ি খড়্গ ধরি কল্কি নারায়ণ।
ভল্লাটনগরে গেলা সহ সৈন্যগণ ॥
ভল্লাটের অধিপতি বড়ই সুন্দর।
অসমতেজস্বী বীর মহাবুদ্ধিধর ॥
অদ্বিতীয় যোগী আর কৃষ্ণপরায়ণ।
নাম তাঁর শশিধ্বজ সুদীর্ঘলোচন ॥†
আইলেন বিষ্ণু নিজে শুনি এ বারতা।
সাজিলেন শশিধ্বজ দেখাতে বীরতা ॥
পরম আহ্লাদে রাজা নিয়া সৈন্যগণে।
সাজিলা কল্কির সনে সংগ্রাম কারণে ॥

সুশান্তা নামেতে নারী শশিধ্বজজায়া।
পতিসম বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণুপ্রাণকায়া ॥
কল্কিসনে যুঝিবারে সাজিলেন পতি।
সুশান্তা কহিলা তাঁরে এই সে ভারতী ॥
হে পতি জগতপতি কল্কি ভগবান।
সর্ব্ব অন্তর্যামী সর্ব্ব ঈশ্বর মহান ॥
কল্কি নিজে নারায়ণ সর্ব্বসারাৎসার।
কি করি করিবে তাঁর শরীরে প্রহার ॥
শশিধ্বজ কহে রণে গুরু শিষ্য আর ॥
হরির প্রতিও দুষা নহে তো প্রহার ॥
নিরূপিলা ব্রহ্মা ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলি।
কল্কি সনে যুঝিব হইয়া কুতূহলী ॥
বাঁচি যদি রাজভোগ প্রস্তুত ধরায়।
মরি যদি সুখভোগ স্বর্গে কে ঘুচায় ॥
যুদ্ধে জয় কিম্বা ক্ষয় ঘটুক যাহাই।
ক্ষত্রপক্ষে এই দুই সুখের সদাই ॥
সুশান্তা কহিলা যারা কামনার বশ।
আর যারা মত্ত পিয়ে বিষয়ের রস ॥
রাজত্বে দেবত্বে তারা ভাবয়ে পরম।
হরিভক্তগণ তাহা ভাবয়ে অধম ॥
আপনি সেবক আর তিনি যে ঈশ্বর।
আপনি নিষ্কাম তিনি অদাতা নৃবর ॥
তেঁই রণোদ্যোগ এবে তোমা দোহাঁকার।
শুধু মোহমূল তাহে সন্দেহ কি আর ॥
শশিধ্বজ কহে প্রিয়ে ঈশ্বর যে জন।
নাহি তাঁর সুখদুঃখ শীতোষ্ণ কখন ॥
রাগদ্বেষ নাহি তাঁর শুধু লীলা তরে।
শরীরধারণ তাঁর ভুবন ভিতরে ॥
যদি সে ঈশ্বর সনে সেবকের তাঁর।
কলহ ঘটয় তাও স্বরূপ সেবার ॥
লীলাদেহ ধরেন যখন পরমেশ।
সমস্ত দৈহিক গুণ তাহে সমাবেশ ॥
কিন্তু তাহা মায়ামাত্র কহি সে তোমায়।
জীবদেহ মায়াদেহ বিষয়ো মায়ায় ॥
করেন ঈশ্বর যবে শরীর ধারণ।
তখনি শরীরী তাঁরে বলে লোকগণ ॥

বলিতে পারিলাম না। তবে বোধ হয়, সহ্যপর্ব্বতের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে যে শাখাপর্ব্বত এক্ষণে ষট্‌পুর বা ষট্‌পুরা পাহাড় নামে বিখ্যাত, ঐ স্থলেই ভল্লাট-নগর হইতে পারে। পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতের উত্তরাংশের নাম সহ্য পর্ব্বত। আমার এরূপ অনুমান করিবার একটি কারণ আছে। ভল্লাট নগরে শয্যাকর্ণ নামক জাতি বাস করে বলা হইয়াছে। কিন্তু উহা শয্যাকর্ণ না হইয়া সহ্যকর্ণ বলিয়া ধরিয়া লইলেই ঠিক্ হয়। ষট্‌পুর বা ষট্‌পুরা পাহাড় সহ্য পর্ব্বতের কর্ণস্বরূপ। অতএব তত্রত্য লোকেরা সহ্যকর্ণ জাতি, অর্থাৎ সহ্য পর্ব্বতের কর্ণবাসী জাতি।

* শয্যাকর্ণ—সহ্যকর্ণ নামক জাতি। উপরের টীকা দেখ।

† শশিধ্বজ—যাঁহার রথের ধ্বজায় শশী কি না চন্দ্রচিহ্ন আছে।

জন্ম লয় হইতেছে মায়ায় তাঁহার।
কিন্তু তিনি পরব্রহ্মরূপ অনিবার॥
নিজ সেবকেরে তিনি আত্ম হৈতে রাখি।
অভিন্ন ভাবেন সদা কহি সত্যবাণী॥
তেঁই সে বিষ্ণুর সনে সেব্য সেবকতা।
তাহাও যে মায়ামাত্র কহি সত্য কথা॥
কার্য্য আর কারণস্বরূপ ঈশ্বরের।
মায়া হৈতে ত্রিবর্গ উপজে সাধুদের॥
তেঁই প্রিয়ে কল্কি সনে যাই যুঝিবারে।
কল্কিরে পূজহ তুমি ষোড়শোপচারে॥
সুশান্তা কহিলা নাথ তোমার বচনে।
কৃতার্থ হইনু আমি নিবেদি চরণে॥
যথার্থই তব মন বিষ্ণুসেবাপর।
ইহপরকালে বিষ্ণু সদগতি-আকর॥
সুশান্তা এতেক কহি পতির চরণে।
প্রণিপাত করিলেন ভক্তিযুত মনে॥
সুশান্তার মিষ্ট ভাষে তুষ্ট হয়ে রায়।
সাশ্রুনেত্রে আলিঙ্গন করিলা তাঁহায়॥

পুত্রগণের সহিত শশিধ্বজের যুদ্ধযাত্রা ও উভয় পক্ষে যুদ্ধারম্ভ।

অর্নন্তর শশিধ্বজ ভল্লাটভূপতি।
আপনারে ভাবিলেন বিষ্ণুভক্ত অতি॥
বিষ্ণুরূপ স্মরি আর বিষ্ণুনাম বলি।
যুঝিবার তরে চলে শশিধ্বজ বলী॥
যথাকালে রণক্ষেত্রে হয়ে উপনীত।
উদ্যতাস্ত্র শব্যাকর্ণগণের সহিত॥
মিলিত হইয়া রাজা কল্কিসেনাগণে।
একেবারে বিদ্রাবিত করিলেন রণে॥
শশিধ্বজ ভূপতির সূর্য্যকেতু সুত।
পরম বৈষ্ণব বীর পরাক্রমযুত॥
ধানুকীর অগ্রগণ্য সেই ধনুর্দ্ধর।
লাগিলা মরুর সনে করিতে সমর॥
শশিধ্বজ ভূপতির কনিষ্ঠ কুমার।
বৃহৎকেতু শিরুকণ্ঠ সুন্দর আকার॥
গদারণ-বিচক্ষণ সাহসী অতুল।
দেবাপির সনে যুদ্ধ করিলা তুমুল॥
ভূপতি বিশাখযূপ শশিধ্বজ সনে।
আরম্ভ করিলা যুদ্ধ গভীর গর্জ্জনে॥
লঘুহস্ত ধনুর্দ্ধারী রুচিরাশ্ব তবে।
রজস্বান বীর সনে মাতিলা আহবে॥
ভর্গ্য বীর শান্ত সনে আরম্ভিলা রণ।
বীরে বীরে বারম্বার হুঙ্কার গর্জ্জন॥
কেহ শূল কেহ শেল কেহ বা তোমর।
কেহ শক্তি কেহ গদা হানে ভয়ঙ্কর॥
কেহ ঋষ্টি কেহ কুন্ত ধরি করে রণ।
কেহ খড়্গ ঘুরাইয়া করে গরজন॥
ভীষণ ভূষণ্ডী ধরি যুদ্ধ কেহ করে।
শোভিলা রণভূ ধ্বজ পতাকা চামরে॥
বড় বড় ছত্র কত চৌদিকে শোভিল।
উড়িয়া ধূলার রাশি আকাশ ছাইল॥

উভয়পক্ষে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ।

যুদ্ধ হেরিবার তরে অমরনিকর।
উপস্থিত হইলেন অম্বর উপর॥
গন্ধর্ব্ব চারণ সিদ্ধ অন্য লোকগণ।
যুদ্ধ দেখিবার তরে কৈল আগমন॥
দুন্দুভি শঙ্খের শব্দ করীর বৃংহণ।
অশ্বহ্রেষা বীরগণ আস্ফোট গর্জ্জন॥
শুনিয়া সকল লোক হইল অবাক।
অন্তরে ভাবিল যেন প্রলয়বিপাক॥
রথী সনে রথী যুঝে সাদী সনে সাদী।
পদাতি পদাতি যুঝে নিষাদী নিষাদী॥
সুরাসুরযুদ্ধ সম সে ঘোর সংগ্রাম।
দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধি কৈল যমধাম॥

কল্কিসেনাপতিগণ, আরম্ভ করিল রণ,
শশিধ্বজসেনাপতিগণের সহিত।
সৈন্যগণ মাঝে কেহ, ছিন্নবাহু ছিন্নদেহ,
কেহ ছিন্নপদ হয়ে ভূতলে শায়িত॥
কেহ পলাইয়া যায়, কেহ করে হায় হায়,
কেহ অচেতন হয়ে পড়িয়া রহিল।

সেই যুদ্ধে কোটি কোটি, বীরমুণ্ড চুম্বে মাটি,
স্তবকে স্তবকে সৈন্য পড়িতে লাগিল ॥
সৈন্য যত নিপতিত, হয়ে গেল নিষ্পেষিত,
অশ্ব গজ রথের মর্দ্দনে।
হতাহত সৈন্যকায়, রুধির বহিয়া যায়,
তটিনীর আকার ধারণে ॥
উষ্ণীষ সকল তার, হইল হংসের সার,
তটভূমি হৈল করিগণ।
রথ যত হৈল ভেলা, কর উরু মীনমালা,
অসি যত বালুকা কাঞ্চন ॥

সাক্ষাৎ শমন সম সূর্য্যকেতু বীর।
খর শরে মরু বীরে করিলা অস্থির ॥
মহারাজ মরু তবে এড়ি দশ শর।
সূর্য্যকেতুকলেবর কৈলা জর জর ॥
সূর্য্যকেতু বীর তবে আহত হইয়া।
ক্রোধভরে ভয়ঙ্কর গদা ঘুরাইয়া ॥
মরুর রথাশ্ব চূর্ণ করিয়া সবলে।
আঘাত করিলা তাঁর মহাবক্ষঃস্থলে ॥
গুরুগদাঘাতে মরু হইল মূর্চ্ছিত।
অন্য রথে তুলি তারে সারথি ধাবিত ॥
বৃহৎকেতু দেবাপিরে আবরিল শরে।
অনন্ত নীহার যেন ঢাকে দিবাকরে ॥
দেবাপি সে সব শর করি নিবারণ।
বৃহৎকেতু বীরে বিদ্ধে করিয়া গর্জ্জন ॥*
পাষাণ শাণিত শরে বৃহৎকেতু বীর।
মরু মরুসৈন্যগণে করিলা অস্থির ॥
শাণিত সায়কে রণে দেবাপি তখন।
বৃহৎকেতুশরাসন করিলা ছেদন ॥
বৃহৎকেতু খর খড়্গ ধরিয়া অচিরে।
আঘাতিলা দেবাপির অশ্ব সারথিরে ॥
দেবাপি মারিলা চড় বৃহৎকেতু বীরে।
ভুজমধ্যে আনি তাঁরে পিষিলা অচিরে ॥
ষোড়শবর্ষের ভ্রাতা নিষ্পেষিত হয়।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সূর্য্যকেতু চক্ষে নিরখয় ॥*
হেন হেরি সূর্য্যকেতু রুষিয়া তখন।
দেবাপির শিরে কৈলা মুষ্টি আঘাতন ॥
বজ্রসম মুষ্ট্যাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া।
পড়িলা দেবাপি বীর ভূতলে লুটিয়া ॥
সূর্য্যকেতু সৈন্যগণ পেয়ে অবসর।
মূর্চ্ছিত অরির সৈন্য করিল কাতর ॥

শশিধ্বজের কল্কিদর্শন।

হেন কালে নরপতি, শশিধ্বজ মহামতি,
সম্মুখে হেরিলা কল্কি বীরে।
অম্বুজ-নয়ন তাঁর, গলে বনফুলহার,
পীতাম্বর শ্যামল শরীরে ॥
তপন সমান কিবা, শ্যামাঙ্গে উজল বিভা,
সুন্দর কিরীট শোভে শিরে।
মণিময়ী ভূষা তাঁর, উজলিয়া চারি ধার,
বিনাশিছে তামস অচিরে ॥
আছেন বেড়িয়া তাঁর, বিশাখযূপাদি রায়,
চন্দ্রে বেড়ি যেন তারাহার।
ধর্ম্ম সত্যযুগ তাঁরে, শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে,
পুজিছেন ষোড়শোপচার ॥

নবম অধ্যায়।

শশিধ্বজের কল্কিকে দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান।

লোকে যাঁরে ধ্যানযোগে দেখে মনে মনে।
সেই পরমাত্মা নিজে জীবের কারণে ॥
জগতের পাপ-তাপ-বিনাশ-কারণ।
অবতীর্ণ হয়ে ভূষা করিয়া ধারণ ॥
অশ্বে চড়ি অসি ধনু ধারণ করিয়া।
শশিধ্বজ ভূপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ॥

* বৃহৎকেতু—যাঁহার রথের কেতু (ধ্বজা) বৃহৎ।

* সূর্য্যকেতু—যাঁহার রথের কেতু (ধ্বজা) সূর্য্য চিহ্নে চিহ্নিত।

হেন হেরি শশিধ্বজ আনন্দিত মনে।
কহিলেন কল্কিদেবে মিষ্ট সম্বোধনে॥
এস হরি বক্ষে মোর করহ প্রহার।
নহে মোর শরভয়ে হৃদয়ে আমার॥
প্রবেশ করহ তুমি ফেলি অসি ধনু।
এ দুয়ের একটি করহ শ্যামতনু॥
আজের দ্বৈরথ যুদ্ধে দেখুক সকলে।
নির্গুণের সগুণত্ব সংগ্রামের স্থলে॥
অদ্বৈতের অস্ত্রক্ষেপ করুক দর্শন।
নিষ্কাম হরির সৈন্য-যুদ্ধ-আয়োজন॥
বাস্তবিক যদি তুমি মোরে ভাবি অরি।
করহ প্রহার আমি যুদ্ধে যদি মরি॥
শিবলোক কিম্বা তব বিষ্ণুলোক প্রভু।
নিশ্চয় পাইব তাহে বাধা নাহি কভু॥

কল্কিশশিধ্বজের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ।

শশিধ্বজ-মুখে শুনি এ হেন বচন।
হৃষ্ট মনে বাহ্য রোষ প্রকাশি তখন॥
তাঁর প্রতি পদ্মাপতি কল্কি ভগবান।
এড়িতে লাগিলা নানা খরতর বাণ॥
শশিধ্বজ নানা শরে সে শরবর্ষণ।
নিবারি কল্কির'পরে বর্ষে শরগণ॥
বারি বরিষণ যথা শৈলের উপর।
কল্কি'পরে শশিধ্বজ এড়ে নানা শর॥
আহত হইয়া কল্কি শরের প্রহারে।
উঠিলা দ্বিগুণ রুষি ভৈরব হুঙ্কারে॥
দিব্যাস্ত্র সন্ধানে পরে সেই দুজনায়।
ধরিল সে রণ ক্রমে ভীষণ আকার॥
ব্রহ্মাস্ত্রে ব্রহ্মাস্ত্র বারে দুই বীরবর।
শৈল অস্ত্রে বায়ু অস্ত্র বারে পরস্পর॥
পার্জ্জন্যাস্ত্রে আগ্নেয়াস্ত্র হৈল নিবারিত।
গারুড়াস্ত্রে পন্নগাস্ত্র হৈল পরাজিত॥
এইরূপে পরস্পরে পরস্পরে শরে।
নিপীড়িতে লাগিলেন সরোষ অন্তরে॥
সর্ব্বলোকপাল সনে সর্ব্বলোক ভীত।
যুগান্তকালের সম হৈল অনুমিত॥

আকাশে দেবতা ভাগে শরাগ্নির ডরে।
নিষ্ফল সংগ্রাম করে দুই বীরবরে॥
অবশেষে অস্ত্র ছাড়ি দুই মহাবীর।
বাহুযুদ্ধ আরম্ভিলা মেদিনী অস্থির॥
কল্কি শশিধ্বজ দোঁহে রুষি পরস্পরে।
পদাঘাত তলাঘাত মুষ্ট্যাঘাত করে॥*
দুই জনে যুদ্ধপটু তেঁই দোহেঁ রণে।
পরম সন্তুষ্ট হৈলা নিজ নিজ মনে॥

ধর্ম্ম, সত্যযুগ ও মূর্চ্ছিত কল্কিকে কক্ষে বক্ষে ধারণ করিয়া শশিধ্বজের গৃহে গমন।

হেন কালে কল্কিদেব শশিধ্বজ-শিরে।
মারিলা দারুণ মুষ্টি গর্জ্জিয়া গভীরে॥
শশিধ্বজ ভূপ তাহে হইলা মূর্চ্ছিত।
ক্ষণ পরে সংজ্ঞা লভি হইলা উত্থিত॥
দুই মুষ্টি মারিলেন সবলে কল্কিরে।
মূর্চ্ছিত হইয়া কল্কি পড়িলা অচিরে॥
ধর্ম্ম সত্যযুগ তাঁরে হেরিয়া মূর্চ্ছিত।
তুলিয়া লইতে তাঁরে হৈলা উপস্থিত॥
হেনকালে শশিধ্বজ সেই দুই জনে।
দুই কক্ষে চাপিয়া ধরিলা সেইক্ষণে॥
বক্ষঃস্থলে কল্কিদেবে করিয়া ধারণ।
পূর্ণকাম হয়ে গৃহে করিলা গমন॥
যাইতে যাইতে রাজা দেখিলা নয়নে।
দুই পুত্র যুদ্ধ করে ভূপগণ সনে॥
বীর পুত্রযুগ প্রতি তুষ্ট হয়ে অতি।
যাইতে লাগিলা রাজা গৃহে আশুগতি।
বক্ষোদেশে কল্কি বীরে করিয়া ধারণ।
কক্ষদেশে ধর্ম্মে সত্যে করিয়া গ্রহণ॥
প্রবেশ করিলা গৃহে শশিধ্বজ ভূপ।
চমৎকার হৈল তাঁর দেখিতে সে রূপ॥

* পদাঘাত—চরণপ্রহার। অবশ্য ভগবান্ কল্কি রাজা শশিধ্বজকে পদাঘাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু শশিধ্বজ তাহা করিলেন না।

গৃহে গিয়া শশিধ্বজ কৈলা দরশন।
সুশান্তা মহিষী তাঁর হয়ে একমন॥
অন্যান্য বৈষ্ণবীগণে পরিবৃত হয়ে।
গাইছেন হরিগুণ সভক্তি হৃদয়ে॥

কল্কিদর্শনে সুশান্তার ভক্তিপ্রকাশ।

রাণীর প্রফুল্ল মুখ, হেরিয়া রাজার সুখ,
কহিলেন মধুর বচনে।
কর প্রিয়ে দরশন, এই কল্কি নারায়ণ,
দেবগণ-বচন-পালনে॥
শম্ভলে জনম লভি, বিদ্যালাভ করি সবি,
দার পরিগ্রহি অনন্তর।
যতেক পাষণ্ডগণে, বিনাশিলা রণাঙ্গনে,
ম্লেচ্ছগণে দিলা যমঘর॥
এবে ইনি মূর্চ্ছাছলে, চাপি মোর বক্ষস্থলে,
তব হরিসেবা পরীক্ষিতে।
এই স্থানে আগমন, কৈলা, কর দরশন,
কর নতি ভক্তিভরা চিতে॥
হের কান্তে হের এসে, মোর দুই কক্ষদেশে,
ধর্ম্ম সত্যযুগ দুই জন।
এবে তুমি প্রাণপ্রিয়ে, ভকতি-কুসুম দিয়ে,
এঁসবারে করহ অর্চ্চন॥
শুনিয়া রাজার বাণী, আনন্দে সুশান্তা রাণী.
হরি ধর্ম্ম সত্যযুগ পতিরে তাঁহার।
নমিলা সভক্তিপ্রাণে, দিব্য হরি গুণ গানে,
লজ্জা ভুলি নৃত্য কৈলা সখী সমিভ্যার॥

দশম অধ্যায়।

সুশান্তার কল্কিস্তব।

সুশান্তা কহিলা হরি মোহ আপনার।
পরিহরি রাখ পদ সম্মুখে আমার॥
সাধুজন-সুপূজিত তোমার চরণ।
সুরপতি-সুসেবিতপদ অনুক্ষণ॥
সাধুজন-মনোমাঝে ও রূপ তোমার।
ও রূপে জগত-রূপ রাজে অনিবার॥
নিজে রতিপতি ওই রূপ দরশনে।
বিমোহিত হয় হরি সবিস্ময় মনে॥
এক্ষণে দুর্দ্দম কাম করহ বিনাশ।
তব যশোগানে নাহি রহে শোক ত্রাস॥
তোমার অমৃতময় নাম উচ্চারিলে।
প্রাণ মন ভাসে সদা আনন্দ সলিলে॥
হাস্যসুধাভরা তব ও চন্দ্রবদন।
হেরিয়া লভুক শুভ সর্ব্ব জগজন॥
হে হরি আমার পতি বড়ই দুর্জ্জয়।
ইহাঁরে আঁটিতে কেহ শক্তিশালী নয়॥
যদি ইনি করি তব অপ্রিয়ানুষ্ঠান।
থাকেন শত্রুতা করি বধ এঁর প্রাণ॥
নতুবা কৃতার্থ কর কৃপা বিতরণে।
কে সক্ষম হরি তব ইচ্ছা নিবারণে॥
প্রকৃতি তোমার জায়াস্বরূপা কেশব।
মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার তা হৈতে উদ্ভব॥
পঞ্চতন্মাত্রের সৃষ্টি প্রকৃতি হইতে।
সর্ব্ব রূপ সমুৎপন্ন সেই প্রকৃতিতে॥
তব লীলাদৃষ্টিতেই ব্রহ্মার কল্পিত।
সর্ব্ব জগতের সৃষ্টি লয় নিয়মিত॥
ত্রিগুণা মায়ায় তব পঞ্চভূত হরি।
শরীর ইন্দ্রিয় আছে সমাশ্রয় করি॥
যারা সে শরীর দিয়া সেবা করে তব।
করহ করুণা তুমি সে সবে কেশব॥
যারা তব পাপনাশী সুপবিত্র নাম।
ভক্তিভরে সঙ্কীর্ত্তন করে অবিরাম॥
তাসবে সর্ব্বদা ভবে জনম গ্রহণ।
করিয়া না হয় শোক করিতে ভুঞ্জন॥
ভবযন্ত্রণার ভয় করিতে না হয়।
তোমার করুণাবলে তাসবার জয়॥
ধর্ম্মের সাধন সত্যযুগের স্থাপন।
অমর-পালন সাধু-সম্মান-বর্দ্ধন॥
পাষণ্ডদলন কলিনাশনের তরে।
লইয়াছ জন্ম তুমি পৃথিবী ভিতরে॥
তেঁই কহি দয়াময় এক্ষণে আমার।
মঙ্গল বিধান কর মঙ্গল-আধার॥

পতি পুত্র পৌত্রগণে আমার ভবন।
বেষ্টিত আছয়ে সদা দেব জনার্দ্দন॥
অশ্ব রথ গজ ধ্বজ চামর ভূষণে।
শোভে মোর গৃহ প্রভু মণির আসনে॥
তবু হরি তব পদপঙ্কজ ব্যতীত।
আমার ভবন কভু নহে সুশোভিত॥

কল্কির উক্তি।

সুশান্তার স্তবে তুষ্ট হয়ে কল্কি বীর।
উঠিলেন রণশয্যা হইতে অচির॥
সুশান্তারে হেরিলেন সম্মুখে আপন।
বামে সত্যযুগ দক্ষে ধর্ম্ম সনাতন॥
পশ্চাতে দাঁড়ায়ে শশিধ্বজ বীরবর।
হেরিয়া কল্কির হৈল লজ্জিত অন্তর॥
সুশান্তারে বলিলেন প্রথমে বচন।
কে তুমি পদ্মাক্ষি হেথা কিসের কারণ॥
কেন বা উদ্যত তুমি আমার সেবাতে।
শশিধ্বজ বীর কেন আমার পশ্চাতে॥
হে ধর্ম্ম হে সত্যযুগ ছাড়ি রণাঙ্গন।
কিরূপে অরির গৃহে কৈনু আগমন॥
শত্রু জানিয়াও মোরে শত্রুনারীগণ।
সানন্দে আমায় সেবে কিসের কারণ॥
মূর্চ্ছিত হইয়াছিনু যদি আমি রণে।
বধে নাই শশিধ্বজ মোরে কি কারণে॥

সুশান্তার উক্তি।

সুশান্তা কহিলা প্রভু তুমি নারায়ণ।
কেবা হেন নাহি পূজে তোমার চরণ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে সুরাসুর নর।
গন্ধর্ব্ব অপ্সরা নাগ চারণ কিন্নর॥
এ সবার মাঝে কেবা আছে হেন জন।
না করে তোমার সেবা হরি নারায়ণ॥
দর্শন পাইলে পরে ভক্তের যাহার।
শত্রুভাব সর্ব্বলোকে করে পরিহার॥
তাঁহার আবার শত্রু কে হেন কোথায়।
শত্রুভাবে স্বামী মোর ভাবেনি তোমায়॥
শত্রুভাবে যদি তিনি তোমার সহিত।
যুঝিতেন রণাঙ্গনে হয়ে রুষ্ট চিত॥
তা হৈলে কি তিনি কভু আপন ভবনে।
আনিবারে পারিতেন তোমা হেন ধনে॥
স্বামী মোর দাস তব আমি তব দাসী।
নিজেই এসেছ তুমি করুণা প্রকাশি॥

ধর্ম্ম, সত্যযুগ ও শশিধ্বজের উক্তি।

ধর্ম্মদেব কহিলেন হে কলিনাশন।
আজি আমি হৈনু অতি আনন্দিত মন॥
ইহাঁদের মুখে আজি ভক্তির সহিত।
তব নাম গান শুনি হৈনু পুলকিত॥
সত্যযুগ কহিলেন ওহে নারায়ণ।
তব এ দাসেরে হেরি বুঝিনু এখন॥
অদ্যাপি জীবিত আমি আছি দয়াময়।
শশিধ্বজ ভক্ত তব সামান্য ত নয়॥
এ ভক্তের প্রভাবেতে আপনারো আজ।
ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন হইল অব্যাজ॥
সর্ব্বশেষে শশিধ্বজ ভক্তিভরা চিতে।
কলিরিপু কল্কিদেবে লাগিলা কহিতে॥
পরমাত্মা সাক্ষাত আপনি নারায়ণ।
হর্ত্তা কর্ত্তা ধাতা পাতা মঙ্গলকারণ॥
তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া।
অপরাধী হৈনু দণ্ড দেহ বিশেষিয়া॥

কল্কির সহিত রমার বিবাহ।

শশিধ্বজমুখে শুনি এ হেন বচন।
সুহাস্যবদনে কল্কি কহিলা তখন॥
মহারাজ শশিধ্বজ তুমিই আমারে।
যথার্থ করিলে জয় অন্যে নাহি পারে॥

অনন্তর নরপতি, শশিধ্বজ আশুগতি,
রণস্থলে করিয়া গমন।
মহাবীর পুত্র দোহেঁ, আনয়ন কৈলা গেহে,
হেরে তারা কল্কি নারায়ণ॥
পরে শশিধ্বজ রায়, সুশান্তার অভিপ্রায়,
বুঝিতে পারিয়া নিজ মনে।

রূপে গুণে শীলে ধন্যা, রমা নামে নিজ কন্যা,
কল্কিকরে অর্পিলা যতনে।
শশিধ্বজ ভূপ পরে, ডাকিলেন সমাদরে,
মহারাজ মরু বীরবরে।
দেবাপি বিশাখযূপ, রুচিরাশ্ব আদি ভূপ,
রণ ছাড়ি আসিলা সত্বরে ॥
ভূপতির নিকেতনে, বীরবর কল্কি সনে,
রমার বিবাহ মহোৎসব।
দেখিবার তরে সবে, জয় কল্কি জয় রবে,
পশে পুরে নিয়া সৈন্য সব ॥
সৈন্যের চরণদাপে, যেন রাজপুরী কাঁপে,
তাহে অশ্ব রথ গজভার।
নানা ধ্বজ পতাকায়, রাজপুরী শোভা পায়,
তুলনা নাহিক সে শোভার ॥
তূরী ভেরী শঙ্খ বাজে, মৃদঙ্গ গম্ভীরে গাজে,
পুরস্ত্রী মঙ্গলরব করে।
নৃত্য গীত সহ কিবা, সম্পন্ন হইল বিভা,
ভাসে সবে আনন্দ-সাগরে ॥
পরে সে যতেক ভূপ, ভক্ষ্য বস্তু নানারূপ,
ভক্ষিয়া পশিলা সভামাঝে।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আর, বৈশ্য শূদ্র বর্ণ চার,
পশে পুরে সাজি নানা সাজে ॥
কল্কিরে হেরিবে ব'লে, বসে সবে সভাতলে,
এক দৃষ্টে কল্কি পানে চায়।
কল্কি সে সভার মাঝে, সর্ব্বলোকে মোহি সাজে,
তারা মাঝে পূর্ণশশিপ্রায় ॥
শশিধ্বজ মহীপতি, আনন্দিত হয়ে অতি,
বসিলেন সভার মাঝার।
কল্কিরে জামাতৃরূপে, পেয়ে কত তৃপ্তি ভূপে,
কল্কিপানে চাহে বারম্বার ॥

একাদশ অধ্যায়।

শশিধ্বজ ও সুশান্তাকে রাজগণের হরিভক্তিতত্ত্বজিজ্ঞাসা।

সূত কহে সভাস্থিত ভূপগণ সবে।
শশিধ্বজ সুশান্তারে কহিলেন তবে ॥
নিজে বিষ্ণু নারায়ণ কল্কি অবতার।
তোমরা শ্বশুর শ্বশ্রূ হইলে তাঁহার ॥
এই সভামাঝে মোরা যত নৃপগণ।
আর পূজ্য মুনিগণ যতেক ব্রাহ্মণ ॥
উপস্থিত আছি মোরা তোমা দোঁহাকার।
হরিভক্তি হেরি মানি বিস্ময় অপার ॥
এক্ষণে জিজ্ঞাসি মোরা তোমা দুই জনে।
এ অতুল হরিভক্তি পাইলে কেমনে ॥
শিখিলে কি কারো কাছে কিম্বা স্বভাবত।
উদিল এ হরিভক্তি কহ তো সঙ্গত ॥
হে রাজন তব মুখে ত্রিলোকপাবনী।
সংসারনাশিনী দিব্যা ভাগবতী বাণী ॥
শুনিবারে আমাদের বড় অভিলাষ।
হরিভক্তিতত্ত্বকথা করহ প্রকাশ ॥

শশিধ্বজ ও সুশান্তার পূর্ব্বজন্মবিবরণ।

শশিধ্বজ কহিলেন নরপতিগণ।
শুন এবে আমাদের বিচিত্র ঘটন ॥
হরিভক্তিপ্রভাবেতে আমা দোঁহাকার।
হয় নাই স্মৃতিলোপ জাগে অনিবার ॥
মোদের স্ত্রীপুরুষের জন্মকর্ম্মকথা।
বলি এবে তোমাসবে বিবরি সর্ব্বথা ॥
পূর্ব্বকালে সহস্র যুগের অন্ত ভাগে।
গৃধ্র ছিনু সেই কথা আজো মনে জাগে ॥
সুশান্তা আছিলা গৃধ্রী মোরা দুই জন।
পচা মাংসে করিতাম উদর পূরণ ॥
এক তরুপরে মোরা রচি বাসস্থান।
করিতাম সেই নীড়ে দোঁহে অবস্থান ॥
ইচ্ছা হৈলে অন্য অন্য বন উপবনে।
বিচরণ করিতাম উড়িয়া সঘনে ॥

অনেক নিঠুর ব্যাধ একদা আসিয়া।
লুব্ধ হৈল আমা দোহেঁ দর্শন করিয়া ॥
বিস্তার করিয়া জাল সেখানে রাখিল।
একটি পোষিত গৃধ্র সেথা ছাড়ি দিল ॥
সে সময়ে মোরা দোহেঁ ছিনু ক্ষুধাতুর।
সে গৃধ্রের দেহে মাংস দেখিনু প্রচুর ॥
মাংসলোভে গৃধ্রোপরি পড়িনু যেমন।
স্ত্রী পুরুষে জালে বদ্ধ হইনু তখন ॥
অমনি আনন্দে ব্যাধ ধাইয়া আসিল।
আমা দোহেঁ আনন্দেতে কাঁধে তুলি নিল ॥
চঞ্চুর আঘাত মোরা করিনু তাহায়।
তবু ব্যাধ না ছাড়িল আমাদোহাঁকায় ॥
আমা দোহেঁ নিয়া গিয়া গণ্ডকীর তীরে।*
শিলা'পরে শিরশ্চূর্ণ করিল অচিরে ॥
শালগ্রাম শিলা তাহা গণ্ডকীর তটে।
আমাদোহাঁকার মৃত্যু তদুপরি ঘটে ॥
সেই হেতু সেইক্ষণে চতুর্ভুজ হয়ে।
জ্যোতির্ম্ময় বিমানেতে আরোহি উভয়ে ॥
সর্ব্বলোকসুপূজিত বৈকুণ্ঠ ভুবনে।
গমন করিনু দোঁহে আনন্দিত মনে ॥
এক শত যুগ অতিবাহিয়া সেথায়।
ব্রহ্মলোক আসি পঞ্চ শত যুগ যায় ॥
অনন্তর দেবলোকে করিয়া গমন।
চারি শত যুগ মোরা করিনু যাপন ॥
এক্ষণে আবার এই পৃথিবীতে আসি।
সংসারবন্ধনে বদ্ধ আছি দিবানিশি ॥
গণ্ডকী নদীর তীরে ঘটিল মরণ।
তেঁই মোর হৈল জাতিস্মরত্ব ঘটন ॥
তেঁই সেই শালগ্রামশিলাশ্রম মম।†
হরিকরুণায় হয় স্মরণ সুগম ॥
গণ্ডকীমাহাত্ম্যকথা কি কহিব আর।
জল স্পর্শিলেও তার মহিমা অপার ॥
শালগ্রামশিলাস্পর্শে ঘটিলে মরণ।‡
যদি হেন ফলোদয় হয় ভূপগণ ॥

* গণ্ডকী—নদীবিশেষ। হিমালয় পর্ব্বতে মুক্তিনাথের উত্তর দিকে এই নদীর উদ্ভব হইয়াছে। এই নদী শালগ্রাম দেশ দিয়া প্রবাহিতা।—(সন্দেশাবলী) গণ্ডকী নদীতে শালগ্রাম শিলা উৎপন্ন হয়।

† শালগ্রামশিলাশ্রম—শালগ্রাম শিলার উৎপত্তিস্থান, শালগ্রামতীর্থ।

‡ শালগ্রামশিলা—ভগবান্ বিষ্ণুর পাষাণময়ী মূর্ত্তিবিশেষ। গণ্ডকী নদীতে শালগ্রামশিলা উৎপন্ন হয়। শালগ্রামশিলা স্পর্শ করিলে কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়।

"শালগ্রামশিলাস্পর্শাৎ কোটিজন্মাঘনাশনং।"
(গরুড়পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ৪৫ অধ্যায়)

শালগ্রামশিলা প্রধানতঃ ২৪ প্রকার ও নানাচিহ্নবিশিষ্ট। যে শালগ্রামশিলায় যেরূপ ধারাবাহিক চিহ্ন থাকিলে যেরূপ নাম হয়, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

	চিহ্ন।		নাম।
১।	শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম	...	কেশব।
২।	পদ্ম, গদা, চক্র, শঙ্খ	...	নারায়ণ।
৩।	চক্র, শঙ্খ, পদ্ম, গদা	...	মাধব।
৪।	গদা, পদ্ম, শঙ্খ, চক্র	...	গোবিন্দ।
৫।	পদ্ম, শঙ্খ, চক্র, গদা	...	বিষ্ণু।
৬।	শঙ্খ, পদ্ম, গদা, চক্র	...	মধুসূদন।
৭।	গদা, চক্র, শঙ্খ, পদ্ম	...	ত্রিবিক্রম।
৮।	চক্র, গদা, পদ্ম, শঙ্খ	...	বামন।
৯।	চক্র, পদ্ম, শঙ্খ, গদা	...	শ্রীধর।
১০।	পদ্ম, গদা, শঙ্খ, চক্র	...	হৃষীকেশ।
১১।	পদ্ম, চক্র, গদা, শঙ্খ	...	পদ্মনাভ।
১২।	শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম	...	দামোদর।
১৩।	চক্র, শঙ্খ, গদা, পদ্ম	...	বাসুদেব।
১৪।	শঙ্খ, পদ্ম, চক্র, গদা	...	সঙ্কর্ষণ।
১৫।	শঙ্খ, গদা, পদ্ম, চক্র	...	প্রদ্যুম্ন।
১৬।	গদা, শঙ্খ, পদ্ম, চক্র	...	অনিরুদ্ধ।
১৭।	পদ্ম, শঙ্খ, গদা, চক্র	...	পুরুষোত্তম।
১৮।	গদা, শঙ্খ, পদ্ম, চক্র	...	অধোক্ষজ।
১৯।	পদ্ম, গদা, শঙ্খ, চক্র	...	নৃসিংহ।
২০।	পদ্ম, চক্র, শঙ্খ, গদা	...	অচ্যুত।
২১।	শঙ্খ, চক্র, পদ্ম, গদা	...	জনার্দ্দন।
২২।	গদা, চক্র, পদ্ম, শঙ্খ	...	উপেন্দ্র।
২৩।	চক্র, পদ্ম, গদা, শঙ্খ	...	হরি।
২৪।	গদা, পদ্ম, চক্র, শঙ্খ	...	শ্রীকৃষ্ণ।

এতদ্ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার শালগ্রামশিলার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

তবে সে না জানি কৈলে শ্রীহরির সেবা।
কি যে ফল লাভ হয় বুঝে তাহা কেবা ॥
এ হেতু এদেশে মোরা এই সে ধরায়।
উন্মত্ত হইয়া যাই হরির পূজায় ॥
আনন্দে সঙ্গীত নৃত্য করি অবশেষে।
ধূলায় লুণ্ঠিত হই পাগলের বেশে ॥
কলিক্ষয় করিবারে কল্কি নারায়ণ।
অবতীর্ণ হইবেন মেদিনী ভুবন ॥
এ কথা পূর্ব্বেই আমি ব্রহ্মার বদনে।
শুনেছিনু ভূপগণ ভক্তিময় মনে ॥

কল্কিকে শশিধ্বজের যৌতুকপ্রদান।

নরপতি শশিধ্বজ সভার ভিতর।
আত্মপরিচয় দিয়া সবার গোচর ॥
পূর্ণভক্তি সহ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ।
কল্কিদেবে দিলা রাজা যৌতুক তখন ॥

চিহ্নাদি।	নাম।
২৫। এক দিকে পঞ্চ বিন্দু ও বিপরীত দিকে দুইটি চক্র ...	বরাহশক্তিলিঙ্গ। এই শিলা ব্রহ্মচারিগণের পূজনীয়।
২৬। নানাবর্ণ ও বিবিধ মূর্ত্তি ...	অনন্ত।
২৭। লোহিতবর্ণ, দীর্ঘরেখান্বিত, সচ্ছিদ্র. একচক্র, পদ্মযুক্ত, বিস্তৃত ও অতি সঙ্কীর্ণ চক্রদ্বারযুক্ত	ব্রহ্ম।
২৮। বিস্তৃতছিদ্রবিশিষ্ট, স্থূলচক্র, কৃষ্ণবর্ণ, বিন্দুযুক্ত, অঙ্কুশাকার পঞ্চরেখান্বিত ও কৌস্তুভভূষিত	হয়গ্রীব।
২৯। মণিবর্ণাভ, চক্র, পদ্ম, নীলবর্ণ, মৎস্যাকার দীর্ঘরেখাবিশিষ্ট, চক্রদ্বারে পদ্মরেখা	বৈকুণ্ঠ।
৩০। দক্ষিণে একটি রেখা ...	রাম।
৩১। দুইটি রেখা ...	লক্ষ্মীনারায়ণ।
৩২। একটি গদা	সুদর্শন।
৩৩। চারিটি রেখা	চতুর্ব্যূহ।
৩৪। নয়টি রেখা	নবব্যূহ।
৩৫। দশটি রেখা ...	দশাবতার।
৩৬। বারটি রেখা ...	দ্বাদশাত্মা।

(গরুড়পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ৪৫ অধ্যায়)

দশেক হাজার হাতী এক লক্ষ ঘোড়া।
ছ হাজার রথ তাহে চারু রাস্ যোড়া ॥
সুন্দরী যুবতী দাসী দিলা ছয় শত।
বহুবিধ মহামূল্য রত্নরাজি কত ॥
কল্কিরে ভূপতি হেন যৌতুক অর্পণে।
কৃতার্থ ভাবিলা নিজে আর বন্ধুগণে ॥

রাজগণের ভক্তি ও ভক্ততত্ত্বজিজ্ঞাসা।

শশিধ্বজ ভূপতির পূর্ব্ববিবরণ।
শুনিয়া বিস্মিত হৈল সভাসদগণ ॥
তাঁহারেই পূর্ণ বলি সকলে ভাবিল ॥
আনন্দিত চিতে তাঁর প্রশংসা করিল ॥
কল্কিধ্যানস্তব করি পরে ভূপগণ।
শশিধ্বজে পুছে ভক্তি ভক্তের লক্ষণ ॥
ভূপগণ কহে রাজা ভক্তি কারে বলে।
কেবা সত্য হরিভক্ত মানবমণ্ডলে ॥
ভক্ত জন কিবা কার্য্য করেন সাধন।
কি খান থাকেন কোথা কিবা আলাপন ॥
এ সমস্ত আমাসবে কহ নৃপবর।
কৃষ্ণের কৃপায় তুমি হৈলে জাতিস্মর ॥
কিছু অবিদিত নাহি তোমার গোচরে।
ভক্তি আর ভক্ততত্ত্ব কহ সবিস্তরে ॥

শশিধ্বজ কর্ত্তৃক নারদোক্ত ভক্তি ও ভক্ততত্ত্বকথন।

হেন বাণী শুনি রাজা প্রফুল্ল বদনে।
সাধুবাদে আমন্ত্রিয়া বলে ভূপগণে ॥
জিজ্ঞাসিলে যেইরূপ তোমরা আমায়।
সনক নারদে পুছে ব্রহ্মার সভায় ॥
তখন বসিয়া সেথা তাঁদের কৃপায়।
শুনেছিনু যাহা তাহা কহি সবাকায় ॥
সনক কহিলা কহ নারদ ধীমান।
সংসার মাঝারে যাহা মুক্তির বিধান ॥
সেই হরিভক্তি মুনি কি প্রকার হয়।
শুনিবারে সেই কথা বাসনা উদয় ॥
নারদ কহিলা শুন কহি ক্রমে ক্রমে।
লোকযাত্রাবিশারদ জন সে প্রথমে ॥

পঞ্চেন্দ্রিয় আর মন সংযত করিয়া।
গুরুদেবে আত্মদেহ বিবেক অর্পিয়া॥
যেহেতু প্রসন্ন হৈলে গুরু দয়াময়।
ভগবান হরি হন প্রসন্ন নিশ্চয়॥
গুরুর আদেশে পরে প্রণব স্বাহার।
মধ্যস্থিত যেই বর্ণ নাম সে মকার॥
সে বর্ণ সাক্ষাৎ বিষ্ণু সে বর্ণ স্মরিবে।
বিষ্ণুর স্মরণফল তাহাতে মিলিবে॥
পরে পাদ্য অর্ঘ্য আর বসন ভূষণ।
স্নানীয় আচমনীয় করিয়া অর্পণ॥
শ্রীহরির পূজা করি হৃদিপদ্মে তাঁর।
পাদপদ্ম চিন্তিবেন ভক্তিসহকার॥
বাক্য মন বুদ্ধীন্দ্রিয়গণের সহিত।
হরিপদে করিবেন আত্মসমর্পিত॥
সে সব দেবতা আর দেবতা সবার।
অঙ্গ নাম জানা আছে তোমাসবাকার॥
সেই সমুদায় হয় বিষ্ণু-অঙ্গ নাম।
তা বই কিছুই নাই ত্রিজগতধাম॥
ভক্ত হেন ভাবিবেন কৃষ্ণ সেব্য হন।
আমি সে সেবক তাঁর কৃপার ভাজন॥
তাঁ ছাড়া সমস্ত হয় আত্মমূর্ত্তি তাঁর।
বিষ্ণুময় সর্ব্ব বিশ্ব সর্ব্ব বস্তু আর॥
অজ্ঞানবশত লোক অবিদ্যাপ্রভাবে।
সকল বস্তুর কার্য্য-কারণতা ভাবে॥
কল্পকথা শুধু ভক্ত সহিত তাঁহার।
সেব্যসেবকভাবে দ্বৈতের বিচার॥
নতুবা অপর স্থানে তাঁর মূর্ত্তি বিনা।
আর যে কিছুই আছে এমন দেখি না॥
যে জন প্রকৃত ভক্ত কেবল সে জন।
করে তাঁর নাম গান রূপের স্মরণ॥
আর তাঁর কার্য্য যত সাধন করয়।
পাদপদ্ম ধ্যান করে সানন্দ হৃদয়॥
করিতে করিতে হেন সেই ভক্ত জন।
অলৌকিক সুখ মনে ভাবয়ে তখন॥
অবশেষে মহানন্দে উন্মত্ত হইয়া।
কভু নাচে কভু গায় করতালি দিয়া॥
কখন চীৎকার করে কখন বা হাসে।
কভু ধায় দ্রুত পায় দ্বিগুণ উল্লাসে॥
কভু বা ধূলায় পড়ি বিলুণ্ঠিত হয়।
আত্মভোলা হয়ে শুধু কৃষ্ণেরে ভাবয়॥
কৃষ্ণেতে মিশায়ে যায় কৃষ্ণ ছাড়া আর।
অন্য কিছু ভাবিবার নাহি থাকে তার॥
কৃষ্ণ প্রতি এই ভক্তি অকপট হয়।
এ ভক্তির সম ভক্তি আর কিছু নয়॥
সুরাসুর নর আদি যেথা যত জন।
সকলে পবিত্র হয় এ ভক্তি কারণ॥
এই সে ভক্তিই নিত্য প্রকৃতি নিশ্চয়।
এই ভক্তিবলে ব্রহ্মৈশ্বর্য্য লাভ হয়॥
এই ভক্তি শিববিষ্ণুব্রহ্মস্বরূপিণী।
বেদাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এ ভক্তি পাবনী॥
সত্ত্বগুণযোগে লোকে হরিভক্ত হয়।
রজোগুণে ইন্দ্রিয়ের লালসা বাড়য়॥
ভেদদর্শী নীচমনা হয় তমোগুণে।
পাপকার্য্যে রত হয় তমোগুণে জনে॥
সত্ত্বগুণবলে লোকে লভে নির্গুণতা।
রজোগুণে বাড়ে শুধু বিষয়মমতা॥
তমোগুণপ্রভাবেতে পার্থিবনিচয়।
প্রাপ্ত হয় সবে ঘোর নরক নিশ্চয়॥
পথ্য পূতবস্তু কৃষ্ণে করি নিবেদন।
ভক্তি সহ ভোজন করিবে ভক্ত জন॥
উচ্ছিষ্ট হলেও সেই বস্তু নিবেদিত।
কিম্বা অবশিষ্ট হৈলে ঘৃণা অনুচিত॥
ইহারেই কহে সবে সাত্ত্বিক ভোজন।
শুদ্ধ হয় এ ভোজনে মানব-জীবন॥
যেরূপ ভোজনে তৃপ্ত ইন্দ্রিয় সে হয়।
শুক্র রক্ত আয়ু স্বাস্থ্য যাহাতে বাড়য়॥
সেরূপ ভোজনে কহে রাজস ভোজন।
অম্ল কটু উষ্ণ বাসি পচা বস্তুগণ॥
খাইলে তাহারে কহে তামস ভোজন।
এরূপ ভোজন করে তামসিক জন॥
সাত্ত্বিক লোকেরা বাস করেন কাননে।
গ্রামে বাস করে যত রাজসিক জনে॥

ভূত আর মদ্য আদি যেই স্থানে রয়।
তামসিক লোকের বসতি সেথা হয়॥
সেবকের মনে কিছু আকিঞ্চন নাই।
হরিও কিছুই তাঁরে নাহি দেন তাই॥
তবু দুহুঁ মাঝে জন্মে অবিচল প্রীতি।
ভক্তসনে শ্রীহরির এইরূপ রীতি॥
মহামতি সনক সুজন।
ভক্তিসহ করিয়া শ্রবণ॥
হরিগুণ নারদের মুখে।
মজিলেন অতিশয় সুখে॥
সবিনয়ে নারদে পুজিয়া।
ইন্দ্রালয়ে গেলেন চলিয়া॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

রাজগণকর্তৃক শশিধ্বজের যুদ্ধাভিলাষ-কারণ-জিজ্ঞাসা।

শশিধ্বজ কহিলেন মহীপতিগণ।
ভক্ত আর ভক্তিকথা করিনু বর্ণন॥
আর কি বলিতে হৈবে করহ প্রকাশ।
বলি তাহা পূর্ণ করি সর্ব্ব অভিলাষ॥
রাজগণ কহে তুমি বৈষ্ণবপ্রধান।
সর্ব্বজীবহিতে রত করুণানিধান॥
তব সম সাধু জন প্রাণ বুদ্ধি ধন।
বাক্য দেহে করে জীবমঙ্গলসাধন॥
তবে কেন হিংসামূল রণকর্ম্মে তব।
অভিলাষ হৈল হেন কহ নৃপর্ষভ॥

রাজগণকে শশিধ্বজের যুদ্ধবিষয়ক বেদানুসারী উত্তরপ্রদান।

শশিধ্বজ কহিলেন শুন নৃপচয়।
কামরূপা প্রকৃতি হতেই সৃষ্টি হয়॥
কার্য্যকারণের ভাব অখিল জগত।
আর সেশক্তি গুণ বেদ প্রকৃতিসম্ভূত॥
বেদ হৈতে বিষ্ণুর ধর্ম্মকর্ম্ম হয়।
অধর্ম্ম বিনাশ আর ভক্তির উদয়॥
বাৎস্যায়ন আদি মুনি বেদবিচক্ষণ।
চতুর্দ্দশ মনু পালি বেদের বচন॥
বহন করেন সদা ঈশ্বরের বলি।
আমিও সে বেদবাক্যে অনুক্ষণ চলি॥
বেদবাক্যে ধর্ম্মকর্ম্ম করি অনুষ্ঠান।
হইয়াছি রণপ্রিয় বুঝহ সন্ধান॥
বেদের বচনমতে হিংসাপরায়ণ।
মানবের হিংসা আমি করি যে সাধন॥
সর্ব্ববেদসুপারগ মুনি বেদব্যাস।
বলেছেন যাহা কহি তোমাসবা পাশ॥
বধিলে অবধ্য জনে যেই পাপ হয়।
বধ্য জনে বাঁচাইলে সে পাপ নিশ্চয়॥
সে দারুণ পাতকের প্রায়শ্চিত্ত নাই।
তোমাদের সৈন্যগণে বিনাশিনু তাই॥
ধর্ম্ম সত্যযুগ আর কল্কি বীরবরে।
আনয়ন করিয়াছি আপনার ঘরে॥
ইহারে প্রকৃত ভক্তিমার্গ বলা যায়।
ইথে কহ তোমাদের কিবা অভিপ্রায়॥
আরো কহিতেছি আমি বেদবাক্যমত।
ভূপগণ বিষ্ণুময় যদি এ জগত॥
বল তবে কেবা কারে বিনাশ করয়।
আর বল কেই বা হে বিনাশিত হয়॥
বিষ্ণুই বিনাশকর্ত্তা বিষ্ণুই বিনষ্ট।
আর কারো নাশ না রহিল কহি স্পষ্ট॥
চতুর্দ্দশ মনু আর সর্ব্ব মুনিগণ।
বলিয়া থাকেন আর বেদেরো বচন॥
যুদ্ধে কিম্বা যজ্ঞভূমে প্রাণিহিংসা যেই।
সে হিংসা হিংসাই নহে সর্ব্ববাদী এই॥
তেঁই আমি যজ্ঞ আর সংগ্রাম করিয়া।
বিষ্ণুর ভজনা করি কহি বিশেষিয়া॥
যে জন এ ভাগবতী মায়ার আশ্রয়ে।
সেব্যসেবকের ভাবে সভক্তিহৃদয়ে॥
করিয়া থাকেন যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান।
সুখী তিনি অন্যে নাহি সুখের বিধান॥

রাজগণের উক্তি।

"রাজগণ কহে শুন হে মহাপ্রতাপ।
প্রাণত্যাগ কৈলা যিনি ভুঞ্জি গুরুশাপ॥
সে নিমি রাজার ছিল ঐশ্বর্য্য অপার।
তথাপি বিরাগ মনে জন্মেছিল তাঁর॥
পুন দেখ শিষ্যশাপে মৃত মহামুনি।
বশিষ্ঠ ধরিলা দেহ ওহে নৃপমণি॥
এইরূপে দেখা যায় ঐশ্বর্য্যশালীর।
শরীরে বিরাগ জন্মে শশিধ্বজ বীর॥
মুক্ত মুনিগণেরো শরীরে অনুরাগ।
জনমে একপ মোরা শুনি মহাভাগ॥
তেঁই হরিমায়া অতি দুর্জ্জেয় সংসারে।
জিতেন্দ্রিয় জনগণো বুঝিতে না পারে॥
সেই মায়া নানারূপে ইন্দ্রজালপ্রায়।
সংসারী জনেরে মুগ্ধ করে অচিরায়॥

রাজগণের নিকট শশিধ্বজের ভক্তি-ভক্তমাহাত্ম্যবর্ণন।

ভক্তিমার্গ অনুসারে বুদ্ধি ধরি তবে।
রাজা শশিধ্বজ কহে রাজগণ সবে॥
বহুজন্ম তীর্থ আদি করিয়া ভ্রমণ।
দৈবযোগে হয় সাধুসঙ্গের ঘটন॥
সেই সাধুসঙ্গ হৈতে ঈশ্বর দর্শন।
পাওয়া যায় শুন ওহে নরপতিগণ॥
পরে লোকে ঈশ্বরের সালোক্য লভিয়া।
আনন্দিত চিতে ভোগবাসনা ত্যজিয়া॥
ভক্তরূপে অবস্থান করয়ে সংসারে।
প্রশমেতে রজোগুণ আবরে তাহারে॥
রজোগুণে রত হয়ে কার্য্য অনুষ্ঠানে।
তৎপর হইয়া রহে বিমোহিত প্রাণে॥
পরে শুধু হরিপূজা হরিনামগান।
হরিরূপ স্মরণেই মাতে তার প্রাণ॥
অবতার অনুগামী হয়ে সেই জন।
পর্ব্বব্রত মহোৎসব করে সম্পাদন॥
হরিপূজাতেই সদা আনন্দ অপার।
অনুভব করি থাকে সেই সদাচার॥
মুক্তিফল দেখিয়াও তেঁই হেন জন।
মুক্তি ইচ্ছা নাহি করে শুন নৃপগণ॥
হরিভক্তি প্রকাশিতে হেন জনগণ।
এ সংসারে করি থাকে জনমগ্রহণ॥
সারাসার জানি সেব্যসেবকের ভাবে।
করেন ধর্ম্মানুষ্ঠান যে ভক্ত মানবে॥
সাক্ষাৎ হরির মূর্ত্তি হন সেই জন।
তীর্থ পূত হয় তাঁরে করি পরশন॥
শ্রীকৃষ্ণের অবতার হয় যেইরূপ।
ভক্তেরো তাঁহার অবতার সেইরূপ॥
তেঁই সে নিমির দেহে বিরাগ জন্মিল।
মুক্ত বশিষ্ঠের দেহে অনুরাগ ঘটিল॥
এই আমি ভূপগণ তোমাসবা পাশ।
ভক্তিভক্তমাহাত্ম্য সে করিনু প্রকাশ॥
ইহা হৈতে সমস্ত ইন্দ্রিয়-দেবতার।
আনন্দবর্দ্ধন হয় শুন কহি সার॥
সুখ উৎপাদন হয় কামদোষ লয়।
মায়ামোহনিবারণ ইহাতে নিশ্চয়॥
ভাবগ্রাহী ব্যাস আদি মহামুনিগণ।
ইহারি মাহাত্ম্যবলে করহ শ্রবণ॥
বহু দিন ধরি নানাশাস্ত্র সে পুরাণ।
বেদরূপ জলনিধি মথি সবিধান॥
সংসারনাশিনী দিব্য হরিভক্তিরূপ।
নব সুধা লভি হৈলা কৃষ্ণের স্বরূপ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

কল্কির নিকট শশিধ্বজের তপস্যার জন্য হরিদ্বারে গমনাভিলাষনিবেদন।

নরপতি শশিধ্বজ সভার ভিতর।
প্রকাশিয়া সেই সব কথা সবিস্তর॥
সানন্দে যুড়িয়া কর কহিলা কল্কিরে।
ত্রিলোক-ঈশ্বর তুমি মানব-শরীরে॥
এই সব রাজা যথা আজ্ঞাধীন তব।
মোরে তথা আজ্ঞাধীন কর অনুভব॥

এবে আমি মুনিজনপ্রিয় হরিদ্বারে।
গমন করিব হরি তপ করিবারে॥
মোর পুত্রপৌত্রগণ আশ্রিত তোমার।
রক্ষণাবেক্ষণ সবে ক'র কৃপাধার॥
কি দিব তোমায় বেশী আত্মপরিচয়।
অবিদিত কিছু তব নাহি দয়াময়॥
জাম্ববান দ্বিবিদের নিধন প্রভৃতি।
সমস্তই জান তুমি ওহে বিশ্বপতি॥

রাজগণের কল্কিকে শশিধ্বজবাক্যে লজ্জানম্রমুখ হইবার কারণ-জিজ্ঞাসা।

মহারাজ শশিধ্বজ এতেক কহিয়া।
যাইতে উদ্যত হৈলা ভার্য্যারে লইয়া॥
হেন কালে ভূপগণ করিলা দর্শন।
শশিধ্বজভাষে কল্কি লজ্জাধোবদন॥
আশ্চর্য্য ব্যাপার হেন করি দরশন।
জিজ্ঞাসিলা নৃপগণ কল্কিরে তখন॥
শশিধ্বজ ভূপ হেন কি কৈলা তোমায়।
শুনিয়াই অধোমুখ হইলে লজ্জায়॥
বুঝিতে নারিনু মোরা রহস্য ইহার।
সে বিষয় কহি কর সন্দেহ সংহার॥

কল্কির উক্তি।

কল্কি তবে কহিলেন নরপতিগণ।
শশিধ্বজ রাজা মম ভক্তিপরায়ণ॥
ইহারে জিজ্ঞাসা কর এবে সে বিষয়।
ঘুচাবেন ইনি তোমাসবার সংশয়॥

শশিধ্বজের প্রতি রাজগণের উক্তি।

শশিধ্বজে কহে তবে মহীপতিগণ।
কর রাজা আমাদের সংশয় ছেদন॥
কল্কিদেবে কি কহিলে তুমি মহারাজ।
অধোমুখ কৈল তাহে কল্কি পেয়ে লাজ॥

শশিধ্বজকর্তৃক রাম অবতারে দ্বিবিদ বানরের লক্ষ্মণের নিকট বরপ্রাপ্তি-বিষয়ক ঘটনাবর্ণন।

শশিধ্বজ কহিলেন শুন ভূপগণ।
পূর্ব্বে রাম অবতার সময়ে যখন॥
মহাবীর ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের করে।
মরি রক্ষোযোনি হৈতে মুক্তিলাভ করে॥
সেই কালে অগ্ন্যাধারে ব্রহ্মবীর নাশে।
ঐকাহিক জ্বর আসি লক্ষ্মণেরে গ্রাসে॥
সেকালে ভিষকশ্রেষ্ঠ দ্বিবিদ বানর।
লক্ষ্মণে দারুণ জ্বরে হেরিয়া কাতর॥
প্রথমে রাখিল তাঁরে নিদ্রিত করিয়া।
পরে এক সংজ্ঞাপত্রী স্বহস্তে লিখিয়া॥
নিজে ঊর্দ্ধে অবস্থান করিয়া তখন।
লক্ষ্মণেরে সেই পত্রী কৈল প্রদর্শন॥
লক্ষ্মণ সে পত্রী হেরি বিস্ময় হইয়া।
পূর্ব্বসম শক্তি ধরি বসিলা উঠিয়া॥
দ্বিবিদেরে কহিলেন ওহে কপিবর।
মোর পাশে মাগি লহ মনোমত বর॥
দ্বিবিদ কহিল বীর তব করে মরি।
কপিযোনি হৈতে যেন মুক্তিলাভ করি॥
লক্ষ্মণ কহিলা কপি জন্মান্তরে যবে।
বলরামরূপে মোর অবতার হবে॥
সেই কালে মোর হস্তে তোমার নিশ্চয়।
মুক্তিলাভ হবে তাহে নাহিক সংশয়॥
"সিন্ধুর উত্তর তীরে দ্বিবিদ বানর।
নিজশক্তিগুণে নাশে ঐকাহিক জ্বর॥"
যেই জন তালপত্রে এ মন্ত্র লিখিয়া।
রাখি দিবে আপনার দ্বারে টাঙ্গাইয়া॥
আর যেই জন উহা পঠন করিবে।
উভয়েরি ঐকাহিক জ্বর না রহিবে॥
এইরূপ বর লভি দ্বিবিদ তখন।
সুস্থ হয়ে হৈল অতি আনন্দিত মন॥
পরে সূতপুত্র লোমহর্ষণরূপেতে।
জনম গ্রহণ করি ধরণীধামেতে॥

কুরুক্ষেত্রে চিরক্লিন্ন জলাশয়করে।
প্রাণ পরিহার করি মুক্তিলাভ করে॥

শশিধ্বজকর্ত্তৃক বামনাবতারে জাম্ববানের বরপ্রাপ্তিবিষয়ক ঘটনাকথন।

আর শুন যবে হরি দয়ার আধার।
হয়েছিলা ধরাধামে বামনাবতার॥
সেইকালে জাম্ববান ভল্লুকপ্রবীণ।
এঁর উর্দ্ধগত পদ কৈল প্রদক্ষিণ॥
বিস্মিত হইলা হেন হেরিয়া বামন।
জাম্ববানে কৈলা বর করহ প্রার্থন॥
ব্রহ্মাংশসম্ভূত বীর জাম্ববান কয়।
তব চক্রাঘাতে যেন মৃত্যু মোর হয়॥
কহিলা বামন তবে আমি জন্মান্তরে।
কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হৈব ধরা'পরে॥
চক্রাঘাতে কৈব তব মস্তক ছেদন।
তা হৈলেই মুক্তি তুমি লভিবে তখন॥

মণি ও কন্যা জাম্ববতীকে শ্রীকৃষ্ণহস্তে অর্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চক্রাঘাতে জাম্ববানের দেহত্যাগ।

এত কহি শশিধ্বজ কহিল আবার।
যবে ভগবান হৈলা কৃষ্ণ অবতার॥
সেইকালে ভূপগণ সত্রাজিৎ নামে।
সূর্য্যভক্ত রাজা আমি ছিনু ধরাধামে॥
সেই কালে মণিহেতু শুন ভূপচয়।
শ্রীকৃষ্ণের নিদারুণ অপবাদ হয়॥
যেহেতুক কৈনু আমি হেন অনুমান।
মোর সহোদর প্রসেনের বধি প্রাণ॥
কৃষ্ণই লইলা সেই সমুজ্জল মণি।
কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সেরূপ ঘটেনি॥
সিংহমুখে প্রসেনের ঘটিল মরণ।
সিংহে বধি জাম্ববান নিল সে রতন॥
অনন্তর বিলমধ্যে জাম্ববান সনে।
কৃষ্ণের বাধিল যুদ্ধ অতুল বর্ণনে॥
নবদূর্বাদলশ্যাম ভুবন ঈশ্বর।
শ্রীকৃষ্ণেরে জাম্ববান চিনে অনন্তর॥
জাম্ববান নিজ কন্যা জাম্ববতী নামে।
সানন্দে প্রদান কৈল কৃষ্ণ গুণধামে॥
শ্রীকৃষ্ণের চক্রধারে ত্যজিল জীবন।
কৃষ্ণদরশনে মুক্তি হৈল সংঘটন॥

শ্রীকৃষ্ণের সত্যভামাগ্রহণ ও মণিপ্রত্যর্পণ।

পরে সেই মণি আর জাম্ববতী নিয়া।
দ্বারকায় কৃষ্ণচন্দ্র আসিলা ফিরিয়া॥
সভামাঝে ডাকি মোরে দিলা সেই মণি।
হারা মণি হেরি হৈনু লজ্জিত তখনি॥
কৃষ্ণে সেই মণি দিনু আর সত্যভামা।
সত্যভামা কন্যা মোর অতি মনোরমা॥
সুখে কৃষ্ণ কৈলা সত্যভামারে গ্রহণ।
কিন্তু সে মণিটি মোরে কৈলা প্রত্যর্পণ॥
কৃষ্ণ মোরে মণি দিয়া গেলা হস্তিনায়।
শতধন্বা মণি নিল বধিয়া আমায়॥

রাজগণের নিকট শশিধ্বজকর্ত্তৃক কল্কির লজ্জাবনতমুখ হইবার কারণবর্ণন।

জাতিস্মরত্বের হেতু পূর্ব্বজন্মকথা।
এখনো স্মরণ মোর হতেছে সর্ব্বথা॥
মিথ্যা দোষ দিয়াছিনু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি।
তেঁই ভূপগণ মোর ঘটেনি মুকতি॥
এবে আমি কল্কিরূপী কৃষ্ণ ভগবানে।
রমারূপা সত্যভামা দিলাম যতনে॥
রণস্থলে শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শনাঘাতে।
প্রাণ ত্যজিবার ইচ্ছা জেগেছিল চিতে॥
শ্বশুরনিধনকথা জাগিল হৃদয়ে।
অধোমুখ হৈলা কল্কি লজ্জা ধর্ম্মভয়ে॥
শুনি এই আশ্চর্য্য ঘটন।
বিস্ময় মানিলা ভূপগণ॥
কল্কিগুণে মহামুনিচয়।
হইলেন মোহিতহৃদয়॥

আর যত সভাসদগণ।
হইলেন আনন্দিত মন॥
শশিধ্বজ ভূপতির এই।
পবিত্র আখ্যান শুনে যেই॥
যশ সুখ মোক্ষ লাভ হয়।
ইথে আর নাহিক সংশয়॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সুশান্তাকে লইয়া শশিধ্বজের কানন-প্রবেশ।

অনন্তর কল্কি বীর মধুর বচনে।
আমন্ত্রিয়া শশিধ্বজ শ্বশুরে যতনে॥
ভূপতিগণের সনে করিলা গমন।
স্তব কৈলা শশিধ্বজ তাঁহার তখন॥
পরেতে নির্ম্মলচিত্তে সুশান্তার সনে।
মহারাজ শশিধ্বজ পশিলা কাননে॥

সৈন্যসহ কল্কির কাঞ্চনীপুরীপ্রবেশ।

হেথা কল্কি সৈন্য সনে কাঞ্চনীপুরীতে।
উপস্থিত হইলেন দেখিতে দেখিতে॥
সে কাঞ্চনীপুরী গিরিদুর্গে সুবেষ্টিত।
বিষবর্ষী সর্পগণে সদা সুরক্ষিত॥
পরপুরজয়ী কল্কি বহুবিধ শরে।
বারিলা বিষাস্ত্র যত ক্ষণেক ভিতরে॥
দুর্গবিদারণ করি পশি পুরী মাঝে।
হেরিলা প্রাসাদ এক সাজে চারু সাজে॥
হরিচন্দনের বৃক্ষে প্রাসাদ বেষ্টিত।
বিচিত্র কাঞ্চন মণি রতনে ভূষিত॥
মানুষের নাম মাত্র নাহি তার মাঝে।
শুধু নাগকন্যাগণ ভ্রমে নানা সাজে॥
হেরি সে ব্যাপার হরি ঈষৎ হাসিয়া।
কহিলেন ভূপগণে নিকটে ডাকিয়া॥
কি আশ্চর্য্য ভূপগণ এ সর্পপুরীতে।
নাগবালাগণ ভ্রমে আনন্দিত চিতে॥
যদিও দেখিতে ইহা অতি মনোহর।
তবু মানুষের পক্ষে বড় ভয়ঙ্কর॥
এবে মোরা এ প্রাসাদে যাব কিনা যাব।
সে বিষয়ে কি উচিত সবে মিলি ভাব॥

কল্কির প্রতি দৈববাণী।

হেনকালে দৈববাণী হৈল আচম্বিতে।
প্রাসাদে না পশ তুমি অন্যের সহিতে॥
একাকী প্রবেশ কর কল্কি বীরবর।
এক বিষকন্যা আছে ইহার ভিতর॥
তাহার দৃষ্টিতে প্রভু তুমি বিনা আর।
সবারে মরিতে হবে সন্দেহ কি তার॥
শুনিয়া আকাশবাণী কল্কি বীরবর।
শুকে নিয়া খড়্গ ধরি চড়ি অশ্বোপর॥
অচিরে পশিয়া সেথা করিলা দর্শন।
বিষকন্যা রূপে আলো করিছে ভবন॥
রূপের লাবণ্য তার নিরখিলে পরে।
যে জন সুধীর সেও ধৈর্য্য নাহি ধরে॥

কল্কির প্রতি বিষকন্যার উক্তি।

মধুরমূরতি রমানাথে নিরখিয়া।
বিষকন্যা বলে তবে হাসিয়া হাসিয়া॥
আমার দৃষ্টিতে এই সংসার ভিতর।
মৈল কত শত মহাবল নৃপবর॥
সুরাসুর নর কিম্বা অপর কাহার।
প্রেম কিম্বা দৃষ্টিপাত মোর পক্ষে ভার॥
এত দিন পরে তব নয়নকমল।
সুধায় নাশিল মোর নয়নগরল॥
বড় ভাগ্যবতী আমি এবে এ সংসারে।
ভক্তিভরে নমস্কার করি যে তোমারে॥
বিষনেত্রা নারী আমি মন্দভাগ্য অতি।
ঋষিশাপে হৈল বাম পতি মোর প্রতি॥
যাই হোক তবু আজ এই ভাগ্যহীনা।
কি তপে হেরিল তোমা বলিতে পারি না॥
কোন কালে কিবা তপ কৈনু আচরণ।
সেই ফলে পাইলাম তব দরশন॥

বিষকন্যার প্রতি কল্কির প্রশ্ন।

বিষকামিনীর বাণী করিয়া শ্রবণ।
কল্কি কহে হে সুন্দরি তুমি কোন্ জন ॥
কেনই বা এ দুর্গতি হইল তোমার।
কি দুষ্কর্ম্মে চক্ষে তব বিষের সঞ্চার ॥

কল্কিদর্শনে বিষকন্যার শাপমুক্তি।

বিষকন্যা কহে শুন ওহে মহামতি।
গন্ধর্ব্বপ্রধান চিত্রগ্রীব মোর পতি ॥
সুলোচনা নাম মোর শুন মহাশয়।
পতির আছিনু প্রিয়তমা অতিশয় ॥
এক দিন মোরা দোঁহে বিমানে চড়িয়া।
গন্ধমাদনের চারু কুঞ্জবনে গিয়া ॥
হৃষ্টচিত্তে রসালাপ আছিনু করিতে।
সে কালে পাইনু যক্ষ মুনিরে দেখিতে ॥
কদর্য্য শরীর তাঁর করি দরশন।
রূপ যৌবনের গর্ব্বে হাসিনু তখন ॥
অসঙ্গত হাস্য মোর হেরি মুনিবর।
হইলেন সাতিশয় ক্রোধিত অন্তর ॥
তিরস্কার করি মোরে দিলা অভিশাপ।
বিসনেত্রা হৈনু আমি সহি পরিতাপ ॥
কাঞ্চনীপুরীতে পড়ি এ সর্পভবনে।
নাগিনীগণের মাঝে আছি ক্ষুণ্ণমনে ॥
এক্ষণে আমার নাম গরলবর্ষিণী।
পতিহীনা দৈবহীনা অতি অভাগিনী ॥
না জানি কি তপোবলে কহি সুনিশ্চিত।
আপনার দৃষ্টিপথে হইনু পতিত ॥
আপনার দরশনে শাপমুক্ত হয়ে।
লভিনু অমৃতদৃষ্টি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ॥
এবে আমি পতি পাশে করিব গমন।
সাধুদের অভিশাপ করুণা কারণ ॥
সকলেরি বাঞ্ছনীয় হেন অভিশাপ।
এক পাপ ঘুচাইতে ঘুচে সর্ব্বপাপ ॥
ঋষির সেরূপ শাপে স্বামী মোর মোরে।
এই স্থানে পরিহরি গেলা স্বর্গপুরে ॥
ভাগ্যে তিনি হেথা মোরে কৈলা পরিহার।
তাই তো হেরিনু আমি শ্রীপদ তোমার ॥

বৃহন্নল ভূপগণের উৎপত্তিবিবরণ।

বিষকন্যা এত কহি বিমানে চড়িয়া।
গমন করিল স্বর্গে নভ উজলিয়া ॥
সে পুরীর অধীশ্বরে কল্কি ভগবান।
সেই রাজ্য তুষ্টমনে করিলা প্রদান ॥
কাঞ্চনীপুরীর রাজা বড় ভাগ্যধর।
অমর্ষ তাঁহার পুত্র সর্ব্বগুণাকর ॥
অমর্ষ রাজার পুত্র সহস্র সে নাম।
বিশ্রুতবানসি তাঁর পুত্র গুণধাম ॥
তাঁর বংশ হইতেই বৃহন্নল নামে।
ভূপগণ সমুৎপন্ন হৈলা ধরাধামে ॥

মরুকে অযোধ্যায়, সূর্য্যকেতুকে মথুরায় ও দেবাপিকে হস্তিনাদি পঞ্চ স্থানে স্থাপন করিয়া কল্কির শম্ভলে প্রত্যাগমন।

অনন্তর কল্কিদেব মুনিগণ সনে।
মরুরে অযোধ্যারাজ্যে স্থাপিলা যতনে ॥
তার পরে মথুরায় করিয়া গমন।
সূর্য্যকেতু ভূপে তাহা করিলা অর্পণ ॥
তার পরে দেবাপিরে কল্কি বীরবর।
করিলা সানন্দে পঞ্চ স্থানের ঈশ্বর ॥
হস্তিনা বারণাবত অরিস্থল আর।
বৃকস্থল কামকন্দ মিলিল তাঁহার ॥
অনন্তর কল্কি বীর আসিয়া শম্ভলে।
প্রণমিলা পিতৃমাতৃচরণকমলে ॥
দিগ্বিজয়লব্ধ রত্ন করিলা অর্পণ।
বিষ্ণুযশা অশ্বমেধ কৈলা সমাপন ॥

পুনরায় সত্যযুগাবির্ভাব।

অতিভ্রাতৃপ্রিয় ছিলা কল্কি ভগবান।
ভ্রাতৃসুখে সুখী তাঁর সদা মনঃপ্রাণ ॥
কবি প্রাজ্ঞ সুমন্ত্র আদিরে হৃষ্ট মনে।
নানা রাজ্য প্রদান করিলা জনে জনে ॥

গৌড় পৌণ্ড্র পুলিন্দ মগধরাজ্য আর।
সুরাষ্ট্র করিলা দান কল্কি গুণাধার॥
অঙ্গ বঙ্গ অন্ধ্র মধ্যকর্ণাট কীকট।
কলিঙ্গ ওড্রাদি দেশ দিলা অকপট॥
আপনার জ্ঞাতিগণে আনন্দিত মনে।
জ্ঞাতিগণ তুষ্ট কল্কি-করুণা-দর্শনে॥
বিশাখযূপেরে কঙ্ক কলাপক দেশ।
প্রদান করিলা পরে কল্কি পরমেশ॥
অনন্তর পুত্রগণে কল্কি ভগবান।
দ্বারকার অন্তর্গত নানাবিধ স্থান॥
চোল কর্ব্ব বর্ব্বর প্রভৃতি দিলা দান।
দেশ লভি পুত্রগণ পুলকিত প্রাণ॥
পরম ভক্তির সনে পিতারে তখন।
বহুবিধ রত্ন ধন করিয়া অর্পণ॥
আপনি শম্ভলে সুখে অবস্থান করি।
প্রজাগণে সুখী কৈলা দিবস শর্ব্বরী॥
এরূপে গৃহস্থ হয়ে কল্কি কৃপাধার।
পদ্মা রমা সনে সুখে করিলা বিহার॥
সেই কালে ত্রিভুবন সত্যযুগময়।
হইয়া উঠিল পূর্ণ সুখী জীবচয়॥
ধর্ম্ম হৈলা চতুষ্পাদ আধি ব্যাধি নাই।
সকলের ঘুচি গেল আলাই বালাই॥
অভীপ্সিত ফলদাতা হৈলা প্রজাগণ।
ধরা শস্যময়ী হৃষ্ট পুষ্ট সর্ব্বজন॥
চৌর্য্য মিথ্যা শঠতাদি না রৈল ধরায়।
পরিপূর্ণা হৈল ধরা করুণাধারায়॥
বেদপাঠ পূজা হোম মাঙ্গলিক কাজ।
করিতে লাগিলা সদা ব্রাহ্মণসমাজ॥
নারীরা নিয়ম ব্রত পতির সেবায়।
রত হৈল বিধিমতে সে কালে ধরায়॥
যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানে রত ক্ষত্রগণ।
ধর্ম্মে বস্তুবিনিময়ে রত বৈশ্যজন॥
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে দ্বিজের সেবনে।
শূদ্রগণ অনুরক্ত হৈল প্রীতমনে॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

শশিধ্বজের মায়াস্তব সম্বন্ধে সূতের প্রতি শৌনকের প্রশ্ন।

শৌনক কহিলা সূত শশিধ্বজ রায়।
মায়াস্তব করি পরে গেলেন কোথায়॥
আর সে মায়ার স্তব হয় কি প্রকার।
বর্ণন করহ তাহা এবে সবিস্তার॥
তত্ত্ববিদগণ মাঝে তুমি হে প্রধান।
তোমার সকল বাক্যে হরিগুণ গান॥
তেঁই সকলের পবিত্রতার কারণ।
সেই মায়াস্তব তুমি করহ বর্ণন।

সূতকর্ত্তৃক শশিধ্বজকৃত মায়াস্তব বর্ণন।

সূত কহিলেন শুন পূজ্য মুনিগণ।
মহামুনি মার্কণ্ডেয় কৈলা জিজ্ঞাসন॥
পবিত্রাত্মা শুকদেবে মায়াস্তবকথা।
শুকদেব মায়াস্তব বর্ণিলা সর্ব্বথা॥
সেই মায়াস্তব আমি শুনিনু যেমন।
তোমাসবা পাশে এবে করিব কীর্ত্তন॥
সেই মায়াস্তব হয় সর্ব্বকামপ্রদ।
পাপতাপবিনাশন অতুল সম্পদ॥
বিষ্ণুভক্ত শশিধ্বজ ভল্লাট নগর।
ছাড়িয়া চলিলা যবে অরণ্য ভিতর॥
এরূপে করিলা মায়াদেবীর স্তবন।
দেবি তুমি প্রণবাদিরূপা অনুক্ষণ॥
সর্ব্বসত্ত্বসারভূতা স্বাহাস্বরূপিণী।
অতীব পবিত্রা সূক্ষ্মরূপা ধীদায়িনী॥
ব্রহ্মা আদি দেবতার তুমি গো জননী।
বেদপাঠে তত্ত্ব তব মোরা সবে জানি॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ পূজয়ে তোমায়।
তব কক্ষ মাঝে পঞ্চতন্মাত্র জন্মায়॥
এ তিন ভুবনে দেবি তুমি সারাৎসার।
ভক্তিভরে পদে তব করি নমস্কার॥
মহাশক্তিময়ী তুমি সর্ব্বলোকাতীতা।
দ্বৈতভূতা বুধগণ হৈতে পরিগীতা॥

আপন ইচ্ছায় তুমি আপন শরীর।
সংক্ষিপ্ত বিস্তৃত কর কভু রাখ স্থির ॥
বিচর চঞ্চলভাবে কালের প্রবাহে।
কতই তোমার কার্য্য দেখা যায় তাহে ॥
অপাঙ্গ নিক্ষেপ কর লীলাছলে যবে।
দুর্গম সংসার হয় আবির্ভূত তবে ॥
সবার আধারভূতা সুলভা আপনি।
অজ্ঞাননাশিনী পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী ॥
কি দেবতা কি তির্য্যক কিবা নরগণ।
সবাই শরণ তব লয় অনুক্ষণ ॥
দ্বৈতবাদী যারা তারা তোমারে লভয়।
আদি মধ্য শেষে তব মূর্ত্তি বিরাজয় ॥
তোমার দীপ্তিতে সর্ব্বভূতের সহিত।
হইতেছে এই ত্রিজগত প্রকাশিত ॥
কাল দৈব ধর্ম্ম আর উপাধিনিচয়।
তোমার দীপ্তিতে দেবি অনুভূত হয় ॥
ভূমে গন্ধ জলে রস তেজে রূপ আর।
সমীরণে স্পর্শ শব্দ আকাশে সঞ্চার ॥
তব অধিষ্ঠান-বশে দেবী এ সকল।
নানারূপে প্রকাশ পায় যে অবিরল ॥
তুমি গো সাবিত্রী দেবী বেদস্বরূপিণী।
ভবের ভবানী লক্ষ্মী বিষ্ণুর ঘরণী ॥
বাসবের শচী তুমি হে দেবি তোমারে।
ভক্তিভরে নমস্কার করি বারে বারে ॥
বালিকা হইয়া রহ বালকের পাশ।
যুবার গোচরে তুমি যুবতী প্রকাশ ॥
বৃদ্ধের গোচরে বৃদ্ধা অনুক্ষণ তুমি।
কালরূপা জ্ঞানাতীতা তুমি কর্ম্মভূমি ॥
যাগযজ্ঞে তব পূজা হয় করিবারে।
নমস্কার করি তোমা ভক্তিসহকারে ॥
বরেণ্যা বরদা সিদ্ধা লোকমান্যা ধন্যা।
সাধ্বী চণ্ডী কালী দুর্গা তুমি গো সুকন্যা ॥
হে কামরূপিণি তুমি সদা নানা দেশে।
বিরাজিছ নানা রূপ আর নানা বেশে ॥
ওগো দেবি জগদাদ্যে যে জন তোমায়।
হৃদে ভাবে পাদপদ্ম ভক্তিসহকারে ॥
আর তব স্তব করে শ্রবণে শ্রবণ।
সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করে নিশ্চয় সে জন ॥

হে মুনিনিচয়, শুকদেব মুনি,
মার্কণ্ডেয় মুনিপাশে।
এই মায়াস্তব, করেন প্রকাশ,
ধীর সুমধুর ভাষে ॥
মার্কণ্ডেয় পাশে, রাজা শশিধ্বজ,
ইহা লভি সিদ্ধি পায়।
পরে শশিধ্বজ, কোকামুখে গিয়া,
মগ্ন হৈলা তপস্যায় ॥
দিবস শর্ব্বরী, হরিধ্যান করি,
শশিধ্বজ মহীপতি।
সুদর্শনাঘাতে, প্রাণ ত্যজি শেষে,
গেলেন গোলোকপুরী ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

সূতকর্ত্তৃক কল্কির রাজত্বকালবর্ণন।

সূতবর কহিলেন পূজ্য মুনিগণ।
এই আমি এবে তোমাসবার সদন ॥
শশিধ্বজ-মুক্তি আদি অতি সুপবিত্র।
হরিকথা সঙ্কীর্ত্তন কৈনু যথোচিত ॥
ভগবান শ্রীকল্কির রাজত্ব সময়।
বেদ ধর্ম্ম সত্যযুগ চরাচরচয় ॥
আর সর্ব্ব লোক হয়ে তুষ্ট সবিশেষ।
হৃষ্টপুষ্ট হৈল সুখে পূর্ণ ধরাদেশ ॥
ইন্দ্রজাল সম অতি অল্পকাল মাঝে।
দেবপ্রতিমার পূজা বাড়িল সমাজে ॥
শ্রীকল্কির রাজ্যকালে পৃথিবী ভিতর।
তিলকধারক সাধুবঞ্চকনিকর ॥
পাষণ্ড মানব মায়ামোহাধীন জন।
কেহ নাহি ছিল আর শুন মুনিগণ ॥

পিত্রাদেশে কল্কির যজ্ঞারম্ভ।

এইরূপে কল্কিদেব পদ্মা রমা সনে।
করিতে লাগিলা বাস সুখপূর্ণ মনে ॥

একদিন বিষ্ণুযশা জগতের হিতে।
কহিলেন কল্কিদেবে যজ্ঞাদি করিতে॥
পিতার বচন কল্কি করিয়া স্বীকার।
রাজসূয় বাজপেয় অশ্বমেধ আর॥
কর্ম্মতন্ত্র উক্ত যজ্ঞ করি অনুষ্ঠান।
যজ্ঞেশ্বর আরাধনা কৈলা মতিমান॥
বশিষ্ঠ অকৃতব্রণ অশ্বত্থামা রাম।
ব্যাস কৃপ ধৌম্য মন্দপাল জ্ঞানধাম॥
মধুচ্ছন্দ আদি করি মুনি যত জন।
সেই সব যজ্ঞকর্ম্ম কৈলা সম্পাদন॥
গঙ্গাযমুনার যেথা সংযোগের স্থল।
যজ্ঞান্তে স্নানিলা সেথা কল্কি মহাবল॥
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণে ভক্তির সহিত।
নানাবিধ ভোজ্যদানে কৈলা আনন্দিত॥
মধু মাংস ফলমূল মিষ্টান্নাদি করি।
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় খাওয়াইলা হরি॥
শষ্কুলি যাবক পুগ সহিত দক্ষিণা।
ব্রাহ্মণ সবারে দিলা কল্কি মহামনা॥
সে কালে আপনি অগ্নি পাচক হইলা।
বরুণ মরুত পরিবেশন করিলা॥
তেঁই বিপ্রগণ করি যথেষ্ট ভোজন।
যার-পর-নাই হৈলা পরিতৃপ্তমন॥
যজ্ঞশেষে রম্ভা নাচে গন্ধর্ব্বেরা গায়।
মহামহোৎসব হৈল যজ্ঞের সভায়॥

বিষ্ণুযশার নারদকে নির্ব্বাণোপায়-জিজ্ঞাসা।

পরে কল্কি তুষ্ট মনে স্ত্রী বালক আর।
বৃদ্ধগণে বিতরিলা বহু ধনভার॥
তার পর জনকের আজ্ঞা ধরি শিরে।
করিতে লাগিলা বাস জাহ্নবীর তীরে॥
এক দিন বিপ্রগণ গঙ্গাতীর-স্থিত।
সভার্য্যবন্দিয়া সবে হয়ে আনন্দিত॥
বিষ্ণুযশা ব্রাহ্মণের পূর্ব্ববিবরণ।
আন্দোলি আনন্দে হাস্য করে সর্ব্বজন॥
হেন কালে সেই স্থলে অমরপূজিত।
নারদ তুম্বুরু দোহেঁ হৈলা উপনীত॥
ভগবান কল্কিদেব আনন্দে তখন।
নারদের করিলেন সৎকার বর্দ্ধন॥
অনন্তর বিষ্ণুযশা সেই দোহাঁকার।
করিলেন যথোচিত পূজন সৎকার॥
বিষ্ণুযশা কহিলেন নারদে তখন।
পরম সৌভাগ্য মোর আজি সংঘটন॥
শত শত জন্মে যে সঞ্চিনু পুণ্যচয়।
আজি শুভ দিনে তার হোলো ফলোদয়॥
যে হেতুক তব সম সাধুর দর্শন।
আমাদের সুনিশ্চয় মুক্তির কারণ॥
অনলে আহুতি দিনু এত দিন আমি।
আজি তা সফল হৈল মুনিকুলস্বামী॥
স্বচক্ষে দর্শন কৈনু তোমারে যখন।
স্বহস্তে যখন কৈনু তোমার পূজন॥
তখন নিশ্চয় মুনি এত দিন পরে।
মোর পিতৃগণ তৃপ্তি লভিলা অন্তরে॥
দেবগণ পরিতুষ্ট হইলা নিশ্চয়।
তোমারে পাইয়া মোর সর্ব্বশুভোদয়॥
বিষ্ণুপূজা ফল লাভ যাঁহারে পূজিলে।
বিষ্ণুদরশন ফল যাঁহারে দেখিলে॥
পাপরাশি নষ্ট হয় পরশিলে যাঁরে।
আজি সেই সাধুসঙ্গ ঘটিল আমারে॥
সাধুর হৃদয় ধর্ম্ম বেদ সাধুবাণী।
কর্ম্মক্ষয় সাধুদের কর্ম্ম বলি মানি॥
নিজে হরি আর সাধু অভিন্ন উভয়।
সাধুর দর্শনে হরি-দর্শন নিশ্চয়॥
দুষ্ট নিগ্রহের তরে শ্রীকৃষ্ণ যেমন।
করিয়াছিলেন পূত শরীর ধারণ॥
সেরূপ তোমাকো জানি এই কলেবর।
সামান্য ভৌতিক দেহ নহে মুনিবর॥
এ মায়া সংসাররূপ ভীষণ সাগরে।
কাণ্ডারী হইয়া তুমি সদা অকাতরে॥
বিষ্ণুভক্তিরূপ নৌকা প্রদান করিয়া।
জীবগণে পার কর কৃপা বিতরিয়া॥

এক্ষণে জিজ্ঞাসি আমি কিরূপে আমার।
মঙ্গল হইবে কিসে পাইব নিস্তার॥
এ ভব-যাতনাগার হইতে কিরূপে।
তরিয়া নির্ব্বাণপদ লভিব স্বরূপে॥

বিষ্ণুযশার নিকট নারদের জীবমায়া-তত্ত্বকথাবর্ণন।

হেন বাণী শুনি মুনি নারদ তখন।
মনে মনে বলিলেন এই সে বচন॥
আশ্চর্য্য প্রভাব কিবা নিরখি মায়ার।
সাক্ষাৎ বিষ্ণুর পিতা মাতা দোঁহাকার॥
মায়ায় মোহিত মতি নারেন বুঝিতে।
এ দোঁহেও হৈল হায় মায়ায় মোহিতে॥
পূর্ণব্রহ্ম কল্কিদেব যাঁহার নন্দন।
তাঁহারো অন্তরে ঘোর মায়ার বন্ধন॥
মুক্তির ভিক্ষুক তিনি আমার নিকটে।
মোহান্ধ হইল বিপ্র মায়ার দাপটে॥
এতেক ভাবিয়া তবে নারদ ধীমান।
বিষ্ণুযশে নিয়ে কৈলা নির্জ্জনে প্রস্থান॥
তত্ত্বপথ অবলম্বি নারদ তখন।
বিষ্ণুযশা ব্রাহ্মণেরে কহিলা বচন॥
দেহ অবসানে জীব দেহ পুনর্ব্বার।
ধরিতে করিছে ইচ্ছা অন্তর মাঝার॥
হেনকালে মায়া তারে বলিল যেরূপ।
সেই মোক্ষমূল কথা কহিব স্বরূপ॥
এক দিন বিন্ধ্য শৈলে মায়া সে তখন।
ধরিয়া মোহিনী রূপ বলিল এমন॥
ওরে জীব আমি মায়া ছাড়িয়া আমায়।
কিরূপে জীবিত রৈতে ইচ্ছা তোর যায়॥
জীব কহে কহি মায়া তোমার গোচরে।
আমার আশ্রয়ভূত দেহের ভিতরে॥
যদ্যপি না বাস করি বল তুমি তবে।
মায়ামূলা অহমিকা বুদ্ধি কার হবে॥
মায়া কহে দেহ অবলম্বনের আগে।
দেহাশ্রয় লইতে তোর যেই ইচ্ছা জাগে॥
সে ইচ্ছাই মায়ামূলা জানিস্ নিশ্চয়।
আমার সম্পর্ক বিনা সে ইচ্ছা কি হয়॥
জীব কহে আমা বিনা অন্য সবাকার।
জ্ঞানাভাব সুনিশ্চয় সন্দেহ কি তার॥
আমা বিনা বিষয়স্পৃহারো অসম্ভাব।
সুনিশ্চয় কহিতেছি আমারি প্রভাব॥
মায়া কহে মায়াবলে সবে জীয়া রয়।
মায়াবলে অচেতনো চেষ্টাশীল হয়॥
মায়াবলে গজভুক্ত কপিথের মত।
সসার বলিয়া জ্ঞান অসার জগত॥
জীব কহে অয়ি মায়ে সংসর্গে আমার।
অনুভূত হয় অধিষ্ঠান সে তোমার॥
মোর অধিষ্ঠান হেতু তুই বহু নামে।
বিখ্যাত হইয়াছিস্ এ সংসারধামে॥
রে মূঢ়ে স্বৈরিণী যথা নিন্দে নিজপতি।
করিস্ আমার নিন্দা তুই রে তেমতি॥
আমার অভাবে ঘটে অভাব তোমার।
সূর্য্যের উদয়ে যথা ভাগে অন্ধকার॥
রবিরে আবরে যথা বারিধরগণ।
আমারে আছিস্ তুই আবরি তেমন॥
তুই আমারই লীলাবীজ সবাকার।
আধারস্বরূপ হয়ে মায়ে অনিবার॥
আদ্যে মধ্যে শেষে ইন্দ্রজালের মতন।
বহুরূপে প্রকাশ পাইস্ অনুক্ষণ॥

মায়া তবে ভাবে, আমার শরীর,
নিতান্তই নির্ব্বিষয়।
মনের ব্যাপার, বিহীন শরীর,
অভৌতিক সুনিশ্চয়॥
এতেক ভাবিয়া, আমারে ত্যজিয়া,
শাপ দিল হেন মতে।
তো সম জীবের, নির্দ্দিষ্ট নিবাস,
নাহি রবে ত্রিজগতে॥

বিষ্ণুযশার প্রতি নারদের উপদেশ।

মায়াজীবতত্ত্বকথা নারদ ধীমান।
হেন রূপে কহি কহি জনকের স্থান॥

কহিলেন শুন বিপ্র আমার বচন।
তব পুত্রাধীনা সেই মায়া অনুক্ষণ॥
এ সকল বিবেচনা করিয়া এখন।
হরিচিন্তা করি কর ধরা পর্য্যটন॥
মমতা বিষয়স্পৃহা আশারে ত্যজিয়া।
শান্তচিত্ত হও মোর বচন বুঝিয়া॥
এ জগৎ বিষ্ণুময় বিষ্ণু জগন্ময়।
এইরূপ বিবেচনা করি মহাশয়॥
আত্মাতেই আত্মার করিয়া আরোপণ।
সকল বিষয় ছাড় ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ॥

বদরিকায় বিষ্ণুযশার মৃত্যু ও সুমতির সহমরণ।

দেবর্ষি নারদ পরে, বিষ্ণুযশা দ্বিজবরে,
আমন্ত্রণ করি যথাক্রমে।
কল্কিদেবে প্রদক্ষিয়া, তুম্বুরুরে সঙ্গে নিয়া,
চলি গেলা কপিল-আশ্রমে॥
বিষ্ণুযশা দ্বিজমণি, নারদের মুখে শুনি,
নিজ-সুত-ঈশ্বরত্ব-কথা।
হইলেন বনবাসী, বদরিকাশ্রমে আসি,
ত্যজিলেন সমস্ত মমতা॥
ঈশ্বরে রাখিয়া প্রাণ, ভৌতিক শরীরখান,
ত্যজিলেন হরি হরি ব'লে।
শোকার্ত্তা সুমতি তবে, আলিঙ্গিয়া পতিশবে,
প্রবেশিলা চিতার অনলে॥
সেই কালে সুরগণ, সুরপুরে অনুক্ষণ,
করিলেন প্রশংসা তাঁহার।
কল্কি মুনিগণ-মুখে, শুনি মজিলেন দুখে,
মৃত্যুকথা জননী পিতার॥

কল্কি সহ পরশুরামের সাক্ষাৎ ও রমাদেবীর পুত্রলাভোপায়জিজ্ঞাসা।

সারিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, পত্নী রমা সঙ্গে নিয়া,
শম্ভলেতে করিলেন বাস।
একদা পরশুরাম, ভ্রমিবারে তীর্থধাম,
আসিলা শম্ভলে কল্কি পাশ॥
নেহারিয়া কল্কি তাঁরে, পত্নী রমা সহকারে,
অবিলম্বে করি গাত্রোত্থান।
হয়ে আনন্দিত চিত, পূজি তাঁরে যথোচিত,
বাড়াইলা অতুল সম্মান॥
পরে কল্কি মহারথ, সুস্বাদু সামগ্রী যত,
করাইলা মুনিরে ভোজন।
সুচারু পর্য্যঙ্কে পরে, শুয়াইয়া যত্নভরে,
কৈলা তাঁর পাদ সংবাহন॥
সুস্থ তুষ্ট হৈলা মুনি, হেরি কল্কি বীরমণি,
কহিলেন কৃপায় তোমার।
বিপদ নাহিক প্রভু, দুঃখ মোর নাহি কভু,
সিদ্ধ হৈল ত্রিবর্গ আমার॥
রূপে গুণে অনুপমা, শশিধ্বজসুতা রমা,
এবে তোমা কি বলিতে চান।
পূজ্য গুরু তপোধন, শুন তাঁর নিবেদন,
এ প্রার্থনা করি তব স্থান॥
রমাদেবী পতিমুখে, এ কথা শুনিয়া সুখে,
ভৃগুরামে বলিলা তখন।
গুরুদেব বল মোরে, কিবা ব্রত জপ ক'রে,
লাভ হয় স্নেহের নন্দন॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

রুক্মিণীব্রতফলে রমাদেবীর পুত্রলাভ।

সূত কহিলেন শুন পূজ্য মুনিগণ।
জামদগ্ন্য রমামুখে শুনি এ বচন॥
কল্কির আদেশমতে রমারে তখন।
করাইলা রুক্মিণীর ব্রত তপোধন॥
সেই ব্রতফলে রমা পতিপরায়ণা।
হইলেন পুত্রবতী সুস্থিরযৌবনা॥
শৌনক কহিলা সূত কহ মোর স্থান।
কিরূপ রুক্মিণী ব্রত কিবা অনুষ্ঠান॥
কিরূপ উহার ফল অগ্রে কোন্ নারী।
অনুষ্ঠান কৈলা তার বলহ বিস্তারি॥

সূত কর্তৃক রুক্মিণীব্রতমাহাত্ম্য-কথন।

সূত কহে শুন মুনি ব্রতবিবরণ।
বৃষপর্ব্বা অসুরেশ খ্যাত ত্রিভুবন॥
একদা তাঁহার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা সুন্দরী।
দেবযানী সনে মিলি সর্ব্ব সহচরী॥
এক সরোবরে স্নান করিবার কালে।
উমা সনে উমানাথে সলিলে নেহালে॥
শম্ভুভয়ে ব্যস্ত হয়ে সলিল ছাড়িয়া।
সরোবরতটে পড়ে শর্ম্মিষ্ঠা উঠিয়া॥
তীরস্থ বসন ত্বরা লবেন যেমন।
দেখিলেন দেবযানী নিলা সে বসন॥
শর্ম্মিষ্ঠা হইয়া রুষ্টা কহিলা তাঁহারে।
ভিক্ষুকি বসন ছাড় বলি বারে বারে॥
শর্ম্মিষ্ঠা অসুরসুতা এতেক বলিয়া।
শুক্রতনয়ারে ত্বরা ফেলিলা বান্ধিয়া॥
একটা কূপের মধ্যে নিক্ষেপিয়া তাঁরে।
সখীগণে নিয়া গেলা শর্ম্মিষ্ঠা আগারে॥

দেবযানী-যযাতি-সংবাদ।

কূপে পড়ি দেবযানী করেন রোদন।
হেন কালে আসে সেথা নহুষনন্দন॥
যযাতি ভূপতি তিনি বিদিত ধরায়।
উপস্থিত হৈলা সেথা জলকামনায়॥
ধরিয়া তাঁহার কর উপরে তুলিয়া।
জিজ্ঞাসিলা কেবা তুমি কহ বিবরিয়া॥
শুক্রসুতা দেবযানী শরম লজ্জায়।
তাড়াতাড়ি বস্ত্রখানা জড়াইয়া গায়॥
যযাতির প্রতি করি কটাক্ষ ক্ষেপণ।
শর্ম্মিষ্ঠার আচরণ কৈলা নিবেদন॥
দেবযানী সুন্দরীর শুভ অভিপ্রায়।
বুঝিতে পারিয়া রাজা সাদরে তাঁহায়॥
বিবাহ-আশ্বাস দান করিয়া তখন।
সেথা হৈতে অন্য ঠাঁই করিলা গমন॥

শুক্রাচার্য্যের ক্রোধ ও শর্ম্মিষ্ঠার দাসীভাবপ্রাপ্তি।

গৃহে গিয়া দেবযানী শুক্র মুনিবরে।
শর্ম্মিষ্ঠার সর্ব্ব কার্য্য কহিলা বিস্তরে॥
শুক্র মুনি সেই কথা করিয়া শ্রবণ।
হইলেন সাতিশয় কোপাকুল মন॥
সান্ত্বিয়া মুনিরে তবে বৃষপর্ব্বা কয়।
আমার দোষের দণ্ড দেহ মহাশয়॥
শর্ম্মিষ্ঠা আমার কন্যা তারেও আপনি।
ইচ্ছামত দণ্ড দেহ মুনিকুলমণি॥
বৃষপর্ব্বা এত কহি শুক্রের চরণে।
পড়িলা প্রণত হয়ে মলিন বদনে॥
কোপে ভূপে দেবযানী কহিলা তখন।
তব কন্যা দাসী মোর হউক্ রাজন॥

শুক্রাচার্য্য কর্তৃক যযাতিকে দেবযানী-সম্প্রদান।

পরে সে অসুররাজ বৃষপর্ব্বা বীর।
শর্ম্মিষ্ঠারে সেই স্থলে আনিলা অচির॥
করিয়া দিলেন তাঁরে দেবযানীদাসী।
প্রস্থান করিলা সবে হইয়া উদাসী॥
পরে শুক্র যযাতিরে আনিয়া গোচরে।
দেবযানী সম্প্রদিলা যত্নে তাঁর করে॥
বলিলেন যযাতিরে যদি শর্ম্মিষ্ঠায়।
শয্যায় ডাকহ জরা ধরিবে তোমায়॥
শুক্রভাষে ত্রাসে তবে যযাতি রাজন।
শর্ম্মিষ্ঠারে গুপ্ত স্থানে করিলা রক্ষণ॥
দুঃখশোকে কষ্ট পেয়ে শর্ম্মিষ্ঠা সুন্দরী।
দেবযানীসেবা করে দিবা বিভাবরী॥

শর্ম্মিষ্ঠার বনগমন ও কতিপয় নারীকে রুক্মিণীব্রত করিতে দর্শন।

একদা শর্ম্মিষ্ঠা বনে করিয়া গমন।
করিতে লাগিলা দুখে কতই রোদন॥
হেনকালে হেরিলেন নারী কতিপয়।
বিশ্বামিত্র মুনিবরে আবেষ্টিয়া রয়॥

বিশ্বামিত্র তপোধন ধূপ দীপ হারে।
আর আর নানাবিধ পূজনসম্ভারে॥
সেই সব মনোহরা রমণী সকলে।
করাইতেছিলা ব্রত নানা ফুল ফলে॥
চারিটি কদলীতরু প্রোথিত করিয়া।
তদুপরে চারি ধারে বস্ত্র আচ্ছাদিয়া॥
এক চতুষ্কোণ গৃহ সেই নারীগণ।
বিনির্ম্মাণ করেছেন ব্রতের কারণ॥
গৃহটি সুবর্ণপটে অতি সুশোভিত।
একটি বেদিকা গৃহমাঝারে স্থাপিত॥
এক অষ্টদল পদ্ম বেদীর মাঝারে।
রেখেছেন নিরমিয়া যত্ন সহকারে॥

নারীগণের ব্রতপূজা।

অনন্তর নানা রত্ন ভূষণে ভূষিয়া।
শ্রীবাসুদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া॥
স্বর্ণপীঠে অবস্থাপি ব্রাহ্মণকথিত।
বেদমন্ত্রে সেই মূর্ত্তি করিলা স্নানিত॥
ষোড়শোপচার কিম্বা দশ উপচার।
কিম্বা পঞ্চ উপচারে পূজা হয় তাঁর॥
পরে তাঁরা এইরূপে করিলা পূজন।
হে পরমেশ্বর পাদ্য করহ গ্রহণ॥
হে রুক্মিণীনাথ আমি ভক্তি সহকারে।
দূর্ব্বা চন্দনের অর্ঘ্য প্রদানি তোমারে॥
ওহে শ্রীনিবাস আচমনীয় তোমায়।
দিতেছি লক্ষ্মীর সহ লহ করুণায়॥
ওহে সুরেশ্বর এই লহ ফুলহার।
হে নিরাবরণ লহ আবরণ আর॥
হে দেব রুক্মিণী আর রমার সহিত।
লহ প্রজাপতিকৃত যজ্ঞ-উপবীত॥
হে দেবেশ মুক্তা হেম রত্নবিনির্ম্মিত।
মন্দত্ত ভূষণ লহ পত্নীর সহিত॥
অন্ন নাড়ু খণ্ড পূপ গুড় দধি ক্ষীর।
লইয়া সনাথা মোরে কর হে অচির॥
অগুরু কর্পূরগন্ধযুক্ত ধূপ নিয়া।
বৈদর্ভীর সনে তুমি শোক মোর হিয়া॥
সংসারের তমোনাশী এ দীপের প্রতি।
করহ কটাক্ষপাত হে রুক্মিণীপতি॥
হে শ্যামসুন্দর ওহে কমললোচন।
পীতাম্বর চতুর্ভুজ পাতকমোচন॥
অচ্যুত দেবেশ হরি রুক্মিণীর পতি।
বিপন্নারে তার এই শ্রীপদে মিনতি॥

নারীগণের নিকট শর্ম্মিষ্ঠার দুঃখপ্রকাশ ও তাঁহাদিগের প্রদত্ত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পূজোপকরণ লইয়া ব্রত করণ।

তাঁসবার হেন ব্রত করি দরশন।
বিশ্বামিত্রে প্রণমিলা শর্ম্মিষ্ঠা তখন॥
করপুটে মিষ্টভাষে সে রমণীগণে।
কহিলা শর্ম্মিষ্ঠা অতি বিষাদিত মনে॥
ওগো দেবীগণ আমি অভাগিনী অতি।
রাজার কুমারী কিন্তু নাহি মোর পতি॥
তেঁই কহি এই ব্রতে তোমরা সবাই।
পরিত্রাণ কর মোরে এই ভিক্ষা চাই॥
শর্ম্মিষ্ঠার মুখে শুনি এ হেন বচন।
দিলা তাঁরা কিছু কিছু পূজোপকরণ॥
সেই মহাব্রত তাঁরে সবে করাইলা।
সে ব্রতে ভূপালে পতি শর্ম্মিষ্ঠা লভিলা॥
পুত্র প্রসবিয়া স্থিরযৌবনা হইয়া।
যাপিতে লাগিলা কাল সন্তুষ্টি লভিয়া॥
জনকতনয়া সীতা অশোককাননে।
এ ব্রত করিয়া সখী সরমার সনে॥
রাক্ষসনাশন রামে লভিলা আবার।
নারীপক্ষে এই ব্রত অতিশয় সার॥
বৃহদশ্বপ্রসাদেতে দ্রৌপদী সুন্দরী।
লভিলা বাঞ্ছিত পতি এই ব্রত করি॥
তা ছাড়া হইলা স্থিরযৌবনা ইহায়।
এ ব্রতে অভীষ্ট ফল নারীগণ পায়॥

ব্রতফলে কল্কিপ্রিয়া রমার মেঘমাল ও বলাহক নামে পুত্রদ্বয়-লাভ

এবে কল্কিপ্রিয়া রমা ভক্তি সহকারে।
জামদগ্ন্যপ্রসাদেতে শর্ম্মিষ্ঠা আচারে॥

চারি বর্ষ বৈশাখের শুক্লা দ্বাদশীতে।
পট্টসূত্র বান্ধি করে সুপবিত্র চিত্তে॥
এ ব্রতের অনুষ্ঠান করিলা যতনে।
করাইলা সুভোজন বহুল ব্রাহ্মণে॥
আপনি পতির সনে আনন্দে তখন।
সদুগ্ধ হবিষ্য অন্ন করিলা ভোজন॥
পরে নিজাভীষ্ট লভি স্বজন সহিত।
রাজ্যভোগ করিতে লাগিলা যথোচিত॥
মেঘমাল বলাহক নামে দুই সুত।
প্রসবিলা রমা দোহেঁ বহুগুণযুত॥

আপন সম্পদ মত, এই মহোত্তম ব্রত,
যেই নারী করে অনুষ্ঠান।
সুনিশ্চয় সেই রামা, লোকমান্যা পূর্ণকামা,
হয়ে ভূমে করে অবস্থান॥
অবশেষে সেই নারী, হরিপদে মন ডারি,
তত্ত্বজ্ঞের দুর্লভ যে গতি।
সেই গতি লাভ করি, হরিপদতরী ধরি,
যায় তরি ভবের দুর্গতি॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

কল্কির গিরিগুহাপ্রবেশ ও তৎপশ্চাৎ সখীসহ পদ্মা ও রমার প্রবেশ॥

সূত কহিলেন শুন পূজ্য মুনিগণ।
রুক্মিণীব্রতের কথা করিনু বর্ণন॥
এক্ষণে কল্কির অবশিষ্ট কর্ম্মচয়।
বলিতেছি শুন সবে সানন্দহৃদয়॥
সহ সহোদর পুত্র জ্ঞাতি বন্ধুদলে।
সহস্র বৎসর কল্কি রহিলা শম্ভলে॥
সে কালে আপণশ্রেণী সভানিকেতন।
সুন্দর শম্ভল ইন্দ্রপুরীর মতন॥
ধ্বজপতাকায় কিবা শোভিত হইল।
অষ্টাধিকষষ্টিসংখ্য তীর্থ সেথা ছিল॥
পৃথিবীর অন্তর্গত হলেও শম্ভল।
কল্কিপদার্পণে হৈল অমৃতমণ্ডল॥
শম্ভলে না ছিল কভু মৃত্যু অধিকার।
অজর অমর নরে আনন্দ অপার॥
বন উপবনযুক্ত কুসুমভূষিত।
ধরায় শম্ভল মোক্ষপদ অনুমিত॥
কল্কিরে দর্শন কৈলে পুরস্ত্রীসবার।
পরিসীমা না রহিত আনন্দের আর॥
জগৎপতি কল্কিদেব ভূষণে ভূষিয়া।
ইন্দ্রদত্ত কামচারী রথে আরোহিয়া॥
কভু কুঞ্জবনে কভু তটিনীর তটে।
কভু দ্বীপমাঝে কভু পর্ব্বত নিকটে॥
পরম পুলকে মাতি পদ্মা রমা সনে।
করিতেন সুবিহার প্রেমপূর্ণ মনে॥
সে কালে একান্ত স্ত্রৈণ কামাতুর প্রায়।
দিবারাত্রি বিবেচনা না করি সদায়॥
পদ্মা আর রমা সনে করিয়া বিহার।
লাগিলা উন্মত্ত হৈতে কল্কি প্রেমাধার॥
যিনি পদ্মামুখপদ্মমধু করি পান।
আনন্দে করেন তার সৌরভ আঘ্রাণ॥
সেই সুবিলাসী কল্কি ধরি চারু সাজ।
পশিলা একদা এক গিরিগুহা মাঝ॥
ইন্দ্রনীলবিভূষিত সেই গুহাখান।
পশিলা তাহার মাঝে কল্কি ভগবান॥

গুহামধ্যে পদ্মা ও রমার আপন সমান শত সহস্র রমণীসহ কল্কিকে বিহার করিতে দর্শন ও তদ্দর্শনে খেদ।

পতিরে পশিতে হেরি পদ্মা রমা তবে।
চলিলা পতির পাছে নিয়া সখী সবে॥
প্রথমে পশিলা পদ্মা রমা তার পরে।
সখী সনে প্রবেশিলা গুহার ভিতরে॥
রমণ বাসনা করি পত্নী দুই জন।
গুহামাঝে পতি পাছে করিলা গমন॥
কিন্তু প্রবেশিয়া দোহেঁ হেরিলা তখনি।
আপন সমান শতসহস্র রমণী॥
আছে সেথা অঙ্গে পরি মনোহর সাজ।
তাসবার সনে সুখে কল্কি রসরাজ॥

প্রেমালাপ করিছেন স্বচ্ছন্দ অন্তরে।
খেলিছে মধুর হাসি নধর অধরে॥
হেন হেরি পদ্মা পড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া।
ক্ষুণ্ণ মনে শূন্য হেরে রমা পিছাইয়া॥
তখন সে শতপদ্মাসমানা পদ্মার।
রূপের রাশির শোভা না রহিল আর॥
পরে পদ্মা ভূমে কুচকুঙ্কুমকস্তুরী।
লাগাইয়া শুকমূর্ত্তি অঙ্কিলা সুন্দরী॥
নয়নকজ্জলে আঁকি কল্কির মূরতি।
আলিঙ্গিয়া তার পরে করিলা প্রণতি॥
পতিধ্যানস্তব করি রমা সে তখন।
নিজ অলঙ্কার দানে করিলা পূজন॥
অতি কামাতুরা হয়ে আপনা আপনি।
আলিঙ্গিয়া রসভরে লুটাল অবনী॥
ক্ষণ পরে চক্ষু মেলি দেখিলেন চেয়ে।
হৃদয়ের শ্যামমূর্ত্তি নাহিক হৃদয়ে॥
কান্দিতে কান্দিতে তবে উঠিয়া তখন।
কহিলা প্রসন্ন মোরে হও ভগবন॥
এ দিকেতে পদ্মা খুলি অঙ্গভূষা যত।
পুষ্পপ্রসরিতা হয়ে কামবধোদ্যত॥
শিবের সমান শোভা লাগিলা পাইতে।
পদ্মা নবমূর্ত্তি হৈল বিচিত্র দেখিতে॥

নারীগণ, পদ্মা ও রমার সহিত কল্কির জলবিহার ও পুনর্ব্বার পুরপ্রবেশ।

সেই সব নারীদের কল্কি সে তখন।
বাঞ্ছিত সুরতোৎসব করিতে সাধন॥
ক্রমে ক্রমে তাসবার মধ্যস্থলে গিয়া।
উপস্থিত হইলেন হাসিয়া হাসিয়া॥
যূথপতি করী প্রতি করিণীরা যথা।
কল্কি প্রতি অনুরক্তা সে রামারা তথা॥
বনমাঝে মহাহ্লাদে আপন আপন।
লাগিল করিতে অভিলাষের পূরণ॥
মনোহর ফুলময় চৈত্ররথ সম।
মন্দরকন্দরে কল্কি বিলাসী উত্তম॥
সে সব রমণী সনে রমণে মাতিলা।
রমণ ব্যতীত আর সকলি ভুলিলা॥
পদ্মার বদনপদ্মমধু করি পান।
উঠিত উন্মত্ত হয়ে সদা যাঁর প্রাণ॥
রমা আলিঙ্গনে যাঁর আনন্দ অপার।
এবে বিপরীত ভাব ঘটিল তাঁহার॥
সেই সব অঙ্গনার কুচের কুঙ্কুমে।
আরক্তিম হয়ে কল্কি বিলাসবিভ্রমে॥
তাসবার সঙ্গে রতিরঙ্গে মাতোয়ারা।
প্রেমনর্ম্মে অঙ্গে বহে ঘন ঘর্ম্মধারা॥
তাদের দশনাঘাতে কল্কি প্রেমবীর।
অপার আনন্দ লভি পুলক শরীর॥
অন্য পরে কিবা কথা নিজ কলেবর।
বিস্মৃত হইলা কল্কি সুরততৎপর॥
কামুকী কামিনীগণ পয়োধর'পরে।
কল্কিরে স্থাপন করি আলিঙ্গনভরে॥
নিজ নিজ ইচ্ছা সবে সাধিয়া লইল।
তার পরে সেথা হৈতে উঠিয়া চলিল॥
পদ্মা রমা কল্কি সনে সেই বালাগণ।
বনমধ্যস্থিত সরে করিল গমন॥
মাতঙ্গের অঙ্গে জল যথা করিণীরা।
ছিটায় মনের সুখে ছুটায়ে ফুয়ারা॥
সেইরূপ তারা সবে কল্কির শরীরে।
ছিটাতে লাগিল বারি নামি সরোনীরে॥
যুবতীগণের সঙ্গে কল্কি শূরবর।
এইরূপে জললীলা করিয়া বিস্তর॥
পদ্মা আর রমা সনে ফিরিয়া তখন।
আপনার পুরমাঝে কৈলা আগমন॥
পরম আনন্দ রূপ, কল্কি ভূপকুলভূপ,
অমৃতের সাগর সমান।
ভাবগ্রাহী সাধুগণ, সমাদরে অনুক্ষণ,
কল্কিপদে ঢালি মনঃপ্রাণ॥
কীর্ত্তন শ্রবণ ধ্যান, করি কল্কিদেবাখ্যান,
পাপ হৈতে পরিত্রাণ লভে।
কিবা মোক্ষ কি সংসার, নাহি চাহে তারা আর,
মত্ত হরিসেবার গৌরবে॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

দেবগণের শম্ভলে আগমন ও কল্কিস্তব।

সূত কহিলেন শুন পূজ্য মুনিগণ।
অনন্তর ব্রহ্মা আদি সুর সর্ব্বজন॥
মহর্ষি গন্ধর্ব্ব আর অপ্সরা কিন্নর।
নিজ গণ সনে চড়ি রথের উপর॥
অমরপূজিত দিব্য শম্ভল ভিতরে।
উপস্থিত হইলেন হরিষ অন্তরে॥
সেই কালে মহাতেজা কল্কি বীরবর।
উপবিষ্ট হয়ে দিব্য সভার ভিতর॥
বিপন্নে অভয় দান ছিলেন করিতে।
কটাক্ষে বিপক্ষভাব ছিলেন দূরিতে॥
ঈষৎ হাস্যের সহ সবাকার সনে।
আলাপিতেছিলা কল্কি হরষিত মনে॥
আজানুলম্বিত বাহুযুগল পীবর।
নবীন নীরদ শ্যাম চারু কলেবর॥
তদুপরি মণিভূষা কিবা সে উজ্জ্বল।
বারিদহৃদয়ে যেন দামিনী চঞ্চল॥
কুণ্ডলযুগল কর্ণে বিদ্যুৎ সোসর।
উজ্জ্বল কিরীট শিরে যেন দিবাকর॥
সুতার সুবর্ণহার মণিবিখচিত।
নীলাম্বরে যেন ইন্দ্রধনু সমুদিত॥
তাঁহার বক্ষের চন্দ্রকান্তমণিপ্রভা।
চন্দ্রপ্রভা সম কুমুদীরো মনোলোভা॥
শ্রীকল্কির অপরূপ রূপ দরশনে।
সমাগত দেবগণ আনন্দিত মনে॥
অগ্রসর হয়ে ভক্তি আদর সহিত।
এইরূপে আরম্ভিলা স্তব সুবিহিত॥
হে নবনীরদশ্যাম শশাঙ্কবদন।
হে কৌস্তুভধারী হরি কলিবিনাশন॥
অনলসংযোগে যথা তৃণরাশি পুড়ে।
তোমার কটাক্ষপাতে ক্লেশ তথা উড়ে॥
তোমার অসীম দেহে নিখিল সংসার।
অবস্থিত রহিয়াছে দেখি অনিবার॥
সর্ব্ব লোক তোমা হৈতে হইল প্রকাশ।
তুমিই অনন্ত দেহ অসীম আকাশ॥
তোমার চরণে শোভে রত্ন অলঙ্কার।
তাহার প্রভার শক্তি অনন্ত অপার॥
হে ভূতেশ এবে মোরা তোমার চরণে।
শরণ লইনু রক্ষ আমা সর্ব্বজনে॥
সত্যধর্ম্ম অবিরোধে সর্ব্ব ধরাতল।
বিলক্ষণ শাসিয়াছ ওহে মহাবল॥
আমাসবা প্রতি যদি কৃপা তব রয়।
ধরা ছাড়ি চল তবে বৈকুণ্ঠনিলয়॥

কল্কির বৈকুণ্ঠগমনকথা শ্রবণে প্রজাগণের বিলাপ।

সুরবাক্য শুনি কল্কি আনন্দিত মনে।
গমনে সম্মত হৈলা পাত্র মিত্র সনে॥
অনন্তর চারি পুত্রে করি আবাহন।
বুঝাইয়া রাজ্যভার করিলা অর্পণ॥
তার পরে প্রজাগণে করিয়া আহ্বান।
নানারূপ উপদেশ করিলা প্রদান॥
শেষে সুর সবাকার ইচ্ছায় আপন।
বৈকুণ্ঠগমনকথা করিলা জ্ঞাপন॥
সে কথা শুনিয়া তাঁর প্রজাগণ সবে।
কান্দিতে লাগিল অতি শোকাকুল রবে॥
চিরযাত্রাসমুদ্যোগী পিতারে হেরিয়া।
বিনীত পুত্রেরা যথা কান্দে বিলাপিয়া॥
সেই রূপে প্রজাগণ কান্দিতে কান্দিতে।
প্রণমিয়া কল্কিদেবে লাগিল কহিতে॥
যা হবার তা রেখেছ তুমি স্থির করি।
কিন্তু মোসবারে ত্যাগ উচিত কি হরি॥
হে ভক্তবৎসল তুমি আমা সবাকার।
ইহলোকে পরলোকে রক্ষী কর্ণধার॥
তেঁই কহি যেথা তুমি করিবে গমন।
মোরাও যাইব সেথা হে ভবভঞ্জন॥
আমাদের দেহ গেহ ধন দারা সুত।
জীবন পর্য্যন্ত তব সদা বশীভূত॥

পত্নীদ্বয়সহ কল্কির গঙ্গাতটস্থ কানন-প্রবেশ।

প্রজাগণমুখে শুনি এ হেন বচন।
মিষ্টভাষে সবে কল্কি করিলা সান্ত্বন॥
অনন্তর পত্নীযুগে নিয়া নিজ সনে।
প্রস্থান করিলা কল্কি সুদূর কাননে॥
যেইখানে অবস্থান করে মুনিচয়।
যেই থানে সুপবিত্র গঙ্গাধারা বয়॥
অধিষ্ঠান হয় যেথা দেবতা সবার।
সেই থানে উপনীত কল্কি গুণাধার॥
মনোহর হিমালয়প্রদেশ সে হয়।
কিবা সে স্বভাবশোভা সেথা বিরাজয়॥

কল্কির দিব্যমূর্ত্তিধারণ, তদ্দর্শনে পদ্মা ও রমার অনলপ্রবেশ।

পরে কল্কি সুরগণে হইয়া বেষ্টিত।
পবিত্র জাহ্নবীতীরে হৈলা উপনীত॥
নিজেই নিজেরে সেথা করিলা স্মরণ।
রূপান্তর হৈল তাঁর অমনি তখন॥
দিব্য মূর্ত্তি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর।
জ্যোতির্ম্ময় অপরূপ রূপের ভাস্কর॥
ভূষার ভূষণরূপ অপূর্ব্ব শরীরে।
কেবল কৌস্তুভ মণি ঝকে ঘুরে ফিরে॥
অরূপ পুরুষ কল্কি এইরূপে তবে।
অপরূপ রূপ ধরি বিমোহিলা সবে॥
সুরপুরে সুরগণ ফুল বরষিলা।
মধুর দুন্দুভিনাদে স্তব আরম্ভিলা॥
ধরাতলে কি স্থাবর কিবা সে জঙ্গম।
সর্ব্বজীবগণ হৈল বিষণ্ণ বিষম॥
এ হেন অদ্ভুত কাণ্ড দরশন করি।
পদ্মা রমা ঝাঁপ দিল অনল ভিতরি॥
পতিপদ স্মরি দোহেঁ ত্যজিলা জীবন।
পতিশোকে চলি গেলা ত্যজি ত্রিভুবন॥
ধর্ম্ম আর সত্যযুগ কল্কির আদেশে।
লাগিলা নির্ব্বিঘ্নে সুখে ভ্রমিতে ভূদেশে॥

কল্কিবশম্বদ মরু দেবাপি দুজন।
আরম্ভিলা ধরারক্ষা প্রজার পালন॥
বৈকুণ্ঠে গেলেন কল্কি শুনিয়া শ্রবণে।
ভূপতি বিশাখযূপ প্রাণের নন্দনে॥
অর্পিয়া সমস্ত ভার প্রবেশিলা বন।
বনে বসি জপে রাজা হরির চরণ॥
আর আর ভূপগণ কল্কির বিরহে।
রাজ্য ছাড়ি কল্কিধ্যানে নিরজনে রহে॥
হেনরূপে কহি শুক কল্কিবিবরণ।
নারায়ণাশ্রমে তবে করিলা গমন॥
মার্কণ্ডেয় আদি মুনি শুনি কল্কিকথা।
তাঁহারই যশোগান করিলা সর্ব্বথা॥

যাঁহার শাসনকালে, সুবিশাল ধরাতলে,
অল্পায়ু না ছিল কোন জন।
অধার্ম্মিক স্বার্থপর, দরিদ্র পাষণ্ড নর,
কেহ নাহি আছিল তখন॥
যাঁহার শাসনকালে, আধিব্যাধি ক্লেশজালে,
কোন জন না হৈত জড়িত।
দৈবভূত আত্মভূত, অমঙ্গল তিরোহিত,
হয়েছিল যেকালে নিশ্চিত॥
যাঁহার শাসনকালে, সমুদয় জীবদলে,
নির্ম্মৎসরে আনন্দে থাকিত।
সে কল্কির সুপবিত, অবতার-কথা গীত,
আমা হৈতে হৈল যথোচিত॥
স্বর্গপ্রদ আয়ুষ্কর, স্বস্ত্যয়ন সুসোসর,
যশোবিবর্দ্ধন সুনিশ্চয়।
পরম পবিত্র মনে, এ আখ্যান যেই শোনে,
ঘুচে তার পাপ তাপ ভয়॥
কলিজন্য ক্লেশ ঘুচে, দুঃখ শোক যায় মুছে,
মোক্ষ আদি সুফল উদয়॥
যত দিন এ আখ্যান, রহিবেক বর্ত্তমান,
তত দিন কহি যে নিশ্চিত।
শাস্ত্ররূপ প্রদীপের, সমুজ্জ্বল আলোকের,
আভা পেয়ে দীপিবে জগত॥

বিংশ অধ্যায়

সূতের ঋষিগণোক্ত গঙ্গাস্তব কীর্ত্তন।

শৌনক কহিলা সূত আমাসবা পাশে।
পূর্ব্বে তুমি বলিয়াছ সুমধুর ভাষে॥
যাবতীয় মুনিগণ গঙ্গাস্তব ক'রে।
আগমন করিলেন কল্কির গোচরে॥
এবে মোরা ভক্তি সহ সে পাপনাশন।
মোক্ষপ্রদ গঙ্গাস্তব করিব শ্রবণ॥
সূত কহে মুনিগণ করহ শ্রবণ।
পূর্ব্বে ঋষিগণ যাহা করিলা কীর্ত্তন॥
যাহা পাঠ কৈলে পরে জীবসবাকার।
তিরোহিত হয় শোকমোহাদির ভার॥
সেই গঙ্গাস্তব এবে করিব কীর্ত্তন।
অবহিতচিত্তে সবে করহ শ্রবণ॥

এই সুরধনী গঙ্গা, ধবলতরঙ্গভঙ্গা,
জন্ম লভি হরিপদতলে।
সংসারসাগর হ'তে, নিস্তারেন অবিরতে,
ভুবননিবাসী জীবদলে॥
এঁর পাপনাশী জল, ইচ্ছা করে সুরদল,
এমনি সুফল গঙ্গানীরে।
গঙ্গার প্রসাদে জীব, লভে সুখ পুণ্য শিব,
ভবভয় ঘুচয়ে অচিরে॥
কলুষনাশিনী ইনি, চিরমুক্তিপ্রদায়িনী,
কত কব ইঁহার মহিমা।
মানব তো তুচ্ছজাতি, দেবগণো দিবারাতি,
নাহি পান গঙ্গাগুণসীমা॥
ভগীরথ গুণাধার, পাছু পাছু গঙ্গা তাঁর,
ধরাতলে করি আগমন।
ঐরাবতদর্প চূর্ণ, করিয়াছিলেন তূর্ণ,
সে ঘটনা বিখ্যাত ভুবন॥
এই গঙ্গা অনিবার, শিবশির-অলঙ্কার,
ধবল পতাকা গিরিশিরে।
সুরাসুর নাগ নর, ভক্তিভরে নিরন্তর,
স্তবে এঁরে তুলি এঁর নীরে॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, উচ্চারি মধুর স্বর,
করেন গঙ্গার স্তব গান।
সুমেরুশিখর দারি, লতারূপে গঙ্গাবারি,
ত্রিলোক ছাইয়া অবস্থান॥
মুক্তিরূপ বীজ হ'তে, জন্ম লভি গোলোকেতে,
এই গঙ্গা পতিতপাবনী।
বিধিকমণ্ডলু মাঝে, বদ্ধভাবে সুবিরাজে,
অবিরল কুলুকুলুধ্বনি॥
বেদবিজ্ঞ বিপ্রগণ, আছে বেড়ি অনুক্ষণ,
আলবালরূপেতে গঙ্গারে।
এই লতারূপা নদী, সুশোভিত নিরবধি,
সুখপত্র ধর্ম্মফলভারে॥
এই গঙ্গা সুরপুরে, মন্দাকিনী নাম ধ'রে,
বিরাজেন প্রকাশি প্রভাব।
মুনিশাপে ভস্মময়, সগরসন্তানচয়,
গঙ্গাগুণে কৈল মুক্তিলাভ॥
যেথা যত পাপাচারী, গঙ্গার বিমল বারি,
হেরে যদি পুণ্যবান হয়।
গঙ্গার মহিমাগান, শুনিলে জুড়ায় প্রাণ,
সমুদয় দুরিত বিলয়॥
গঙ্গারে করিলে নতি, লভে জীব দিব্যগতি,
নাহি রহে পাপতাপভার।
জলবিহঙ্গমগণ, গঙ্গাজলে অনুক্ষণ,
মালাসম দিতেছে সাঁতার॥
আহা কিবা শোভা তায়, খেলিছে গঙ্গার গায়,
বড়ই অপূর্ব্ব মনোহর।
হিমাদ্রির চূড়ারূপ, উচ্চ পয়োধরস্তূপ,
সুলোল লহরীরূপ কর॥
ফেনরূপ হাস্যখেলা, দ্বিজদন্ত পদ্মমালা,
মরালের রসালস গতি।
সত্যই জলধিজায়া, সমা গঙ্গা মহামায়া,
মনোহরা শোভা পান অতি॥
গঙ্গার বিমল জল, করে কিবা কলকল,
জলে খেলে জলজন্তুগণ।
গঙ্গার পবিত্র জলে, স্নান করে দলে দলে,
নরগণ হয়ে হৃষ্টমন॥

কোথাও তাপস সব, করিছে গঙ্গার স্তব,
কোথাও অনন্তদেব নিজে।
নামিয়া পবিত্র নীরে, পূজিছেন জাহ্নবীরে,
গঙ্গাজলে শত ফণা ভিজে॥
সলিলের কোন স্থান, হইছে ঘূর্ণায়মান,
কোথা সূর্য্যকরে ঝকে জল।
ভীষ্মমাতা ভাগীরথী, অগতির মুক্তিগতি,
বিস্তারিছে জয় অবিরল॥
যেই জন এ ধরায়, প্রণমে গঙ্গার পায়,
সে জন কুশলশালী অতি।
যে জন গঙ্গারে স্মরে, পুরুষ-উত্তম তারে,
বলে এই নিখিল জগতী॥
যেই জন ভক্তিভরে, গঙ্গানাম জপ করে,
সেই জন মুনি তপোধন।
সবিশ্বাসে সদা যেবা, করয়ে গঙ্গার সেবা,
সর্ব্বজয়ী প্রভাবী সে জন॥
কত দিন পরে মোর, ঘুচিবে অশুভ ঘোর,
হবে শুভ দিন সমুদিত।
যে দিন আনন্দ সহ, হে গঙ্গে আমার দেহ,
তব তীরে রহিবে পতিত॥
মৎস্য পক্ষী শিবা যত, এ দেহ করিবে ক্ষত,
তব পূত জলে সিক্ত হবে।
তোমার লহরীলীলা, এ মোর শরীর-ভেলা,
নাচাইয়া ভাসাইয়া লবে॥
সুর নর নাগগণ, যশ মোর অনুক্ষণ,
সেই কালে ঘোষণা করিবে।
আর কত দিন পরে, তোমার বিমল তীরে,
এ দীনের নিবাস হইবে॥
তোমার বিমল জলে, স্নান করি কুতূহলে,
পূত হব কত দিন পরে।
তোমার বিমল নাম, স্মরি মনে অবিরাম,
ভাসিব গো আনন্দ-সাগরে॥
তোমার বিমল রূপ, তরঙ্গিত অপরূপ,
প্রাণ ভরি হেরিব নয়নে?
বিমল মাহাত্ম্য তব, ভক্তিসুখভরে গাব,
কত দিন পরে এ জীবনে॥
আরো মা গো কত দিনে, তব সেবা স্তবগানে,
পাপশূন্য হয়ে শান্তচিতে।
অতুল আনন্দভরে, বিশাল মেদিনী'পরে,
মা গো আমি পারিব ভ্রমিতে॥
শুন শুন ঋষিগণ পূর্ব্বে মুনিগণ।
এই দিব্য গঙ্গাস্তব করিলা পঠন॥
তিন সন্ধ্যা এই সর্ব্বপাপবিনাশন।
গঙ্গাস্তব পাঠ কিম্বা করিলে শ্রবণ॥
পরমায়ু যশ স্বর্গ সালোক্য গঙ্গার।
জীবভাগ্যে লাভ হয় সন্দেহ কি তার॥
হে ভার্গব আমি শুকদেবের গোচর।
শুনিনু শিখিনু এই আখ্যান সুন্দর॥
এবে তোমাসবে ইহা করানু শ্রবণ।
পবিত্র আখ্যান এই বিদিত ভুবন॥
মহাবিষ্ণু কল্কি মহারথা।
তাঁর দিব্য অবতার-কথা॥
পড়িলে শুনিলে ভক্তি সনে।
পুণ্য ধর্ম্ম লভে জীব মনে॥
সমস্ত অশুভ হয় নাশ।
চরমে পরমধামে বাস॥

একবিংশ অধ্যায়।

সূতের সংক্ষেপে কল্কিপুরাণকীর্ত্তন।

সূত কহিলেন শুন পূজ্য মুনিগণ।
এ কল্কিপুরাণে ঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন॥
প্রথমেই শুকমার্কণ্ডেয়ের সংবাদ।
করিলা কীর্ত্তন শুনি বাড়য়ে আহ্লাদ॥
তার পর অধর্ম্মের বংশবিবরণ।
কলিবিবরণ ব্যাস করিলা কীর্ত্তন॥
ধরা সুর সবাকার ব্রহ্মলোকে গতি।
কীর্ত্তন করিলা পরে ব্যাস মহামতি॥
ব্রহ্মার বচনমতে শম্ভলের গ্রামে।
ধর্ম্মপরায়ণ বিষ্ণুযশা বিপ্রধামে॥
সুমতির গর্ভে ঈশ বিষ্ণুর জনম।
তাঁর অংশে চারি ভ্রাতা জন্মবিবরণ॥

পিতাপুত্রসংবাদ বর্ণিলা তার পরে।
কল্কির পৈতার কথা পরে সবিস্তরে॥
পরশুরামের সনে কল্কির সাক্ষাত।
বেদপাঠ অস্ত্রশিক্ষা কৈলা রমানাথ॥
তার পরে শ্রীকল্কির শিবদরশন।
শিবস্তব বরলাভ শুকের প্রাপণ॥
শম্ভলেতে প্রত্যাগতি জ্ঞাতিগণ পাশ।
বরলাভবিবরণ পরেতে প্রকাশ॥
নরপতি বিশাখযূপের পরিচয়।
বর্ণিত হয়েছে পরে শুন মুনিচয়॥
বর্ণিলেন ব্যাস পরে শুক-আগমন।
শুককল্কিসংবাদ সিংহল-বরণন॥
হরবরপ্রভাবেতে পদ্মাস্বয়ম্বরে।
রাজাদের নারীভাবপ্রাপ্তিকথা পরে॥
পদ্মার বিষাদ কল্কিবিবাহায়োজন।
তার পর দৌত্যকার্য্যে শুকেরে প্রেরণ॥
পদ্মার সাক্ষাৎকার শুকের সহিত।
শুকপদ্মাপরিচয় পরেতে বর্ণিত॥
অনন্তর শ্রীপদ্মার বিষ্ণুর পূজন।
পাদাদিকেশান্ত অঙ্গধ্যানবিবরণ॥
শুকে অলঙ্কার দান শুকপ্রত্যাগতি।
পদ্মারে করিতে বিভা শ্রীকল্কির গতি॥
দোঁহার মিলন জলকেলি ভাবময়।
পদ্মার সহিত পরে কল্কিপরিণয়॥
কল্কি হেরি রাজাদের পুংস্ত্বলাভ পুন।
অনন্তের আগমন মুনিগণ শুন॥
অনন্তর সভামাঝে রাজা সবাকার।
পরিচয় লিখিলেন ব্যাস গুণাধার॥
অনন্তর অনন্তের আত্মবিবরণ।
বরণন করিলেন ব্যাস তপোধন॥
শিবস্তব অনন্তের মরণের পরে।
মায়াপ্রদর্শন ব্যাস বর্ণিলা বিস্তরে॥
অনন্তর বিবর্জ্জিত বৈরাগ্য আশ্রয়।
রাজাদের প্রস্থান পরেতে মুনিচয়॥
সপদ্মা শম্ভলে পরে কল্কি আগমন।
শ্রীবিশ্বকর্ম্মার পরে পুরীবিরচন॥

অনন্তর শ্রীকল্কির পদ্মার সহিত।
শম্ভলপুরীর মাঝে বিহার বর্ণিত॥
অনন্তর জ্ঞাতি বন্ধু ভ্রাতা পুত্রগণ।
সেনাসহ কল্কিবুদ্ধনিগ্রহবর্ণন॥
রমণীগণের সনে সংগ্রাম ঘটন।
বালখিল্য মুনিদের প্রার্থনা বর্ণন॥
অনন্তর কল্কিকরে পুত্রের সহিত।
কুথোদরীবধকথা হয়েছে বর্ণিত॥
তার পর শ্রীকল্কির হরিদ্বারে গতি।
সেখানে সাক্ষাৎ মুনিগণের সংহতি॥
আর সেথা সূর্য্যচন্দ্রবংশবিবরণ।
অতি সুমধুর রামচরিতকীর্ত্তন॥
অনন্তর মরু আর দেবাপির সনে।
কল্কিরণযাত্রা ব্যাস বর্ণিলা যতনে॥
পরে কোকবিকোক-বিনাশ-বিবরণ।
ভল্লাট নগরে পরে কল্কির গমন॥
শয্যাকর্ণাদির সহ সংগ্রাম ঘটন।
বর্ণন করিলা পরে ব্যাস তপোধন॥
শশিধ্বজ ভূপতির সুশান্তা গোচরে।
বিষ্ণুভক্তিসঙ্কীর্ত্তন বর্ণিলেন পরে॥
কল্কি ধর্ম্ম সত্যযুগে রণভূমি হ'তে।
নিজ গৃহে নিলা শশিধ্বজ স্ববলেতে॥
সুশান্তার কল্কিস্তব রমার সহিত।
কল্কির বিবাহ পরে হইল বর্ণিত॥
শশিধ্বজ ভূপতির পূর্ব্ববিবরণ।
মোক্ষতত্ত্ব তাঁর ব্যাস করিলা বর্ণন॥
বিষকন্যাবিমোচন বর্ণিলেন পরে।
রাজাদের অভিষেক-কথা অনন্তরে॥
মায়াস্তব শম্ভলেতে যজ্ঞাদি সাধন।
মহামুনি ব্যাস পরে করিলা বর্ণন॥
বিষ্ণুযশা ব্রাহ্মণের মুক্তিলাভকথা।
বর্ণিলেন ব্যাসদেব জীবজ্ঞানদাতা॥
ধর্ম্মসত্যপ্রবৃত্ত্যাদি রুক্মিণীর ব্রত।
কল্কির বিহার বর্ণে ব্যাস বিধিমত॥
পুত্রপৌত্রাদির পরে উৎপত্তিকীর্ত্তন।
অমরগন্ধর্ব্বাদির শম্ভলে গমন॥

অনন্তর শ্রীবিষ্ণুর বৈকুণ্ঠগমন।
বর্ণিলেন বিশেষিয়া ব্যাস তপোধন॥
অবশেষে শুভ কথা সমাপন করি।
শুকের প্রস্থান ব্যাস লিখিলা বিবরি॥
মুনিগণ-উক্ত গঙ্গাস্তব তার পর।
বর্ণনা করিলা যত্নে ব্যাস মুনিবর॥
এরূপে আনন্দকর শ্রীকল্কিপুরাণ।
পঞ্চলক্ষণেতে হৈল সমাপ্তি বিধান॥
শ্রবণমধুর এই শ্রীকল্কিপুরাণ।
সর্ব্বশাস্ত্র-সাররূপ চতুর্ব্বর্গবান॥
শুন সবে প্রলয়ের অন্তিম সময়।
শ্রীহরির মুখে কল্কিপুরাণ উদয়॥
পরে দ্বিজরূপী বেদব্যাস তপোধন।
পৃথিবীতে এ পুরাণ কৈলা প্রচারণ॥
ভগবান শ্রীহরির প্রভাব অদ্ভুত।
বর্ণিত হইল ইথে হয়ে রসযুত॥
তীর্থস্থলে পুণ্যাশ্রমে সাধুর সভায়।
এ পুরাণ পঠে কিম্বা শুনে স্ব-ইচ্ছায়॥
পরে অশ্ব ধেনু গজ বসন ভূষণ।
দান করি বিপ্রগণে করয়ে অর্চ্চন॥
এ ভব-সাগরে মুক্তি লভে সে নিশ্চয়।
স্বর্গে গিয়া হরিপদে মিশাইয়া রয়॥
সবিধি করিলে এই পুরাণ শ্রবণ।
বেদপারদর্শী হয় বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ॥
ক্ষত্রিয়েরা রাজা হয় বৈশ্য ধনবান।
মহত্ত্ব লভয়ে যত শূদ্র মতিমান॥
পুত্রাশীর পুত্র হয় পঠন শ্রবণে।
ধনার্থীর ধন বিদ্যা বিদ্যা-আশী জনে॥
লোমহর্ষণের সুত সূত জ্ঞানবান।
মুনিগণে শুনাইয়া এ শুভ আখ্যান॥
প্রস্থান করিলা তবে তীর্থ পর্য্যটনে।
সাধুবাদ কৈলা সূতে সর্ব্ব মুনিগণে॥
অনন্তর শৌনকাদি সর্ব্ব মুনিগণ।
পুণ্যাশ্রমে ধ্যান কৈলা হরির চরণ॥
ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার মহাযোগবলে।
লভিলেন পুণ্যাশ্রমে সর্ব্ব মুনিদলে॥

সকল পুরাণজ্ঞাতা, ব্রতশীল জ্ঞানদাতা,
লোমহর্ষণের সুত সূত গুণাধার।
ব্যাসশিষ্য মহামতি, নিখিল জ্ঞানের জ্যোতি,
ভক্তিভরে হেন সূতে করি নমস্কার॥
আছে যত শাস্ত্রচয়, বারম্বার সমুদয়,
আলোচনা করি পরে করিয়া বিচার।
সিদ্ধান্ত হয়েছে এই, হরি বিনা গতি নেই,
সর্ব্বদাই হরিধ্যান উচিত সবার॥
কিবা বেদ রামায়ণ, পুরাণ ভারত ধন,
সমুদয় গ্রন্থেরই আদি মধ্য শেষে।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, হইয়াছে অনুক্ষণ,
পত্রে ছত্রে আছে পূত হরিনাম মিশে॥
যিনি এই ধরা মাঝ, ভূপরূপে ভূপসাজ,
অঙ্গে ধরি অশ্ব আরোহণে॥
খর করবাল করে, সবলে ধারণ ক'রে,
কলিকুল বিনাশিয়া রণে॥
দয়াগুণে আপনার, সত্যধর্ম্ম পুনর্ব্বার,
স্থাপন করেন সবিধান।
সেই সর্ব্বলোকপাতা, শ্যাম কল্কি মুক্তিদাতা,
করুন সবারে শুভদান॥

তৃতীয়াংশ সম্পূর্ণ।

কল্কিপুরাণ সমাপ্ত।

বিক্রেয়

পুস্তকের তালিকা।

কলিকাতা, ৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,

বীণাযন্ত্রের বিক্রেয় পুস্তকাবলী।

☞ কবিবর শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় কৃত সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা, ঠন্ঠনিয়া ৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট বীণাযন্ত্রে গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় বা আমার নিকট পাওয়া যায়। মফস্বলের ক্রেতা মহাশয়েরা পত্রে স্পষ্টাক্ষরে পুস্তক, টাকা, নাম, ঠিকানা, পোষ্ট আফিস ও জেলা লিখিবেন। অস্পষ্ট করিয়া লিখিলে পুস্তক পাঠাইতে গোলযোগ ঘটে।

ক্রেতাদিগকে স্বতন্ত্র ডাক মাস্তুল ও ভেলুপেএবল্ খরচ দিতে হইবে।

আমরা অন্যান্য গ্রন্থকারদের পুস্তক সমূহও ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠাইয়া থাকি। রাজকৃষ্ণ বাবুর পুস্তকের সহিত অন্যান্য গ্রন্থকারদের পুস্তক একসঙ্গে লইলে ক্রেতাদিগের পক্ষে ডাঃ মাঃ ও ভিঃ পিঃ খরচ কম হইবে।

শ্রীরজনীরঞ্জন রায়।

পদ্য মহাভারত।

(সম্পূর্ণ)

কবিবর শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল সংস্কৃত হইতে বিশুদ্ধ, সরল ও প্রাঞ্জল পদ্যে অনুবাদিত ও নানাবিধ শত শত জ্ঞান-ভাণ্ডার টীকা টিপ্পনী সন্নিবেশিত। গার্হস্থ্য সংস্করণ। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। এই সুবৃহৎ মহাধর্ম্মগ্রন্থ সকলেরই পাঠ্য। মূল্য ১২৲ টাকা, কিন্তু আপাততঃ সাধারণে সুবিধার জন্য অতি সুলভ মূল্য ৩৲ টাকা করা হইল। ডাঃ মাঃ ও ভেলুপেএবল্ খরচ স্বতন্ত্র ।৴০। উত্তম বিলাতী কাপড়ে বান্ধান উক্ত মহাভারত মূল্য ৩।৴০, ডাঃ মাঃ ও ভিঃ পিঃ খরচ ।৵০।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি. আই. ই. মহোদয়ের অভিপ্রায় ;—

"অনুবাদ পদ্যে করা হইলেও বিশদ্ধ প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে কবিত্বেরও পরিচয় দিতে ত্রুটি করেন নাই। সুতরাং আপনার মহাভারতের অনুবাদ সম্পূর্ণ হইলে সংস্কৃত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের একটী বিশেষ উপকার সাধিত হইবে। পদ্য পাঠ করিতে অনেকেই ভালবাসেন, ইতি।

(স্বাক্ষর) শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মা।"

সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক রায় শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি. এল্. বাহাদুর মহোদয়ের অভিপ্রায় ;—

"আমি আপনার কৃত মহাভারতের পদ্যানুবাদ দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। বাঙ্গালা ভাষায় মহাভারতের দুই খানি অনুবাদ আছে ; (১) কাশীরাম দাসের পদ্যানুবাদ, (২) কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্যানুবাদ। ইহার মধ্যে কাশীরাম দাসের পদ্য সংস্কৃতের অনুবাদ নহে ; উহা সংস্কৃত মহাভারত হইতে এত বিভিন্ন যে, উহাকে কাশীরাম দাসের মহাভারত বলিতে হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভা-

মূলানুযায়ী বটে, কিন্তু উহা সাধারণ পাঠকের উপযোগী নহে। সাধারণ লোকশিক্ষার্থই মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল, ইহা প্রচীন কথা এবং যথার্থ কথাও বটে। অতএব লোকশিক্ষার্থ ইহার এমন একটা অনুবাদ চাই, যাহা সংস্কৃতের অনুযায়ী হইবে। অথচ সাধারণ পাঠকের উপযোগী হইবে। আপনার কৃত পদ্যানুবাদের দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। অনুবাদ সকলের বোধগম্য অথচ সকলের পক্ষে মনোহর হইতেছে। কিন্তু এই কার্য্য অতি গুরুতর; আপনার ন্যায় পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়শালী ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহারও কার্য্য নহে। ভরসা করি, আপনি ইহা সম্পূর্ণ করিতে পারিবেন। এবং সকল প্রকার বিঘ্ন হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন। ইতি, তাং ৭ই আগষ্ট, ১৮৮৮।

(স্বাক্ষর) শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র শর্ম্মা।"

নবজীবন সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি. এল্., মহোদয়ের অভিপ্রায়;—

"মূল মহাভারত শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক সরল ও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত হইতেছে। রাজকৃষ্ণ বাবু বাল্মীকি রামায়ণের মূল সরস ও সরল পদ্যে অবিকল অনুবাদিত করিয়া, কৃত্তিবাস অপেক্ষায় কীর্ত্তিমান্ হইয়াছেন, এখন আবার বেদব্যাসের মূল মহাভারত সেইরূপ সরল ও সরস বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত করিয়া, অধিকতর কীর্ত্তি সঞ্চয় করিতেছেন।

(স্বাক্ষর) শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।"

ইংলণ্ড-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত মহোদয়ের অভিপ্রায়,—

"আপনি আপনার মহাভারতে যে সকল টীকা দিয়াছেন, তাহা মহামূল্য বলিয়া মনে করি।

বশংবদ।

(স্বাক্ষর) শ্রীশ্রীনাথ দত্ত।"

পদ্য রামায়ণ।

(সম্পূর্ণ)

কবিবর শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত মূল সংস্কৃত হইতে বিশুদ্ধ, সরল ও প্রাঞ্জল পদ্যে অনুবাদিত ও নানাবিধ শত শত জ্ঞান-ভাণ্ডার টীকা টিপ্পনী সন্নিবেশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। উত্তম কাপড়ে স্বর্ণাক্ষরে বিলাতী বাঁধাই। নূতন অক্ষরে ছাপা, ও কাগজ উৎকৃষ্ট। এই সুবৃহৎ মহাধর্ম্মগ্রন্থ সকলেরই পাঠ্য। মূল্য ১০ টাকা, কিন্তু আপাততঃ সাধারণের সুবিধার জন্য অতি সুলভ মূল্য ৬৲ টাকা করা হইল। ডাক মাসুল ও ভেলুপেএবল্ খরচ স্বতন্ত্র ।৹০ আনা।

যদি ধর্ম্মশিক্ষা, নীতিশিক্ষা, ধর্ম্মনীতিশিক্ষা, লোকচরিত্রশিক্ষা, পারিবারিক স্নেহ, মমতা, ভক্তি, প্রেম, দয়া প্রভৃতি শিক্ষা, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষা হিন্দুমাত্রেরই প্রয়োজনীয় হয়, তবে একবার দেখুন, সেই সকল বিষয় এই সপ্তকাণ্ড রামায়ণে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। ভারতবর্ষের প্রচীন রীতি, নীতি, ইতিহাস সম্বন্ধে এই বিরাট গ্রন্থ অক্ষয়দর্পণ। কবিগুরু মহর্ষি বাল্মীকি কাব্যজগতে অমর। তাঁহার এই পবিত্র রামায়ণ কবিত্ব সম্বন্ধে স্বর্গীয় পারিজাত কানন। সকলে সুধাসমুদ্রের নাম শুনিয়াছেন, কিন্তু সে অমৃত-সাগর কেহই দেখেন নাই। যদি দেখিতে চাহেন, তবে এই সপ্তকাণ্ড রামায়ণ গ্রহণ করুন।

রাজকৃষ্ণ বাবুর এই রামায়ণ সম্বন্ধে বান্ধবের তীক্ষ্ণদর্শী মনস্বী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় কি লিখিয়াছেন, পড়ুন,—"তিনি এই অনুবাদে ভাষার উপর যেরূপ প্রগাঢ় আধিপত্য দেখাইয়াছেন, তাঁহার টীকানিচয়েও তেমনিই কি ততোঽধিক পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থ অন্তঃপুরের অবলা এবং শাস্ত্রার্থদর্শী পণ্ডিত, উভয়েরই সংশিক্ষার উপযোগী, বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রই তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ পোষণ করিবেন, এবং যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া, ভালবাসিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা এই রামায়ণের এক এক খণ্ড গ্রহণ করিয়া স্বজাতিবাৎসল্য ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিবেন। এই গ্রন্থ কোন দিন বাঙ্গালা সাহিত্যের অত্যুজ্জ্বল বস্ত্রাভরণ বলিয়া আদৃত হইবে, এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ইতিহাস রাজকৃষ্ণ বাবুকে কৃতজ্ঞতার সহিত অভিবাদন করিবে।"—বান্ধব, ৩য় সংখ্যা, ১২৮৮।

গ্রন্থাবলী—প্রথম ভাগ।

কবিবর শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত। মূল্য ৪৷৹ টাকা, কিন্তু সকলের সুবিধার জন্য আপাততঃ অর্দ্ধ মূল্য ২৲ টাকা করা হইল। ডাঃ মাঃ, ও ভিঃ পিঃ খরচ ।৵০। ইহাতে এই ২৪ খানি গ্রন্থ আছে, যথা——(১) অবসর-সরোজিনী কাব্য, ১ম ভাগ, (২) অবসর-সরোজিনী কাব্য, ২য় ভাগ, (৩) শারদ

সোৎসব কাব্য, (৪) ভারত-গান (ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ১০০ গান), (৫) স্তবমালা কাব্য (শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণের স্তব), (৬) ভারতে যুবরাজ কাব্য (ভারতবর্ষে মহামান্য প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের শুভাগমনোপলক্ষে) (৭) দেশসঙ্গীত কাব্য, (৮) গিরিসন্দর্শন কাব্য, (৯) কালচক্র কাব্য (সিপাহিযুদ্ধঘটিত), (১০) নিশীথ-চিন্তা কাব্য, (১১) নিভৃতনিবাস কাব্য ১ম ভাগ, (১২) নিভৃতনিবাস কাব্য, ২য় ভাগ, (১৩) ছয়রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী (মূল ও অনুবাদ), (১৪) লৌহকাব্য গাব নাটক (বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত), (১৫) পতিব্রতা পৌরাণিক নাট্যগীতি (সাবিত্রী সত্যবান উপন্যাস ঘটিত), (১৬) অনলে বিজলী বা সীতার অগ্নিপরীক্ষা নাটক (বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত), (১৭) ভারত সান্ত্বনা কবিতাত্মক দৃশ্যরূপক, (১৮) নাট্যসম্ভব উপরূপক (বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত), (১৯) উৎকট বিরহ—বিকট মিলন, ঔপহাসিক হাস্যনাট (২০), দ্বাদশগোপাল প্রহসন (বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত), (২১) তারকসংহার বা তারকাসুর-বধ, পৌরাণিক নাটক (বীণা থিয়েটারে অভিনীত), (২২) হিরণ্ময়ী উপন্যাস প্রথম ভাগ, (২৩) হিরণ্ময়ী উপন্যাস, দ্বিতীয় ভাগ ও (২৪) কিরণময়ী উপন্যাস (হিরণ্ময়ী উপন্যাসের পরিশিষ্ট)

গ্রন্থাবলী—দ্বিতীয় ভাগ।

কবিবর শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত। মূল্য ৪৲ টাকা, আপাততঃ অৰ্দ্ধ মূল্য ২৲ টাকা। ডাঃ মাঃ ও ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র ।৵০ আনা। ইহাতে এই ১১ খানি গ্রন্থ আছে, যথা——(১) প্রহ্লাদ-চরিত্র, পৌরাণিক নাটক (বেঙ্গল থিয়েটার, ন্যাসনাল থিয়েটার ও বীণা থিয়েটারে অভিনীত), (২) গঙ্গা-মহিমা, পৌরাণিক নাটক (বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত), (৩) যদুবংশধ্বংস, পৌরাণিক নাটক (বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত), (৪) রাজা বিক্রমাদিত্য, ঐতিহাসিক নাটক (বেঙ্গল থিয়েটার ও বীণা থিয়েটারে অভিনীত), (৫) বামন-ভিক্ষা, পৌরাণিক নাটক (বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত), (৬) দশরথের মৃগয়া বা বালক সিন্ধুবধ, পৌরাণিক নাটক (বেঙ্গল থিয়েটার ও বীণা থিয়েটারে অভিনীত), (৭) হরধনুর্ভঙ্গ, পৌরাণিক নাটক (বেঙ্গল থিয়েটার ও বীণা থিয়েটারে অভিনীত), (৮) রামের বনবাস, পৌরাণিক নাটক (বেঙ্গল থিয়েটার ও বীণা থিয়েটারে অভিনীত), (৯) অবসর-সরোজিনী কাব্য, তৃতীয় ভাগ, (১০) ষড়ঋতু কাব্য ও (১১) 'অনন্ত কি?' দার্শনিক কাব্য।

গ্রন্থাবলী—তৃতীয় ভাগ।

কবিবর শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত। মূল্য ২৲ টাকা, আপাততঃ অৰ্দ্ধমূল্য ১৲ টাকা। ডাঃ মাঃ ও ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র ।০ আনা। ইহাতে এই ১৪ খানি গ্রন্থ আছে যথা——(১) ভীষ্মের শরশয্যা, পৌরাণিক নাটক (বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত), (২) দুর্ব্বাসার পারণ, পৌরাণিক নাটক (বেঙ্গল থিয়েটারে ও বীণা থিয়েটারে অভিনীত), (৩) তরণীসেনবধ, পৌরাণিক নাটক (ন্যাসন্যাল থিয়েটারে ও বীণা থিয়েটারে অভিনীত), (৪) খোস্-গল্প—ঘোড়ার ডিম, (৫) কুপোকাৎ, (৬) পাঁচঝাঁটা, (৭) বোলবচুবী পেন্নী, (৮) আদুরে ছেলে, (৯) রস-গোল্লা, (১০) গেঁজেল গদা, (১১) এ মেয়ে পুরুষের বাবা, (১২) টাকার তোড়া, (১৩) নতুন বৌ ও (১৪) বোকা শিবে।

গ্রন্থাবলী—চতুর্থ ভাগ।

কবিবর শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত। মূল্য ২৲ টাকা, আপাততঃ অৰ্দ্ধমূল্য ১৲ টাকা। ডাঃ মাঃ ও ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র ।০ আনা। ইহাতে এই ১৭ খানি গ্রন্থ আছে, যথা——(১) চন্দ্রহাস, পৌরাণিক নাটক (বীণা থিয়েটারে অভিনীত), (২) হরিদাস ঠাকুর, বৈষ্ণব ধৰ্ম্মমূলক নাটক (বীণা থিয়েটারে অভিনীত), (৩) অবসর-সরোজিনী কাব্য চতুর্থ ভাগ, (৪) অখ্যায়নের কবিতাবলী, (৫) পঞ্জাবী কাহিনী, (৬) অদ্ভুত গল্প, (৭) সাময়িক কবিতা, (৮) বঙ্গভূষণ (বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ শতাধিক মৃত মহাত্মার সংক্ষিপ্তজীবনী সমেত চতুৰ্দ্দশপদী কবিতা), (৯) আগমনী কাব্য, (১০) সঙ্গীত স্বপ্ন কাব্য, (১১) হেঁয়ালি অভিনয় (বীণা থিয়েটারে অভিনীত), (১২) দুই শিকারী, মনোহর গল্প, (১৩) দুই সন্ন্যাসী (মনোহর গল্প), (১৪) চীনের কলসী (মনোহর গল্প), (১৫) হরিহরলীলা, দৃশ্য কাব্য (বীণা থিয়েটারে অভিনীত), (১৬ জন্মাষ্টমী, চিত্ররঙ্গ ও পঙ্করঙ্গ (বীণা থিয়েটারে অভিনীত) ও (১৭) প্রমদ্বরা পৌরাণিকী গীতি-নাটিকা (ইহার উপন্যাস সাবিত্রী-সত্যবান উপাখ্যানের ঠিক্ বিপরীত, বীণা থিয়েটারে অভিনীত)।

গ্রন্থাবলী—পঞ্চম ভাগ।

কবিবর শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত। মূল্য ২৲ টাকা, আপাততঃ অর্দ্ধ মূল্য ১৲ টাকা, ডাঃ মাঃ ও ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র।০ আনা। ইহাতে এই পনর খানি গ্রন্থ আছে, যথা——(১) সত্যমঙ্গল বা সত্যনারায়ণ লীলা, পৌরাণিক নাটক (বীণা থিয়েটারে অভিনীত), (২) লঙ্কপতি পৌরাণিক নাটক (বীণা থিয়েটারে অভিনীত), (৩) রাজা বংশধ্বজ, পৌরাণিক নাটক (বীণা থিয়েটারে অভিনীত), (৪) অদ্ভুত ডাকাত, অদ্ভুত রসাত্মক উপন্যাস, (৫) শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা, পৌরাণিক নাটক (বীণা থিয়েটারে অভিনীত), (৭) ছুটি মনচোরা, উপনাট্যগীতি, (৮) চতুরালী, কৌতুক নাট্যগীতি (বীণা থিয়েটারে অভিনীত), (৯) খোকাবাবু প্রহসন, (১০) বেলুনে বাঙ্গালী বিবি প্রহসন, (১১) জুজু প্রহসন (এই তিন খানিও বীণা থিয়েটারে অভিনীত), (১২) প্রহ্লাদ মহিমা বা প্রহ্লাদ চরিত্র দ্বিতীয় খণ্ড নাটক (বীণা থিয়েটারে অভিনীত), (১৩) লোভেন্দ্র-গবেন্দ্র সামাজিক ব্যঙ্গনাটক (বীণা থিয়েটারে অভিনীত), (১৪) কাণা কড়ি, বিদ্রূপহাসক ও (১৫) পূজার বাজার (রঙ্গিলা বাবা)।

কবিবর শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায়ের ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম ভাগ গ্রন্থাবলী ছাপা হইতেছে। প্রত্যেক ভাগের মূল্য ২৲ টাকা, কিছু দিনের জন্য প্রত্যেকের অর্দ্ধ মূল্য ১৲ টাকা ও প্রত্যেকের ডাঃ মাঃ ও ভিঃ পিঃ খরচ।০ আনা।

প্রহ্লাদ মহিমা বা প্রহ্লাদ-চরিত্র দ্বিতীয় খণ্ড (নাটক) .. ... ॥০
নরমেধযজ্ঞ (নাটক) ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত ॥০
লয়লা মজনু (গীতিনাটিকা) ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত ... ... ।০
অদ্ভুত ডাকাত (উপন্যাস) ... ॥৵০
জ্যোতির্ম্ময়ী (উপন্যাস) ৷৹০
হরধনুর্ভঙ্গ নাটক ... .. ॥০ স্থলে ।০
শিশুকবিতা (চতুর্থ সংস্করণ) ৴১০
সরল কবিতা ৵০
কবিতাকৌমুদী, ১ম ভাগ (অষ্টম সংস্করণ) ৵০
কবিতাকৌমুদী ২য় ভাগ (চতুর্থ সংস্করণ) ... ।০
রাজা বিক্রমাদিত্য (নাটক) ১৲ স্থলে ॥০
তরণীসেনবধ (নাটক) ... ১৲ „ ॥০
কেশববিয়োগ (কাব্য) ... ।০ „ ৵০
কাণা কড়ি (বিদ্রূপহাসক) ৶০

পূজার বাজার (রহস্য কবিতা) ... /০
খোস্‌গল্প—নং ১—ঘোড়ার ডিম্ ... /০
„ নং ২—কপোকাৎ ... /০
„ নং ৩—পাঁচ ঝাঁটা ... /
„ নং ৪—ষোলবছুরী পেত্নী ৵০
„ নং ৫—আহুরে ছেলে ... ৴১০
„ নং ৬—রসগোল্লা ... /০
„ নং ৭—গেঁজেল গদা ... /০
„ নং ৮—এ মেয়ে পুরুষের বাবা /০
„ নং ৯—টাকার তোড়া ... ৴১০
মীরাবাই (নাটক) ... ... ॥০
চতুরালী (কৌতুক নাট্যগীতি—A Comic Opera) ... ... ।০
চন্দ্রাবলী (ঐ) ... ... ॥০
খোকাবাবু (প্রহসন) ... ... /০
ডাক্তার বাবু (প্রহসন) ... ... /০
বেলুনে বাঙ্গালী বিবি (প্রহসন) ... /০
জুজু (প্রহসন) ৶০
টাট্‌কা টোট্‌কা (প্রহসন) ... ৵০
জগা পাগ্‌লা (প্রহসনক নাট্যরঙ্গ—A Farcical Comedy) .. ৶০
লোভেন্দ্র—গবেন্দ্র (সামাজিক ব্যঙ্গ নাটক—A Satirical Society Play) ... ॥০
লঙ্কাধীপ (নাটক) - - ১৲ স্থলে ॥০
হীরে মালিনী (কমিক্ অপেরা) ... ।
গান (২৮৩টি উৎকৃষ্ট গান) .... ॥০
কবিতা (৫৪৮ পৃষ্ঠা, বিবিধ মনোহর কবিতা) ১
বীণা, ৪র্থ খণ্ড (৮৩১ পৃষ্ঠা, ঐ) ২৲ স্থলে ১।০
রুসিয়ার ইতিহাস .. ... ॥০
কলির প্রহ্লাদ (ব্যঙ্গ নাটক) ... ।
শান্তিকুটীর উপন্যাস (সম্পাদিত) ... ॥০
অনুপমা উপন্যাস (সম্পাদিত) ... ॥
ভারতকোষ ১ম ভাগ ('অ' হইতে 'ঙ' পর্য্যন্ত) ২
ভারতকোষ, ২য় ভাগ ('চ' হইতে 'ন' পর্য্যন্ত) ২
ভারতকোষ ৩য় ভাগ ('প' হইতে 'হ' পর্য্যন্ত) ২

কবিবর শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় ও শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেব কাব্যরত্ন কর্ত্তৃক উক্ত ভারতকোষ মহাভিধান সংগৃহীত ও সম্পাদিত হইয়াছে। এরূপ সর্ব্ব জ্ঞানের রত্নাকর আর দ্বিতীয় নাই। ভারতবর্ষের প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত নানাবিধ বৈদিক পৌরাণিক, তান্ত্রিক, ঐতিহাসিক ও অন্যান্য বিষয় ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে।